ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের কাহিনী

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

MATCH					v.		INNINGS OF
ORDER OF GOING IN	TIME		TIME FOR		BATSMAN'S NAME	RUNS AS
	IN	OUT	50 / 100	150 / 200		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

FALL OF WICKET	1	2	3	4	5	6
RUNS						

BOWLER		BOWLING ANAL										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OVER No/RUNS											
	OVER No/RUNS											
	OVER No/RUNS											
	OVER No/RUNS											
	OVER No/RUNS											
	OVER No/RUNS											

PLAYED AT	ON	19

CORED	HOW OUT	BOWLER'S NAME	Total runs

7	8	9	10	EXTRAS:	TOTAL for wkts:	

SIS

2	13	14	15	16	17	18	19	20	Overs	Maidens	Runs	Wickets	Wides	No Balls	TOT

ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের কাহিনী

[১৯৩২ থেকে ১৯৫৯]

প্রথম খণ্ড

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার। কলকাতা ৬

প্রকাশ : ২ অক্টোবর ১৯৭৪

দাম : পঁচিশ টাকা

প্রচ্ছদচিত্রী : শ্রী ফণী সাহা

সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা ৬ থেকে শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও নিপুণ মুদ্রণ, ৩২ মদন মিত্র লেন, কলকাতা ৬ থেকে শ্রী সুজিতকুমার রুদ্র কর্তৃক মুদ্রিত।

স্মরণ

কলকাতা ; ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯
বাংলাদেশের সেই মানুষদের
খেলা দেখতে গিয়ে যাঁরা প্রাণ দেন

ভূমিকা

এ-বই ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস নয়, ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের কাহিনী। কবে, কেমন ক'রে এ-দেশে ক্রিকেট খেলার প্রচলন হ'লো ; সে-সময় কারা এ-খেলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ; এর বিকাশে কী প্রভাব ফেলেছিলো ইংরেজ সামরিক-ও রাজ-কর্মচারীরা, কিংবা কতটাই প্রভাব ফেলেছিলো ভারতীয় রাজাবাদশাদের তথাকথিত বদান্যতা—এ-সব প্রশ্ন এ-বইয়ের সুযোগের মধ্যে ছিলো না। কেন এ-দেশের ক্রিকেট নানা ধরনের সাম্প্রদায়িকতার জন্য পঙ্গু হ'য়ে ছিলো—কোন মহাজনদের চেষ্টায় ট্রায়াঙ্গুলার, কোয়াড্রাঙ্গুলার বা পেনটাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার চলন হয়েছিলো—এ-সব প্রশ্ন হয়তো মোটেই অবান্তর নয়, কিন্তু বইয়ের আয়তনের কথা ভেবে আমাকে এ-সব প্রাসঙ্গিক বিষয় এড়িয়ে যেতে হয়েছে। পরে কোনো-একদিন কেউ হয়তো এ-বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করবেন। ভারতীয় ক্রিকেটদল আদৌ সংহত ও ঐক্যবদ্ধ কোনো শক্তি কি না, অনেক সময়েই এ-প্রশ্ন আমাদের ভাবিয়েছে। ভারতের মতো বিপুল ও বিচিত্র দেশে বিভেদের কত রকম কারণ : ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক শ্রেণী। দক্ষিণ ভারতের ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে উত্তর ভারতের ভাষাগুলোর মিল নেই ; পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় তখন বিদেশী ভাষা—ইংরেজি। ভাষার জন্যই, অনুমান করা যায়, অনেক সময় বিভিন্ন অঞ্চলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বিনিময় ও সংমিশ্রণ সম্ভব হয়নি। কিংবা, ভাবাই যায় না যে অমুক রাজ্যের খেলোয়াড় মহারাজা তমুক রাজ্যের নগণ্য নিম্নমধ্যবিত্তটির সঙ্গে মেলামেশা করতে চাইবেন। আর আত্মাভিমান কিংবা প্রতিভার তারতম্যও যে কতখানি বিভেদের সৃষ্টি করে, তাও আমরা জানি। যাঁরা বলেন, খেলার সঙ্গে রাজনীতির যোগ নেই, তাঁরা সত্যবাদী নন। অন্য-সব কিছুর মতো খেলা-ধুলোর ক্ষেত্রেও দেশের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। যেভাবে এ দেশে খেলার পরিচালনা হয়, তার বিশৃঙ্খলা, অবিবেচনা, নিঃসাড়তা কেবল যে বাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি করেছে, তা নয়—কত অপ্রীতিকর ও তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছে। এ-সমস্ত বিষয়ই পরস্পর-সংশ্লিষ্ট, কিন্তু আমি ইচ্ছে ক'রেই মাঠের সীমানার বাইরে না-যেতে চেষ্টা করছি।

কোনো দেশের সঙ্গে যখন অন্য-কোনো দেশের খেলা হয়, তখন, আমার মনে হয়, খেলার মূল উদ্দেশ্যটাই মাঠে মারা যায়। রসিকতা ক'রে কোনো আধুনিক দার্শনিক মানুষকে ক্রীড়াপরায়ণ জন্তু ব'লে বর্ণনা করেছেন—হয়তো কোনো খেলার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব আমাদের বন্ধনমুক্তিরই একটি সুস্থ উপায়ের সন্ধান করেছিলো। কিন্তু যখনই দু-দেশের খেলোয়াড়রা খেলার মাঠে নামেন, তখন তার সঙ্গে ভিন্নতর বিষয় জড়িয়ে যায়। জড়িয়ে যায় জাতীয়তা, জড়িয়ে যায় স্বদেশপ্রেম, এমনকি রাজনৈতিক মতবাদ ও মতভেদ। ১৯১১ সালে যখন মোহনবাগান দল ফুটবল মাঠে ক্যালকাটা ক্লাবকে হারিয়েছিলো, তখন দেশের মানুষ তার মধ্যে অন্য কিছুর ছায়া দেখেছিলো, সংকেত দেখেছিলো। ওয়েস্ট-ইনডিজ যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ক্রিকেট খেলে, তখন তা আর নিছক ক্রিকেট থাকে না। কে না জানে সেই প'চে-যাওয়া ইংরেজি বচন : 'ইটনের খেলার মাঠেই ইংলণ্ড জিতেছিলো ওয়াটারলুর লড়াই।' কিন্তু খেলার মূল লক্ষ্য তো নিছক হার-জিত নয় ; অথচ, তবু, কোন দল ভালো খেলছে, তা আমরা দেখতে পাই না ; দেখতে চাই আমার দেশের জয়।

কারু পক্ষেই কোনো খেলার নিরপেক্ষ প্রতিবেদন দেয়া সম্ভব ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। আমি তার চেষ্টাই করিনি। এই বই উলটে দেখে কে না বুঝতে পারবেন যে আমি ভারতের জয়ই দেখতে চেয়েছি ; কিংবা, বলা ভালো, দেখতে চেয়েছি, জয়ের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ দলের সংহত চেষ্টা। কিন্তু আমার পক্ষপাত কেবল তাতেই সীমাবদ্ধ নয়—দেশ তো বটেই, ব্যক্তির প্রতিও আমার পক্ষপাত। ক্রিকেট যদিও দলের খেলা, একা যদিও কারু পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, তবু তারই মধ্যে ফুটে ওঠে ব্যক্তির চরিত্র, তার দুর্বলতা সবলতা, তার দোষগুণ। শুধু তা-ই নয়, শেষ পর্যন্ত তা হয়তো ব্যক্তিকে ছাপিয়ে যায়—হ'য়ে ওঠে কোনো সাংকেতিক ব্যঞ্জনা। আমাকে মুগ্ধ করে সেই মানুষ, পোলিয়োর পঙ্গুতাকে যে কাটিয়ে ওঠে চেষ্টা, অধ্যবসায় ও মনের জোরে ; ভেঙে পড়ে, কিন্তু মচকায় না, আবার ফিরে আসে। আমাকে মুগ্ধ করে সেই মানুষ, যার এক চোখ নেই, এক পা খোঁড়া, কিন্তু তবু যে রুখে দাঁড়ায়। আমাকে মুগ্ধ করেন লর্ডস মাঠের নরি কনট্র্যাকটর, ভাঙা পাঁজর নিয়ে যিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইংলণ্ডের উদ্দীপ্ত ফাস্ট বোলারদের ঠেকাচ্ছিলেন, অন্য অনেক নামজাদাদের মতো স্কোয়ারলেগ আম্পায়ারের দিকে স'রে যাননি। অত্যন্ত ছেলেমানুষি আবেগ-প্রবণতা হয়তো-বা, কিন্তু এ-যুগের তথাকথিত অর্থহীনতার মধ্যেও এইসব মুহূর্ত

আমাদের বৃহত্তর কোনো-কিছুর সন্ধান দেয়। এ-বইয়ের মধ্যে অন্তত সেইসব পলায়মান মুহূর্তগুলোকেই ধ'রে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। স্পেনের বুলফাইট ছাড়া আর-কোনো খেলাই ক্রিকেটের মতো সাহিত্যে হানা দেয়নি। নয় এ মধুর খেলা', যখন ভাবি এর সঙ্গে জড়ানো প্রশ্নগুলো। পরে হয়তো কেউ আরো ভালো ক'রে সবগুলো প্রশ্নের সমাধান খোঁজবার চেষ্টা করবেন। আমরা হয়তো ভারতীয় ক্রিকেটের সমস্যাগুলো নিবিড়ভাবে জানতে পাবো। কিন্তু যতদিন তা না হয়, ততদিন এই বই। সবকিছু ছেঁটে ফেলেও কেবল তথ্য আর পরিসংখ্যান মারফৎও যে একটা ছবি পাওয়া যেতে পারে, তার চেষ্টা। সব প্রতিবিম্বধর্মী রটনার পরেও আমি বিশ্বাস করি তথ্য আর পরিসংখ্যান সব-কিছু ফোটাতে না-পারুক সত্যকে সব সময় বিকৃত করে না।

স্কোরকার্ডে বা অন্যত্র, এ-বইয়ের মধ্যে কতগুলো সংকেতচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। নামের বাঁ পাশে * চিহ্ন বোঝাবে অধিনায়ক, আর † চিহ্ন বোঝাবে উইকেটরক্ষক ; সংখ্যার ডান পাশে * চিহ্ন বোঝাবে অপরাজিত।

সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডারের শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য আগ্রহ প্রকাশ না-করলে এ-বই হয়তো কোনোদিনই পুরোপুরি শেষ ক'রে ওঠা হ'তো না। যদি মনে হয় যে এ-বইয়ের কোনো সার্থকতা আছে, তবে প্রথম ধন্যবাদ তাঁরই প্রাপ্য। আরো অনেকেই কতভাবে সাহায্য করেছেন—শ্রী দীপনারায়ণ সর্বাধিকারী, শ্রী সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত, শ্রী শিবাজি সেনগুপ্ত, শ্রী প্রসেনজিৎ চৌধুরী, শ্রী গৌরীশংকর দে, শ্রী স্বপন মজুমদার, শ্রী সুবীর রায়চৌধুরী, শ্রী তীর্থংকর চট্টোপাধ্যায়, শ্রী চন্দ্রাবলী ঘোষ, শ্রী মিহির ভট্টাচার্য, শ্রী সংবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্রিকেট বিষয়ে আমার প্রথম লেখা বেরিয়েছিলো শ্রী গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'ওরে তোরা জয়ধ্বনি কর' মাসিকপত্রে। সবাইকেই এখানে আমার ধন্যবাদ জানাই। এ-বই কারু অবকাশের ক্ষণিক সঙ্গী হ'লে তাঁরাও খুশি হবেন ব'লে আমি বিশ্বাস করি।

টরোণ্টো—ভ্যানকুভার
এপ্রিল—অক্টোবর ১৯৭২

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূ চি প ত্র

মুদ্রণবিভ্রাট

তাকলাগানো ও তাজ্জবকরা মুদ্রণবিভ্রাট এ-বইকে আদ্যোপান্ত চমৎকৃত ক'রে রেখেছে। মুদ্রণযন্ত্রের মামদোরা যেভাবে হানা দিয়েছে, তাতে যথোচিত হাস্য ও রহস্যের উদ্রেক হ'লেও আমাদের পক্ষে ক্ষমা না-চেয়ে কোনো উপায় নেই। কতগুলো বিভ্রম অবশ্য গোড়াতেই ব'লে নেয়া ভালো : সি.ডি. গোপিনাথ বহু ক্ষেত্রেই ছাপা হয়েছেন গোপীনাথ ; জয়সিংহরাও ঘোরপাড়ে কেন-যে জয়ন্ততে রূপান্তরিত হয়েছেন, বোঝা শক্ত। রিচার্ড স্পুনার কেন-যে রেগি স্পুনারে বদলে গেলেন, তাও একটি বিষম ধাঁধা। বোরদের নামের আগে চন্দ্রকান্ত বা চান্দু অনেক স্কোরকার্ডেই বসেনি ; আর গিলবার্ট পার্কহাউস যে শুধুমাত্রই পার্কহাউস ছাপা হয়েছেন তার কারণ এই নয় যে আমরা পেশাদার বা শৌখিন খেলোয়াড়ের মধ্যে ভেদ করেছি। এ-ছাড়াও অন্য যে-ভুলগুলো গণ্ডগোলবাঁধানো, তার একটা তালিকা নিচে দেয়া হ'লো, সেই সঙ্গে সংশোধিত রূপও। পাঠকরা এই বিভ্রাটকে যেন ভারতীয় নড়বোড়ে ব্যাটিং-এর প্রতিচ্ছবি ব'লে মনে না-করেন, এই অনুরোধ।

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	আছে	হবে
৩	২৮	বাঁ-হাতে	বাঁ-হাতি
৪	২৮	ব্যাটম্যান	ব্যাটসম্যান
৬	১১	রবিবাবের	রবিবারের
৮	২৩	নাভলকে	নাভলেকে
৯	২১	জাহঙ্গির	জাহাঙ্গির
১৮	৫	....পরাস্ত করে	....করলেন
২১	শেষ	২৮৫	১৮৫
২৫	২০	বাচানো	বাঁচানো
২৮	১৫	৪৯	৫৯
৩২	১৮	যথন তাড়াতাড়ি	তখন তাড়াতাড়ি
৫৯	১৪	টৌট	টেট
৫৯	১৫	টৌট	টেট
৬৬	১	দ্বিতীয়	প্রথম

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	আছে	হবে
৬৬	২৪	মার্চেণ্ট আরো পাণ্ডিত্যপূর্ণ	মার্চেণ্ট আরো পরিণত, আরো শাস্ত্রসম্মত, আরো পাণ্ডিত্যপূর্ণ
৭০	৬	০	৩০
৭০	১৩	বাই ৪	বাই ৫
৭০	১৩	৩১	১৩
৭০	১৭	হাভিজ	হাফিজ
৭১	২৮	বিজর	বিজয়
৭১	২৯	৭২	২৭
৭২	১০	৩২৫ (নাইডু)	৩১৩ (মানকড়) ; ৩২৫ (নাইডু) ;
৭২	১৮	আস্বাচ্ছন্দ্য	অস্বাচ্ছন্দ্য
৭২	২৬	না-পরে	না-পেরে
৭৩	১১	এন. বি. ফিশলিক	এল. বি. ফিশলক
৭৩	২৩	৫০	৩০
৭৪	১২	শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের	শ্রেষ্ঠ ন্যাটা ব্যাটসম্যানদের
৭৫	১	অ্যাডেলাইড	অ্যাডেলাইডে
৭৫	১০	মামুদ	ফজল মামুদ
৭৭	১৫	১৫৮	১৮৫
৭৮	৬	৩৮৩ (ব্র্যাডম্যান)	৩৭৩ (ব্র্যাডম্যান)
৭৮	১৫	হুটি	জুটি
৮৪	২০	৩ উইকেটে	ঐ উইকেটে
৮৪	২৫	জনসন	জনস্টন
৮৪	২৭	জনসন	জনস্টন
৮৫	২	১৬	১৩
৮৮	২৪	৪	৩
৯২	৭	পর্যন্ত চমৎকার	পর্যন্ত বার্নস চমৎকার
৯৪	১০	আউ	আউট

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	আছে	হবে
৯৬	১৫	হয়েছিলে	হয়েছিলো
১০০	১৭	ব্যাডম্যান	ব্র্যাডম্যান
১০৩	১৪	আত্মপ্রকাশেয়	আত্মপ্রকাশের
১০৩	২১	কোয়াড্র্ঙ্গুলার	কোয়াড্রাঙ্গুলার
১০৭	২১	১	২
১০৮	১২	প্রথর	প্রায়র
১০৮	২০	পারলো না	পারবে।
১০৯	৯	৪১	৩৭
১১০	১০	১২ ও ১৩,	১২ ও ১৩ ডিসেম্বর,
১১০	২৩	রে মানকড়ের	রে মানকড়ের বলে মানকড়ের হাতেই
১১৭	১	ওয়েস্ট-ইনডিজ	ওয়েস্ট-ইনডিজকে
১১৯	১	ব্রিজ	ক্রিজ
১১৯	৩	ব্রিজ	ক্রিজ
১২৬	৬	অফ-সাইডে	লেগের দিকে।
১২৮	১৮	সোহনিও	মোহনিও
১২৯	১২	করেছিলো	করেছিলেন
১২৯	৩০	ধরাচুড়ো প'ড়ে	ধড়াচুড়ো প'রে
১৩১	৯	মুস্তাফ	মুস্তাক
১৩৩	১২	*	†
১৩৪	২৪	তেমন	এমন
১৩৫	১২	১	১২
১৩৮	১৯	রেলিঙের	বোলিঙের
১৩৯	১	রেলিঙের	বোলিঙের
১৩৯	৪	আয়	আর
১৪২	১২	ব্যাটসমান	ব্যাটসম্যান
১৪৪	১৫	অথবা	আমরা
১৪৫	২৪	আর. রিজওয়ে	এফ. রিজওয়ে
১৫০	২৫	বলতে, আর	বলতে, হাজারে আর

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	আছে	হবে
১৫২	১৫	অভিজাত্য	আভিজাত্য
১৫৬	৭	চক্ষু	পিচ
১৬০	১২	প্রবীর সেন	† প্রবীর সেন
১৬৩	৩	তাতে আপ্তবাক্যও	তাতে এই আপ্তবাক্যও
১৬৫	৪	ব্রিজ	ক্রিজ
১৬৬	৬	২ ৩	২০৩
১৬৯	২২	ক্রিকেট	ক্রিকেটে
১৭১	৫	স্পুনারও তাই। আগে তাই	স্পুনারও আগে তাই
১৭৪	১৫	।মশোলে	মিশোলে
১৭৭	৬	বৃক্ষের	·বৃষের
১৭৯	১৫	ভি. কে. গায়কোয়াড়	ডি. কে. (দাত্তু) গায়কোয়াড়
১৮৬	২২	নড়বড়ে	নড়বোড়ে
১৮৭	১১	ছলে নষ্ট	ছলে সময় নষ্ট
১৯২	২৭	আরে	আরো
১৯৩	২০	ব্যবহারিক	ব্যাবহারিক
১৯৪	১১	০	১
১৯৫	৩	বুকে	ঠুকে
১৯৬	৬	৭ (পঙ্কজ রায়)	৪ (পঙ্কজ রায়) ;
১৯৭	৭	তাপর	তারপর
২০২	২	‘ক্ষুদে ওস্তাদ’কে	‘খুদে ওস্তাদ’
২০৩	২২	তৃতীয় খেলার	তৃতীয় টেস্টের
২০৩	২৭	সোবার্স	সোবার্স এবং পাকিস্তানি ইনতিকাব আলম
২০৪	১	সাত	আট
২০৫	১৩	টসের	টেস্টের
২০৭	৬	গতিও	গতি ও
২১৪	২৯	ব্যাটসন্ত্যানেরা	ব্যাটসম্যানেরা

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	আছে	হবে
২১৫	৫	শুক	শুরু
২২১	১৫	ভারত	অন্তত
২২৪	১৬	৪ উইকেটে	৬ উইকেটে
২২৭	৮	নড়বড়েভাবে	নড়বোড়েভাবে
২২৮	১৮	গুলাম আহমেদ	গুলাম আমেদ
২৩২	৪	সের	সেরা
২৩৩	১৪	শোধনও-টেস্টে	শোধন ও-টেস্টে
২৪২	১০	২৬২	২৫২
২৪৩	২৮	কিরণ	কিরণে
২৪৪	১৯	দেখে	থেকে
২৪৭	১৩	প্রান্তে	প্রান্তে
২৫৩	১	ক. বদলি	ক. বদলি (গাদকারি)
২৫৩	শেষ	সেঞ্চুরী	সেঞ্চুরি
২৫৬	শেষ	প্রকৃতিঠাকরুণের	প্রকৃতিঠাকরুনের
২৫৭	২	রাজী	রাজি
২৬২	১	অতিভাবে	আর্তভাবে
২৬২	২৩	সেঞ্চুরী	সেঞ্চুরি
২৬৪	২	অফষ্টাম্পের	অফস্টাম্পের
২৬৭	২৬	সেই	যেই
২৬৮	১৩	ল্যাটা	ন্যাটা
২৭৯	২৬	† বিনু মানকড়	* বিনু মানকড়
২৮১	৩	বলটাকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে লুফে	বলটাকে লুফে
২৮৩	১৫	চিকরালই	চিরকালই
২৮৪	১০	মানকড়ের	গুপ্তের
২৮৮	১	স্বপক্ষে	সপক্ষে
২৮৮	২৪	১	২২
২৯০	২৫	* ইমতিয়াজ	† ইমতিয়াজ
২৯০	২৭	† আব্দুল	* আব্দুল

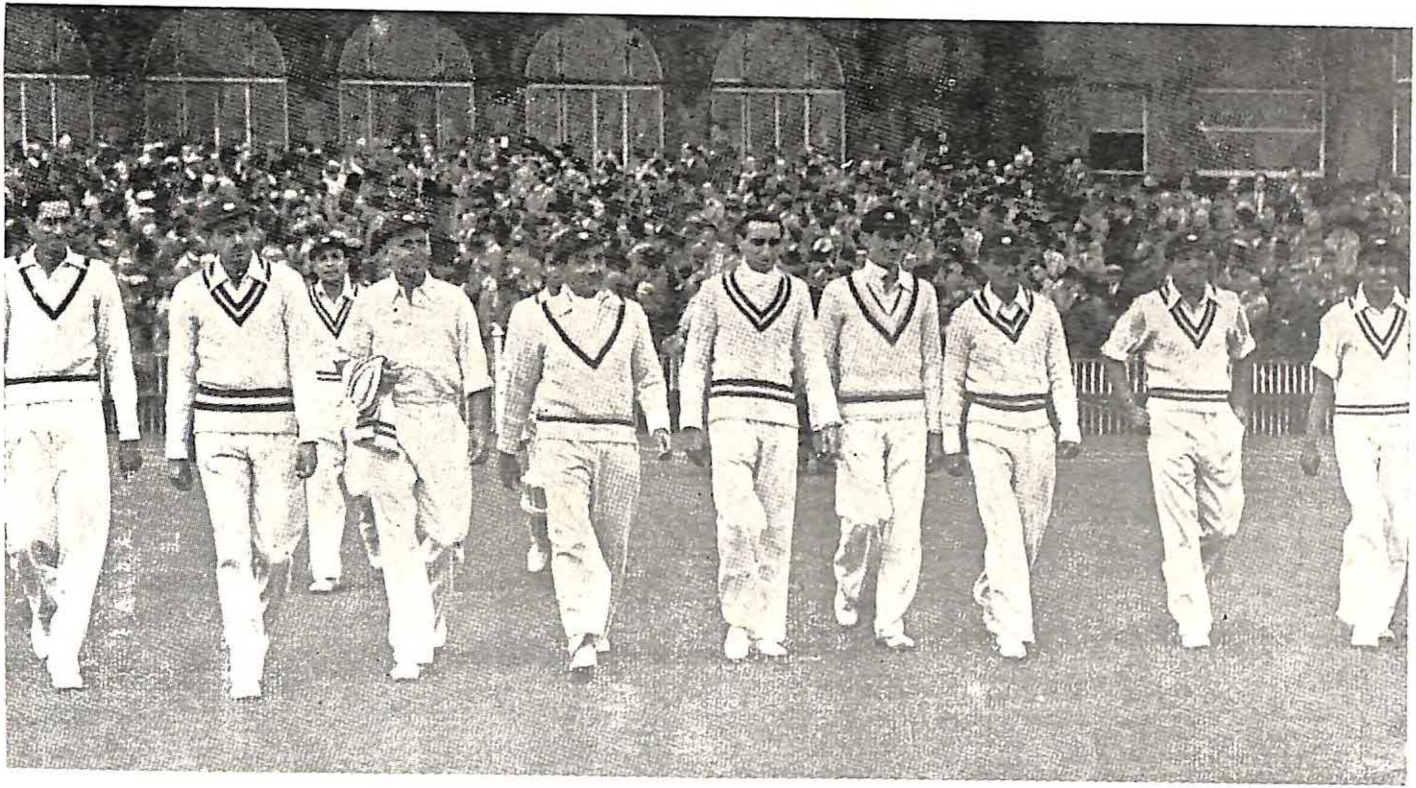
পৃষ্ঠা	পঙক্তি	আছে	হবে
২৯৫	১৪	দু-উইকেটে	এক উইকেটে
২৯৭	২৫	বুকে	ঠুকে
৩০০	২	স্টাম্পণ্ড	স্টাম্প্‌ড
৩০৬	১	পুওর	পেট্রি
৩১৪	১৮	পরবির্তন	পরাবর্তন
৩১৫	২৪	নয়,	যে,
৩২৩	১৩	এই অবস্থায়	এই অবস্থায় মানকড়
৩২৩	শেষ	† পলি উমরিগড়	* পলি উমরিগড়
৩২৫	৫	গাই	বাই
৩২৫	১৭	অনুত্তোজিতভাবে	অনুত্তেজিতভাবে
৩২৫	২০	হড়মুড়	হুড়মুড়
৩২৭	১০	পেয়েছিলেন	এর পর পড়তে হবে : যে-রেকর্ড পরে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৭২ -৭৩ সালে চন্দ্রশেখর ভাঙবেন।
৩২৭	১৮	মঞ্চরেকার	মঞ্জরেকার
৩৩৫	১	এ-বাঁধার	এ-ধাঁধার
৩৩৯	৪	দেশের	দোসর
৩৪২	২	ডিগবাজী	ডিগবাজি
৩৪৪	২৭	অ্যাস্লান	অ্যালান
৩৫৪	২	টেস্টা	টেস্ট
৩৫৪	৫	দেখ	দেখা
৩৫৬	৪	তরুণ	তরুণ অরুণ
৩৫৯	৮	ডিগবাজী	ডিগবাজি
৩৬০	২২	স্মিথ জুটিকে	জুটি স্মিথকে
৩৬২	১৪	দৌড়ে এসে খাটো	দৌড়ে এসে বোলার-কর্তৃক খাটো
৩৬৪	৮	† পলি উমরিগড়	* পলি উমরিগড়

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	আছে	হবে
৩৬৬	৩	দিনের বেশিও	দিনেরও বেশি
৩৭০	২৮	বিরাতির	বিরতির
৩৭৩	৮	আবার ঃ রান	আবার রান
৩৭৫	১১	বিপর্যরের	বিপর্যয়ের
৩৭৫	২৫	হাণ্ট	হাণ্ট
৩৭৭	৯	হঠাৎ ভাবা	হঠাৎ-ভাবা
৩৭৭	১৮	আঙ্গুলে	আঙুলে
৩৭৮	শেষ	শু	শুধু
৩৮১	শেষ	সেন কে	সেনগুপ্তকে
৩৮২	৫	এমমাত্র	কেবলমাত্র
৩৮৩	১০	সর্বোস্তরের	সর্বোচ্চস্তরের
৩৮৪	২৮	সেগুপ্ত	সেনগুপ্ত
৩৮৭	৬	আধঘণ্টা	আট ঘণ্টা
৪০০	৪	নাটিংহামের	নটিংহামের
৪০৩	৬	নিশ্চিন্তভাবে	নিশ্চিতভাবে
৪০৩	১৫	ফশকালো	ফশকালেন
৪০৩	১৮	ট্রুম্যানেরা	ট্রুম্যানের
৪০৬	১৮	বৃক্ষের	বৃষের
৪০৮	১১	আঙ্গুল ভাঙ্গা	আঙুল ভাঙা
৪০৮	২২	ইনিংসেই	ইনিংসেও
৪০৯	৫	ভেঙ্গে	ভেঙে
৪০৯	১০	ঠৌকা	ঠোকা
৪০৯	১১	ভেঙ্গে	ভেঙে
৪০৯	১৭	অভিনিশ্চল	অভিনিবেশ
৪১০	২২	ভেঙ্গে	ভেঙে
৪১৪	২২	লিডস ; ২	লিড্স ; জুলাই ২,
৪১৫	১৫	গগুগোল	গণ্ডগোল
৪১৭	১৮	ভাঙ্গবে	ভাঙবে
৪১৭	১৯	স্কোয়ায়লেগে	স্কোয়ারলেগে

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	আছে	হবে
৪২১	২১	কিন্ত	কিন্তু
৪২২	৭	ল্যাঙ্কশিয়রি	ল্যাঙ্কাশিয়রি
৪২৩	৬	* রয়	† রয়
৪২৩	১৪	২	১
৪২৩	২১	ছ-উইকেটে ১২৭ রান	১২৭ রানে ছ-উইকেট
৪২৫	৭	যে-লঘুকর্মিটি	যে-লঘুকর্মটি
৪২৮	৪	করলে	ক'রে
৪২৯	১	আগষ্ট	অগস্ট
৪২৯	৫	তর্কাতিত	তর্কাতীত
৪২৯	৯	স্টবারাও	স্টব্বারাও
৪৩০	২	চর্টা	চর্চা
৪৩০	১০	আর ধৈর্য	তাঁর ধৈর্য
৪৩১	৩	* নরেন	† নরেন
৪৩১	২২	স্টবারাও	স্টব্বারাও
৪৩২	১০	ভেঙ্গে	ভেঙে

এ-কথা ভাবা ঠিক হবে না যে এ-বইতে আর-কোনো মুদ্রণবিভ্রাট ঘটেনি; তবে কোথাও-কোথাও খটকা লাগলে বোধহয় একটু ভাবলেই জট ছাড়ানো যাবে—অন্তত নির্ভুল রূপটি অনুমান ক'রে নিতে কষ্ট হবে না। পাঠকদের কাছে, আবারও, তবু মুদ্রণজনিত গণ্ডগোলের জন্য আমরা ক্ষমা চাচ্ছি।

ভারতীয়
টেস্ট ক্রিকেটের
কাহিনী

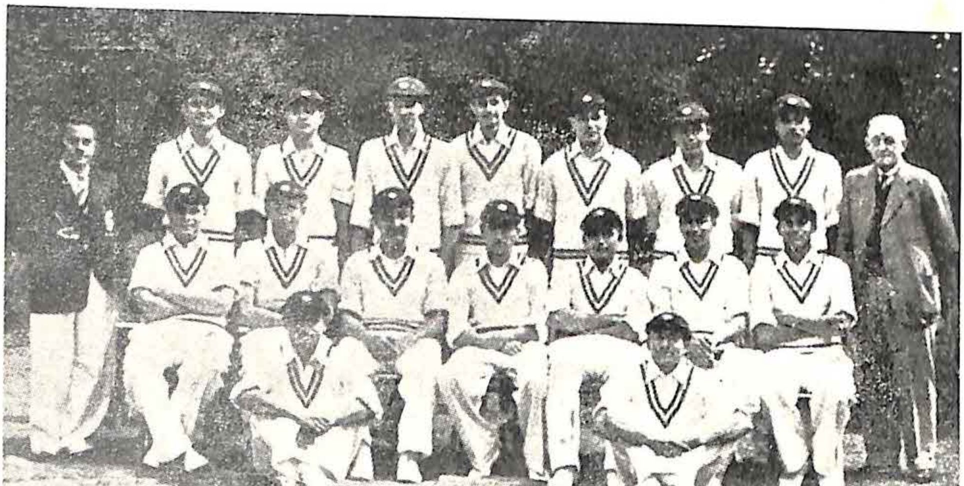


১৯৪৬ এর সফর : পাতৌদির নবাব ভারতীয় দল নিয়ে লর্ডসে খেলতে নামছেন।

বাম দিক থেকে : মুস্তাক আলি, রুসি মোদি, গুল মহম্মদ, লালা অমরনাথ, বিজয় মার্চেন্ট, ডি. ডি. হিণ্ডেলকার (মার্চেন্টের পেছনে), পাতৌদির নবাব (বড়ো), আব্দুল হাফিজ কারদার, বিজয় হাজারে, বিনু মানকড়, সি. টি. সারভাতে।



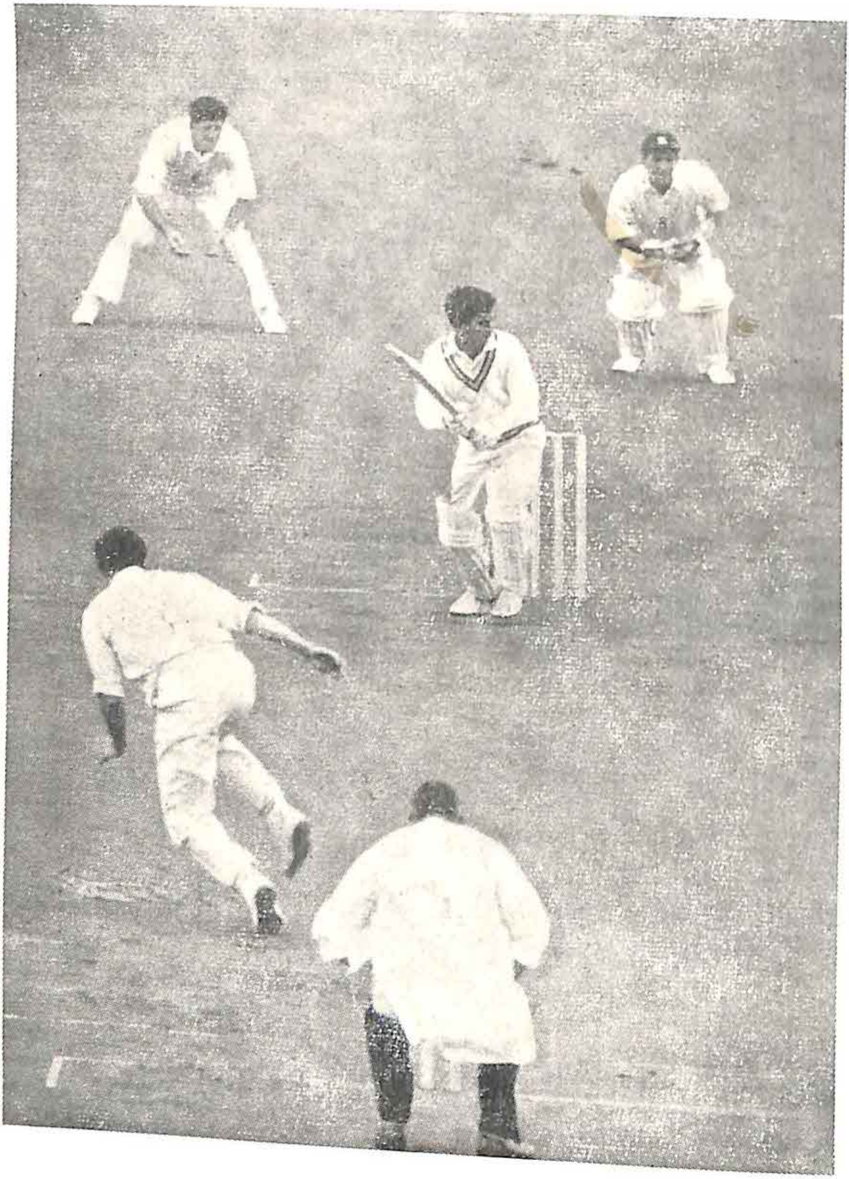
কলকাতার ইডেন গার্ডেনের প্রথম টেস্টে ভারতীয় দল—বনাম ইংলণ্ড ১৯৩৩-৩৪।
দাঁড়িয়ে : বাম দিক থেকে : নাজির আলি, মুস্তাক আলি, এম. জে. গোপালন, সি. এস. নাইডু ও বিজয় মার্চেণ্ট।
ব'সে : বাম দিক থেকে : দিলাওয়ার হুসেন, জে. নাওমল, উজির আলি, সি. কে. নাইডু, মহম্মদ নিসার, লালা অমরনাথ ও অমর সিং।



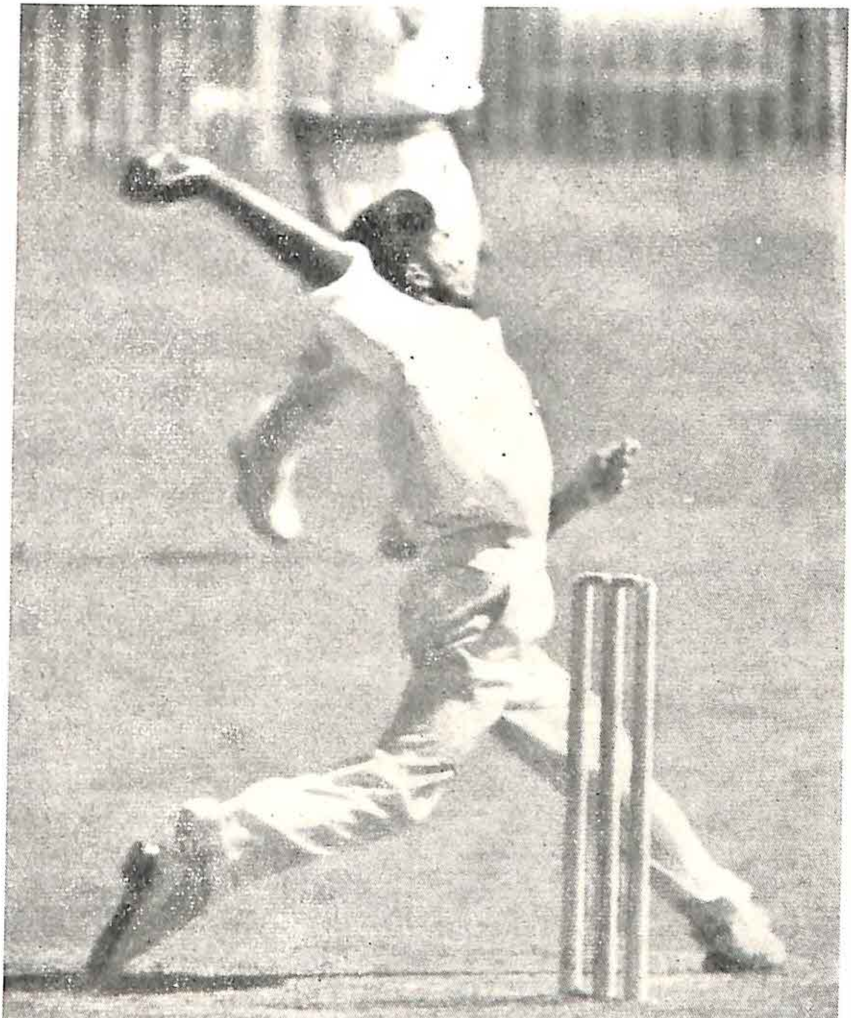
১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে ভারতীয় দল :
দাঁড়িয়ে : বাম দিক থেকে : পঙ্কজ গুপ্ত (ম্যানেজার), বিজয় হাজারে, বিনু মানকড়, আব্দুল হাফিজ কারদার, রুসি মোদি, এস. ডাবলিউ. সোহনি, আর. বি. নিম্বলকার, এস. জি. সিন্ধে, ও. ডাবলিউ. ফারগুসন (স্কোরার)।
ব'সে : বাম দিক থেকে : শুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায়, মুস্তাক আলি, বিজয় মার্চেণ্ট, পাতৌদির নবাব (বড়ো), লালা অমরনাথ, ডি. ডি. হিণ্ডেলকার ও সি. এস. নাইডু।
মাটিতে : বাম দিক থেকে : গুল মহম্মদ ও সি. টি. সারভাতে।



বিনু মানকড় ও পঙ্কজ রায়
মাদ্রাজ টেস্টে প্রথম উইকেটের বিশ্বরেকর্ড।

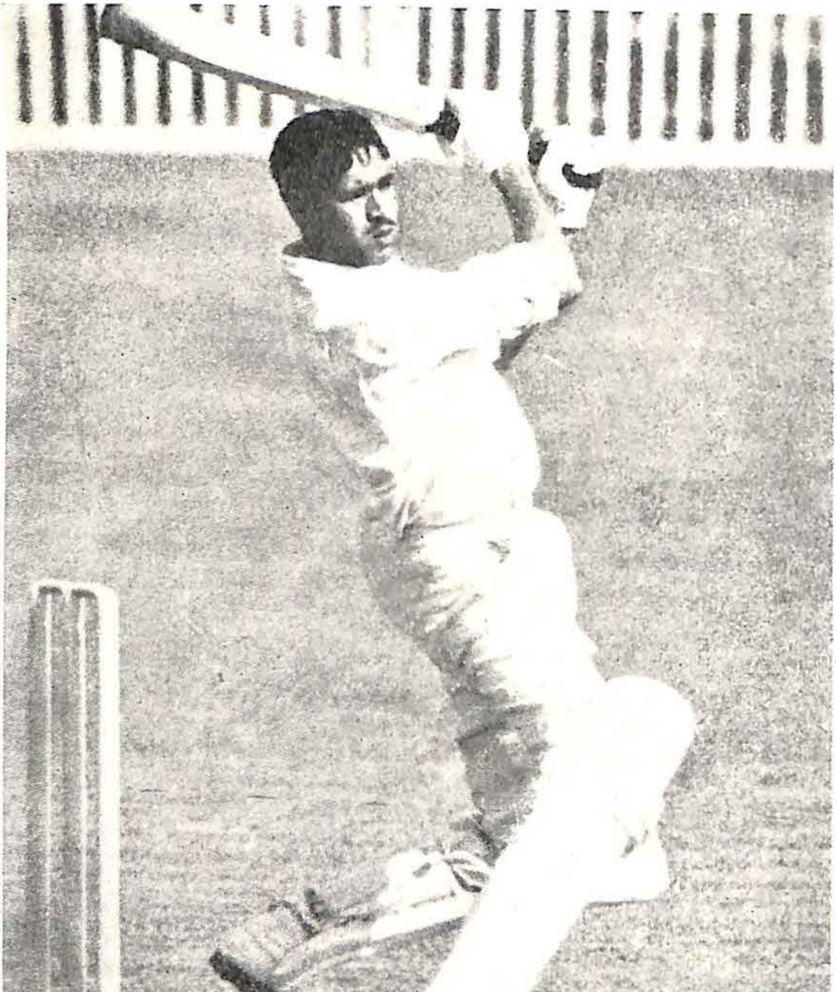


আব্বাস আলি বেগ
ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ১৯৫৯ সালে তাঁর প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরির সময় : পঞ্চম দিনে ট্রুম্যানের বল খেলছেন। স্লিপে ব্যারিংটন, উইকেটরক্ষক সোয়েটম্যান। আম্পায়ার সিড বুলার।

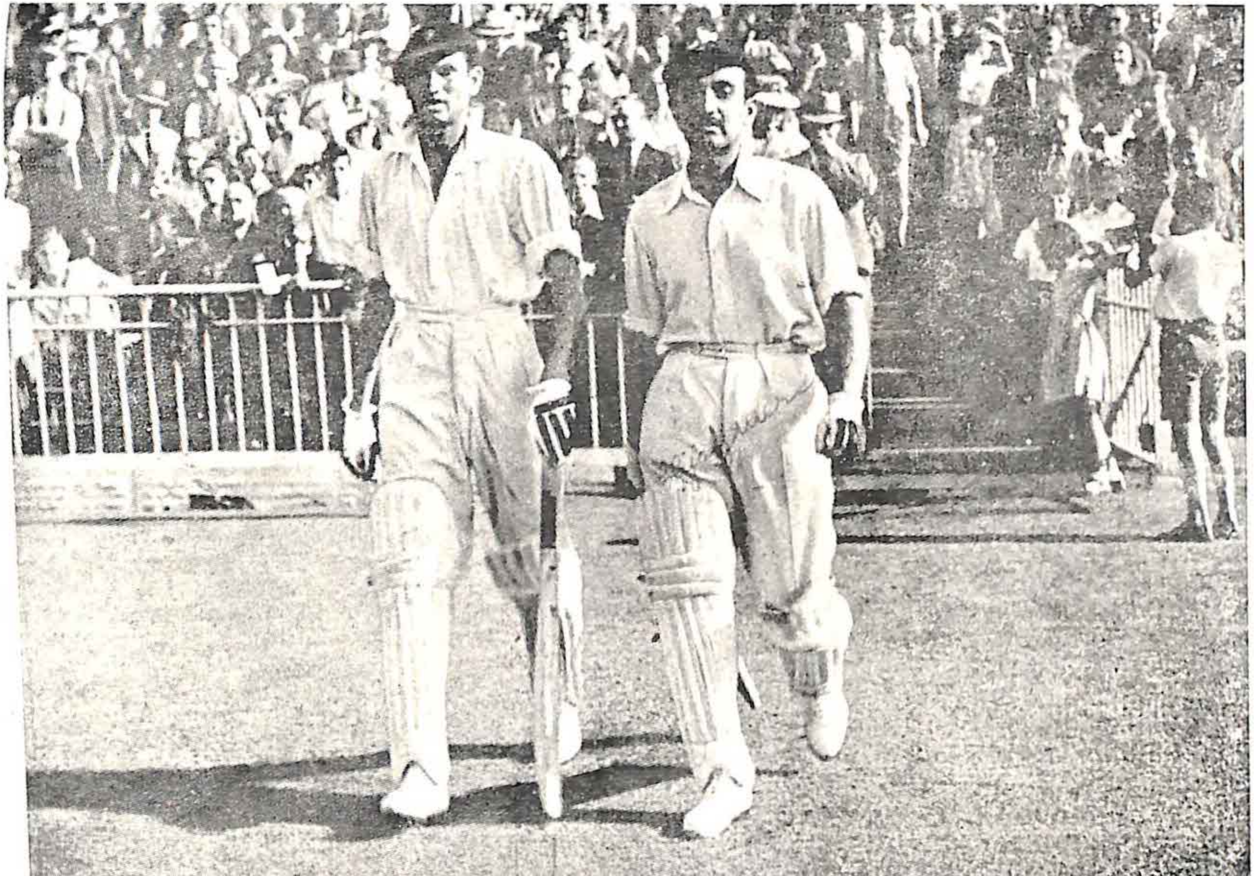


রমাকান্ত দেশাই

বয়েস কুড়িও নয়, ওজন মাত্র ৯ স্টোন। তাঁর বলের দ্রুত গতির সামনে ভির্মি খেলেন ওয়েস্ট-ইন্‌ডিজ ও ইংলণ্ডের বাঘা-বাঘা ব্যাটসম্যানেরাও।



চান্দু বোরদে
ওয়েস্ট-ইন্‌ডিজের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টে ১০৯ ও ৯৬।



মুস্তাক আলি ও বিজয় মার্চেণ্ট

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যানচেস্টারে প্রথম উইকেটে ২০৩ : দু'জনেরই সেঞ্চুরি।



কর্নেল সি. কে. নাইডু
ভারতের প্রথম অধিনায়ক



লালা অমরনাথ
টেস্টে শুধু যে প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন তা নয় –
তাঁরই নেতৃত্বে ভারত প্রথম রাবার জিতেছিলো।

এক : ইংলণ্ড ১৯৩২

একমাত্র টেস্ট : লর্ডস ; জুন ২৫, ২৭ ও ২৮

শনিবার, ২৫শে জুন, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ ; স্থান : ক্রিকেটতীর্থ লর্ডস।

একটু আগে যখন ডগলাস জারডিনের সঙ্গে সি. কে. নাইডু টস করতে নেমেছিলেন, তখন এ-কথা কেউ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি যে সরকারিভাবে এই প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমে ভারত কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ইংলণ্ডকে কোনঠাশা ক'রে ফেলবে। এই তাজ্জব ব্যাপার প্রত্যক্ষ ক'রে নেভিল কারডাস তখন লিখেছিলেন : 'আমি মনশ্চক্ষুতে দেখতে পেলুম বেতারে এই বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের দূরে-দূরান্তরে—পঞ্জাবে ও করাচিতে, দূর কুয়ালালুমপুরে। বার্তা গেছে পাহাড়ের ধূসর মানুষদের কাছে, [illegible] ব্যস্ত মানুষের ভিড়ে, এমনকি স্বয়ং গান্ধী ও গঙ্গাদীনের কাছে।'

আর্থার গিলিগানের দল ভারত থেকে ফিরে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের অগ্রগতি সম্বন্ধে যে-প্রতিবেদন দিয়েছিলেন, তারই ভিত্তিতে ইংলণ্ড অবশেষে ভারতকে টেস্ট খেলতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। একটিই মাত্র টেস্ট খেলা হবে এ বছর; লক্ষ্য ক'রে দেখা হবে কেকি মিস্ত্রি, ডাক্তার কাঙ্গা, মেহেরমজি ও অধ্যাপক দেওধর-হীন ভারতীয় দল কেমন খেলে—সত্যি তারা টেস্ট খেলার যোগ্য হয়েছে কিনা। আবার আরেক দিক থেকে এই খেলাটা ইংলণ্ডেরও পরীক্ষা : এ-বছর অস্ট্রেলিয়াগামী ইংলণ্ড দলের নেতৃত্ব জারডিনেরই উপর বর্তাবে কিনা, এটা যেমন এই খেলা দেখে ঠিক করা হবে, তেমনি অন্যান্য খেলোয়াড়দের নির্বাচনও অনেকখানি এই টেস্টের উপরেই নির্ভর করবে। পরে, আমরা জানি, জারডিনই ক্যাঙারুর দেশে নেতৃত্ব দেবেন, 'বডিলাইন' সিরিজের কোলাহল ও কিংবদন্তি রচিত হবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, পাতৌদির নবাব সেই বছর (১৯৩২) প্রথমে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি 'স্বদেশকে কাউনটি দলের উপরে স্থান' দেবেন, কিন্তু পরে তিনি য়ুরস্টারশিয়র দলের হ'য়ে সে-বছর ক্রিকেট খেলেছিলেন (সারা ভারত বনাম য়ুরস্টার দলের খেলায় দুই দফায় তিনি রান করেছিলেন ৮৩ ও ৭), এবং অস্ট্রেলিয়াগামী ইংলণ্ড দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। না-হ'লে—বলাই বাহুল্য—ঐ লর্ডস টেস্টে তিনি ভারতীয় দলে স্থান পেতেন।

সেদিন—ঐ ২৫শে জুন শনিবারের সকালে—লর্ডসের দ্রুত ও সবুজ পিচে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ ও অধিকার পেয়েও চটপট এ-রকম উপদ্রুত হবার কোনো 'পার্থিব' কারণ বোধহয় ইংলণ্ডের ছিলো না। কারণ আম্পায়ার ফ্র্যাঙ্ক চেস্টার ও 'বড়ো' জো হার্ডস্টাফ-এর পিছন-পিছন সেদিন ইংলণ্ডের ব্যাটিং-এর গোড়াপত্তন করতে নেমেছিলেন বার্ট সাটক্লিফ ও পার্সি হোমস, ইয়র্কশিয়রের সেই ভুবনবিদিত 'যমজ', যাঁরা মাত্র আগের সপ্তাহে লেটন-এ এসেক্সের বিরুদ্ধে প্রথম উইকেটে ৫৫৫ রান ক'রে প্রথম শ্রেণীর খেলায় বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছিলেন—যে রেকর্ড আজও কোনো জুটি স্পর্শ করতে পারেনি। লর্ডস মাঠে এই ঐতিহাসিক খেলাটিতে জমায়েৎ দর্শকরা ঝকঝকে রোদের মধ্যে একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বসেছিলেন মাত্র : উত্তেজনাহীন একটি অলস ও স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিলো তাঁদের : সার জ্যাক হবসের জুটি সাটক্লিফ, তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান, এ-বছর খেলার ধরন তাঁর দারুণ খুলেছে, লর্ডসের জ্যান্ত পিচে তিনি ব্যাট করবেন অর্বাচীন ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে—অতএব ইংলণ্ডের আর ভাবনা কী!

যে-কোনো টেস্ট খেলাতেই প্রথম বলটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। প্যাভিলিয়ন প্রান্ত থেকে দৌড়ে এলেন মহম্মদ নিসার, বিদ্যুৎবেগে হাতে ঘুরলো আর বল ছুটলো উইকেট লক্ষ্য ক'রে; আর সাটক্লিফ—পা বাড়িয়ে মাথা নিচু ক'রে বইয়ের-পাতা-থেকে-উঠে-আসা আদর্শ ব্যাটসম্যানের মতো ব্যাট এগিয়ে দিলেন : এই অতি স্বাভাবিক দৃশ্যটিতেই অফুরন্ত শিহরন ও রোমাঞ্চ লুকিয়েছিলো সেদিন। লম্বা, ও প্রায় 'চৌহারা' নিসার সেদিন প্যাভিলিয়নের দিক থেকে প্রচণ্ড বল করেছিলেন; অপর প্রান্ত, অর্থাৎ নার্সারির দিক, থেকে বল করেছিলেন অমর সিং, যাঁর বল করার ভঙ্গি ছিলো ছন্দোবর্জিত ও কেতাবিরোধী, কিন্তু হাওয়ায় যাঁর বল শেষ মুহূর্তে বেঁকে যায়, টাল খায়, আর কখন যে কোন দিকে মোচড় খায় তা অনুধাবন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ ব্যাটসম্যানের সাধ্যে কুলোয় না। আর উৎসুক ও সপ্রত্যাশ হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলো তিনটি স্লিপ, ও তিনটি ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগ।

দক্ষিণের এক ঝলক টাটকা হাওয়ার মতো ভারতীয় ক্রিকেটে আবির্ভাব হয়েছিলো দুর্ধর্ষ ও প্রচণ্ড সি. কে. নাইডুর। দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে ভারতীয় ক্রিকেটে প্রবল বিক্রমে তিনি রাজত্ব করেছিলেন। এবং তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন না—আরো অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় তখন ভারতে ক্রিকেট

খেলতেন। ছিলেন অবিচল ও একরোখা উজির আলি ও তাঁরই ভ্রাতা চৌকশ চটপটে নাজির আলি; ছিলেন কোলাহ্, অমর সিং, নিসার, উইকেটরক্ষক নাভলে, দুর্ধর্ষ ফিল্ডসম্যান লাল সিং। উপরন্তু উত্থান হচ্ছিলো 'প্রাকৃতিক' কিন্তু চমকপ্রদ লালা অমরনাথের, বয়সে তরুণ কিন্তু খেলার রীতিতে প্রবীণ বিজয় মার্চেন্ট-এর, ঝলশে-ওঠা মুস্তাক আলির। আর এই নবীন-প্রবীণ খেলোয়াড়দেরই শিরোভূষণ সি. কে. নাইডু—দুঃসাহসী ও নির্ভীক, 'উলটে আক্রমণই আত্মরক্ষার সেরা উপায়'—এই আর্ষ বাক্যের প্রজ্বলন্ত নজির। নিসারের বলে ছাতার মতো ফিল্ড সাজিয়েছিলেন তিনি—তিনটি স্লিপ, ও তিনটি পশ্চাদ্বর্তী শর্ট লেগ, আর সেখান থেকেই জারডিন প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলেন লারয়ুডের বলে চড়াও-হওয়া ফিল্ড সাজাবার, যা দিয়ে অবিশ্বাস্য ডন ব্র্যাডম্যানকে তিনি ঠেকাবার মতলব এঁটেছিলেন আর ক্রিকেট জগতে হুলুস্থুল বাঁধিয়ে বসেছিলেন।

এক-এক ক'রে খুচরো রান হচ্ছে; দু-ওভার কেটে গিয়েছে; রান দাঁড়িয়েছে আট; আর তারপরেই ঝন্ ক'রে অবিশ্বাস্য একটি ছোট্ট আওয়াজ উঠলো: দেখা গেলো সাটক্লিফের সমস্ত শাস্ত্রসম্মত প্রতিরোধ ভেদ ক'রে নিসারের ইয়র্কার উইকেট ভেঙে দিয়েছে। স্তম্ভিত ও বিমূঢ় সাটক্লিফ ভাঙা উইকেটের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে আস্তে-আস্তে ড্রেসিংরুমের দিকে পাড়ি দিলেন। নামলেন ফ্র্যাঙ্ক উলি। আর তিন রান হ'লো, তারপর সেই ওভারেরই শেষ বলে হোমসের অফ-স্টাম্প ছিটকে গেলো।

এগারো রানে দু-উইকেট: স্কোরবোর্ড থেকে এই 'অবিশ্বাস্য' ও 'অপ্রত্যাশিত' তথ্যটি নির্বিকার তাকিয়ে রইলো। কিন্তু তবু সংকট একে বলে না; বিশেষত যখন ফ্র্যাঙ্ক উলি আর ওয়ালি হ্যামণ্ড ব্যাট করছেন, তখন আর যাই হোক ইংলণ্ডকে বিপন্ন বলা চলে না। কিন্তু রক্তের স্বাদ পেলে বাঘের যেমন নেশা ধরে, তেমনিভাবে আক্রমণ সাজিয়েছেন নাইডু; রান তোলা কঠিন হ'য়ে উঠছে; ক্ষিপ্র গতি আক্রমণ, লেংথ মাপা, নিশানা স্থির—বিশেষত অমর সিং-এর বলে রান নেয়া শক্ত ব্যাপার। ব্যাটসম্যানদের অস্বস্তি আর অলক্ষিত থাকছে না। এই চাপা উত্তেজনাটিই সম্ভবত কারণ, যার ফলে দলের রান যখন ১৮, তখন জগতের সর্বকালের বাঁ-হাতে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে যাঁর ব্যাট করার ভঙ্গি সবচেয়ে অভিজাত, লাবণ্যময় ও দুঃসাহসী, সেই ফ্র্যাঙ্ক উলি তাঁর অননুকরণীয় অনায়াস শিল্পিতায় স্কোয়ার লেগের দিকে বলটাকে আস্তে



কর্নেল সি. কে. নাইডু
ভারতের প্রথম অধিনায়ক



লালা অমরনাথ
টেস্টে শুধু যে প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন তা নয় –
তাঁরই নেতৃত্বে ভারত প্রথম রাবার জিতেছিলো।

এক : ইংলণ্ড ১৯৩২

একমাত্র টেস্ট : লর্ডস ; জুন ২৫, ২৭ ও ২৮

শনিবার, ২৫শে জুন, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ ; স্থান : ক্রিকেটতীর্থ লর্ডস।

একটু আগে যখন ডগলাস জারডিনের সঙ্গে সি. কে. নাইডু টস করতে নেমেছিলেন, তখন এ-কথা কেউ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি যে সরকারিভাবে এই প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমে ভারত কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ইংলণ্ডকে কোনঠাশা ক'রে ফেলবে। এই তাজ্জব ব্যাপার প্রত্যক্ষ ক'রে নেভিল কারডাস তখন লিখেছিলেন : 'আমি মনশ্চক্ষুতে দেখতে পেলুম বেতারে এই বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের দূরে-দূরান্তরে—পঞ্জাবে ও করাচিতে, দূর কুয়ালালুমপুরে। বার্তা গেছে পাহাড়ের ধূসর মানুষদের কাছে, হাটে-বাজারে ব্যস্ত মানুষের ভিড়ে, এমনকি স্বয়ং গান্ধী ও গঙ্গাদীনের কাছে।'

আর্থার গিলিগানের দল ভারত থেকে ফিরে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের অগ্রগতি সম্বন্ধে যে-প্রতিবেদন দিয়েছিলেন, তারই ভিত্তিতে ইংলণ্ড অবশেষে ভারতকে টেস্ট খেলতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। একটিই মাত্র টেস্ট খেলা হবে এ বছর ; লক্ষ্য ক'রে দেখা হবে কেকি মিস্ত্রি, ডাক্তার কাঙ্গা, মেহেরমজি ও অধ্যাপক দেওধর-হীন ভারতীয় দল কেমন খেলে—সত্যি তারা টেস্ট খেলার যোগ্য হয়েছে কিনা। আবার আরেক দিক থেকে এই খেলাটা ইংলণ্ডেরও পরীক্ষা : এ-বছর অস্ট্রেলিয়াগামী ইংলণ্ড দলের নেতৃত্ব জারডিনেরই উপর বর্তাবে কিনা, এটা যেমন এই খেলা দেখে ঠিক করা হবে, তেমনি অন্যান্য খেলোয়াড়দের নির্বাচনও অনেকখানি এই টেস্টের উপরেই নির্ভর করবে। পরে, আমরা জানি, জারডিনই ক্যাঙারুর দেশে নেতৃত্ব দেবেন, 'বডিলাইন' সিরিজের কোলাহল ও কিংবদন্তি রচিত হবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, পাতৌদির নবাব সেই বছর (১৯৩২) প্রথমে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি 'স্বদেশকে কাউনটি দলের উপরে স্থান' দেবেন, কিন্তু পরে তিনি য়ুরস্টারশিয়র দলের হ'য়ে সে-বছর ক্রিকেট খেলেছিলেন (সারা ভারত বনাম য়ুরস্টার দলের খেলায় দুই দফায় তিনি রান করেছিলেন ৮৩ ও ৭), এবং অস্ট্রেলিয়াগামী ইংলণ্ড দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। না-হ'লে—বলাই বাহুল্য—ঐ লর্ডস টেস্টে তিনি ভারতীয় দলে স্থান পেতেন।

ঘুরিয়ে দিয়ে চটপট একটা রান নিয়ে দ্বিতীয় রানের জন্য দৌড় শুরু করলেন ; হ্যামণ্ড তৈরি ছিলেন না, কিন্তু উলিকে ছুটে আসতে দেখে ক্রিজ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ততক্ষণে অবশ্য দেরি হ'য়ে গিয়েছে ; লাল সিং ততক্ষণে উইকেট-রক্ষক নাভলের কাছে বল পাঠিয়ে দিয়েছেন। উলি রান-আউট, ইংলণ্ড তিন উইকেটে ১৯। উলির প্রস্থানে ভারতীয় দল স্পষ্টতই উল্লসিত : উইকেটের চারপাশে দাঁড়িয়ে সবাই যখন ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করলে, দর্শকদের মধ্যে তখন গুঞ্জন শুরু হ'লো।

আরো-একটা উইকেট পড়লে খেলাটা তক্ষুনি ভারতের দখলে চ'লে আসতো। কিন্তু দলের এই বিপর্যয়ের সময়ে 'যথারীতি' নামলেন অবিচলিত জারডিন—বারে-বারে যিনি ত্রাণকর্তার ভূমিকায় ইংলণ্ডকে সংকট থেকে উদ্ধার করেছেন। এবং এবারও তিনি, কেবল অধ্যবসায় বলেই, খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

দায়ী অবশ্য ভারতীয়রাই, কারণ হ্যামণ্ড দু-দু-বার বেশামাল ক্যাচ তুলে অব্যাহতি পেলেন। পরে আমরা দেখবো ভারতীয় দল যতবারই হেরেছে, ততবারই সবচেয়ে বেশী দায়ী হয়েছে তাদের ক্যাচ ফেলে দেওয়ার মর্মান্তিক অভ্যাস। 'ক্যাচ লুফলেই ক্রিকেট জেতে'—এই মতের অনুসিদ্ধান্ত স্বভাবতই এ-রকম : 'ক্যাচ ফশকালেই হার কে ঠেকায়'। অন্তত ইতিহাস সাক্ষী দেবে যে ফিল্ডিং-এ ভারতের বদনাম একান্তই দুর্মুখদের নিন্দামন্দ ছিলো না। হ্যামণ্ড দু-দু-বার প্রাণ পেলেন, আর জুটির রান আস্তে-আস্তে বাড়তে শুরু করলো : পেরিয়ে গেলো ৫০, স্পর্শ করলো ৭৫, ইংলণ্ডের রান ১০০ পেরুলো, আর তারপরে চতুর্থ উইকেটের জুটির যখন ৮২ হয়েছে এবং দলের রান ১০১, তখন অমর সিং-এর আচম্বিত ইয়র্কার গ্লস্টারশিয়রের প্রতিভাটির উইকেট ভেঙে দিয়ে গেলো : হ্যামণ্ড দু-দু-বার 'জীবন' পেয়েও মাত্র ৩৫ করেছিলেন। নিসার ক্লান্ত ; আক্রমণের ভার এখন নাইডু, জাহাঙ্গির খান ও অমর সিং-এর হাতে : লেংথ-মাপা বল, প্রতিটি বলেরই লক্ষ্য উইকেট—এ থেকে রান করাও ছিলো কঠিন। কিন্তু 'পাষাণমূর্তি' জারডিন জানতেন যে মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকলেই যত আস্তেই হোক না কেন এক-এক ক'রে রান উঠবে। কিন্তু তিনি অবিচল থাকলেও ল্যাঙ্কাশিয়রের বাঁ-হাতি ব্যাটম্যান এডি পেইনটার শেষ পর্যন্ত নাইডুর চাতুরীতে পরাস্ত হলেন, লেগ-বিফোর হ'য়ে মাত্র ১৪ রান ক'রে প্রস্থান করলেন। তারপরেই স্বয়ং জারডিন নাইডুর বলে নাভলের

হাতে ধরা পড়লেন—কিন্তু ততক্ষণে তাঁর মহামূল্য ৭৯ রান দলের সংকট কাটিয়ে দিয়েছে (১৬৬-৬-৭৯)। উইকেটরক্ষক লেসলি এমস ইতিমধ্যে প্রথম দু-বলেই দু-দুটো 'জীবন' পেয়েছেন। এবার তিনি আক্রমণকেই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় জেনে ভারতীয় বোলিংকে সবেগে 'হাঁকড়াতে' লাগলেন: অবশেষে পুনরাগত নিসারের বল যখন তাঁর উইকেট তছনছ ক'রে দিলে, ততক্ষণে তিনি ৬৫ রান সংগ্রহ ক'রে নিয়েছেন (২৫২-৯-৬৫)। প্রায় তক্ষুনি ২৫৯ রানে, ইংলণ্ডের প্রথম দফা শেষ হ'য়ে গেলো। সারাক্ষণ নির্ভুল লক্ষ্যে তীব্র নিপুণ বল ক'রে মহম্মদ নিসার লর্ডসে তাঁর প্রথম টেস্টেই পেলেন ৯৫ রানে ৫ উইকেট; আর অমর সিং পেলেন ৭৫ রানে ২ উইকেট—তাঁর বলে ক্যাচগুলো না-ফশকালে তাঁর বলের খতিয়ান একেবারেই অন্যরকম হ'তো।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

হারবার্ট সাটক্লিফ		ব. নিসার	৩
পার্সি হোমস		ব. নিসার	৬
ফ্র্যাঙ্ক উলি	রান-আউট		৯
ওয়ালি হ্যামণ্ড		ব. অমর সিং	৩৫
* ডগলাস জারডিন	ক. নাভলে	ব. সি. কে. নাইডু	৭৯
এডি পেইনটার	লেগ-বিফোর	ব. সি. কে. নাইডু	১৪
† লেসলি এমস		ব. নিসার	৬৫
ওয়াল্টার রবিনস	ক. লাল সিং	ব. নিসার	২১
ফ্রেডি ব্রাউন	ক. অমর সিং	ব. নিসার	১
বিল ভোস	অপরাজিত		৪
বিল বাওয়েস	ক. নিসার	ব. অমর সিং	৭
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ৯, নো-বল ৩)			১৫
			২৫৯

পতন : ৮ (সাটক্লিফ); ১১ (হোমস); ১৯ (উলি); ১০১ (হ্যামণ্ড); ১৪৯ (পেইনটার); ১৬৬ (জারডিন); ২২৯ (রবিনস); ২৩১ (ব্রাউন); ২৫২ (এমস); ২৫৯ (বাওয়েস)।

মহম্মদ নিসার	২৬	৩	৯৩	৫
অমর সিং	৩১.১	১০	৭৫	২

জাহাঙ্গির খান	১৭	৭	২৬	০
সি. কে. নাইডু	২৪	৮	৪০	২
পি. ই. পালিয়া	৪	৩	২	০
জে. নাওমল	৩	০	৮	০

সেইদিনই বিকেলবেলায় কোনো উইকেট না-খুইয়ে ভারত সংগ্রহ করলে ৩০ রান। নাওমল আর নাভলের ব্যাট করার ভঙ্গি ছিলো নিপুণ ও আস্থাশীল। আর ইংলণ্ডের রানও তেমন ভয়-দেখানো কিছু-একটা নয়। কেবল ভারতকে দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে হবে খেলার শেষ দিনে, অতএব জিততে হ'লে প্রথম দফায় ইংলণ্ডের চেয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে থাকা চাই। কিন্তু নাওমল ও নাভলে যেভাবে দলের গোড়াপত্তন করেছেন, তাতে নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। সুতরাং, রবিবারের বিরতির পর, সোমবারের সকালবেলায় যখন লণ্ডনের আকাশে মেঘ দেখা গেলো, আর সেই সঙ্গে কনকনে হাওয়ার আনাগোনা, তখনও অনভিজ্ঞ ভারতীয় দল নিরাশ হয়ে পড়েনি। কিন্তু খেলা শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ৩৯ রানের মাথায় বাওয়েসের বলে সম্পূর্ণ পরাস্ত হলেন নাভলে, আর ৬৩ রানে পৌঁছে প্রস্থান করলেন নাওমল—রবিনসের বলে লেগ-বিফোর। তারপর শুরু হ'লো উজির আলি ও সি. কে. নাইডুর পালটা প্রতিরোধ।

কালো, ঢ্যাঙা, দুর্ধর্ষ মানুষ সি. কে. নাইডু—সবেগে উঠে যায় তাঁর ব্যাট, ঝড়ের মতো নেমে আসে বলের উপর; চাবুকের মতো পুল কি ড্রাইভ করেন—হঠাৎ ঝলশে-ওঠা হুক-মারে বল চ'লে যায় সীমানার বাইরে; একটার পর একটা ছক্কা বেরিয়ে আসে তাঁর ক্ষিপ্র ও প্রচণ্ড ব্যাট থেকে। নমনীয় তাঁর কব্জির জোর, আর হুক, পুল কি কাট সত্ত্বেও তাঁর বেশির ভাগ মারই হয় উইকেটের সামনে। সেই সফরে প্রথম শ্রেণীর খেলায় নাইডু সবশুদ্ধ করেছিলেন ১৬১৮ রান, গড় ছিলো চল্লিশ; এম. সি. সি-র বিরুদ্ধে লর্ডসে প্রথম আবির্ভাবেই হাঁকিয়েছিলেন অপরাজিত সেঞ্চুরি; আর ক্রিকেটের 'গীতা' 'উইসডেন' তাঁকে গণ্য করেছিলো বছরের সেরা পাঁচজন ক্রিকেটারের অন্যতম ব'লে। উজির আলি, অবিশ্যি নাইডুর মতো অমন রোমাঞ্চকর ও সফল হননি, কিন্তু সেই সফরে তিনিও হাঁকিয়েছিলেন ছ-টি সেঞ্চুরি। লর্ডসে এম. সি. সি-র বিরুদ্ধে খেলাটিতে মাসখানেক আগে বাওয়েস-এর একটি

বাম্পারে হুক করতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন; তারপরেও অবিশ্যি রান করেছেন, কিন্তু সেই হঠাৎ-লাফানো বলটি বোধহয় তাঁর আত্মবিশ্বাসে ঘা দিয়ে গিয়েছিলো—ফলে সেই দুর্ঘটনার পরে আর তিনি আগের মতো নিশ্চিত ও অনায়াস ভঙ্গিতে ব্যাট করতে পারেননি।

কিন্তু তবু ২৭শে জুন সোমবারের সকালে নাইডু ও উজির আলি শক্ত হাতে হাল ধ'রে দাঁড়ালেন। ধীরে-ধীরে রান বাড়তে লাগলো ভারতের, পেরিয়ে এলো ১০০। কিন্তু হঠাৎ, মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির ঠিক আগটায়, ব্রাউনের বলে অপ্রত্যাশিতভাবে লেগ্‌ বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন উজির আলি এবং জুটি ভেঙে যেতেই ভারতীয় দলের মেরুদণ্ড ভেঙে গেলো। বিল ভোসের একটি বল অতর্কিতে গুড লেংথ থেকে লাফিয়ে উঠে নাইডুর ব্যাটের কানায় লাগলো—রবিনস স্কোয়ার লেগে লুফে নিলেন (১৩৯-৪-৪০)। লাঞ্চের সময় ভারতের রান ৪ উইকেটে ১৫৩। সকালে দু-ঘণ্টায় চারটে উইকেট খুইয়ে ১২৩ রান যোগ হয়েছে। তখনকার দিনে তাকে গণ্য করা হ'তো মন্থর খেলা; বলাই বাহুল্য, তখন খেলা সম্বন্ধে লোকের মনোভাব অন্যরকম ছিলো—ট্রেভর বেইলি, জ্যাকি ম্যাক্‌গ্ল্যু, বিজয় হাজারে কি হানিফ মহম্মদেরা তখন শিরোপা পাননি—সে-সব সম্ভবত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাত।

লাঞ্চের পর ভারতের রান ধীরে-ধীরে এগুচ্ছে; কোলাহ্‌ আর আহত নাজির আলি প্রতিরোধ গড়বার চেষ্টা করছেন, ভারতের রান পৌঁছেছে ১৬০-এ। হঠাৎ কোলাহ্‌র হাঁটুর উপর বাওয়েসের একটা বল প্রচণ্ড জোরে লাগলো, হয়তো ব্যাটের কানাতেও বলটা লেগেছিলো—আর রবিন্‌স স্কোয়ার লেগে তাঁকে লুফে নিলেন (১৬০-৫-২২)। তারপরেই আউট হলেন নাজির আলি (১৬৫-৬-১৩)। লাল সিং, জাহাঙ্গির খান ও অমর সিং পর-পর আউট হ'য়ে ফিরে গেলেন। সব শেষে আউট হলেন পালিয়া—মাত্র ১ রান করেছিলেন। ১৮৯ রানে ভারতের প্রথম দফার খেলা শেষ হ'য়ে গেলো: বাওয়েস পেলেন ৪৯ রানে ৪ উইকেট আর ভোস ২৩ রানে ৩।

ভারত : প্রথম দফা

† জে. জি. নাভলে		ব. বাওয়েস	১২
জিউমল নাওমল	লেগ-বিফোর	ব. রবিন্‌স	৩৩
সয়ীদ উজির আলি	লেগ-বিফোর	ব. ব্রাউন	৩১

* সি. কে. নাইডু	ক. রবিন্‌স	ব. ভোস	৪০
এস. এইচ. এম. কোলাহ্	ক. রবিন্‌স	ব. বাওয়েস	২২
সয়ীদ নাজির আলি		ব. বাওয়েস	১৩
পি. ই. পালিয়া		ব. ভোস	১
লাল সিং	ক. জারডিন	ব. বাওয়েস	১৫
এম. জাহাঙ্গির খান		ব. রবিন্‌স	১
এল. অমর সিং	ক. রবিন্‌স	ব. ভোস	৫
মহম্মদ নিসার	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৭, ওয়াইড ১, নো-বল ২)			১৫
			১৮৯

পতন : ৩৯ (নাভলে) ; ৬৩ (নাওমল) ; ১১০ (উজির আলি) ; ১৩৯ (নাইডু) ; ১৬০ (কোলাহ্) ; ১৬৫ (নাজির আলি) ; ১৮১ (লাল সিং) ; ১৮২ (জাহাঙ্গির খান) ; ১৮৮ (অমর সিং) ; ১৮৯ (পালিয়া)।

বাওয়েস	৩০	১৩	৪৯	৪
ভোস	১৭	৬	২৩	৩
ব্রাউন	২৫	৭	৪৮	১
রবিন্‌স	১৭	৪	৩৯	২
হ্যামণ্ড	৪	০	১৫	০

সত্তর রানে এগিয়ে থেকে ইংলণ্ড যখন দ্বিতীয় দফার খেলা শুরু করলে তখনও কিন্তু সূচনা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক হয়নি। ৬৭ রানে চার উইকেট খুইয়ে বসলো ইংলণ্ড—আবার লম্ফ দিয়ে ভারত খেলার মধ্যে ঢুকে পড়লো। অমর সিং-এর বলে না ডু স্কোয়ারলেগে লুফলেন সাটক্লিফকে—তারও আগে সাটক্লিফ নাভলকে একটি ক্যাচ দিয়েছিলেন, কিন্তু উইকেটরক্ষক লুফতে পারেননি (৩০-১-১৯)। তারপরেই জাহাঙ্গির খান পর-পর ফেরৎ পাঠালেন হোমস (৩৮-২-১১), হ্যামণ্ড (৫৪-৩-১২), ও উলিকে (৬৭-৪-২১)। ইংলণ্ড চটপট আরেকটা উইকেট খুইয়ে বসলেই খেলার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে যেতো, কিন্তু ততক্ষণে নেমে পড়েছেন জারডিন, ইংলণ্ডের পরিত্রাতা : দলের অবস্থা যত খারাপ থাকে, তাঁর খেলা ততই ভালো খোলে। একা তিনিই খেলাটিকে জিতিয়ে দিলেন, বলা যায়। ওদিকে তাঁর জুটি এডি পেইনটার—প্রথম

ইনিংসের ব্যর্থতার পর তিনি দাঁত চেপে ক্রিজ আঁকড়ে প'ড়ে রইলেন, কারণ এই ইনিংসের উপরেই তাঁর অস্ট্রেলিয়া সফর নির্ভর করছিলো।

নেভিল কার্ডাস লিখছেন : 'মধ্য গ্রীষ্মের সেই উষ্ণ সৌন্দর্যের মধ্যে আমরা দেখতে পেলুম উচ্চাশামুখর ভারতীয়দের সামনে প্রাণের ভয়ে ইংলণ্ড পাথরের দেয়াল তুলে দাঁড়ালো ; অথচ ভারতীয়রা—শোনা গিয়েছিলো—এদেশে নাকি নিপুণদের কাছে খেলা শিখতে এসেছেন!' দর্শকরা ধিক্কার দিলে জারডিনকে, ব্যঙ্গ করলে তাঁর এই গম্ভীর ও মন্থর প্রতিরোধকে। কিন্তু খেলার ধরন যতই একঘেয়ে ও শ্লথকুৎসিত হোক না কেন, জারডিনের এই প্রতিরোধের জন্যই ইংলণ্ড পরে টেস্ট জিততে পেরেছিলো। সত্যিকার অধিনায়কের খেলা, গ্যালারির হাততালি বা প্রশংসার লোভে অহেতুক ঝুঁকি নেয়া দমবন্ধ-করা খেলা নয়, দলের জন্য খেলা, দলের জন্য নিজের খেলার ভঙ্গি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত-করা। আর তারই ফলে ক্রমে-ক্রমে ভারতীয় কাল-বৈশাখী কেটে গেলো। পেইনটার করলেন নিখুঁত ৫৪ রান ; আর জারডিন যতক্ষণ অপরাজিত থেকে দুর্গ আগলালেন, রবিন্‌স আর ব্রাউন ক্লান্ত বোলিং-কে বেধড়ক পিটিয়ে নিলেন। আট উইকেটে ২৭৫-এর মাথায় জারডিন ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন : জিততে হ'লে ভারতকে ৩৪৬ রান করতে হবে।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

হারবার্ট সাটক্লিফ	ক. নাইডু	ব. অমর সিং	১৯
পার্সি হোমস		ব. জাহাঙ্গির খান	১১
ফ্র্যাঙ্ক উলি	ক. কোলাহ্	ব. জাহাঙ্গির খান	২১
ওয়ালি হ্যামণ্ড		ব. জাহঙ্গির খান	১২
* ডগলাস জারডিন	অপরাজিত		৮৫
এডি পেইনটার		ব. জাহাঙ্গির খান	৫৪
† লেসলি এমস		ব. অমর সিং	৬
ওয়ালটার রবিন্‌স	ক. জাহাঙ্গির খান	ব. নিসার	৩০
ফ্রেডি ব্রাউন	ক. কোলাহ্	ব. নাওমল	২৯
বিল ভোস	অপরাজিত		০
বিল বাওয়েস	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত	(বাই ২, লেগ-বাই ৬)		৮
		৮ উইকেটে ঘোষিত	২৭৫

পতন : ৩০ (সাটক্লিফ) ; ৩৮ (হোমস) ; ৫৪ (হ্যামণ্ড) ; ৬৭ (উলি) ; ১৫৬ (পেইনটার) ; ১৬৯ (এমস) ; ২২২ (রবিন্স) ; ২৭১ (ব্রাউন)।

নিসার	১৮	৫	৪২	১
অমর সিং	৪১	১৩	৮৪	২
জাহাঙ্গির খান	৩০	১২	৬০	৪
নাইডু	৯	০	২১	০
পালিয়া	৩	০	১১	০
নাওমল	৮	০	৪০	১
উজির আলি	১	০	৯	০

জিততে হ'লে শেষ ইনিংসে করতে হবে ৩৪৬ রান—অর্থাৎ আগেকার যে-কোনো ইনিংসের চাইতে বেশি রান, মিনিটে এক রানের চেয়েও বেশি এই হারে, যখন উইকেটে ধরেছে ভাঙন, নাইডু ও নাজির আলি আহত, এবং সকলেই অল্পবিস্তর ক্লান্ত। জেতার তাই কোনো প্রশ্ন ছিলো না—আত্মরক্ষা করাই দুরূহ কর্ম তখন। এমতাবস্থায় নাভলে ও নাওমল যথেষ্ট দৃঢ়তা ও সাহস দেখালেন ; রবিন্স নাভলেকে লেগ-বিফোর পাবার আগে ভারতের রান হ'লো ৪১। পরবর্তী সকলেই টিকে-থাকার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের আক্রমণ প্রবলতর হ'য়ে উঠলো। জারডিন কখনও বিপক্ষের উপর থেকে চাপ কমান না, ফিল্ড সাজালেন ব্যাটসম্যানকে ঘিরে, অনবরত বোলার পরিবর্তন করতে লাগলেন। তারপরেই স্লিপ থেকে হ্যামণ্ড যেন প্রায় অলৌকিকভাবে উজির আলিকে লুফে নিলেন ; আর আহত নাইডু এক হাতে ব্যাট করতে গিয়ে বাওয়েসের বলে সম্পূর্ণ হার স্বীকার করলেন। নাইডু-উজির আলির জুটি ভেঙে যাবার পরেই শোভাযাত্রা শুরু হ'য়ে গেলো। তারই মধ্যে অষ্টম উইকেটে লাল সিং-অমর সিং ৪০ মিনিটে ৭৪ রান তুললেন এবং এই রান অনেক দিন পর্যন্ত অষ্টম উইকেটে ভারতের রেকর্ড হ'য়ে ছিলো। অমর সিং-এর তড়িৎক্ষিপ্র ঝলশানো ব্যাট একটি ছক্কা ও সাতটি চার সহযোগে ৫১ রান করেছিলো—টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় খেলোয়াড়ের প্রথম পঞ্চাশোর্ধ্ব রান। লাল সিংও যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। তাঁর ফিল্ডিং সেই সফরে অন্যতম দর্শনীয় বস্তু ছিলো। শুধু দুর্ভাগ্যের বিষয় এঁরা দু-জনেই পরে তরুণ বয়েসে মারা যান।

ভারতীয় ইনিংস শেষ হ'লো ১৮৭ রানে। ইংলণ্ড ১৯৩২ সালের একমাত্র টেস্ট জিতে নিলে।

১৫৮ রানে জয় দেখে মনে হ'তে পারে যে ইংলণ্ড বুঝি সহজেই জিতেছিলো। তা কিন্তু নয়। বরং মাঝে-মাঝে ইংলণ্ড যে-রকম কোনঠাশা হ'য়ে আত্মরক্ষার জন্য ঘাড়-মুখ গুঁজে চেষ্টা করেছিলো, তার কোনো চিহ্ন ঐ ফলাফলে নেই। হার স্বীকার করলেও ভারতের খোলামেলা ও উজ্জীবন্ত খেলার ধরন দর্শকদের আকৃষ্ট করেছিলো। নিসার, অমর সিং, নাইডু, লাল সিং ও জাহাঙ্গির খান—বিশেষত এঁরা এমন ছাপ ফেলেছিলেন যে অনেকেরই মনে হয়েছিলো টেস্ট খেলায় অনভিজ্ঞতাই বুঝি ভারতের পরাজয়ের কারণ। তাছাড়া টসে জিতে জারডিন অনেকখানি সুবিধে পেয়েছিলেন; ইংলণ্ডকে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করতে হ'লে ফল কেমন হ'তো অনুমান করা শক্ত।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† জে. জি. নাভলে	লেগ-বিফোর	ব. রবিন্স	১৩
জিউমল নাওমল		ব. ব্রাউন	২৫
সয়ীদ উজির আলি	ক. হ্যামণ্ড	ব. ভোস	৩৯
* সি. কে. নাইডু		ব. বাওয়েস	১০
এস. এইচ. এম. কোঁলাহ্		ব. ব্রাউন	৪
সয়ীদ নাজির আলি	ক. জারডিন	ব. বাওয়েস	৬
লাল সিং		ব. হ্যামণ্ড	২৯
এম. জাহাঙ্গির খান		ব. ভোস	০
এল. অমর সিং		ক. ও ব. হ্যামণ্ড	৫১
মহম্মদ নিসার		ব. হ্যামণ্ড	০
পি. ই. পালিয়া	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ২, নো-বল ২)			৯
			১৮৭

পতন : ৪১ (নাভলে); ৪১ (নাওমল); ৫২ (নাইডু); ৬৫ (কোলাহ্); ৮৩ (নাজির আলি); ১০৮ (উজির আলি); ১০৮ (জাহাঙ্গির খান); ১৮২ (লাল সিং); ১৮২ (নিসার); ১৮৭ (অমর সিং)।

বাওয়েস	১৪	৫	৩০	২
ভোস	১২	৩	২৮	২
ব্রাউন	১৪	১	৫৪	২
রবিন্‌স	১৪	৫	৫৭	১
হ্যামণ্ড	৫.৩	৩	৯	৩

দুই : ভারতে ইংলণ্ড ১৯৩৩-৩৪

প্রথম টেস্ট : বম্বাই ; ডিসেম্বর ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮, ১৯৩৩

১৯৩২-এর একমাত্র লর্ডস টেস্টে ভারত হার স্বীকার করেছিলো সত্যি, কিন্তু তবু ভারতীয়দের প্রাণখোলা খেলার ধরন ক্রিকেটের প্রধান দপ্তরে এতটাই ছাপ ফেলেছিলো যে পরের বছরেই এম. সি. সি. ডগলাস জারডিনের নেতৃত্বে একটি প্রথম শ্রেণীর দল পাঠিয়েছিলো। জারডিন তখন অস্ট্রেলিয়া থেকে 'আশেজ' জিতে ফিরেছেন, তাঁকে ঘিরে অস্ট্রেলিয়ায় হুলুস্থুল শোরগোল প'ড়ে গিয়েছে, 'বডিলাইন' সফরের কোলাহল ও হৈ-চৈ বোধকরি ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার রাজনৈতিক সম্পর্কেও ভাঙন ধরিয়ে দেয়—এতটাই গণ্ডগোল হয়েছে জারডিনের একরোখা ও প্রচণ্ড নেতৃত্ব নিয়ে। জারডিন ফিল্ড সাজিয়েছেন লেগের দিকে, চতুর ও নিষ্ঠুর ; আর হ্যারল্ড লারয়ুড সেই ফিল্ড অনুযায়ী নিখুঁত নিশানায় তীব্র বল ক'রে গিয়েছেন। এই আক্রমণকেই অস্ট্রেলিয়া 'বডিলাইন' নাম দিয়ে চ্যাঁচামেচি শুরু করেছিলো, কিন্তু জারডিন আগাগোড়া শান্তভাবে দাবি করেছেন, ক্রিকেটের নিয়মকানুন বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার দর্শন—কোনোটাকেই তিনি লঙ্ঘন করেননি। কিন্তু তবু অস্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ডের সম্পর্ক বিসদৃশভাবে তিক্ত ও ছিন্নপ্রায় হ'য়ে উঠেছিলো, সফরটা শেষ হয়েছিলো একেবারে শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশে। এরই মধ্যে স্ট্যান ম্যাকক্যাব সিডনিতে অপরাজিত ১৮৭ ও ডন ব্র্যাডম্যান মেলবোর্নে অপরাজিত ১০৩ রান করেছিলেন ; আর ইংলণ্ডের পক্ষে হ্যামণ্ড সিডনিতে করেছিলেন ১০১, ১১২, বার্ট সাটক্লিফ ঐ সিডনিতেই ১৯৪ আর পাতৌদির নবাব টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই ঐ সিডনিতেই করেছিলেন অপরাজিত ১০২। এঁদের মধ্যে অবশ্যই ম্যাকক্যাবের অপরাজিত ১৮৭ সমস্ত-কিছুকে ছাপিয়ে ভাস্বর হ'য়ে উঠেছিলো। অস্ট্রেলিয়া-সফর থেকে ফিরেই জারডিন ইংলণ্ডের মাঠে ওয়েস্ট-ইনডিজকে হারিয়েছেন ২-০ খেলায় ; তিনটি টেস্টে ওয়েস্ট-ইনডিজের পক্ষে শুধু ম্যানচেস্টারেই দুটি সেঞ্চুরি হয়েছিলো—ব্যারো করেছিলেন ১০৫, আর জর্জ হেডলি অপরাজিত ১৬৯। আর ইংলণ্ডের পক্ষে বেকওয়েল প্রথম আবির্ভাবেই ওভালে হাঁকিয়েছিলেন ১০৭, আর যখন ইংলণ্ড কোনঠাশা তখন স্বয়ং জারডিন করেছিলেন ১২৭। ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধেও জারডিন আগাগোড়া লেগ-সাইডে ফিল্ড সাজিয়ে ফাস্ট বলে আক্রমণ

রচনা করেছিলেন ! ফলে জারডিন যখন ভারতবর্ষে পৌঁছুলেন তখনও বডিলাইন সফরের কোলাহল ও উত্তেজনা মোটেই কমেনি, বিশেষত ১৯৩৪-এর বিলিতি গ্রীষ্মে অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ড সফর করতে আসবে—অতএব তিক্ত বাদ-প্রতিবাদে আবহাওয়া তখনও থমথমে হ'য়ে আছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই জারডিনের দলের ভারত সফর ও ২-০ খেলায় জয়লাভ বিবেচনা করা উচিত। অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধে তিনি যে-রকম নিষ্ঠুর নৈপুণ্যের সঙ্গে আক্রমণ সাজিয়েছিলেন, ভারতের বিরুদ্ধেও তাই করলেন; তবে ভারতের বিভিন্ন পিচে যেহেতু দ্রুত বলের চেয়ে স্পিন বল বেশি কার্যকরী হয়, সেইজন্য সর্বক্ষেত্রে তিনি 'বডিলাইন' আক্রমণ সাজাননি। তাছাড়া, ঐ 'বডিলাইন' আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছিলো ডনাল্ড ব্র্যাডম্যানের পক্ষশাতন করবার জন্য; এটা প্রমাণ করবার জন্য যে ব্র্যাডম্যানও মানুষ, তাঁকেও ব্যাট করবার সময় ব্যর্থতা সইতে হয়।

সব সত্ত্বেও ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এই সফর নানা কারণে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, এই প্রথম ভারতে টেস্ট খেলবার ব্যবস্থা করা হ'লো—এর পরে ভারতে দ্বিতীয় যে-টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছিলো, সেটা স্বাধীনতার পর—১৯৪৮-৪৯-এ যখন গডার্ডের ওয়েস্ট-ইনডিজ এদেশে খেলতে এলো। দ্বিতীয়ত, এই পর্যায়ের খেলায় এমন কয়েকজন ভারতীয় ক্রিকেটারের আবির্ভাব হয়, যুদ্ধোত্তর কালেও যাঁদের ক্রীড়ানৈপুণ্যের ছাপ ও প্রভাব বিপুলভাবে লক্ষ করা গেছে। লালা অমরনাথ, বিজয় মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলি বা সি. এস. নাইডুর নাম এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

বম্বাইতে প্রথম টেস্ট শুরু হবার আগেই সফরকারী দলের খেলা খুলে গিয়েছিলো। ওয়ালটার্স, মিচেল, বারনেট, জারডিন ও ভ্যালেণ্টাইন—সবাই চমৎকার ব্যাট করছিলেন; আর ক্লার্ক ও নিকল্স্ এবং ভেরিটি ও ল্যাঙরিজ বোলিং নৈপুণ্যের প্রমাণ দিচ্ছিলেন। ভারতের পক্ষেও কেউ-কেউ চমৎকার খেলছিলেন। লাহোরে রাজ্যপাল একাদশের হ'য়ে সি. কে. নাইডু করেছিলেন ১১৬, দক্ষিণ পঞ্জাবের পক্ষে অমৃতসরে লালা অমরনাথ করেছিলেন ১০৯, পাতিয়ালার পক্ষে উজির আলি করেছিলেন ১৫৬; টেস্টম্যাচের আগেই বিজয় মার্চেণ্ট নিখুঁত ও দৃঢ়ভিত্তিক অপরাজিত ৬৭ রান ক'রে তাঁর শাস্ত্রসম্মত খেলার পরিচয় দিয়েছিলেন। আর বাঁ-হাতি স্পিনার জামসেদজি নিয়েছিলেন ছ-টি উইকেট—এবং আর ছিলেন অমর সিং ও মহম্মদ নিসার।

কিন্তু তবু বম্বাইতে ১৫ ডিসেম্বর প্রথম টেস্ট শুরু হবার আগেই ভারতীয় দলের পরাজয় যেন পূর্বনির্ধারিত হ'য়ে গিয়েছিলো। এবং তার প্রথম ও প্রধান কারণ, সামগ্রিকভাবে ভারতের দুর্বল ফিল্ডিং—অবিশ্রাম ক্যাচ ফশকানো। প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির কিছু পরেই ইংলণ্ড ন-উইকেটে জিতে গিয়েছিলো। অবশ্য তার জন্য প্রধানত ভ্যালেণ্টাইনের ১৩৬ রানই দায়ী—১৭৫ মিনিটে একটি ছক্কা ও বারোটি বাউণ্ডারি সহযোগে তিনি এই রান তুলেছিলেন। জারডিনের সঙ্গে জুটি বেঁধে পঞ্চম উইকেটে দু-জনে মিলে হাঁকিয়েছিলেন ১৭৫ রান। জারডিন যথারীতি দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ব্যাট করেছিলেন—তিন ঘণ্টায় তাঁর নিজস্ব উপার্জন ছিলো ৬০ রান। কিন্তু তাঁর ঐ ভিতের উপরেই ওয়াল্টার্সের ৭৮ বা ভ্যালেণ্টাইনের ১৩৬ রান গ'ড়ে উঠেছিলো। তাছাড়া নিকল্স—দু-ইনিংস মিলিয়ে ১০৮ রানে আট উইকেট দখল ক'রে—ইংলণ্ডের জয়ের পথ সুগম ক'রে দিয়েছিলেন। এবং নিকল্সই একটি অবিশ্বাস্য ক্যাচ লুফে অমরনাথের প্রচণ্ড ইনিংসটির অবসান ঘটিয়েছিলেন। আরো দুটি দুর্দান্ত ক্যাচ লুফেছিলেন নিকল্স—সুতরাং আস্ত খেলাটিতে তাঁরও প্রভাব নেহাৎ কম পড়েনি।

কিন্তু পরাজয় সত্ত্বেও ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এই বম্বাই টেস্ট কেবল ভারতের মাটিতে প্রথম টেস্ট খেলা ব'লেই স্মরণীয় নয়—দ্বিতীয় দফায় ভারত যখন ২১৯ রান পিছনে থেকে ইনিংস শুরু ক'রে ২১ রানেই দু-উইকেট খুইয়ে বসেছিলো, তখন একুশ বছরের টগবগে তরুণ ২১০ মিনিটে ১১৮ রান ক'রে টেস্টে কেবল প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি করলেন না—তৃতীয় উইকেটে অধিনায়ক নাইডুর সঙ্গে জুটি বেঁধে ১৮৬ রান ক'রে প্রায় ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে ভারতকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন। অমরনাথ-নাইডু যখন ব্যাট করছিলেন, তখন মনে হচ্ছিলো ভারত বুঝি শেষ পর্যন্ত খেলাটি বাঁচিয়ে দিলে। কিন্তু আশ্চর্য পরের সাতটি উইকেটমাত্র ৫১ রানে প'ড়ে গেলো—আর তার ভিতর মার্চেণ্ট একাই করেছিলেন ৩০। দলের ৭ জন খেলোয়াড় যেখানে সব শুদ্ধু ২৬ রান করেন, সেখানে খেলা জেতা তো দূরের কথা, অমীমাংসিত করাও কারু পক্ষে সম্ভব নয়—সুতরাং ভারত নিশ্চিতভাবে হেরে গেলো। কিন্তু তবু সেদিন যাঁরা অমরনাথের খেলা চর্মচক্ষে দেখেছিলেন, তাঁরা কেউই তা ভুলতে পারেননি—অন্য অনেকের হাস্যোদ্রেককারী ব্যর্থতার

পাশে এটা জলজ্যান্ত মহীয়ান প্রতিরোধ ব'লেই নয়, ওখানে ইঙ্গিত ছিলো যে ভারত লড়তে জানে—হ'তে পারে অনভিজ্ঞ, কিন্তু লর্ডসে অমর সিং-এর বিস্ফোরক ৫১ রানের মতো এই ১১৮ রান ইংলণ্ডের ঠাণ্ডা, মন্থর, যান্ত্রিক রান সংগ্রহ নয়—প্রতিভার বিদ্যুৎ বিকাশ। নবি ক্লার্ক আর নিকল্‌সকে তিনি এমন ক্ষিপ্রভাবে হুক করছিলেন, কি এমন দীপ্তভাবে কাট করছিলেন, আর ব্যালে নাচের মতো হালকা পায়ে এগিয়ে-পেছিয়ে ভেরিটি আর ল্যাঙরিজকে তিনি এমনভাবে ড্রাইভ করছিলেন যে, যেন অতর্কিতেই বিশ্বক্রিকেটে তিনি উল্কার মতো ঝলশে উঠলেন। পরে তাঁর নাটকীয় জীবন এই উল্কার উপমাটিকেই আরো ভালো ক'রে প্রমাণ ক'রে দেবে।

খেলার প্রথম দিনে ভারত সারাক্ষণ ব্যাট ক'রে ন-উইকেটে মাত্র ২১২ রান করেছিলো। জারডিন যে প্রতিপক্ষকে দুর্বল মনে করেননি, বরং আক্রমণ সাজাতে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছিলেন, তার প্রমাণ হ'লো এই তথ্য যে খেলার প্রথম নব্বুই মিনিটে তিনি এগারোবার বোলার বদল করেছিলেন—এবং সারা দিনে সব শুদ্ধু কুড়ি বার বোলার বদলেছিলেন। ব্যাটসম্যানকে কোনো ধরনের বলেই অভ্যস্ত হ'তে দেবেন না, এটাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। তবু গোড়াপত্তন ভালোই হয়েছিলো—উজির আলি আর নাভলে প্রথম উইকেটে করেছিলেন ৪৪। উজির আলি আউট হলেন ৭১ রানের মাথায়, নিকল্‌সের বলে লেগ-বিফোর, নিজস্ব রান আস্থায় ভরা ৩৬। অমরনাথ আর নাইডুর জুটি যখন চমকপ্রদ ও রুদ্ধশ্বাস ভাবে গ'ড়ে উঠছে, নাইডু এই যদি ভেরিটিকে ছক্কা হাঁকান তো অমরনাথ অমনি নিকল্‌সকে হুক ক'রে সীমানা পার ক'রে দেন, এমন সময় ১১৭ রানের মাথায় হঠাৎ জুটি ভেঙে গেলো। তার পরেই শুরু হ'লো শবযাত্রা—জারডিনের লেগথিয়োরি কিস্তিবন্দী ক'রে উইকেট পেতে লাগলো। দ্বিতীয় দিন সকালেই ২১৯ রানে ভারতের প্রথম দফার খেলা শেষ হ'য়ে গেলা। জামশেদজি, যিনি ৪১ বছর ২৭ দিন বয়সে প্রথম টেস্ট খেললেন, র'য়ে গেলেন অপরাজিত—দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনি অপরাজিত থেকে যাবেন। তাঁর চেয়ে বেশি বয়েসে ভারতের হ'য়ে আর কেউ প্রথম বার টেস্ট খেলতে নামেননি—রামস্বামীও নন।

ভারত : প্রথম দফা

সয়ীদ উজির আলি	লেগ-বিফোর	ব. নিকল্‌স	৩৬
† জে. জি. নাভলে	ক. নিকল্‌স	ব. ভেরিটি	১৩

লালা অমরনাথ	লেগ-বিফোর	ব. ল্যাঙরিজ	৩৮
* সি. কে. নাইডু	লেগ-বিফোর	ব. ক্লার্ক	২৮
এল. পি. জয়	ক. মিচেল	ব. ল্যাঙরিজ	১৯
বিজয় মার্চেণ্ট	লেগ-বিফোর	ব. নিকল্স	২৩
এস. এইচ. এম. কোলাহ্	ক. এলিয়ট	ব. নিকল্স	৩১
এল. অমর সিং	স্টা. এলিয়ট	ব. ল্যাঙরিজ	০
মহম্মদ নিসার	ক. মিচেল	ব. ভেরিটি	১৩
এল. রামজি		ব. ভেরিটি	১
আর. জে. ডি. জামশেদজি	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৫, নো-বল ৬)			১৩
			২১৯

পতন : ৪৪ (নাভলে) ; ৭১ (উজির আলি) ; ১১৭ (অমরনাথ) ; ১৩৫ (নাইডু) ; ১৪৮ (জয়) ; ১৭৫ (মার্চেণ্ট) ; ১৮৬ (অমর সিং) ; ২০৯ (নিসার) ; ২১২ (রামজি) ; ২১৯ (কোলাহ্)।

নিকল্স	২৩·২	৮	৫৩	৩
ক্লার্ক	১৩	৩	৪১	১
বারনেট	২	১	১	০
ভেরিটি	২৭	১১	৪৪	৩
ল্যাঙরিজ	১৭	৪	৪২	৩
টাউনসেণ্ড	৯	২	২৫	০

কিন্তু ইংলণ্ডের ইনিংস শুরু হবামাত্র নিসার যখন মিচেলের অফ-স্টাম্প মাটি থেকে উপড়ে ফেললেন, তখন রান মাত্র ১২। আরো-একটি উইকেট নিসারের কুক্ষিগত হবার কথা ছিলো, যদি-না কোলাহ্ ওয়ালটার্সকে শর্ট লেগে ফশকাতেন। পরক্ষণেই ওয়ালটার্সকে আবার স্লিপে ফশকানো হ'লো, এবার অপরাধী স্বয়ং নাইডু। ওয়ালটার্স অবশেষে অমর সিং-এর বলে মার্চেণ্টের হাতে চমৎকারভাবে যখন ধরা পড়লেন, ততক্ষণে ৭৮ রান করেছেন।

আরো যখন ক্যাচ ফশকালো, তখন সবাই জেনে নিয়েছে ভারতের হার অবশ্যম্ভাবী। তবু ইংলণ্ড যখন বারনেট ও ল্যাঙরিজকে হারালো, তখন রান দাঁড়িয়েছে চার উইকেট খুইয়ে ১৬৪। আরো-একটা উইকেট পড়লেই ইংলণ্ড

বেশ বিপদে পড়তো সন্দেহ নেই, কিন্তু এবার স্লিপে ভ্যালেণ্টাইনকে চমৎকার-ভাবে ফশকানো গেলো—এবং দুর্ভাগা বোলার এবারও নিসার। অপর প্রান্তে তখন জারডিন, শান্ত ও স্থিরমস্তিষ্ক। ভ্যালেণ্টাইন অবশ্য তারপর চমৎকার খেললেন, এবং জুটিতে যখন ১৪৫ রান হয়েছে, তখন নিসার জারডিনকে সরাসরি পরাস্ত করে। কভারে জামশেদজির বলে মার্চেণ্ট ভ্যালেণ্টাইনকে লুফে নিলেন, আর জামশেদজি নিজের বলে, ঐ বয়েসেও ঝাঁপিয়ে প'ড়ে যেভাবে টাউনসেণ্ডকে লুফে নিলেন, তাতে মনে হ'লো তরুণেরা যদি ও-রকম ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতা দেখাতেন তাহ'লে কি আর ইংলণ্ড ৪৩৮ রান করতে পারতো, আর নিসারই কি ৯০ রানে মাত্র ৫টি উইকেট পেতেন?

ইংলণ্ড প্রথম : দফা

এ. মিচেল		ব. নিসার	৫
সি. এফ. ওয়ালটার্স	ক. মার্চেণ্ট	ব. অমর সিং	৭৮
সি. জে. বারনেট		ক. ও ব. জামশেদজি	৩৩
জেমস ল্যাঙরিজ	লেগ-বিফোর	ব. নিসার	৩১
*ডগলাস জারডিন		ব. নিসার	৬০
বি. এইচ. ভ্যালেণ্টাইন	ক. মার্চেণ্ট	ব. জামশেদজি	১৩৬
এল. এফ. টাউনসেণ্ড		ক. ও ব. জামশেদজি	১৫
এম. এস. নিকল্‌স		রান-আউট	২
হেডলি ভেরিটি	ক. রামজি	ব. নিসার	২৪
† এইচ. এলিঅট	অপরাজিত		৩৭
নবি ক্লার্ক		ব. নিসার	১
অতিরিক্ত (বাই ৭, লেগ-বাই ৯)			১৬
			৪৩৮

পতন: ১২ (মিচেল); ৬৭ (বারনেট); ১৪৩ (ল্যাঙরিজ); ১৬৪ (ওয়ালটার্স); ৩০৯; (জারডিন); ৩৬২ (ভ্যালেণ্টাইন); ৩৭১ (টাউনসেণ্ড); ৩৭৩ (নিকল্‌স); ৪৩১ (ভেরিটি); ৪৩৮ (ক্লার্ক)।

নিসার	৩৩'৫	৩	৯০	৫
রামজি	২৩	৫	৬৪	০
অমর সিং	৩৬	৫	১১৯	১

জামসেদজি	৩৫	৪	১৩৭	৩
নাইডু	৭	২	১০	০
অমরনাথ	২	১	২	০

২১৯ রান পেছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দফার খেলা শুরু ক'রে ভারত কেবল ইনিংসে হার থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলে—অথচ একটা সময় এসেছিলো তখন মনে হচ্ছিলো ভারত বুঝি খেলাটা অমীমাংসিত ক'রে দেয়—সেই যখন ২১ রানে দু-উইকেট প'ড়ে যাবার পর নাইডু আর অমরনাথ ব্যাট করছিলেন। নাইডু ব্যাট করছিলেন আহত বাঁ হাত দিয়ে, অতএব যেভাবে উদ্ধত ও পরাক্রান্ত খেলতে তিনি অভ্যস্ত তার বদলে তাঁর খেলায় সেদিন ছিলো চিন্তাশীলতা ও অভিজ্ঞতা—অন্যপ্রান্তে অমরনাথের খেলার মধ্যে থেকে ঝলশে উঠছিলো প্রতিভার ও তারুণ্যের উল্লাস। কিন্তু চতুর্থ দিন সকালে যেই এই রুদ্ধশ্বাস ও রোমাঞ্চকর সংস্রব ছিন্ন হ'য়ে গেলো, তখনই খেলা প্রায় শেষ হ'য়ে গেলো। পরের ৭ উইকেটে রান হ'লো মাত্র ৫১, যার মধ্যে মার্চেণ্ট একাই করেছিলেন ৩০। বলাই বাহুল্য, নিকল্‌সের দুর্দান্ত খাটো লেংথের ঠোকা বলের সামনে আর-কেউ সেদিন দাঁড়াতে পারেননি। ইংলণ্ড কেবল মিচেলের উইকেট খুইয়ে ৪০ রান ক'রে ন-উইকেটে জিতে গেলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

সয়ীদ উজির আলি	ক. নিকল্‌স	ব. ক্লার্ক	৫
† জে. জি. নাভলে	ক. এলিঅট	ব. ক্লার্ক	৪
লালা অমরনাথ	ক. নিকল্‌স	ব. ক্লার্ক	১১৮
* সি. কে. নাইডু	ক. ভ্যালেণ্টাইন	ব. নিকল্‌স	৬৭
এল. পি. জয়	ক. জারডিন	ব. নিকল্‌স	০
বিজয় মার্চেণ্ট	ক. এলিঅট	ব. ল্যাঙরিজ	৩০
এল. অমর সিং		ব. ভেরিটি	১
এস. এইচ. এম. কোলাহ্	ক. এলিঅট	ব. নিকল্‌স	১২
মহম্মদ নিসার	লেগ-বিফোর	ব. নিকল্‌স	১
আর. জে. ডি. জামশেদজি	অপরাজিত		১
এল. রামজি	লেগ-বিফোর	ব. নিকল্‌স	০
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৬, ওয়াইড ১, নো-বল ৮)			১৯
			২৫৮

পতন : ৯ (নাভলে) ; ২১ (উজির আলি) ; ২০৭ (অমরনাথ) ; ২০৮ (নাইডু) ; ২০৮ (জয়) ; ২১৪ (অমর সিং) ; ২৪৮ (কোলাহ্) ; ২৪৯ (নিসার) ; ২৫৮ (মার্চেন্ট) ; ২৫৮ (রামজি)।

নিকল্‌স	২৩.৫	৭	৫৫	৫
ক্লার্ক	১৯	৫	৬৯	৩
ভেরিটি	২০	৯	৫০	১
ল্যাঙরিজ	১৬	৭	৩২	১
টাউনসেণ্ড	১২	৫	৩৩	০

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

এ. মিচেল	লেগ-বিফোর	ব. অমর সিং	৯
সি. এফ. ওয়ালটার্স	অপরাজিত		১৪
সি. জে. বারনেট	অপরাজিত		১৭
		১ উইকেটে	৪০

পতন : ১৫ (মিচেল)।

নিসার	৪	১	২৫	০
অমর সিং	৩.২	১	১৫	১

কলকাতার ইডেন উদ্যানে পরের টেস্টের জন্য ইংলণ্ড মাত্র একজন খেলোয়াড়কে বদল করলে—এলিঅটের জায়গায় লেভেট দলে এলেন উইকেট রক্ষক হিশেবে। ভারতীয় দলে পরিবর্তন হ'লো অনেক বেশি : নাভলে, কোলাহ্, জয়, জামশেদজি ও রামজির বদলে দলে ঢুকলেন দিলাওয়ার হুসেন (উইকেট রক্ষক), নাওমল, সয়ীদ মুস্তাক আলি, সি. এস. নাইডু আর এম. জে. গোপালন। স্পষ্টই বোঝা গেলো, ভারতীয় নির্বাচক মণ্ডলী ভবিষ্যতের উপর লক্ষ্য রেখে তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দিতে চাচ্ছেন। এখানে একটি অবান্তর কিন্তু চিত্তাকর্ষক তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম তিনটি টেস্টেই ভারতীয় দলে প্রতিবার কেউ-না-কেউ তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে দলে স্থান পেয়েছিলেন : লর্ডসে উজির আলি-নাজির আলি ; বম্বাইতে রামজি ও অমর সিং ; এবং এবার কলকাতায়, সি. কে. নাইডু ও সি. এস. নাইডু। মাদ্রাজে পরের টেস্টে অবশ্য উজির আলি-নাজির আলি এবং সি. কে. ও সি. এস. নাইডু—এঁরা খেলবেন।

নাজির আলি, তাঁর চৌকশ খেলার জন্য ইংলণ্ডে বিস্তর নাম করেছিলেন—সাসেক্সের হ'য়ে কিছুকাল তিনি কাউন্টিও খেলেছিলেন।

দলে এতগুলো পরিবর্তনের জন্যই হয়তো কলকাতা টেস্ট শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত শেষ হ'লো—যদিও খেলার শেষ অবধি ইংলণ্ডের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আধ ঘণ্টায় ৮২ রান করলে জিতবে, এই অসম্ভব পরিস্থিতিতে ইংলণ্ড দ্বিতীয় দফার খেলা শুরু ক'রে চটপট দু-উইকেট খুইয়ে বসেছিলো। ফলো-অন ক'রে ভারতবর্ষ অবশ্য দুর্দান্ত লড়েছিলো—এবং হার বাঁচিয়েছিলো। বিশেষ ক'রে সংকটের সময় দিলাওয়ার হুসেন, সি. কে. নাইডু, বিজয় মার্চেন্ট, জিউমল নাওমল ও সি. এস. নাইডু দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়েছিলেন। মনোবল ও দৃঢ়তার এই পরিচয় থেকে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হবার যথেষ্ট অবকাশ পাওয়া গেলো। সি. কে. ও সি. এস. তাঁদের খেলার ধরন আদ্যোপান্ত বদলে ফেলেছিলেন—দ্বিতীয় দফায় সি. কে. ১৫০ মিনিট খেলে রান করেছিলেন মাত্র ৩৮—যেটা সি. কে.-র ধাতের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। আর সি. এস. ব্যাট করেছিলেন ১৩৫ মিনিট—মাত্র চারটে মার থেকে রান করেছিলেন তিনি—হাঁকিয়েছিলেন একটি ছক্কা, দুটি চার, ও এক রান। আর এই মারগুলি থেকেই বোঝা যাবে যে তাঁর খেলার ধরন আসলে আক্রমণাত্মক হওয়া সত্ত্বেও দলের কথা ভেবে তিনি ঠাণ্ডা মাথায় রক্ষণমূলক ভঙ্গিতে খেলতে চাচ্ছিলেন।

দ্বিতীয় টেস্ট : কলকাতা ; জানুয়ারি ৫, ৬, ৭, ও ৮, ১৯৩৪

টসে জিতে ইংলণ্ড সারা দিন ব্যাট ক'রে প্রথম দিনে পাঁচ উইকেটে মাত্র ২৫৭ রান করেছিলো। আবারও ফশকানো ক্যাচ আর দৃঢ়মন্থর জারডিন পুরোনো কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি করলেন। তবু সারা দিনের খেলার খতিয়ান থেকে দেখা যাবে প্রথম দিনে কোনো দলই তেমন ক'রে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। ইংলণ্ডের পক্ষে ল্যাঙরিজ যেমন নিখুঁত ও কেতাবি খেলেছিলেন, তেমনি ভারতের পক্ষে অমর সিং অনেকক্ষণ ধ'রে একটানা চমৎকার বল করেছিলেন। আবারও ইংলণ্ডের পরিত্রাতার ভূমিকা বর্তালো জারডিনের উপর ; ওয়াল্টার্স, মিচেল, বারনেট ও ল্যাঙরিজ আউট হ'য়ে গেছেন, দলের রান চার উইকেটে ২৮৫, এই অবস্থায় বম্বাই জিমখানার

খেলারই যেন পুনরাবৃত্তি হ'লো : জারডিন আর ভ্যালেণ্টাইন জুটি বেঁধে ৭১ রান করলেন—অবশেষে ভ্যালেণ্টাইন যখন সি. কে. নাইডুর বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন, তখন দলের রান ২৫৬। দিনের শেষে জারডিন রইলেন অপরাজিত ৪০।

দ্বিতীয় দিন সকালে জারডিন আউট হলেন মুস্তাক আলির বলে সি. এস. নাইডুর হাতে ধরা প'ড়ে—কিন্তু তখন তাঁর রান ৬১। তারপরে ভেরিটি পর পর দু'বার ক্যাচ তুলে অব্যাহতি পেয়ে এমন তুলকালাম ও বেপরোয়া ব্যাট চালালেন যে নবম উইকেটে তিনি আর টাউনসেণ্ড ৭০ রান যোগ করলেন। শেষ উইকেটেও ৩২ রান হ'লো—ভেরিটি রইলেন অপরাজিত ৫৫, ইংলণ্ডের রান দাঁড়ালো ৪০৩। অমর সিং ৫৪'৫ ওভারে ১০৬ রান দিয়ে চার উইকেট পেলেন—আর সি. কে. নাইডু পেলেন ৪০ রানে তিন উইকেট।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

সি. এফ. ওয়ালটার্স	ক. গোপালন	ব. অমর সিং	২৯
এ. মিচেল	ক. গোপালন	ব. সি. কে. নাইডু	৪৭
চার্লি বারনেট	লেগ-বিফোর	ব. অমর সিং	৮
জেমস ল্যাঙরিজ	ক. নিসার	ব. গোপালন	৭০
* ডগলাস জারডিন	ক. সি. এস. নাইডু	ব. মুস্তাক আলি	৬১
বি. এইচ. ভ্যালেণ্টাইন	লেগ-বিফোর	ব. সি. কে. নাইডু	৪০
† ডাবলিউ. এইচ. ভি. লেভেট		ব. সি. কে. নাইডু	৫
এম. এস. নিকল্‌স	লেগ-বিফোর	ব. নিসার	১৩
এল. এফ. টাউনসেণ্ড	ক. দিলাওয়ার হুসেন	ব. অমর সিং	৪০
হেডলি ভেরিটি	অপরাজিত		৫৫
নবি ক্লার্ক	ক. মার্চেণ্ট	ব. অমর সিং	১০
অতিরিক্ত (বাই ১৩, লেগ-বাই ১০, নো-বল ২)			২৫
			৪০৩

পতন : ৪৫ (ওয়ালটার্স); ৫৫ (বারনেট); ১৩৫ (মিচেল); ১৮৫ (ল্যাঙরিজ); ২৫৬ (ভ্যালেণ্টাইন); ২৮১ (জারডিন); ২৮১ (লেভেট); ৩০১ (নিকল্‌স); ৩৭১ (টাউনসেণ্ড); ৪০৩ (ক্লার্ক)।

নিসার	৩৪	৬	১১২	১
অমর সিং	৫৪.৫	১৩	১০৬	৪
গোপালন	১৯	৭	৩৯	১
মুস্তাক আলি	১৯	৫	৪৫	১
অমরনাথ	২	০	১০	০
সি. এস. নাইডু	৮	১	২৬	০
সি. কে. নাইডু	২৩	৭	৪০	৩

ভারত যখন ব্যাট করতে গেলো, ক্লার্ক আর নিকল্‌স খাটো লেংথে বল ফেলতে লাগলেন—লেগ-স্টাম্প লক্ষ্য ক'রে তীব্র গতির ঠোকা বল, লাফানো বল—ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা এমন বলের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে তেমন অভ্যস্ত নন। নাওমল নিজের মাথা বাঁচাতে গিয়ে ক্যাচ তুলে দিলেন ; আর দিলাওয়ার হুসেন যখন মাত্র ১১ রান করেছেন, তখন নিকল্‌সের বলে আহত হ'য়ে চ'লে গেলেন—বলটা তাঁর মাথার পিছন দিকে লেগেছিলো। উজির আলি ঐ অবস্থাতেই সাহস ও স্পর্ধায় ভরা ৩৯ রান করলেন। কিন্তু, বম্বাই টেস্টের নায়কেরা—নাইডু ও অমরনাথ—যখন যথাক্রমে ৫ ও ০ ক'রে আউট হ'য়ে গেলেন, তখন ভারতের পক্ষে ফলো-অন বাঁচানো কঠিন হ'য়ে উঠলো। ফলো-অন অবশ্য ঠেকানো গেলো না, কিন্তু মার্চেণ্ট, পুনরাগত ও আহত দিলাওয়ার হুসেন ও সি. এস. নাইডু উইকেট বিলিয়ে দিতে রাজি হলেন না। একই সঙ্গে সংযত, কিন্তু নিখুঁত মারে, তাঁরা প্রশংসনীয়ভাবে প্রতিরোধ গ'ড়ে তুললেন। ১৬৬ মিনিট চমৎকার ব্যাট ক'রে ৫৪ রান করলেন মার্চেণ্ট—আর তাঁর ঐ রানের মধ্যে ছিলো লাবণ্যময় লেটকাট, সবল স্কোয়ার কাট, আর তীব্র অনড্রাইভ—যে-সব মার পরে তাঁর হাতে অবিস্মরণীয় সুষমা পেয়েছিলো। দিলাওয়ার হুসেন আহত অবস্থায়—মাথায় পট্টি বাঁধা—২১০ মিনিট উইকেট আগলে রাখলেন। তাঁর স্ট্যান্স ছিলো আড়ষ্ট, কী-রকম কুঁজোমতো, কিন্তু ক্ষিপ্র গতিতে তিনি বলের লাইনে গিয়ে দাঁড়াতেন। আর ছিলো অপরিসীম মনোবল ও সাহস—তার ফলে দাঁড়ানোর ভঙ্গি অমন অলবড্যে ও আড়ষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর খেলায় এক ধরনের রুক্ষ ও উগ্র সৌন্দর্য ছিলো। সি. এস. নাইডু পক্ষান্তরে, আক্রমণকেই আত্মরক্ষার উপায় গণ্য করেছিলেন—ভেরিটিকে একবার ছক্কা হাঁকালেন তিনি ; সব রকম বোলিং-এর বিরুদ্ধেই

তেজিয়ান পালটা আক্রমণ চালালেন। মুস্তাক আলি যদিও রান করেছিলেন মাত্র ৯, তবু যেভাবে তিনি ক্ষিপ্র হালকা পায়ে বলের লাইনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন, তাতে তাঁর সম্বন্ধে আশা জেগে উঠেছিলো—আউট হয়েছিলেন নিকল্সের বলে লেগ-বিফোর, কিন্তু আম্পায়ারের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনেকেরই সংশয় ছিলো, বিশেষত তিনি যতটা এগিয়ে গিয়ে খেলেছিলেন, তাতে আম্পায়ারের এই রায় অনেকেরই মনঃপূত হয়নি। তবু নিসার যখন সব শেষে আউট হলেন, তখনও ফলো-অন বাঁচাতে মাত্র ৭ রান বাকি। ৬৪ রানে ৪ উইকেট পেয়ে ভেরিটি যদিও ইংলণ্ডের সবচেয়ে সফল বোলার রূপে গণ্য হলেন, তবু ক্লার্ক ও নিকল্সের অনবরত বাম্পারকেই ভারতের বিপর্যয়ের কারণ ব'লে গণ্য করা যায়।

ভারত : প্রথম দফা

জিউমল নাওমল	ক. জারডিন	ব. নিকল্স	২
† দিলাওয়ার হুসেন	ক. জারডিন	ব. ক্লার্ক	৫৯
সয়ীদ উজির আলি	ক. নিকল্স	ব. ভেরিটি	৩৯
* সি. কে. নাইডু		ব. ক্লার্ক	৫
লালা অমরনাথ	ক. জারডিন	ব. ক্লার্ক	০
বিজয় মার্চেন্ট		ব. ভেরিটি	৫৪
সয়ীদ মুস্তাক আলি	লেগ-বিফোর	ব. নিকল্স	৯
সি. এস. নাইডু	ক. ভেরিটি	ব. নিকল্স	৩৬
এল. অমর সিং	ক. নিকল্স	ব. ভেরিটি	১০
মহম্মদ নিসার	ক. ওয়ালটার্স	ব. ভেরিটি	২
এম. জে. গোপালন	অপরাজিত		১১
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৫, নো-বল ১০)			২০
			২৪৭

পতন : ১২ (নাওমল); ২৩ (সি. কে. নাইডু); ২৭ (অমরনাথ); ৯০ (উজির আলি); ১৩১ (মুস্তাক আলি); ১৫৮ (মার্চেন্ট); ২১১ (সি. এস. নাইডু); ২২৩ (অমর সিং); ২৩৬ (দিলাওয়ার হুসেন); ২৪৭ (নিসার)।

ক্লার্ক	২৬	৮	৩৯	৩
নিকল্‌স	২৮	৬	৭৮	৩
ভেরিটি	২৩'৪	১৩	৬৪	৪
ল্যাঙরিজ	১৭	৭	২৭	০
টাউনসেণ্ড	৮	৪	১৯	০

দ্বিতীয় দফায় নাওমলের সঙ্গে ভারতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে মুস্তাক আলিকে পাঠালেন নাইডু। একটা কারণ আহত দিলাওয়ার হুসেনকে একটু বিশ্রামের অবকাশ দেয়া, দ্বিতীয়ত মুস্তাক আলির খেলার ধরন থেকে অনুমান করা গিয়েছিলো তিনি ওপেনিং ব্যাট হিশেবে ভালো খেলবেন। এবং মুস্তাক আলি ও নাওমল প্রথম উইকেটে ৫৭ রান করলেন—প্রথম উইকেটের জুটিতে সেটাই সবচেয়ে ভালো রান তখন। নাওমল যথেষ্ট আস্থার সঙ্গে খেলছিলেন—কিন্তু উজির আলি এবার সুবিধে করতে পারলেন না—কোনো রান না-ক'রেই ভেরিটির বলে তিনি ক্যাচ তুলে দিয়ে ফিরে গেলেন। নাইডু আর নাওমল জুটির খেলা যখন জ'মে উঠেছে, তখন হঠাৎ টাউন-সেণ্ডের বলে নাওমল উইকেটরক্ষক লেভেটের হাতে ধরা পড়লেন। ১০৫ মিনিট খেলে ৪৩ রান করেছিলেন নাওমল। সি. কে. স্বয়ং একেবারে অন্য রকম খেললেন—১৫০ মিনিটে মাত্র ৩৮ রান করেছিলেন তিনি। মার্চেণ্ট ৮০ মিনিট খেলে রান করলেন ১৭, আর কনিষ্ঠ নাইডু ১৩৫ মিনিটে রান করলেন ১৫। দিলাওয়ার হুসেন আবারও মন্থরভাবে খেলে রান করলেন ৫৭। মন্থর, কিন্তু সাহসী ক্রিকেট। আর এই সাহসী লড়াইয়ের ফলেই হার বাচানো গেলো।

আধ ঘণ্টায় ৮২ রান করলে জিতবে, এই অবস্থায় দ্বিতীয় দফা খেলতে শুরু ক'রে নিসারের বলে বারনেট ধরা পড়লেন গোপালনের হাতে, আর নাওমলের বলে ভ্যালেণ্টাইনকে স্টাম্পড ক'রে দিলেন দিলাওয়ার এবং ইংলণ্ড দু-উইকেট খুইয়ে রান করলে মাত্র ৭।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

এস. মুস্তাক আলি	ক. বারনেট	ব. নিকল্‌স	১৮
জিউমল নাওমল	ক. লেভেট	ব. টাউনসেণ্ড	৪৩

এস. উজির আলি	ক. নিকল্‌স	ব. ভেরিটি	০
* সি. কে. নাইডু	ক. নিকল্‌স	ব. ভেরিটি	৩৮
লালা অমরনাথ	ক. লেভেট	ব. ক্লার্ক	৯
বিজয় মার্চেন্ট	ক. জারডিন	ব. ভেরিটি	১৭
† দিলাওয়ার হুসেন		ব. ক্লার্ক	৫৭
সি. এস. নাইডু	লেগ-বিফোর	ব. ভেরিটি	১৫
এল. অমর সিং	ক. জারডিন	ব. টাউনসেণ্ড	১৮
মহম্মদ নিসার	অপরাজিত		০
এম্. জে. গোপালন	ক. লেভেট	ব. ক্লার্ক	৭
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ-বাই ৪, নো-বল ১)			১৫
			২৩৭

পতন : ৫৭ (মুস্তাক আলি) ; ৫৮ (উজির আলি) ; ৭৬ (নাওমল) ; ৮৮ (অমরনাথ) ; ১২৯ (মার্চেন্ট) ; ১৪৯ (সি. কে. নাইডু) ; ২০১ (সি. এস. নাইডু) ; ২১৪ (দিলাওয়ার) ; ২৩০ (অমর সিং) ; ২৩৭ (গোপালন) ।

ক্লার্ক	১৯.৩	৪	৫০	৩
নিকল্‌স	২০	৬	৪৮	১
ভেরিটি	৩১	১২	৭৬	৪
ল্যাঙরিজ	১০	৪	১৯	০
টাউনসেণ্ড	৮	৩	২২	২
বারনেট	২	০	৭	০

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

সি. এফ. ওয়ালটার্স	অপরাজিত		২
চার্লি বারনেট	ক. গোপালন	ব. নিসার	০
বি. এইচ. ভ্যালেন্টাইন	স্টা. দিলাওয়ার হুসেন	ব. নাওমল	৩
† ডাবলিউ. এইচ. ভি. লেভেট	অপরাজিত		২
		২ উইকেটে	৭

পতন : ০ (বারনেট) ; ৫ (ভ্যালেন্টাইন) ।

নিসার	২	১	২	১

অমর সিং	২	১	১	০
নাওমল	১	০	৪	১

তৃতীয় টেস্ট : মাদ্রাজ ; ফেব্রুয়ারি ১০, ১১, ১২ ও ১৩, ১৯৩৪

তিনটি টেস্টের মধ্যে একটিতে হার, ও আরেকটি অমীমাংসিত—এই অবস্থায় মাদ্রাজের শেষ টেস্টে জয়লাভের জন্য ভারত স্থির করলে ঝুঁকি নিয়েও আক্রমণ করাই প্রশস্ত। হয়তো সেইজন্যেই মুস্তাক আলি ও গোপালনের বদলে এমন দু'জন ব্যাটসম্যানকে দলে নিলে, যাঁরা প্রথম বল থেকেই বিপক্ষের বোলিংকে তছনছ ক'রে দিয়ে ঝড়ের গতিতে রান তুলতে ভালোবাসতেন—তাঁরা হলেন পাতিয়ালার যুবরাজ ও নাজির আলি। উপরন্তু নাজির আলির বলেও বিশেষ ধার ছিলো।

কিন্তু ভাগ্য, বোধহয়, ভারতের উপর বিরূপ ছিলো। খেলার আগের দিন সন্ধেবেলায় নিসার বিষম অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন, আর একজন দ্রুত বোলারের জায়গায় দলে ঢুকলেন লেগ স্পিনার মুস্তাক আলি—যদিও তিনি ব্যাট করতে পারেন। আর নাজির আলিও পুরো সুস্থ ছিলেন না—তাঁর পায়ের পেশিতে টান পড়েছিলো। এই অবস্থায় নাজির আলির বদলে মুস্তাক আলিকে, এবং নিসারের জায়গায় ভারতের সবচেয়ে দ্রুত বোলার রামজি বা শুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলে নেয়া সমীচীন হ'তো সন্দেহ নেই। কিন্তু নির্বাচকেরা সব সময়েই অতিরিক্ত ভালো বোঝেন—এবং তাঁদের রহস্যময় যুক্তিজাল দেবতার ভেদ করা অসাধ্য, সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমিকরা তো তুচ্ছ প্রাণী।

ইংলণ্ড দলে পরিবর্তন হ'লো দুটি: ভ্যালেণ্টাইনের বদলে দলে এলেন রগরগে ও রোমাঞ্চকর ব্যাটসম্যান বেকওয়েল—যিনি ওয়েস্ট-ইন্‌ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবেই গত গ্রীষ্মে সেঞ্চুরি করেছিলেন, আর লেভেটের জায়গায় আবার দলে ঢুকলেন এলিঅট।

নাইডু আবারও টসে হারলেন। এবং মাদ্রাজের চীপক মাঠে ইংলণ্ড যখন বেকওয়েল ও ওয়ালটার্সকে গোড়াপত্তন করতে পাঠালো, তখন একের পর এক ফশকানো ক্যাচ খেলাটিকে প্রহসনে পরিণত ক'রে দিলে। অথচ শনিবার সকালে খেলার প্রথম দিনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব নেহাৎ কম ছিলো না। অমর সিং যেমন দুর্দান্ত বল করছিলেন, তেমনি ইংলণ্ডের পক্ষে বেকওয়েলও প্রচণ্ড ব্যাট

করছিলেন। বেকওয়েলের খেলা শ্বাসরোধী ও রগরগে ; অফ-সাইডে চমৎকার সব জোরালো মার—শেষ টেস্টে দলে স্থান পেয়ে তিনি বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লেন। কোনো ওপেনিং ব্যাট এর আগে ভারতীয় বোলিংকে এমনভাবে আক্রমণ করেননি—যদিও দলে সেদিন নিসার ছিলেন না, অমর সিং-এর সঙ্গে সি. কে. নাইডু ও পরে অমরনাথ নতুন বলে আক্রমণ রচনা করেছিলেন, তবু বলতেই হয় বেকওয়েলের মতো আগে কেউ ভারতীয় বোলিং-এর বিরুদ্ধে ঝড়ের বেগে রান করতে পারেননি। বিশেষত অমর সিং-বেকওয়েলের সংঘর্ষ সেদিনের খেলাটিকে স্মরণীয় ক'রে তুলেছিলো। এই সংঘর্ষ যেমন ছিলো শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটের নজির, তেমনি ভারতীয় ফিল্ডিং পরিণত হয়েছিলো প্রহসনের উৎকৃষ্ট উদাহরণে। ওয়ালটার্স কোনো রান করার আগেই অমর সিং-এর বলে ক্যাচ তুললেন ; তারপর ৭ রানের মাথায় আবার ; এবং অতঃপর তাঁরও হাত খুলে গেলো। বেকওয়েলের জোরালো মারের পাশে তাঁর সময়জ্ঞানের নিখুঁত সুশ্রী ছিপছিপে মারগুলো বেরিয়ে এলো একের পর এক। অবশেষে অমর সিং যখন ওয়ালটার্সকে লেগ-বিফোর পেলেন, তখন দলের রান ১১১, ও ওয়ালটার্সের নিজের রান ৪৯।

নিসার (কিংবা তাঁরই মতো অন্য কেউ—রামজি বা শুঁটে বাঁড়ুজ্যে) ছাড়া অমর সিং-এর পক্ষে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের আক্রমণ করা সময় ও শক্তির অপব্যয় ব'লে মনে হচ্ছিলো। কিন্তু তবু মধ্যাহ্নভোজের পরে চায়ের বিরতির আগে, ইংলণ্ড এক উইকেটে ১২৫ থেকে হুড়মুড় ক'রে সাত উইকেটে ২২২-এ এসে পৌছুলো। অমর সিং-ই বেশি উইকেট পেলেন, সন্দেহ নেই ; কিন্তু তাঁর সঙ্গে সে-সময় অমরনাথও বল করলেন প্রেরণাময়। ডান পা বাড়িয়ে ডান হাতে মিডিয়াম পেস বল, এবং দু-রকম সুয়িং—যেটা ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের একেবারে ভড়কে দিলে। আর এক দুর্ধর্ষ অবকাশে অমর সিং ল্যাঙরিজকে পেলেন লেগ-বিফোর, তাঁরই বলে গালিতে পাতিয়ালার যুবরাজ প্রচণ্ড একটি ক্যাচ লুফে ফিরিয়ে দিলেন বারনেটকে, আর বলের উলটো মোচড়ে সরাসরি বোল্ড হ'য়ে ফিরে গেলেন নিকল্স আর টাউনসেণ্ড। লাঞ্চ আর চায়ের মধ্যে ২১ ওভারে ৪৮ রানে চারটে উইকেট নিয়েছিলেন অমর সিং। অমরনাথ আগেই পেয়েছিলেন মিচেল আর বেকওয়েলকে।

কিন্তু তখনও একদিকের উইকেট আগলে ছিলেন জারডিন। এর আগের তিনটি টেস্টে ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর রান ছিলো ৭৯, ৮৫*, ৬০, ৬১। তিনি

চাচ্ছিলেন কাউকে, যিনি, উইকেট আগলে থাকতে পারবেন—এবং অবশেষে ভেরিটির সঙ্গে তাঁর জুটি হ'লো। ঝড় সামলে নিলেন তাঁরা, কারণ ভারত ক্যাচ ফশকালো। ভেরিটির রান যখন ২, তখন অমর সিং-এর বলে দিলাওয়ার হুসেন তাঁকে লুফতে পারলেন না—ইংলণ্ড দিন শেষ করলো সাত উইকেটে ২৮১ রানে।

এই জারডিন-ভেরিটি জুটির রান শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো ৯৭, এবং অবশেষে ভেরিটি আউট হলেন মুস্তাক আলির বলে লেগ-বিফোর। তারপরেই অমর সিং-এর বলে স্লিপে দাঁড়িয়ে উজির আলি লুফে নিলেন জারডিনকে।

সব শুদ্ধু তিন ঘণ্টা খেলে ৬৫ রান করেছিলেন জারডিন। যতবার তিনি ব্যাট করতে নেমেছেন, ইংলণ্ডের অবস্থা থেকেছে কোনঠাশা—এবং তিনি শক্ত হাতে হাল ধ'রে সংকট থেকে উদ্ধার করেছেন ইংলণ্ডকে। ইংলণ্ডের আর কোনো অধিনায়ক ভারতের বিরুদ্ধে এভাবে প্রতিবারই চমৎকার খেলতে পারেননি—গাবি অ্যালেন, হ্যামণ্ড, নাইজেল হাওয়ার্ড, হাটন, পিটার মে, কলিন কাউড্রে, টেড ডেক্সটার, মাইক স্মিথ, ব্রায়ান ক্লোজ বা রে ইলিঙওয়ার্থ—কেউ না। কেবল গাবি অ্যালেন নিজের বোলিং-এ পরে অনেকটা জারডিনের এই কৃতিত্বকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করেছিলেন—১৯৩৬ সালের ইংলণ্ড সফরে তিনটি টেস্টে ৩৩০ রানে তিনি ২০টি উইকেট পেয়েছিলেন।

জারডিন আউট হবার পরেই ৩৩৫ রানে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো। ৪৪'৪ ওভারে অমর সিং ৮৬ রানে পেলেন ৭ উইকেট। ভারতের আর কোনো দ্রুত বোলার কখনও এ-রকম বল করেননি। ল্যাঙ্কাশিয়র লিগ খেলতে গিয়ে অমর সিং যে লিয়ারি কনস্ট্যানটাইনের মতোই দর্শকদের প্রিয় হ'য়ে উঠেছিলেন, তা এই রকম অধিকৃত বোলিং-এর জন্যই। আজকে আমরা কল্পনা করতে পারি ঐ মাদ্রাজ টেস্টে নিসার যদি তাঁর জুটি থাকতেন, তাহ'লে কী হ'তে পারতো।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

এ. এইচ. বেকওয়েল	ক. সি. এস. নাইডু	ব. অমরনাথ	৮৫
সি. এফ. ওয়ালটার্স	লেগ-বিফোর	ব. অমর সিং	৫৯
এ. মিচেল	লেগ-বিফোর	ব. অমরনাথ	২৫
জেমস ল্যাঙরিজ	লেগ-বিফোর	ব. অমর সিং	১
* ডগলাস জারডিন	ক. উজির আলি	ব. অমর সিং	৬৫

চার্লি বারনেট	ক. পাতিয়ালা	ব. অমর সিং	৪
এম. এস. নিকল্‌স		ব. অমর সিং	১
এল. এফ. টাউনসেণ্ড		ব. অমর সিং	১০
হেডলি ভেরিটি	লেগ-বিফোর	ব. মুস্তাক আলি	৪২
† এইচ. এলিঅট	ক. মুস্তাক আলি	ব. অমর সিং	১৪
নবি ক্লার্ক	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ২২, লেগ-বাই ২, নো-বল ১)			২৫
			৩৩৫

পতন : ১১১ (ওয়ালটার্স) ; ১৬৭ (মিচেল) ; ১৭০ (বেকওয়েল) ; ১৭৪ (ল্যাঙরিজ) ; ১৭৮ (বারনেট) ; ১৮২ (নিকল্‌স) ; ২০৮ (টাউনসেণ্ড) ; ৩০৫ (ভেরিটি) ; ৩১৭ (জারডিন) ; ৩৩৫ (এলিঅট) ।

অমর সিং	৪৪.৪	১৩	৮৬	৭
সি. কে. নাইডু	১১	১	৩২	০
অমরনাথ	৩১	১৪	৬৯	২
মুস্তাক আলি	২৫	৩	৬৪	১
সি. এস. নাইডু	১৩	১	৪৩	০
নাওমল	৬	০	১৬	০
উজির আলি	১	১	০	০

ভারত খেলতে নামার সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতার প্রথম ইনিংসের প্রায় পুনরাবৃত্তি হ'লো। ক্লার্কের বাম্পারে হুক করতে গিয়ে নাওমল মিস-টাইম করলেন, বল এসে লাগলো তাঁর মুখে। তাঁর আঘাত দিলাওয়ার হুসেনের চেয়েও অনেক গুরুতর হ'লো, আর গোটা দলের মনোবল এতে এতটাই নাড়া খেয়ে গেলো যে কখনই আর পুরোপুরি শামলে উঠতে পারলে না। জারডিনের লেগ-থিয়োরি দর্শকদের কাছে অনেক নিন্দামন্দ কুড়োলো। বাঁ হাতি বোলার নবি ক্লার্ক অনেক ধিক্কার খেলেন দর্শকের কছে। কিন্তু মাদ্রাজের মন্থর উইকেট দ্রুত বলের চেয়েও স্পিন বলের অনুকূল। এবং প্রাথমিক খাটো লেংথের ঠোকা বলগুলির শক থেরাপি শেষ হ'য়ে যেতেই হেডলি ভেরিটির খেলা শুরু হ'য়ে গেলো। বাঁ হাতি স্পিনার ভেরিটি, ৪০টি টেস্টে ৩৫১০ রানে উইকেট পেয়েছিলেন ১৪৪টি, ভারত থেকে ফিরে গিয়েই লর্ডস টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১০৪ রানে পাবেন ১৫টি উইকেট ; কয়েক পা দৌড়ে এসে বল করেন, নিখুঁত নিশানা, ফ্লাইট অনবরত

বদলাচ্ছে, বলের গতিও; মন্থর লোপ্পা বলটির পরেই একটি দ্রুত সোজা বল; ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা দ্বিধাগ্রস্তভাবে হাৎড়াতে শুরু করলে; এগিয়ে গিয়ে খেলবে, না পেছিয়ে যাবে; আর মনঃস্থির করতে-করতে দেখা গেলো ১৪৫ রানে ৯ উইকেট প'ড়ে গিয়েছে, আর তার মধ্যে ভেরিটি পেয়েছেন ৪৯ রানে ৭ উইকেট। অময় সিং-এর চমৎকার বোলিং-এ যে-সুযোগ ভারতের হাতে এসেছিলো, তা এইভাবে নষ্ট হ'য়ে গেলো। ভেরিটির এই বোলিং সাফল্য আবারও অমর সিং-এর অফ-কাটারের উৎকর্ষ প্রমাণ ক'রে দিলে। উইকেট যেখানে স্পিন বলের সহায়ক, সেখানেও অমর সিং প্রায় ৪৫ ওভার বল ক'রে ৮৬ রানে ৭ উইকেট পেয়েছেন। ঠিক এই রকমই একটি ঘটনা ঘটবে ১৯৫৯ সালে কানপুরে, যেখানে জাশু পেটেলের অফ স্পিন অষ্ট্রেলিয়াকে কোনঠাশা ক'রে ফেললেও অস্ট্রেলিয়া তার প্রত্যুত্তর দেবে অ্যালান ডেভিডসনের অফ-কাটারে—ডেভিডসন সেখানে ৩১ রানে ৫ ও ৯৩ রানে ৭ উইকেট পাবেন। অমর সিং যদি অল্প বয়েসে অকালে মারা না-যেতেন, তাহ'লে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ দ্রুত বোলার-দের অন্যতম হতেন। অন্তত ভারতে অমর সিং-নিসারের জুটি ভেঙে যাবার পরে আর কখনো সত্যিকার দ্রুত বোলারের আবির্ভাব হয়নি।

দ্বিতীয় দিনেই উইকেটের ভাঙন লক্ষ্য ক'রে জারডিন স্থির করেছিলেন ভারতকে ফলো অন করাবার বদলে আবার নিজেরাই ব্যাট করবেন—কারণ ভারত যদি কলকাতার মতো মাদ্রাজেও প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলতে পারে, তাহ'লে জীর্ণ উইকেটে শেষ ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ইংলণ্ডের পক্ষে শামাল দেওয়া সম্ভব হবে না। জারডিন অন্তত কোনো ঝুঁকি নিতে চাচ্ছিলেন না—বিশেষত খেলার প্রথম দিনে অমর সিং-এর মারাত্মক বোলিং দেখবার পর কোনো ঝুঁকি না-নিয়েই তিনি 'রাবার' নিয়ে ফিরতে চাচ্ছিলেন।

ভারত : প্রথম দফা

† দিলাওয়ার হুসেন	ক. বারনেট	ব. ভেরিটি	১৩
জিউমল নাওমল	আহত ; অবস্থত		৫
এস. উজির আলি		ব. নিকল্‌স	২
* সি. কে. নাইডু		ব. ভেরিটি	২০
লালা অমরনাথ	ক. এলিয়ট	ব. ল্যাঙরিজ	১২
বিজয় মার্চেন্ট		ব. ভেরিটি	২৬

পাতিয়ালার যুবরাজ		ব. ভেরিটি	২৪
এস. নাজির আলি	ক. মিচেল	ব. ভেরিটি	৩
সি. এস. নাইডু	ক. নিকল্‌স	ব. ভেরিটি	১১
এস. মুস্তাক আলি	অপরাজিত		৭
এল. অমর সিং	ক. বারনেট	ব. ভেরিটি	১৬
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৩, নো-বল ২)			৬
			১৪৫

পতন : ১৫ (উজির আলি) ; ৩৯ (দিলাওয়ার হুসেন) ; ৪২ (সি. কে. নাইডু) ; ৬৬ (অমরনাথ) ; ৯৯ (মার্চেণ্ট) ; ১০৭ (নাজির আলি) ; ১২২ (পাতিয়ালা) ; ১২৭ (সি. এস. নাইডু) ; ১৪৫ (অমর সিং)।

ক্লার্ক	১৫	৪	৩৭	০
নিকল্‌স	১২	৩	৩০	১
ভেরিটি	২৩·৫	১০	৪৯	৭
ল্যাঙরিজ	৬	১	৯	১
টাউনসেণ্ড	৩	০	১৪	০

জিততে হ'লে ইংলণ্ডকে তাড়াতাড়ি রান ক'রে ভারতকে আউট করবার জন্য বোলারদের সময় দিতে হবে—বিশেষত কলকাতায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা যখন প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে অহেতুক ঝুঁকি না-নিলে তাঁরা উইকেটে টিকে থাকতে পারেন, যখন তাড়াতাড়ি রান তুলে দান ছেড়ে দেয়াই ইংলণ্ডের পক্ষে সমীচীন হবে। এবং জারডিনের এই পরিকল্পনাকে কাজে সফল ক'রে তুললেন ওয়ালটার্স : ১৫০ মিনিটে ১০২ রান করলেন তিনি, চমৎকার খেললেন ব্যাকফুটে, কেতাবি খেলা, কভারড্রাইভ আর অনড্রাইভেই বেশি রান করলেন, ১৩টা বাউণ্ডারি ছিলো তাঁর ঐ সেঞ্চুরিতে। তিনি আউট হলেন পঞ্চম, ১৮৪তে —এবং ইংলণ্ড আগাগোড়া দ্রুত রান তুলে গেলো।

অথচ অমর সিং-এর বলে পাতিয়ালা যখন বেকওয়েলকে লুফেছিলেন, তখন ইংলণ্ডের রান ছিলো মাত্র ১০। কিন্তু ভারতীয় দলে ভেরিটির মতো কোনো স্পিনার ছিলো না—নাজির আলি তাঁর মিডিয়াম পেস বলে পর-পর বারনেট, টাউনসেণ্ড ও নিকল্‌সকে আউট ক'রে দিলেন। এক সময়ে ইংলণ্ডের রান ছিলো চার উইকেটে ১০২, কিন্তু ল্যাঙরিজ-ওয়ালটার্স জুটি পঞ্চম উইকেটে ৮২ রান তুলে দিলো। জারডিন ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন ৭ উইকেটে ২৬১

রানে—জিততে হ'লে ভারতকে ভাঙা উইকেটে খেলার সবচেয়ে বেশি রান করতে হবে—৪৫২।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

এ. এইচ. বেকওয়েল	ক. পাতিয়ালা	ব. অমর সিং	৪
সি. এফ. ওয়ালটার্স	ক. বদলি	ব. অমরনাথ	১০২
চার্লি বারনেট	ক. মুস্তাক আলি	ব. নাজির আলি	২৬
এল. এফ. টাউনসেণ্ড	ক. সি. কে. নাইডু	ব. নাজির আলি	৮
এম. এস. নিকল্‌স	ক. দিলাওয়ার হুসেন	ব. নাজির আলি	৮
জেমস ল্যাঙরিজ	ক. দিলাওয়ার হুসেন	ব. নাজির আলি	৪৬
* ডগলাস জারডিন	অপরাজিত		৩৫
† এ. মিচেল		ক. ও ব. অমরনাথ	২৮
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৩)			৪
		৭ উইকেটে ঘোষিত	২৬১

পতন : ১০ (বেকওয়েল); ১৬ (বারনেট); ৯০ (টাউনসেণ্ড); ১০২ (নিকল্‌স); ১৮৪ (ওয়ালটার্স); ২০৯ (ল্যাঙরিজ); ২৬১ (মিচেল)।

অমর সিং	২৩	৬	৫৫	১
সি. কে. নাইডু	৯	০	৩৮	০
নাজির আলি	২৩	০	৮৩	৪
অমরনাথ	১১.৫	৩	৩২	২
মুস্তাক আলি	৪	০	১৬	০
সি. এস. নাইডু	২	০	১৭	০
উজির আলি	৩	০	১৬	০

খেলার শেষ ইনিংসে ৪৫২ রান ক'রে ভারতের পক্ষে জেতা—বলাই বাহুল্য—সম্ভব ছিলো না। এমনকি খেলাটা অমীমাংসিত ক'রে দেয়াও অসম্ভব হ'য়ে উঠলো যখন দিনের শেষে মুস্তাক আলি ও উজির আলির উইকেট খুইয়ে ভারত রান করলে মাত্র ৬৫। সেই সঙ্গে যদি এই তথ্য যোগ করা যায় জিউমল নাওমল ব্যাট করবেন না, তাহ'লে আসল খতিয়ান দাঁড়ায় তিন উইকেটে ৬৫। তার উপর উইকেটে তখন বল প'ড়ে কখন কীভাবে ভেঙে যাচ্ছে, বোঝা শক্ত হ'য়ে

দাঁড়িয়েছে। ভেরিটি আর ল্যাঙরিজ ইংলণ্ডে উইকেটে বৃষ্টিপাতের অপেক্ষা করেন, কিন্তু এখানে শুকনো দিনেই উইকেট যেভাবে ভেঙে গিয়েছে, তাতে হাতে তাঁরা লাল বল না স্বর্গ পেলেন বলা মুশকিল।

শেষ দিনের খেলা শুরু হবা মাত্র বাঁ-হাতি বোলাররা আরব্ধ ধ্বংসক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করবার জন্য দু-প্রান্ত থেকে বল করা শুরু করলেন। অমর সিং ছিলেন গত দিনের অপরাজিত ব্যাটসম্যান, ক্রিকেটের ভাষায় যাকে বলে নৈশ প্রহরী। তিনি কাউকেই রেয়াৎ করলেন না, লর্ডসের সেই ইনিংসটির পুনরাবৃত্তি করলেন; আবারও তিনি ব্যাট করলেন মাত্র ৪০ মিনিট, আটটি বাউণ্ডারি সহযোগে রান করলেন ৪৮। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো বোলারদের লেংথ নষ্ট ক'রে দেয়া। তাঁর সে-উদ্দেশ্য ও দৃষ্টান্ত কতকাংশে সফল হ'লো সন্দেহ নেই, কারণ পাতিয়ালা ও মার্চেণ্ট পরে সোৎসাহে তাঁরই খেলার অনুসরণ করেছিলেন, ষষ্ঠ উইকেটে দুজনে মিলে যোগ করেছিলেন ৮৪। পাতিয়ালার ইনিংস ছিলো শ্বাসরোধী ও রগরগে, পুল আর ঝাঁটা-মার সার্থকভাবে ব্যবহার করেছিলেন তিনি। মার্চেণ্টও, হুক আর পুল চমৎকার সময়জ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। এঁরা দু-জন যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন, মনে হচ্ছিলো ভারত বুঝি খেলাটিকে বাঁচিয়ে দিলে। কিন্তু এই জুটি ভেঙে যাবামাত্র চট ক'রে ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো—শুধু অমরনাথ রইলেন ২৬ রান ক'রে অপরাজিত।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† দিলাওয়ার হুসেন		ব. ল্যাঙরিজ	৩৬
এস. মুস্তাক আলি	ক. মিচেল	ব. ভেরিটি	৮
এস. উজির আলি	ক. মিচেল	ব. ভেরিটি	২১
এল. অমর সিং	ক. বারনেট	ব. ল্যাঙরিজ	৪৮
* সি. কে. নাইডু	স্টা. এলিঅট	ব. ল্যাঙরিজ	২
বিজয় মার্চেণ্ট		ক. ও ব. ভেরিটি	২৮
পাতিয়ালার যুবরাজ	ক. এলিঅট	ব. ল্যাঙরিজ	৬০
লালা অমরনাথ	অপরাজিত		২৬
এস. নাজির আলি	ক. নিকল্স	ব. ল্যাঙরিজ	৮
সি. এস. নাইডু	স্টা. এলিঅট	ব. ভেরিটি	০

জিউমল নাওমল	আহত ; ব্যাট করেননি	—
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ-বাই ১, নো-বল ১)		১২
		২৪৯

পতন : ১৬ (মুস্তাক আলি) ; ৪৫ (উজির আলি) ; ১১৯ (অমর সিং) ; ১২০ (দিলাওয়ার হুসেন) ; ১২৫ (সি. কে. নাইডু) ; ২০৯ (মার্চেণ্ট) ; ২৩৭ (পাতিয়ালা) ; ২৪৮ (নাজির আলি) ; ২৪৯ (সি. এস. নাইডু)।

ক্লার্ক	৮	২	২৭	০
নিকল্‌স	৬	১	২৩	০
ভেরিটি	২৭·২	৬	১০৪	৪
ল্যাঙরিজ	২৪	৫	৬৩	৫
টাউনসেণ্ড	৩	০	১৯	০
বারনেট	১	০	১	০

তিন : ইংলণ্ড ১৯৩৬

কলঙ্কিত সফর

জারডিনের দল তিনটির মধ্যে দুটি টেস্টে জিতে দেশে ফিরে গেলো এবং বলতেই হয় খেলার ফলাফল অপ্রত্যাশিত কিছু হয়নি। অন্তত তিনটি খেলাতেই জারডিনের দল খেলার সব বিভাগেই অনেক বেশি দক্ষতা দেখিয়েছিলো—পক্ষান্তরে ভারতীয় দল ছিলো অনভিজ্ঞ—তাছাড়া দলের মধ্যে সংহতি ও ঐক্যের অভাবও ছিলো স্পষ্ট। ভারতীয় ক্রিকেটে পেশাদার ও শৌখিন এই বিভাগ কখনও ছিলো না বটে—কিন্তু ছিলো ধনী-নির্ধনের মধ্যে ভেদাভেদ, ছিলো হিন্দু-মুসলমানে বা পার্শি ও দক্ষিণ ভারতীয়ে বিরোধ—হয়তো তেমন স্পষ্ট ও উগ্র নয়—কিন্তু বিরোধিতার বীজগুলো থেকে যে মস্ত বিষবৃক্ষ গজিয়ে উঠলো, তার গরল ভারতের পরবর্তী ক্রিকেট সফরকে কেবল বিষজর্জর ক'রে তুলেই ক্ষান্ত হ'লো না—অনেক দিন ধ'রে তার জের ভারতকে পোয়াতে হ'লো। হয়তো, কেউ-কেউ বলবেন, এখনও তার প্রতিক্রিয়া অনুভব করা যাচ্ছে।

অথচ ১৯৩৩-৩৪ সালের খেলায় ভারতীয় দল তৈরির একটা স্পষ্ট কাঠামো দানা বাঁধছিলো। অমরনাথ, মার্চেন্ট, মুস্তাক আলি—এই তিনজন তরুণ খেলোয়াড় ছাড়া ছিলেন অমর সিং-নিসার; অধিনায়ক সি. কে. নাইডুর বিস্ফোরক নেতৃত্ব এঁদের যথোচিত পথ দেখাতে পারতো।

কিন্তু ১৯৩৬ সালের ইংলণ্ডীয় গ্রীষ্মে লর্ডস টেস্টের প্রাক্কালে অধিনায়ক বিজয়নগরের মহারাজকুমার ওরফে ভিজির নির্দেশে ভারতীয় দলের সবচেয়ে সফল অলরাউণ্ডার অমরনাথকে পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে আসতে হ'লো। সায়েব ম্যানেজার ব্রিটন জোন্স আর বিজয়নগরের মহারাজকুমার তাঁকে দলের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গ করার অপরাধে বরখাস্ত ক'রে দিলেন। হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রীর কাহিনী যে আমাদের দেশের লোককথা নয়, এ-রকম দু-একটি ঐতিহাসিক ঘটনায় সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকেরা তার প্রমাণ পাবেন। আস্ত দলটি অমরনাথের সঙ্গে সেই 'নিয়মানুবর্তিতার' বিধাতাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলো। কিন্তু হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। অমরনাথ নিজে বলেছেন, 'আমি আর কখনো ওভাবে [অশালীন]

কথা বলবো না প্রতিশ্রুতি দিলে অধিনায়ক আমাকে থাকতে দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত ব্রিটন জোন্স্ বললেন যে এ-সিদ্ধান্ত অনড়।'

ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাসে এই ঘটনার কোনো সমান্তর পাওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা হ'লো, এর ফলে দল এমন একজন খেলোয়াড়ের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হ'লো যিনি তখন দুর্দান্ত খেলছিলেন। প্রথম টেস্টের আগের ছ-হপ্তায় অমরনাথ ছশোরও উপর রান করেছিলেন, এর মধ্যে এসেক্সের বিরুদ্ধে খেলায় দু-ইনিংসেই করেছিলেন সেঞ্চুরি এবং উইকেট পেয়েছিলেন ৩২। লর্ডসে মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে খেলায় ২৯ রানে ৬ উইকেট পেয়ে প্রমাণ করেছিলেন, তাঁকে শামাল দেয়া ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যান-দের পক্ষে কঠিন হবে। তাঁর উপস্থিতিতে টেস্টের ফলাফল কেমন হ'তো, আজ এ-কথা জল্পনা ক'রে কোনো লাভ নেই; কিন্তু কেবল দু-ব্যক্তির ক্ষমতার অপব্যবহারে কোনো বিচার-বিবেচনা ছাড়াই কাউকে কোতল করার এই ঘটনা কোনোক্রমেই ক্ষমার যোগ্য নয়। এটুকু আমরা আজ নির্দ্বিধায় বলতে পারি অমরনাথের উপস্থিতি দলের মনোবল অনেকখানি বাড়িয়ে দিতো—এবং ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে অমরনাথ ব্যাটে-বলে খেলার ফলাফল অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন।

অমরনাথ-দুর্ঘটনা যে-কেলেঙ্কারির বহিঃপ্রকাশ, তার বীজ ছিলো আরো গভীরে প্রোথিত। বিজয়নগরের মহারাজকুমার ধনাঢ্য ব্যক্তি, বহু ক্রিকেটারের অন্নদাতা (যেমনভাবে আগেকার রাজা-বাদশারা বাইজি পুষতেন, ইনি পুষতেন ক্রিকেটার) এবং ক্রিকেট পছন্দ করতেন। এবং যেহেতু জামসাহেব, পাতৌদির নবাব, বা পাতিয়ালার যুবরাজ ক্রিকেট খেলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, অতএব তিনিও রাজাবাহাদুর ব'লে ভাবলেন তিনিও টেস্ট ক্রিকেট খেলবেন। ১৯৩২-এর সফরে অধিনায়ক ছিলেন পোরবন্দরের মহারাজা, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, টেস্টের সময় সি. কে. নাইডুকেই অধিনায়ক নির্বাচিত করেছিলেন, এবং নিজে টেস্ট খেলবার দুরাশা পোষণ করেননি। কিন্তু ভিজি শুধু সফরের অধিনায়ক হ'য়েই তুষ্ট ছিলেন না—টেস্টেও অধিনায়কত্ব্ করবেন ব'লে স্থির করলেন। অথচ ক্রিকেট তিনি কতটা খেলতে পারতেন, মুচকি হেসে স্কোর-বোর্ড তার সাক্ষী দিতে পারে। অধিনায়ক দলে থাকবেন খেলার জন্য, টাকা আছে ব'লে নয়—দলের নিয়মানুবর্তিতার এটা হ'লো প্রথম শর্ত। সুতরাং সফরের গোড়া থেকেই দলে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিলো। এবং তাতে ইন্ধন

জোগাচ্ছিলো হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা। টেস্টে উজির আলি বা সি. কে. নাইডুকে অধিনায়ক করা হোক—দুই সম্প্রদায় থেকে এ-রকম গুঞ্জন উঠতে লাগলো। এই আবহাওয়া—বলাই বাহুল্য—কিছুতেই খেলার উপযোগী হ'তে পারে না; খেলোয়াড়দের কাছ থেকেও এই অবস্থায় সেরা খেলা প্রত্যাশা করা যায় না। সি. কে. নাইডু, নিসার, অমর সিং, উজির আলি, জাহাঙ্গির খান ও পালিয়া—এই ক-জন আগেই ১৯৩২ সালে ইংলণ্ড সফর করেছেন। এঁদের মধ্যে জাহাঙ্গির খান, ও অমর সিং ইংলণ্ডেই ছিলেন—একজন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলেন, অমর সিং খেলছিলেন ল্যাঙ্কাশিয়র লিগে। কেম্ব্রিজে আরো ছিলেন দিলাওয়ার হুসেন—তিনি জাহাঙ্গির খানের সঙ্গেই দলে যোগদান করলেন। দিলাওয়ার হুসেন ও জাহাঙ্গির খানকে পরে দলে ঢোকাবার কোনো মানে হয় না; কেননা দলে ছিলেন দু-জন প্রতিভাবান উইকেটরক্ষক—হিণ্ডলেকার ও মেহেরমজি; আর অন্তত ছ-জন বোলার ছিলেন, যাঁরা ঠিক জাহাঙ্গির খানের মতোই বল করতে পারতেন—কিংবা তাঁর চেয়েও ভালো বল করতেন। জাহাঙ্গির খান পরে তিনটি টেস্টেই খেলবেন, আমরা দেখতে পাবো, এবং কোনো উইকেট পাবেন না; এবং কাউন্টি দলের বিরুদ্ধে শুঁটে বাঁড়ুজ্যে চমৎকার বল ক'রে—এবং কখনো-কখনো চমৎকার ব্যাট ক'রেও—কোনো টেস্টেই খেলতে পাবেন না। তিনটি টেস্টে তিনজন ভিন্ন উইকেট রক্ষক খেলবেন—এটাও আমরা দেখবো; যদিও হিণ্ডলেকার ও মেহেরমজির প্রশংসায় বিলিতি খবরকাগজগুলো তখন পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছিলো, তবু শেষ টেস্টে দিলাওয়ার হুসেন খেললেন—ভালোই ব্যাট করলেন, কিন্তু উইকেট ভালো রাখলেন না। অমরনাথকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে এর উপর দেশ থেকে নিয়ে আসা হ'লো কনিষ্ঠ নাইডুকে। সফরকারী দলে কুড়ি-একুশজন খেলোয়াড় থাকলে যা হয়, তাই হ'লো—কেউ-কেউ ইংলণ্ডের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হবারই সুযোগ পেলেন না, আবার কেউ-কেউ পর-পর অনেক খেলায় অংশ নিয়ে উৎসাহ ও তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেললেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের ১৯৩৬ সালের ইংলণ্ড সফরকে লক্ষ্য করতে হবে। লর্ডসে ও ওভালে, প্রথম ও তৃতীয় টেস্টে, বেশ ভালোভাবেই হারলো ভারত—দু-বারই ন-উইকেটে। মধ্যে ম্যানচেসটার টেস্টে শেষ দিনে ভারত চমৎকার খেলে ভারতীয় ক্রিকেটের হৃত সম্ভ্রম ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলো—দ্বিতীয় দফায় ভারতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নেমে মার্চেন্ট ও মুস্তাক

আলি দু-জনেই সেঞ্চুরি করেছিলেন, প্রথম উইকেটে দু-জনে করেছিলেন ২০৩। এছাড়া লর্ডসে ও ওভালে অমর সিং ও নিসারের দ্রুত বল আর ওভালে আহত সি. কে. নাইডুর শেষ টেস্ট ইনিংস চোখ-ঝলশানো ৮১ রান—এগুলোই ছিলো সেই সফরের সর্বপ্রকার কেলেঙ্কারির মধ্যে প্রেরণাময় মুহূর্ত।

প্রথম টেস্ট : লর্ডস : জুন ২৭, ২৯ ও ৩০, ১৯৩৬

বৃহস্পতি ও শুক্রবারের অবিরাম বর্ষণের পর ২৭শে জুন শনিবার খটখটে রোদের মধ্যে খেলা শুরু হ'লো। বৃষ্টিভেজা সেই উইকেট যেন হ্যাটা বোলার ভেরিটি আর ল্যাঙরিজের মহিমা দেখাবার জন্যই বিশেষভাবে তৈরি হয়েছিলো; তাই টসে জিতেই ইংলণ্ডের অধিনায়ক গাবি অ্যালেন বিনা বাক্যব্যয়ে ভারতকে ব্যাট করতে আহ্বান জানালেন। প্রতিদ্বন্দ্বী যদি হ'তো অস্ট্রেলিয়া, তাহ'লেও অ্যালেন ঐ শুকোতে-থাকা লাট্টু-ঘোরানো উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে আহ্বান করতেন। কিন্তু ভেরিটি বা ল্যাঙরিজ—তাঁদের কারুকেই ডাকতে হ'লো না—অ্যালেন নিজেই, রবিন্‌সের সহায়তায়, চমৎকার দ্রুত বল ক'রে ১৪৭ রানে ভারতকে নামিয়ে দিলেন।

ভারতের এই বিপর্যয় হয়তো অপ্রত্যাশিত ছিলো না। কিন্তু ও-রকম বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল পরিবেশে মার্চেন্ট ও হিণ্ডলেকার যে-রকম অনায়াসে ও সহজে খেলছিলেন, তাতে পরবর্তী বিপর্যয় অপ্রত্যাশিত ও মেরুদণ্ডহীন ব'লে ঠেকলো। কেবল যে ৬২ রান করেছিলেন তাঁরা প্রথম উইকেটে, তা-ই নয়, মার্চেন্ট বিশেষ ক'রে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ও-রকম উইকেটে কীভাবে খেলতে হয়। ক্ষিপ্র হালকা পায়ে ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে খেলছিলেন তিনি, আর অ্যালেন বোধহয় মনে-মনে পস্তাচ্ছিলেন: আগে ব্যাট না-ক'রে সবটাই ভণ্ডুল করলেন কিনা, এই ভেবে। কিন্তু তাঁর নিজেরই এই ফুলটস বল আস্ত খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলে—মার্চেন্টের মিডলস্টাম্প উড়ে গেলো; মুস্তাককে দুর্দান্তভাবে লুফে নিলেন ল্যাঙরিজ; নতুন আইন অনুযায়ী সি. কে. নাইডু ফিরে গেলেন লেগ-বিফোর; আর উজির আলি সরাসরি পরাস্ত হলেন। অ্যালেন শেষ অবধি ৩৫ রানে ৫ উইকেট পেয়ে নিজের সিদ্ধান্তকে সঠিক ব'লে নিম্নরেখা টেনে দিলেন।

ভারত : প্রথম দফা

বিজয় মার্চেণ্ট		ব. অ্যালেন	৩৫
† ডি. ডি. হিণ্ডলেকার		ব. রবিন্‌স	২৬
এস. মুস্তাক আলি	ক. ল্যাঙরিজ	ব. অ্যালেন	০
সি. কে নাইডু	লেগ-বিফোর	ব. অ্যালেন	১
এস. উজির আলি		ব. অ্যালেন	১১
এল. অমর সিং	ক. ল্যাঙরিজ	ব. রবিন্‌স	১২
পি. ই. পালিয়া	ক. মিচেল	ব. ভেরিটি	১১
এম. জাহাঙ্গির খান		ব. অ্যালেন	১৩
* বিজয়নগরের মহারাজকুমার	অপরাজিত		১৯
সি. এস. নাইডু	ক. উইয়াট	ব. রবিন্‌স	৬
মহম্মদ নিসার	স্টা. ডাকওয়ার্থ	ব. ভেরিটি	৯
অতিরিক্ত (বাই ৪)			৪
			১৪৭

পতন : ৬২ (মার্চেণ্ট) ; ৬২ (মুস্তাক আলি) ; ৬৪ (সি. কে. নাইডু) ; ৬৬ (হিণ্ডলেকার) ; ৮৫ (উজির আলি) ; ৯৭ (অমর সিং) ; ১০৭ (পালিয়া) ; ১১৯ (জাহাঙ্গির খান) ; ১৩৭ (সি. এস. নাইডু) ; ১৪৭ (নিসার)।

অ্যালেন	১৭	৭	৩৫	৫
উইয়াট	৩	২	৭	০
ভেরিটি	১৮	৫	৪২	২
ল্যাঙরিজ	৪	১	৯	০
রবিন্‌স	১৩	৪	৫০	৩

কোনো উইকেট না-খুইয়ে ৬২, এবং সবাই আউট ১৪৭—ভারতের প্রথম দফার ব্যাটিং-এর এই খতিয়ান যদি হয় রোমাঞ্চকর, তবে দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান যখন দাঁড়ালো সাত উইকেট খুইয়ে ১২৯, তখন তাকে গণ্য করা যায় অবিশ্বাস্য ব'লে। এবং ইংলণ্ডের এই বিপর্যয়ের নির্মাতা অমর সিং—সাতটি উইকেটের মধ্যে তিনি একাই পেয়েছিলেন পাঁচটি উইকেট। গোড়াতেই তিনি পেয়েছিলেন গিমলেটের উইকেট, তারপর পেলেন টার্নবুল, মিচেল ও উইয়াটকে পর-পর। এক সময়ে ইংলণ্ডের রান ছিলো ৫ উইকেটে ৪১, কিন্তু ঐ অবস্থায়

মরিস লেল্যাণ্ড তাঁর ইয়র্কশিয়রি দৃঢ়তায় একরোখা ৬০ করলেন—আউট হলেন অমর সিং-এর বলে লেগ-বিফোর। দিনের শেষে নাইডু পেলেন ল্যাঙরিজের উইকেট।

সোমবার খেলা শুরু হবার আগে আবার বৃষ্টি পড়েছিলো। তার পর উইকেটে কী রোলার চালানো হবে, এই নিয়ে আম্পায়ারদের সঙ্গে গাবি অ্যালেনের অনেক তর্কাতর্কি হ'লো—শেষ অবধি খেলা শুরু হ'লো সোয়া দুটোয়। এবং তৎক্ষণাৎ আবার রোমাঞ্চ: ১৯টি বলে, পনেরো মিনিটের মধ্যেই, ভারতের ১৩ রান পিছনে, ১৩৪ রানে ইংলণ্ডের সবাই আউট। ১৯৭১ সালে ওভাল টেস্টে চন্দ্রশেখরের মারাত্মক বলে ইংলণ্ড ১০১ রানে সবাই আউট হবার আগে পর্যন্ত, এই লর্ডস টেস্টের ১৩৪ রানই ছিলো ভারতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সর্বনিম্ন স্কোর। অমর সিং পেলেন ৩৫ রানে ছ-উইকেট, আর নিসার ৩৬ রানে তিন উইকেট।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

এ. মিচেল		ব. অমর সিং	১৪
এইচ. গিমলেট	ক. মুস্তাক আলি	ব. অমর সিং	১১
এম. জে. টার্নবুল		ব. অমর সিং	০
মরিস লেল্যাণ্ড	লেগ-বিফোর	ব. অমর সিং	৬০
আর. ই. এস. উইয়াট	ক. জাহাঙ্গির খান	ব. অমর সিং	০
জো হার্ডস্টাফ		ব. নিসার	২
জেমস ল্যাঙরিজ	ক. জাহাঙ্গির খান	ব. সি. কে. নাইডু	১৯
* গাবি অ্যালেন	ক. জাহাঙ্গির খান	ব. অমর সিং	১৩
† জর্জ ডাকওয়ার্থ	ক. ভিজি	ব. নিসার	২
ওয়ালটার রবিন্স	ক. সি.কে. নাইডু	ব. নিসার	০
হেডলি ভেরিটি	অপরাজিত		২
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৪, নো-বল ৩)			১১
			১৩৪

পতন : ১৬ (গিমলেট) ; ১৬ (টার্নবুল) ; ৩০ (মিচেল) ; ৩৪ (উইয়াট) ; ৪১ (হার্ডস্টাফ) ; ৯৬ (লেল্যাণ্ড) ; ১২৯ (ল্যাঙরিজ) ; ১৩২ (ডাকওয়ার্থ) ; ১৩২ (রবিন্স) ; ১৩৪ (অ্যালেন)।

নিসার	১৭	৫	৩৬	৩
অমর সিং	২৫'১	১১	৩৫	৬
জাহাঙ্গির খান	৯	০	২৭	০
সি. কে. নাইডু	৭	২	১৭	১
সি. এস. নাইডু	৩	০	৮	০

কিন্তু ভারতের গৌরব ছিলো নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর। দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে যাবা মাত্র ডাকওয়ার্থ লেগ-সাইডে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অ্যালেনের বলে মার্চেণ্টকে লুফে নিলেন—স্কোরবোর্ডে তখন আঁচড় পড়েনি। মার্চেণ্ট অবশ্য আম্পায়ারের এই সিদ্ধান্তে সুখী হননি—তাঁর ধারণা বল প্যাডে লেগেছিলো। ঐ রকম পিচে মার্চেণ্টই ছিলেন নির্ভুল ক্রিকেট খেলবার উপযোগী—অতএব তাঁকে হারাবামাত্র শবযাত্রা শুরু হ'লো। অ্যালেন আর ভেরিটি পিচ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য আদায় ক'রে নিচ্ছিলেন। হিণ্ডলেকার ছাড়া আর-কেউ ও-অবস্থায় দাঁড়াতেই পেলেন না। এবং হিণ্ডলেকার ব্যাট করছিলেন ভাঙা আঙুল নিয়ে। কিন্তু তাঁর সাহসী দৃষ্টান্ত অনন্নুকরণীয়ই থেকে গেলো। দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো সাত উইকেটে ৭০।

আবারও বৃষ্টির জন্য খেলা শুরু হ'তে দেরি হ'লো। এক সময় মনে হ'লো খেলার বুঝি নিষ্পত্তিই হবে না। কিন্তু ২৩ রানে ভারতের বাকি তিনটি উইকেট প'ড়ে গেলো। অ্যালেন আবারও পেলেন পাঁচ উইকেট—এবার ৪৩ রানে; এবং ভেরিটি পেলেন ১৭ রানে চার উইকেট।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিজয় মার্চেণ্ট	ক. ডাকওয়ার্থ	ব. অ্যালেন	০
† ডি. ডি. হিণ্ডলেকার	লেগ-বিফোর	ব. রবিন্স	১৭
এস. মুস্তাক আলি	লেগ-বিফোর	ব. অ্যালেন	৮
সি. কে. নাইডু	ক. রবিন্স	ব. অ্যালেন	৩
এস. উজির আলি	ক. ভেরিটি	ব. অ্যালেন	৪
এল. অমর সিং	লেগ-বিফোর	ব. ভেরিটি	৭
পি. ই. পালিয়া	ক. লেল্যাণ্ড	ব. ভেরিটি	১৬
এম. জাহাঙ্গির খান	ক. ডাকওয়ার্থ	ব. ভেরিটি	১৩

* বিজয়নগরের মহারাজকুমার	ক. মিচেল	ব. ভেরিটি	৬
সি. এস. নাইডু	ক. হার্ডস্টাফ	ব. অ্যালেন	৯
মহম্মদ নিসার	অপরাজিত		২
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৩, নো-বল ১)			৮
			৯৩

পতন : ০ (মার্চেণ্ট); ১৮ (মুস্তাক আলি); ২২ (সি. কে. নাইডু); ২৮ (উজির আলি); ৩৯ (হিণ্ডলেকার); ৪৫ (অমর সিং); ৬৪ (জাহাঙ্গির খান); ৮০ (ভিজি); ৯০ (পালিয়া); ৯৩ (সি. এস. নাইডু)।

অ্যালেন	১৮	১	৪৩	৫
উইয়াট	৭	৪	৮	০
ভেরিটি	১৬	৮	১৭	৪
রবিন্‌স	৫	১	১৭	১

জিততে হ'লে ১০৭ রান চাই, কিন্তু উইকেট থেকে ততক্ষণে বিষ ঝ'রে গিয়েছে। তবুও নিসারের বলে মিচেল যখন ০ রানে আউট হ'য়ে গেলেন তখন সবাই প্রথম ইনিংসেরই পুনরাবৃত্তি হবে ব'লে আশা বা আশঙ্কা করেছিলেন। গিমলেট ঝড়ের মতো ব্যাট করলেন, যদিও ৩৫ রানে তিনি লোপ্পা ক্যাচ তুলেছিলেন—কোনো অজ্ঞাত ও আশ্চর্য কারণে জাহাঙ্গির খান লোফবার চেষ্টাই করেননি। এভাবে অব্যাহতি পেয়ে গিমলেট আর ফিরে তাকালেন না—যে সাতটি বল তিনি শেষ খেললেন তার মধ্যে পাঁচটাকেই তিনি বাউণ্ডারি হাঁকালেন। এটাই ছিলো তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

এ. মিচেল	ক. মার্চেণ্ট	ব. নিসার	০
এইচ. গিমলেট	অপরাজিত		৬৭
এম. জে. টার্নবুল	অপরাজিত		৩৭
অতিরিক্ত (বাই ৪)			৪
		১ উইকেটে	১০৮

পতন : ০ (মিচেল)।

নিসার	৬	৩	২৬	১
অমর সিং	১৬·৩	৬	৩৬	০
জাহাঙ্গির খান	১০	৩	২০	০
সি. কে. নাইডু	৭	২	২২	০

দ্বিতীয় টেস্ট : ম্যানচেস্টার ; জুলাই ২৫, ২৭ ও ২৮, ১৯৩৬

ম্যানচেস্টার টেস্টের আগে ভারতীয়দের খেলায় অনেক উন্নতি দেখা গেলো। ল্যাঙ্কাশিয়রের সঙ্গে ফিরতি খেলায় জিতে মনোবলও বেড়ে গেলো অনেকখানি —বিশেষ ক'রে মার্চেন্ট এ-খেলায় সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন : দু-ইনিংসেই গোড়াপত্তন করতে নেমে তিনি শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন—প্রথম দফায় করেছিলেন ১৩৫* ও দ্বিতীয় দফায় ৭৭*। রামস্বামীও পর-পর দুটি খেলায় সেঞ্চুরি ও ৭৮ ক'রে নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ ক'রে দিলেন। কাজেই তিনি যখন দ্বিতীয় টেস্টে অন্তর্ভূক্ত হলেন, তখন কেউ অবাক হননি। ৪০ ও ৬০ রান ক'রে দুই দফাতেই তিনি মধ্যবর্তী ব্যাটসম্যানদের মধ্যে স্থায়িত্ব এনেছিলেন। তাঁকে দলে নেয়া হয়েছিলো পালিয়ার জায়গায়। আঙুলের আঘাত ছাড়া চোখেও তখন গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিলো ব'লে হিণ্ডলেকারের জায়গায় দলে ঢুকলেন মেহেরমজি।

ইংলণ্ড দলে পরিবর্তন হ'লো বিস্তর। উইয়াট, টার্নবুল, ল্যাঙরিজ ও মিচেল বরখাস্ত হলেন, লেল্যাণ্ডও পুরোদস্তুর সুস্থ ছিলেন না। তাঁদের জায়গায় দলে ঢুকলেন হ্যামণ্ড, ফ্যাগ, ফিশলক, গোভার ও ওয়ার্দিংটন। ইংলণ্ডের পক্ষে হ্যামণ্ড চমৎকার খেললেন ; তাঁর ১৬৭ রান ছাড়া ইংলণ্ডকে মুশকিলে পড়তে হ'তো। ভারত প্রথম দফায় করেছিলো মাত্র ২০৩ ; পরাজয়ের সম্ভাবনা ছিলো যথেষ্ট—কিন্তু মার্চেন্ট-মুস্তাক আলি জুটি দ্বিতীয় দফায় প্রথম উইকেটেই ২০৩ রান করলেন, এবং ভারত সহজেই পরাজয় এড়িয়ে গেলো।

টসে জিতেছিলো ভারত, এবং যথারীতি প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। ম্যানচেস্টারের দুর্লভ শুকনো খটখটে উজ্জ্বল দিনে মার্চেন্ট-মুস্তাক আলি সুন্দর শুরু করেছিলেন, কিন্তু আচমকা অপ্রত্যাশিতভাবে মুস্তাক আলি রান-আউট হ'য়ে গেলেন। স্ট্রেট ড্রাইভ করেছিলেন মার্চেন্ট, মুস্তাকের ব্যাটে লেগে বল চ'লে গিয়েছিলো মিড-অনে, সেখান থেকে এক টিপে ফ্যাগ উইকেট ভেঙে দিলেন। প্রথম উইকেট পড়তেই অমর সিং নামলেন, এবং

দেখলেন প্রথম স্লিপ থেকে ছুটে গিয়ে হ্যামণ্ড লেগ-স্লিপ থেকে মার্চেণ্টকে লুফে নিলেন—লর্ডসের দ্বিতীয় ইনিংসে যে-ভাবে লেগ-গ্ল্যান্স ক'রে মার্চেণ্ট আউট হয়েছিলেন, এবারও তার পুনরাবৃত্তি হ'লো। মধ্যাহ্নভোজের আগেই অমর সিং ও সি. কে. নাইডু আউট—ভারতের রান চার উইকেটে ১০০। তারপরে উজির আলি ও রামস্বামীর চমৎকার জুটিতে ৬১ রান যোগ হ'লো। কিন্তু এই জুটি ভেঙে যাবা মাত্র ২০৩ রানে ভারতের প্রথম দফা শেষ হ'য়ে গেলো। ভেরিটি চমৎকার বল ক'রে পেলেন চার উইকেট। দুর্দান্ত ফিল্ডিং করেছিলো ইংলণ্ড—বিশেষ ক'রে উইকেটরক্ষক ডাকওয়ার্থের খেলা সেদিন সবাইকে চমকে দিয়েছিলো।

ভারত : প্রথম দফা

বিজয় মার্চেণ্ট	ক. হ্যামণ্ড	ব. ভেরিটি	৩৩
এস. মুস্তাক আলি	রান-আউট		১৩
এল. অমর সিং	ক. ডাকওয়ার্থ	ব. ওয়ার্দিংটন	২৭
সি. কে নাইডু	লেগ-বিফোর	ব. অ্যালেন	১৬
এস. উজির আলি	ক. ওয়ার্দিংটন	ব. ভেরিটি	৪২
সি. রামস্বামী		ব. ভেরিটি	৪০
এম. জাহাঙ্গির খান	ক. ডাকওয়ার্থ	ব. অ্যালেন	২
সি. এস. নাইডু		ব. ভেরিটি	১০
* বিজয়নগরের মহারাজকুমার		ব. রবিন্‌স	৬
† কে. আর. মেহেরমজি	অপরাজিত		০
মহম্মদ নিসার	ক. হার্ডস্টাফ	ব. রবিন্‌স	১৩
অতিরিক্ত (বাই ১)			১
			২০৩

পতন : ১৮ (মুস্তাক আলি) ; ৬৭ (মার্চেণ্ট) ; ৭৩ (অমর সিং) ; ১০০ (সি. কে. নাইডু) ; ১৬১ (উজির আলি) ; ১৬৪ (জাহাঙ্গির খান) ; ১৮১ (সি. এস. নাইডু) ; ১৮৮ (বিজয়নগর) ; ১৯০ (রামস্বামী) ; ২০৩ (নিসার)।

অ্যালেন	১৪	৩	৩৯	২
গোভার	১৫	২	৩৯	০
হ্যামণ্ড	৯	১	৩৪	০

রবিন্‌স	৯·১	১	৩৪	২
ভেরিটি	১৭	৫	৪১	৪
ওয়ার্দিংটন	৪	০	১৫	১

আবারও, যথারীতি, নিসার ভারতকে খেলায় ফিরিয়ে আনলেন, যখন তিনি গিমলেটকে সরাসরি বোল্ড ক'রে দিলেন। ইংলণ্ড ১২ রানে এক উইকেট। তারপরেই নামলেন হ্যামণ্ড এবং নেমেই অমর সিং-এর বলে স্লিপে অতর্কিত একটি ক্যাচ তুললেন। কিন্তু হ্যামণ্ডকে একবার 'জীবন' দিয়ে থামলে ওঠা যায়, হ্যামণ্ড সে-বছর সে-রকম খেলছিলেন না। নিখুঁত, কিন্তু জোরালো মারে তিনি ভারতীয় বোলিংকে তছনছ ক'রে দিলেন। পিছনের পায়ে ভর দিয়ে একের পর এক কভারড্রাইভ করলেন তিনি, ফিল্ডার তৎপর হবার আগেই বল সীমানা পার হ'য়ে গেলো। ফ্যাগ আউট হলেন ১৪৬-এ, তাঁর নিজের রান মাত্র ৩৯। প্রথম দিনের খেলা শেষ হবার সময় ইংলণ্ডের রান দু-উইকেটে ১৭৩; তার মধ্যে হ্যামণ্ড অপরাজিত ১১৮ আর ওয়ার্দিংটন অপরাজিত ৫। হ্যামণ্ড তাঁর সেঞ্চুরি করেছিলেন ১০০ মিনিটে, এমনই দুর্দান্ত খেলা খুলে গিয়েছিলো তাঁর।

দ্বিতীয় দিন যাঁরা ওল্ড ট্র্যাফর্ডে খেলা দেখতে এলেন, তাঁরা বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হ'তে দেখলেন। সারা দিনে রান উঠলো ৫৮৮, ইংলণ্ড ইনিংস ইনিংস ঘোষণা করার আগে ৬ উইকেটে ৩৯৮ রান যোগ করলো, আর ভারত তার উত্তরে দিনের শেষে কোনো উইকেট না-খুইয়ে করেছিলো ১৯০। এবং এই থেকেই সেদিনকার খেলায় ব্যাটসম্যানদের কী-রকম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। হ্যামণ্ড-ওয়ার্দিংটন জুটি ১২৭ রান যোগ না-ক'রে ভাঙলো না—সি. কে. নাইডুর একটি দ্রুত বলে হ্যামণ্ড সরাসরি পরাস্ত হয়েছিলেন। তাঁর ১৬৭-র মধ্যে ছিলো ২১টি চার, পুরো রান করেছিলেন ১৯০ মিনিটে। ফিশলক এই অবস্থায় তাঁর প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সি. কে. নাইডুর বলে আউট হ'য়ে ফিরে গেলেন, কিন্তু ওয়ার্দিংটন আর হার্ডস্টাফ যোগ করলেন ৮৬ রান। অমর সিং তাঁর চতুর মন্থর বলে হার্ডস্টাফকে পরাস্ত না-করলে তিনি সেঞ্চুরি করতেন। অ্যালেন আউট হলেন চটপট, কিন্তু তারপর রবিন্‌স আর ভেরিটি অষ্টম উইকেটে যোগ করলেন তুলকালাম ১৩৮। সেই রুদ্ধশ্বাস জুটি ভেঙে যাবার সম্ভাবনা ছিলো প্রতি

বলেই, কিন্তু মহম্মদ নিসারের বলে রবিন্‌স যে লঙ-অনে মার্চেণ্টের হাতে অবশেষে ৭৬ রান ক'রে ধরা পড়লেন, এই থেকেই বোঝা যাবে তাঁরা কেমন প্রাণ ও হাত খুলে ব্যাট চালাচ্ছিলেন। ইংলণ্ড আট উইকেটে ৫৭১ রানে দান ছেড়ে দিলে, ভেরিটি শেষ পর্যন্ত রইলেন অপরাজিত ৬৬। এই ছাটা খেলোয়াড় যে কেবল তাঁর মন্থর লোপ্পা বলেই ভারতকে বার-বার নাজেহাল ও নাস্তানাবুদ করেছেন, তা নয়—সিংহের ল্যাজের ঝাপটাতেও ভারতকে বার-বার কাবু করেছেন।

এটা কিছুতেই সম্ভব হ'তো না, যদি-না হ্যামণ্ড গোড়ায় ভারতীয় বোলিং-এর ধার একেবারে তছনছ ক'রে দিতেন। তাছাড়া, ভারতীয় দলে সবই ছিলো, ছিলো না সত্যিকার স্পিন বোলার। যিনি ছিলেন, তিনি লেগ-স্পিন করতেন, সি. এস. নাইডু—তিনি জীবনে টেস্ট খেলেছিলেন এগারোটি এবং উইকেট পেয়েছিলেন ৩৫৯ রানে সর্বসাকুল্যে ছুটি। অতএব আজ কল্পনা করা যায় ইংলণ্ডের সামনে সেদিন কী চমৎকার সুযোগ এসে জুটেছিলো।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

এইচ. গিমলেট		ব. নিসার	৯
আর্থার ফ্যাগ	লেগ-বিফোর	ব. মুস্তাক আলি	৩৯
ওয়ালি হ্যামণ্ড		ব. সি. কে. নাইডু	১৬৭
টম ওয়ার্দিংটন	ক. সি. কে. নাইডু	ব. সি. এস. নাইডু	৮৭
এল. বি. ফিশলক		ব. সি. কে. নাইডু	৬
জো হার্ডস্টাফ		ক. ও ব. অমর সিং	৯৪
* গাবি অ্যালেন	ক. মেহেরমজি	ব. অমর সিং	১
ওয়ালটার রবিন্‌স	ক. মার্চেণ্ট	ব. নিসার	৭৬
হেডলি ভেরিটি	অপরাজিত		৬৬
† জর্জ ডাকওয়ার্থ	অপরাজিত		১০
অ্যালফ গোভার	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৯, ওয়াইড ১, নো-বল ১)			১৬
		৮ উইকেটে ঘোষিত	৫৭১

পতন : ১২ (গিমলেট); ১৪৬ (ফ্যাগ); ২৭৩ (হ্যামণ্ড); ২৮৯ (ফিশলক); ৩৭৫ (ওয়ার্দিংটন); ৩৭৬ (অ্যালেন); ৪০৯ (হার্ডস্টাফ); ৫৪৭ (রবিন্‌স)।

নিসার	২৮	৫	১২৫	২
অমর সিং	৪১	৮	১২১	২
সি. এস. নাইডু	১৭	১	৮৭	১
সি. কে. নাইডু	২২	১	৮৪	২
জাহাঙ্গির খান	১৮	৫	৫৭	০
মুস্তাক আলি	১৩	১	৬৪	১
মার্চেণ্ট	৩	০	১৭	০

চায়ের পর যখন ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হ'লো, তখন অনেকেই অনুমান করেছিলো যে ভারতের পক্ষে বুঝি ইনিংস পরাজয় এড়ানো সম্ভবপর হবে না। কিন্তু মুস্তাক ও মার্চেণ্ট এমন সহজে ও অনায়াসে দ্রুতগতিতে রান তুলতে লাগলেন যে, দিনের শেষে তাঁরা যে ১৯০ রান তুলে ফেললেন তাই নয়, ইংলণ্ডের বোলারদের লেংথ তাঁরা একেবারে তছনছ ক'রে দিলেন। এই ১৯০ -এর মধ্যে মুস্তাক একাই করেছিলেন ১০৯, ভারতের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি; আর মার্চেণ্ট সংগ্রহ করেছিলেন ৭৯। দু-জনের ব্যাট করার ভঙ্গি ছিলো একেবারে আলাদা। একজন কেতাবি ও শাস্ত্রসম্মত, সংযত ও চিরায়ত; অন্যজন দুঃসাহসী ও রোমাঞ্চকর, সংরক্ত ও উন্মাদক। মাত্র ১৩৯ মিনিটে মুস্তাক পৌঁছেছিলেন সেঞ্চুরিতে, আর চোদ্দটি বাউণ্ডারির মধ্যে ক্রিকেটের পুথির সব রকম মার তো ছিলোই, উরপন্ত ছিলো কতগুলো মার যেগুলো ছিলো তাঁরই স্বব্যাট কল্পিত—তাঁরই দুঃসাহস দিয়ে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই দুই অপরাজিত ওপেনিং ব্যাট সেদিন সন্ধেবেলায় যখন প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন, ল্যাঙ্কাশিয়রের সমস্ত ক্রিকেট রসিকেরা একযোগে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন। পরে সর জ্যাক হবস লর্ডস ও ম্যানচেস্টার টেস্ট সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন: 'ভারতীয়রা এতই ভালো খেলেছিলেন যে আশাই করা যায়নি তাঁরা লর্ডস টেস্টে হার স্বীকার করবেন। ম্যানচেস্টারে অবস্থা যখন ঘোরালো, তখন তাঁরা যেভাবে খেলাটি অমীমাংসিত করেছিলেন, তাতে তাঁদের উৎকর্ষ মানতেই হয়।'

শেষ দিনের খেলা আরম্ভ হয়েছিলো শ্বাসরোধী, উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে। মার্চেণ্ট ও মুস্তাক তাঁদের অসমাপ্ত সংস্রবকে কোন বিশ্বরেকর্ডের অভিমুখে চালনা করবেন? কিন্তু ভারতের রান যখন ২০৩, ঠিক প্রথম দফার রান সংখ্যার সমান, লেগস্পিনার রবিন্‌সের চতুর মন্থর বলটি মুস্তাককে পরাস্ত করলো। মার্চেণ্ট

অবশেষে তাঁর সেঞ্চুরি করলেন—টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের তৃতীয় সেঞ্চুরি—কিন্তু ২১৯ রানে হ্যামণ্ডের বলে তিনি লেগ-বিফোর হ'য়ে গেলেন। তারপর রামস্বামী, সি. কে. নাইডু ও অমর সিং প্রত্যেকেই খেলাকে বাঁচাবার জন্য চমৎকার খেললেন—এবং প্রত্যেকেই খেললেন নিজের ভঙ্গিতে। রামস্বামীর খেলায় একদিকে ছিলো দৃঢ়তা আর, মধ্যে-মধ্যে জোরালো এককেটা ড্রাইভ; সি. কে. নাইডুর খেলায় ছিলো বিচক্ষণতা ও বিচারবুদ্ধি। আর অমর সিং? তিনি ১৯৩২ সালের লর্ডস টেস্টে রবিন্‌সের একটি ওভারের প্রথম পাঁচ বলে ১৯ রান সংগ্রহ করেছিলেন, হাঁকিয়েছিলেন ৪, ৪, ৪, ৬, ১; এবারও তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবার চেষ্টা করেছিলেন। অমর সিং যতক্ষণে ৪৩ রান সংগ্রহ করেছিলেন, সি. কে. নাইডু ততক্ষণে মাত্র ৪ রান করেছিলেন—এই তথ্য থেকে অমর সিং-এর খেলার ধরন খানিকটা অনুমান করা যাবে। অমর সিং-এর অপরাজিত ৪৮ রানের মধ্যে ছিলো একটা ছক্কা ও ছটি বাউণ্ডারি। তারপর ভারতের রান যখন ৫ উইকেটে ৩৯০, তখন বৃষ্টি নামলো।

ভারত: দ্বিতীয় দফা

এস. মুস্তাক আলি		ক. ও ব. রবিন্‌স	১১২
বিজয় মার্চেন্ট	লেগ-বিফোর	ব. হ্যামণ্ড	১১৪
সি. রামস্বামী		ব. রবিন্‌স	৬০
এস. উজির আলি		ব. রবিন্‌স	৪
সি. কে. নাইডু	স্টা. ডাকওয়ার্থ	ব. ভেরিটি	৩৪
এল. অমর সিং		অপরাজিত	৪৮
* বিজয়নগরের মহারাজকুমার		অপরাজিত	০
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেগ-বাই ৭, নো-বল ২)			১৮
		৫ উইকেটে	৩৯০

পতন: ২০৩ (মুস্তাক আলি); ২১৯ (মার্চেন্ট); ৩১৩ (উজির আলি); ৩১৭ (রামস্বামী); ৩৯০ (সি. কে. নাইডু)।

অ্যালেন	১৯	২	৯৬	০
গোভার	২০	২	৬১	০
হ্যামণ্ড	১২	২	১৯	১
রবিন্‌স	২৯	২	১০৩	৩

ভেরিটি	২২	৮	৬৬	১
ওয়ার্দিংটন	১৩	৪	২৭	০

তৃতীয় টেস্ট : ওভাল ; অগস্ট ১৫, ১৭ ও ১৮, ১৯৩৬

'আবার হ্যামণ্ড'—এই রকম একটা রোমাঞ্চ সিরিজ মার্কা নাম দেয়া যেতে পারে এই ওভাল টেস্টের। আবারও তিনি এমনভাবে ভারতীয় বোলিংকে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিয়েছিলেন ; খেলার প্রথম দিনেই ইংলণ্ড আট উইকেট খুইয়ে ৪৭১ রান সংগ্রহ করেছিলো, আর তাতে হ্যামণ্ডের নিজের অবদান ছিলো ২১৭। ঐ ইনিংসটার একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়েছিলো ভারতীয় ব্যাটিং-এ—দ্বিতীয় দফায় সাহসে ভর ক'রে ল'ড়ে গেলেও ভারত পরাজয় এড়াতে পারলো না।

আবহাওয়া ছিলো চমৎকার, উইকেট ছিলো ব্যাটসম্যানদের অনুকূল—আর ইংলণ্ড জিতলো টস। কিন্তু পুরো কাহিনীটাই হ'তো অন্যরকম—যদি, শর্টলেগে সি. কে. নাইডু হ্যামণ্ডকে লুফতে পারতেন, হ্যামণ্ডের রান তখন ছিলো ৩, আর বোলার ছিলেন—আবারও—অমর সিং। অমর সিং-ই এর আগে ফ্যাগের উইকেট দখল করেছিলেন, সে-উইকেট পড়েছিলো ১৯-এ।

ম্যানচেস্টারের পর ঠেকে শেখা উচিত ছিলো ; বোঝা উচিত ছিলো, আর যাকেই হোক হ্যামণ্ডকে একাধিক 'জীবন' দিয়ে কোনো দল মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। হ্যামণ্ড চমৎকার খেললেন ; স্কোয়ার কাট, কভারড্রাইভ ও অনড্রাইভ—পর-পর মারগুলি ফুলঝুরির মতো অনর্গল বেরিয়ে এলো তাঁর ব্যাট থেকে। যখন তিনি দলের ৪২২-এ আউট হ'য়ে ফিরে গেলেন, আস্ত ওভাল মাঠ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালে। চতুর্থ উইকেটে ১৯০ মিনিটে টম ওয়ার্দিংটনের সঙ্গে জুটি বেঁধে দু-জনে রান তুলেছিলেন ২৬৬।

কিন্তু নিসারের চওড়া বপু ও ততোধিক চওড়া হৃদয়টিকেও ভুলে যাওয়া চলবে না। ১২০ রানে ৫ উইকেট—তাঁর বলের এই হিশেবই তাঁর প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেবে। কিন্তু দুর্ভাগা বোলার অমর সিং—১০২ রানে তিনি পেলেন দু-উইকেট, তাঁর বলে ক্যাচগুলো না-ফশকালে তাঁর বলের হিশেব ও খেলার ফলাফল ভিন্ন রকম হ'তো। মেহেরমজির জায়গায় উইকেটরক্ষক হিশেবে দলে এসেছিলেন দিলাওয়ার হুসেন—তিনি ইংলণ্ডের অত বড়ো ইনিংসটিতে কোনো বাই দেননি—দ্বিতীয় দফাতেও দৃঢ় ও উগ্রভাবে ব্যাট করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য মার্চেন্ট, সি. কে. নাইডু, রামস্বামী ও অমর সিং-ও ভারতের দ্বিতীয়

দফায় খেলাটিকে বাঁচাবার জন্য প্রচণ্ড যুঝেছিলেন, কিন্তু শর্ট-লেগে সি. কে. তো কেবল হ্যামণ্ডকেই ফশকাননি, আস্ত খেলাটিকেই হাতের বাইরে চ'লে যেতে দিয়েছিলেন।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

চার্লি বারনেট	লেগ-বিফোর	ব. সি. কে. নাইডু	৪৩
আর্থার ফ্যাগ	ক. দিলাওয়ার হুসেন	ব. অমর সিং	৮
ওয়ালি হ্যামণ্ড		ব. নিসার	২১৭
মরিস লেল্যাণ্ড		ব. নিসার	২৬
টম ওয়ার্দিংটন		ব. নিসার	১২৮
এল. বি. ফিশলক	অপরাজিত		১৯
* গাবি অ্যালেন	ক. দিলাওয়ার হুসেন	ব. নিসার	১৩
হেডলি ভেরিটি	ক. দিলাওয়ার হুসেন	ব. নিসার	৪
জিম সিম্‌স	লেগ-বিফোর	ব. অমর সিং	১
বিল ভোসে	অপরাজিত		১
† জর্জ ডাকওয়ার্থ	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ১০, নো-বল ১)			১১
		৮ উইকেটে ঘোষিত	৪৭১

পতন : ১৯ (ফ্যাগ) ; ৯৩ (বারনেট) ; ১৫৬ (লেল্যাণ্ড) ; ৪২২ (হ্যামণ্ড) ; ৪৩৭ (ওয়ার্দিংটন) ; ৪৫৫ (অ্যালেন) ; ৪৬৩ (ভেরিটি) ; ৪৬৮ (সিম্‌স)।

নিসার	২৬	২	১২০	৫
অমর সিং	৩৯	৮	১০২	২
বাকা জিলানি	১৫	৪	৫৫	০
সি. কে. নাইডু	২৪	১	৮২	১
জাহাঙ্গির খান	১৭	১	৬৫	০
মুস্তাক আলি	২	০	১৩	০
মার্চেন্ট	৬	০	২৩	০

মার্চেন্ট ও মুস্তাক আরম্ভ করেছিলেন, যেন ম্যানচেস্টারেরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। কিন্তু মুস্তাকের রান যখন ৫২, আর দলের রান ৮১, তখন ভেরিটির বলে

ডাকওয়ার্থ মুস্তাককে চমৎকারভাবে স্টাম্পড ক'রে দিলেন। তারপর ১২৫-এ অ্যালেন বোল্ড ক'রে দিলেন মার্চেন্টকে (৫২)। সি. কে. বেশিক্ষণ টেকেননি, কিন্তু দিলাওয়ার হুসেন ও রামস্বামী দৃঢ় হাতে হাল ধ'রে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন —চতুর্থ উইকেটে তাঁরা যোগ করলেন ৫৫ রান। কিন্তু একবার এই জুটি ভেঙে যেতেই ভারতীয় ইনিংস যেন মুখ থুবড়ে পড়লো। শেষ ছ-উইকেটে যোগ হ'লো মাত্র ৩৭ রান। রবিন্‌সের জায়গায় খেলতে নেমে জিম সিম্‌স—লেগব্রেক ও গুগলি বোলার—৭৩ রানে পাঁচ উইকেট পেলেন, আর ভেরিটি পেলেন ৩০ রানে তিন উইকেট। আজকের দিনের ভারতীয় ক্রিকেটের দর্শকরা হয়তো একটু অবাক হবেন, এই অতীত স্মৃতি মন্থন ক'রে—তখন ভারত আক্রমণ রচনা করতো যথার্থ দ্রুত বলে, আর মুখ থুবড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তো স্পিন বলের বিরুদ্ধে—ঠিক এখনকার উল্টো।

ভারত : প্রথম দফা

বিজয় মার্চেন্ট		ব. অ্যালেন	৫২
এস. মুস্তাক আলি	স্টা. ডাকওয়ার্থ	ব. ভেরিটি	৫২
† দিলাওয়ার হুসেন	স্টা. ডাকওয়ার্থ	ব. ভেরিটি	৩৫
সি. কে. নাইডু	ক. অ্যালেন	ব. ভোসে	৫
সি. রামস্বামী		ব. সিম্‌স	২৯
এস. উজির আলি	লেগ-বিফোর	ব. সিম্‌স	২
এল. অমর সিং		ব. ভেরিটি	৫
এম. জাহাঙ্গির খান	ক. ফ্যাগ	ব. সিম্‌স	৯
* বিজয়নগরের মহারাজকুমার		ব. সিম্‌স	১
এম. বাকা জিলানি	অপরাজিত		৪
মহম্মদ নিসার	ক. ওয়ার্দিংটন	ব. সিম্‌স	১৪
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ৬)			১৪
			২২২

পতন : ৮১ (মুস্তাক আলি); ১২৫ (মার্চেন্ট); ১৩০ (সি. কে. নাইডু); ১৮৫ (রামস্বামী); ১৮৭ (উজির আলি); ১৯২ (অমর সিং); ১৯৫ (দিলাওয়ার হুসেন); ২০৩ (বিজয়নগর); ২০৬ (জাহাঙ্গির খান); ২২২ (নিসার)।

ভোসে	২০	৫	৪৬	১
অ্যালেন	১২	৩	৩৭	১
হ্যামণ্ড	৮	২	১৭	০
ভেরিটি	২৫	১২	৩০	৩
সিম্‌স	১৮.৫	১	৭৩	৫
লেল্যাণ্ড	২	০	৫	০

সাড়ে-চারটেয় ভারতের দ্বিতীয় দফা শুরু হ'লো, আর দিনের শেষে রান উঠলো তিন উইকেটে ১৫৬। মার্চেণ্ট-মুস্তাক আবারও চমৎকার শুরু করেছিলেন, বিশেষত মার্চেণ্ট হাত খুলে মারতে শুরু করেছিলেন, হঠাৎ অ্যালেনের বলে ক্যাচ দিলেন মুস্তাক—ভোসের হাত ফশকে সেটা প'ড়ে যাচ্ছে, হ্যামণ্ড ঝাঁপিয়ে প'ড়ে লুফে নিলেন। তারপর ৭১-এ মার্চেণ্টও আউট হ'য়ে গেলেন। অমর সিং নেমেই পাল্টা আক্রমণ শুরু করলেন—২৬ মিনিটে ৭টা বাউণ্ডারি সমেত তিনি রান করলেন ৪৪।

শেষ দিন খেলা শুরু হ'তেই নৈশপ্রহরী বাকা জিলানি আউট হ'য়ে গেলেন। দিলাওয়ার আবারও শক্ত হাতে হাল ধ'রে দাঁড়ালেন, তাঁর ব্যাট-প্যাডের ব্যূহ ভেদ ক'রে বল উইকেট ছুঁতে পারছিলো না। অন্য দিকে সি. কে. নাইডু; খেলছিলেন আহত চিতাবাঘের মতো, বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন এটাই তাঁর শেষ টেস্ট ইনিংস। ক্ষিপ্র ও লঘু পদসঞ্চার, কব্জির তীব্র মোচড়, নিখুঁত সময়-জ্ঞান—সব মিলিয়ে সে-খেলা সেদিন চোখ ঝলশে দিয়েছিলো। তাঁর খেলা সেদিন এমন অগ্নিগর্ভ হ'য়ে উঠেছিলো যে অ্যালেন আর ভোসে তাঁর খেলার ছন্দ ভেঙে দেবার জন্য খাটো লেংথে ঠুকে বল ফেলছিলেন। সি. কে.-ও সেই লাফানো বলগুলিকে তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড হুক মারে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। ক্রিজ ছেড়ে তিনি এগিয়ে আসছিলেন ঐ দ্রুত বলগুলির বিরুদ্ধেও—এবং হঠাৎ সি. কে. যেমন এগিয়ে এসেছেন, অ্যালেনের খাটো লেংথের তড়িৎ গতি লাফানো বল তাঁর বুকে গিয়ে লাগলো। নাইডু রাগী বাঘের মতো উঠে দাঁড়ালেন, পরের বলেই আবার এগিয়ে গেলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক্রমশ উত্তেজনায় ভ'রে উঠতে লাগলো; ইংলণ্ডের অধিনায়কই অবশ্য শেষ অবধি সি. কে.-কে আউট করলেন—৮১ রানে। খেলার ফলাফল তখন নির্ধারিত—কিন্তু তারই মধ্যে রামস্বামী একবার এক প্রকাণ্ড ছক্কা হাঁকালেন সিম্‌সকে—শেষ পর্যন্ত রইলেন

অপরাজিত ৪১। ভারত ৩১২ রানে সবাই আউট হ'য়ে গেলো—গাবি অ্যালেন পেলেন ৮০ রানে ৭ উইকেট। ফ্যাগের উইকেট খুইয়ে ইংলণ্ড অবশ্যই যথাকালে ন-উইকেটে তৃতীয় টেস্ট জিতে নিলে।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিজয় মার্চেণ্ট	ক. ওয়ার্দিংটন	ব. অ্যালেন	৪৮
এস. মুস্তাক আলি	ক. হ্যামণ্ড	ব. অ্যালেন	১৭
† দিলাওয়ার হুসেন	লেগ-বিফোর	ব. সিম্‌স	৫৪
এল. অমর সিং	ক. সিম্‌স	ব. ভেরিটি	৪৪
এম. বাকা জিলানি	ক. ফ্যাগ	ব. অ্যালেন	১২
সি. কে. নাইডু		ব. অ্যালেন	৮১
এস. উজির আলি	ক. ডাকওয়ার্থ	ব. অ্যালেন	১
সি. রামস্বামী	অপরাজিত		৪১
এম. জাহাঙ্গির খান	ক. ভোসে	ব. অ্যালেন	১
* বিজয়নগরের মহারাজকুমার		ব. অ্যালেন	১
মহম্মদ নিসার	ক. ভোসে	ব. সিম্‌স	০
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ৭, নো-বল ২)			১২
			৩১২

পতন : ৬৪ (মুস্তাক আলি) ; ৭১ (মার্চেণ্ট) ; ১২২ (অমর সিং) ; ১৫৯ (বাকা জিলানি) ; ২১২ (দিলাওয়ার হুসেন) ; ২২২ (উজির আলি) ; ২৯৫ (সি. কে. নাইডু) ; ৩০৭ (জাহাঙ্গির খান) ; ৩০৯ (বিজয়নগর) ; ৩১২ (নিসার)।

ভোসে	২০	৫	৪০	০
অ্যালেন	২০	৩	৮০	৭
হ্যামণ্ড	৭	০	২৪	০
ভেরিটি	১৬	৬	৩২	১
সিম্‌স	২৫	১	৯৫	২
লেল্যাণ্ড	৩	০	১৯	০
ওয়ার্দিংটন	২	০	১০	০

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

আর্থার ফ্যাগ	ক. অমর সিং	ব. নিসার	২২
চার্লি বারনেট	অপরাজিত		৩২
ওয়ালি হ্যামণ্ড	অপরাজিত		৫
অতিরিক্ত (বাই ৪, নো-বল ১)			৫
		১ উইকেটে	৬৪

পতন : ৪৮ (ফ্যাগ)।

নিসার	৭	০	৩৬	১
অমর সিং	৬	০	২৩	০

১৯৩৬-এর কলঙ্কিত সফরের পর দশ বছর আর-কোনো সরকারি টেস্ট খেলায় ভারত অংশ নেয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বছর, দ্বিতীয় সরকারি ইংলণ্ড দল ভারতে আসবে ব'লে নির্বাচিত হয়েছিলো—কিন্তু যুদ্ধের জন্য শেষ মুহূর্তে সেই সফর গেলো বাতিল হ'য়ে। না-হ'লে, ভারত সে-বার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কেমন খেলতো, আজ জল্পনা ক'রে লাভ নেই। কারণ, সত্যি বলতে, সেই সময় ভারতীয় ক্রিকেটে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিলো। মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলি, পুনর্সংস্থাপিত অমরনাথ ও অমর সিং (হায়, অমর সিং মারা গেলেন অকালে, ১৯৪০ সালে, মে মাসে) সে-সময় চমৎকার খেলছেন ; আর আছেন শুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ইংলণ্ড সফরে গিয়েও টেস্ট খেলেননি—অমর সিং-এর তৎকালীন যোগ্য দোসর ; আর বিন্নু মানকড়, বিজয় হাজারে ও রুসি মোদির প্রতিভার প্রকাশ ঘটছে। তাছাড়া ছিলেন উইকেটরক্ষক হিণ্ডলেকার, প্রবীণ ও চমকপ্রদ অধ্যাপক দেওধর, নির্ভরযোগ্য এস. এম. কাদরি। ১৯৩৭-৩৮-এ যখন লর্ড টেনিসনের ইংলণ্ড দল 'বেসরকারি' টেস্ট খলতে এ-দেশে এসেছিলো, ভারতীয় ক্রিকেটে তখন আস্থার প্রকাশ দেখা গিয়েছিলো। প্রথম দুটি টেস্টে হেরে গিয়েও তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টে—কলকাতায় ও মাদ্রাজে—ভারত সহজেই জিতেছিলো। তারপর ১৯৪৫ সালে যখন যুদ্ধের পর লিণ্ডসে হ্যাসেটের অস্ট্রেলীয় সার্ভিসেস দল ভারতে খেলতে এলো, চমৎকার খেলেছিলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা—ব্যাটে-বলে সহজেই ভারতীয় দল শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছিলেন, ফিল্ডিং অবশ্য আগের মতোই অকথ্য ও জঘন্য ছিলো, তবু তিনটি বেসরকারি

টেস্টের মধ্যে বম্বাই-কলকাতায় খেলা ছিলো অমীমাংসিত, আর মাদ্রাজে ভারত জিতেছিলো ছ-উইকেটে।

অতএব, বলা চলে, যুদ্ধের বছরগুলোয় সরকারিভাবে টেস্ট খেলা না-হ'লেও ভারতীয় ক্রিকেটের সুনিশ্চিত উন্নতি ঘটছিলো। অবনতি যেটা ঘটেছিলো, সেটা ভারতীয় ক্রিকেট কর্মকর্তাদের মনোভাবে। দ্রুত ও সবুজ পিচ তৈরি করার বদলে তাঁরা মন্থর, স্পিনবলের অনুকূল একপেশে উইকেটে তৈরি করতে শুরু করেছিলেন। যুদ্ধের আগে ভারতীয় ক্রিকেটের আক্রমণ তৈরি হ'তো দ্রুত বলে, ছিলেন রামজি, অমর সিং, নিসার, শুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, কিন্তু এখন আবির্ভাব হ'লো স্পিনারদের। মন্থর, মরা উইকেটে রানের বন্যা ব'য়ে যেতে লাগলো বটে, কিন্তু আমাদের ব্যাটসম্যানদের প্রত্যেকেরই 'আকিলিস-গোড়ালি', র'য়ে গেলো দ্রুত বল—সুয়িং আর কাটার। ভারতবর্ষের মাটিতে অনেকেই ছিলেন সেঞ্চুরি হাঁকাতে অভ্যস্ত ও পারঙ্গম, কিন্তু সত্যিকার দ্রুত বলের মুখোমুখি পড়লেই এই নামজাদাদের ভ্যাবাচ্যাকা কাঁপুনি দেশে-বিদেশে ভারতীয় ক্রিকেট হাস্যকর ক'রে তুলছিলো।

এবং, এই অবস্থা, মর্মান্তিক হ'লেও, এখনও ভারতীয় ক্রিকেটারদের 'আকিলিস-গোড়ালি' হ'য়ে আছে। একটা কারণ স্পষ্ট: ক্রিকেটের কর্তারা অর্থগৃধ্নু, তার বশবর্তী হ'য়ে প্রতিটি খেলাকেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টানবার চেষ্টা ক'রে ভারতীয় ক্রিকেটারের এই সর্বনাশটি করতে মনোনিবেশ করেছিলেন। দ্রুত উইকেটে যদি দু-তিনদিনে খেলা শেষ হ'য়ে যায়, তাহ'লে টাকা উঠবে কী ক'রে? তার চেয়ে হতমন্থর, দীর্ঘস্থায়ী ও একঘেয়ে অমীমাংসিত খেলাও ভালো। এ-দেশের ক্রিকেটপাগল বুদ্ধুরা ঐ খেলা দেখতেই তো মাঠে ছুটবে।

সুতরাং যুদ্ধের বছরগুলিতে ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির পরিচয় আজ একদিক থেকে ঐ বেসরকারি টেস্টগুলোর পরিসংখ্যানেই লিপিবদ্ধ—বাস্তবে তার কতটুকু প্রকাশ ঘটেছিলো, তার প্রমাণ আমরা যুদ্ধ পরবর্তী টেস্টগুলোর বিবরণ থেকেই পাবো।

পৃথিবীতে কোনো দলই 'হাস্যকর' ফিল্ডিং প্রচেষ্টা নিয়ে টেস্ট জিততে পারে না—ব্যাটে-বলে যদি-বা ব্যক্তিগতভাবে কেউ-কেউ থাকেন সহজাত প্রতিভা, তবু অনুশীলন ও পরিশীলন-সাপেক্ষ উন্নত ফিল্ডিং ছাড়া তাঁরা মোটেই দলের কাজে লাগবেন না।

তাছাড়া ১৯৩৬-এর সফরেই প্রমাণিত হয়েছিলো, ভারত-ক্রিকেটের গণ্যমান্যরা

দেশ বা দলের উর্ধ্বে ব্যক্তিগত ব্যাপারকেই বড়ো ক'রে ছাখেন। ইংরেজ সরকারের বিভেদ-নীতি কাজ করেছিলো হয়তো তার পিছনে, হয়তো প্রদেশে-প্রদেশে ভাষা ও আচার-ব্যবহারের পার্থক্য এই বিভেদের কারণ ছিলো, হয়তো ছিলো ধর্ম ও সম্প্রদায়গত অনৈক্য—তাছাড়া ছিলো তো দলের মধ্যে ধনী-নির্ধন ভেদবুদ্ধি; সায়েবরা কার পিঠ চাপড়েছে, কার চাপড়ায়নি, কোন লোকটা চাষার মতো—মুখে ইংরেজি বুলির খৈ ফোটাতে পারে না, আর কোন লোকটা অক্সফোর্ড-কেম্বি জের তোতাপাখির মতো বুলি আওড়ায়—এ-সব স্নবারিও ছিলো যথেষ্ট। আজকের দিনের তরুণদের কাছে এ-সব তথ্য অবিশ্বাস্য বোধ হ'তে পারে, কিন্তু পরাধীন উপনিবেশের—বিশেষ ক'রে ভারতের মতো বিপুলবিচিত্র দেশের—মানুষদের স্বাভাবিক নানা অনৈক্যকে 'অস্বাভাবিক' ও 'কৃত্রিম' বহু অনৈক্য দিয়ে জর্জর ক'রে রাখা হয়েছিলো। তাছাড়া, সাধারণভাবে জাতীয়তা বোধ অন্তত এদের অধিকাংশের মধ্যেই দেখা যেতো না। এই সায়েবঘেঁষাদের দেশে খেলোয়াড়দের মধ্যে সেটা হয়তো আশা করাই অন্যায়—বিশেষ ক'রে যে-খেলা ক্রিকেটের মতো ব্যয় ও অবকাশ -সাপেক্ষ।

চার : ইংলণ্ড ১৯৪৬

যুদ্ধের পর যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পুনর্বাসন সূচিত হচ্ছে, তখন পাতৌদির নবাবের (বড়ো) নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে ভারত গেলো ইংলণ্ডে। এককালে পাতৌদির নবাব ইংলণ্ডের হ'য়ে ক্রিকেট খেলেছিলেন, টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম আবির্ভাবেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনিতে সেঞ্চুরি করেছিলেন—জামসাহেব রনজি ও কুমার শ্রীদলীপ সিংজির মতো; কিন্তু সেই 'বডিলাইন' সফরে জারডিনের নেতৃত্ব সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি ছিলো—বিশেষত জারডিন ক্রিকেটকে যেভাবে খেলার বদলে যুদ্ধ ব'লে গণ্য করছিলেন, সেটা তাঁর পছন্দ হয়নি, ফলে জারডিন—পাতৌদির সেঞ্চুরি সত্ত্বেও—তাঁকে টেস্ট দল থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধের বছরগুলিতে পাতৌদি প্রধানত ভারতেই কাটান—এবং ১৯৪৬ সালের ইংলণ্ড সফরে তাঁকেই অধিনায়ক নির্বাচন করা হ'লো। তার একটা কারণ অক্সফোর্ড, য়ুরস্টারশিয়র ও ইংলণ্ডের হ'য়ে খেলার জন্য ইংলণ্ডের আবহাওয়া, বিভিন্ন ক্রিকেট মাঠ ও ক্রিকেটারদের সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ ও অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা ছিলো; দ্বিতীয়ত, ৩৬ বছর বয়সেও তাঁর পুরোনো খেলার ঝিলিক তাঁর গুণমুগ্ধদের তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ হবার সুযোগ দেয়নি। সে-সময় তাঁর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিলো না, খেলাতেও আগের জৌলুশ প্রায়ই অনুপস্থিত থাকতো; তাছাড়া যে-ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিশেবে তিনি ইংলণ্ডে গেলেন, তাঁদের খেলার ধরন বা অভিজ্ঞতা বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিলো না। অন্তত অনেকের ধারণা ছিলো, সেই সফরে বিজয় মার্চেণ্ট অধিনায়ক নির্বাচিত হ'লে খেলার ফলাফল হয়তো অন্য রকম হ'তো।

অন্য রকম হ'তো, কারণ যুদ্ধের চোট ইংলণ্ডের ক্রিকেটকে বেশ কাবু ক'রে গিয়েছিলো; ১৯৪৫ সালের 'বিজয় টেস্ট'গুলো বাদ দিলে গত ছ-সাত বছরে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট অল্পই খেলা হয়েছিলো। অনভ্যাস এবং পুনর্বাসনের সমস্যায় জর্জর ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতীয় দল অনেক বেশি সুযোগ পেয়েছিলো। ভারতীয় দলে অধিনায়ক পাতৌদি ছাড়া আরো কয়েকজন ছিলেন যাঁদের ইংলণ্ডে খেলার অভিজ্ঞতা ছিলো—মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলি, হিণ্ডলেকার, শুঁটে বাড়ুজ্যে,

অমরনাথ, আব্দুল হাফিজ। অতএব তিনটি টেস্টেই ইংলণ্ড ভারতীয় ক্রিকেটের শক্তি ও প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সচেতন থেকে সেরা ক্রিকেটারদের দিয়ে দল গড়েছিলেন—এবং ইংলণ্ডের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন ওয়ালি হ্যামণ্ড।

প্রথম টেস্ট : লর্ডস ; জুন ২২, ২৪ ও ২৫, ১৯৪৬

আবারও সফরের প্রথম টেস্ট শুরু হ'লো লর্ডসে। খেলার প্রথম দিনে আবহাওয়া ছিলো চমৎকার, উইকেটও ছিলো ভালো খেলার অনুকূল। পঁচিশ হাজার দর্শকের সামনে পাতৌদির নবাব টসে জিতলেন—কিন্তু দিনের খেলা শেষ হবার আগেই ভারত দুশো রানে আউট হ'য়ে গেলো, আর ইংলণ্ড উত্তরে রান তুললে চার উইকেটে ১৩৫। এক দিনের খেলায় ৩৩৫ রানে ১৪ উইকেট পড়লো, অতএব সেদিনকার খেলা ছিলো বোলারদের অনুকূল ; ইংলণ্ডের পক্ষে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে আলেক বেডসার ও ভারতের পক্ষে লালা অমরনাথ সেদিন চমৎকার বল করেছিলেন। বেডসার তো তাঁর প্রথম টেস্টেই দু-ধরনের সুয়িং বলে ৪৯ রানে ৭ উইকেট পেয়ে তাঁর স্মরণীয় টেস্টজীবনের সূচনা করলেন। আরেকজন মরিস টেট ব'লে কেউ-কেউ তাঁকে সেদিন অভিনন্দন জানালেন। মরিস টেটের বলের সঙ্গে তাঁর বলের ধরনের অনেক মিলও ছিলো। তাঁর ফাস্ট-মিডিয়াম বল উইকেটে প'ড়ে আরো দ্রুতবেগে ধাবিত হ'তো ও দু-দিকেই অতর্কিতে মোচড় খেতো।

এবং ভারতের প্রাথমিক ব্যাটসম্যানেরা কেউই এ-বল খেলতে পারলেন না—এমনই হতাশাব্যঞ্জকভাবে তাঁরা একের পর এক আউট হ'য়ে যেতে লাগলেন যে অল্পক্ষণের মধ্যেই ভারতের রান দাঁড়ালো ছ-উইকেটে ৮৭। খেলার এই অবস্থায় বিজয় স্যামুয়েল হাজারের ৩১ রানের দাম সেঞ্চুরির চেয়েও বেশি। যে-ভাবে বাওয়েস ও বেডসারের বলে তিনি নিখুঁত কভারড্রাইভ হাঁকাচ্ছিলেন, তাতে বোঝা যাচ্ছিলো কঠিন হ'লেও দৃঢ় ও একাগ্রচিত্ত কোনো ব্যাটসম্যান এই আক্রমণের উপরেও প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেন। আব্দুল হাফিজ (পরে পাকিস্তানের অধিনায়ক হ'য়ে যিনি 'কারদার' নাম নিয়েছিলেন) আর রুসি মোদি—দলের দুই তরুণ খেলোয়াড় যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে খেলতে লাগলেন। শেষে সিন্ধে মোদির সঙ্গে জুটি বেঁধে শেষ উইকেটে যোগ করলেন ৪৩ রান, মোদি রইলেন অপরাজিত ৫৭।

ভারত : প্রথম দফা

বিজয় মার্চেণ্ট	ক. গিব	ব. বেডসার	১২
বিনু মানকড়		ব. রাইট	১৪
লালা অমরবাথ	লেগ-বিফোর	ব. বেডসার	০
বিজয় হাজারে		ব. বেডসার	৩১
রুসি মোদি	অপরাজিত		৫৭
* পাতৌদির নবাব (বড়ো)	ক. আইকিন	ব. বেডসার	৯
গুল মহম্মদ		ব. রাইট	১
আব্দুল হাফিজ		ব. বাওয়েস	৪৩
† ডি. ডি. হিণ্ডলেকার	লেগ-বিফোর	ব. বেডসার	৩
সি. এস. নাইডু	স্টা. গিব	ব. বেডসার	৪
এস. জি. সিন্ধে		ব. বেডসার	১০
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ-বাই ৬)			১৬
			২০০

পতন : ১৫ (মার্চেণ্ট) ; ১৫ (অমরনাথ) ; ৪৪ (মানকড়) ; ৭৪ (হাজারে) ; ৮৬ (পাতৌদি) ; ৮৭ (গুল মহম্মদ) ; ১৪৪ (হাফিজ) ; ১৪৭ (হিণ্ডলেকার) ; ১৫৭ (নাইডু) ; ২০০ (সিন্ধে)।

বাওয়েস	২৫	৭	৬৪	১
বেডসার	২৯.১	১১	৪৯	৭
স্মাইল্‌স	৫	১	১৮	০
রাইট	১৭	৪	৫৩	২

ইংলণ্ড ব্যাট করতে যাবামাত্র লালা অমরনাথ আঘাত হানলেন। ইংলণ্ডের রান যখন ১৬, তখন পর-পর দু-বলে তিনি হাটন আর কমটনকে ফিরিয়ে দিলেন। হ্যামণ্ড অবশ্য হ্যাটট্রিক বাঁচালেন, কিন্তু দিনের খেলা শেষ হবার আগে অমরনাথ ওয়াশব্রুক ও হ্যামণ্ডকেও আউট ক'রে দিলেন। শর্ট ফাইন লগে দাঁড়িয়ে মানকড় অমরনাথের বলে একহাতে ওয়াশব্রুককে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ধ'রে নিয়েছিলেন। হ্যামণ্ড আউট হয়েছিলেন অমরনাথের ইন-সুয়িঙ্গারে। ডান পা বাড়িয়ে ডান হাতে প্রায় দু-ঘণ্টা একটানা বল করবার পর অমরনাথ যখন সাময়িক বিশ্রাম পেলেন, তখন তাঁর বলের খতিয়ান : ২০ ওভার,

১১ মেডেন, ৪২ রান, ৪ উইকেট। আজ জল্পনা করা যায় যদি ও-প্রান্তে অমরনাথের সঙ্গে থাকতেন শুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায়; কিন্তু না, এই সফরেও শুঁটেকে কোনো টেস্টে নেয়া হয়নি, অমরনাথের সঙ্গে নতুন বলে আক্রমণ রচনা করেছিলেন, বিজয় হাজারে!

আর তাছাড়া অকথ্য ফিল্ডিং! প্রথম দিনে জো হার্ডস্টাফ ছুটি ক্যাচ তুলেছিলেন—একটি অমরনাথের বলে, অন্যটি মানকড়ের বলে; ৪২-এর মাথায় তিনি যে-ক্যাচ তুলেছিলেন সেটা ছিলো সহজ লোপ্পা ক্যাচ। কিন্তু ক্যাচ ফশকানোর পুরো মাশুল ভারত পেলো, যখন হার্ডস্টাফ শেষ অবধি ইংলণ্ডের ৪২৮ রানের মধ্যে ২০৫ রান ক'রে অপরাজিত রইলেন। পঞ্চম উইকেটে গিবের সঙ্গে জুটি বেঁধে হার্ডস্টাফ যোগ করেছিলেন ১৮২ রান। গিব-এর আড়ষ্ট ব্যাটিং-এর পাশে হার্ডস্টাফের খেলায় শিল্পীর নৈপুণ্য ফুটে উঠেছিলো—কব্জির জোর, নিখুঁত সময়জ্ঞান, আর সহজ স্বাচ্ছন্দ্য—যার ফলে গিব আউট হবার পর অবলীলা ক্রমে তিনি একাই রান ক'রে গেলেন। এই অবস্থায় ১১৮ রানে অমরনাথ ৫ উইকেট পেয়ে আবার অনেককে ভাবিয়ে তুললেন, যদি ১৯৩৬ সালে তিনি খেলার সুযোগ পেতেন!

ইংলণ্ড: প্রথম দফা

লেন হাটন	ক. নাইডু	ব. অমরনাথ	৭
সিরিল ওয়াশব্রুক	ক. মানকড়	ব. অমরনাথ	২৭
ডেনিস কমটন		ব. অমরনাথ	০
* ওয়ালি হ্যামণ্ড		ব. অমরনাথ	৩৩
জো হার্ডস্টাফ	অপরাজিত		২০৫
† পল গিব	ক. হাজারে	ব. মানকড়	৬০
জ্যাক আইকিন	ক. হিগুলেকার	ব. সিন্ধে	১৬
টি. এফ. স্মাইল্স	ক. মানকড়	ব. অমরনাথ	২৫
আলেক বেডসার		ব. হাজারে	৩০
ডগ রাইট		ব. মানকড়	৩
বিল বাওয়েস	লেগ বিফোর	ব. হাজারে	২
অতিরিক্ত (বাই ১১, লেগ-বাই ৮, নো-বল ১)			২০
			৪২৮

পতন : ১৬ (হাটন); ১৬ (কমটন); ৬১ (ওয়াশব্রুক); ৭০ (হ্যামণ্ড); ২৫২ (গিব); ২৮৪ (আইকিন); ৩৪৪ (স্মাইল্স); ৪১৬ (বেডসার); ৪২১ (রাইট); ৪২৮ (বাওয়েস)।

হাজারে	৩৪.৪	৪	১০০	২
অমরনাথ	৩৭	১৮	১১৮	৫
গুল মহম্মদ	২	০	২	০
মানকড়	৪৮	১১	১০৭	২
সিন্ধে	২৩	২	৬৬	১
নাইডু	৫	১	১৫	০

মার্চেণ্ট আর মানকড় শুরু করেছিলেন চমৎকার, কিন্তু হঠাৎ আইকিনের বলে মার্চেণ্ট লেগ বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন, দলের রান তখন ৬৭। প্রথম উইকেট পতনের পর নামলেন মোদি। মানকড় ততক্ষণে হাত খুলে মারতে শুরু করেছেন ঝাঁটা মারে রাইটকে হাঁকিয়েছেন প্রকাণ্ড ছক্কা, খেলার প্রথম ছক্কা, কিন্তু স্লিপে হ্যামণ্ডের এক অবিস্মরণীয় ক্যাচে মানকড়ের হর্ষোচ্ছ্বাসে অকালেই বাধা প'ড়ে গেলো। মোদি আর হাফিজও অবিলম্বে আউট হ'য়ে ফিরে গেলেন। অবশেষে হাজারে-পাতৌদি জুটি দিনের শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে ইনিংসে স্থায়িত্ব সঞ্চারের চেষ্টা করলে।

শেষদিন যখন খেলা শুরু হ'লো ভারত তখনও ইংলণ্ডের থেকে ৬৬ পেছিয়ে আছে, হাতে আছে ছ-উইকেট। এবং শেষ বল না-করা পর্যন্ত ক্রিকেটে হার-জিত সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়া যায় না। হাজারে-পাতৌদি জুটির উপর অনেকখানি নির্ভর করছিলো, কিন্তু কুড়ি মিনিটের মধ্যেই পাতৌদি, হাজারে ও গুলমহম্মদ আউট হ'য়ে ফিরে গেলেন। এই শেষ অবস্থায় অমরনাথের সাহস ও দৃঢ়তা আর হিণ্ডুলেকারের মনোবল ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে ভারতকে বাঁচিয়ে দিলে। জয়ের জন্য ৪৮ রান তুলতে ইংলণ্ডকে আর বেগ পেতে হ'লো না।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিজয় মার্চেণ্ট	লেগ-বিফোর	ব. আইকিন	২৭
বিনু মানকড়	ক. হ্যামণ্ড	ব. স্মাইল্স	৬৩
রুসি মোদি	লেগ-বিফোর	ব. স্মাইল্স	২১

আব্দুল হাফিজ		ব. বেডসার	০
বিজয় হাজারে	ক. হ্যামণ্ড	ব. বেডসার	৩৪
* পাতৌদির নবাব (বড়ো)		ব. রাইট	২২
গুল মহম্মদ	লেগ-বিফোর	ব. রাইট	৯
লালা অমরনাথ		ব. স্মাইল্‌স	৫০
† ডি. ডি. হিণ্ডলেকার	ক. আইকিন	ব. বেডসার	১৭
সি. এস. নাইডু		ব. বেডসার	১৩
এস. জি. সিন্ধে	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ-বাই ২, নো-বল ৩)			১৫
			২৭৫

পতন : ৬৭ (মার্চেন্ট); ১১৭ (মানকড়); ১২৬ (হাফিজ); ১২৯ (মোদি); ১৭৪ (পাতৌদি); ১৮৫ (হাজারে); ১৯০ (গুল মহম্মদ); ২৪৯ (হিণ্ডলেকার); ২৬৩ (অমরনাথ); ২৭৫ (নাইডু)।

বাওয়েস	৪	১	৯	০
বেডসার	৩২·১	৩	৯৬	৪
স্মাইল্‌স	১৫	২	৪৪	৩
রাইট	২০	৩	৬৮	২
আইকিন	১০	১	৪৩	১

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

সিরিল ওয়াশব্রুক	অপরাজিত	২৪
লেন হাটন	অপরাজিত	২২
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ১, ওয়াইড ১)		২
	কোনো উইকেট না-খুইয়ে	৪৮

হাজারে	৪	২	৭	০
অমরনাথ	৪	০	১৫	০
মানকড়	৪·৫	১	১১	০
নাইডু	৪	০	১৩	০

দ্বিতীয় টেস্ট : ম্যানচেস্টার ; জুলাই ২০, ২২ ও ২৩, ১৯৪৬

দশ বছর আগে ম্যানচেস্টারে অপ্রত্যাশিত খটখটে রোদের মধ্যে মার্চেন্ট ও মুস্তাক আলি ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, কিন্তু এবার খেলার আগের দিন ও খেলার প্রথম দিনে বৃষ্টি পড়লো ওল্ড ট্র্যাফর্ড মাঠে, মধ্যাহ্ন-ভোজের আগে কোনো খেলাই সম্ভব হ'লো না। মধ্যাহ্নভোজের পরে পাতৌদি টসে জিতে ইংলণ্ডকে ব্যাট করতে পাঠালেন—আকাশ মেঘলা, আবহাওয়া ভারি, কিন্তু তারই মধ্যে ইংলণ্ড চার ঘণ্টায় চার উইকেট খুইয়ে ২৩৬ রান তুলে দিলে। টসে জিতেও পাতৌদি ইংলণ্ডকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে সমীচীন কাজ করেছিলেন কিনা, এ নিয়ে তখন বিষম তর্কাতর্কি হয়েছিলো। বিশেষত ভারতীয় দলে যিনি যথার্থ ফাস্ট বোলার ছিলেন, সেই শুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলে নেয়া হয়নি, তাঁর বদলে স্থান পেয়েছেন সোহনি—অতএব এই আবহাওয়াকে সত্যি কাজে লাগাবার মতো কোনো তুরুপের তাস টেস্ট দলে ছিলো না। দ্বিতীয়ত, সেদিনকার খেলার সময় রোদ ওঠবারও সম্ভাবনা ছিলো না যে ইংলণ্ডকে শুকোতে-থাকা উইকেটে মানকড়ের বলের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। অতএব পাতৌদির এই সিদ্ধান্তের অর্থ হয় একটাই—ঐ ভিজে মাঠে মেঘলা আকাশের নিচে ভারি আবহাওয়ায় তিনি ভারতীয় দলকে বিল ভোসে বা আলেক বেডসারের বলের সামনে পড়তে দিতে রাজি হননি। তিনি আশা করেছিলেন রবিবারে রোদ উঠলে মাঠ শুকিয়ে যাবে এবং ভারতীয় দল হয়তো ভালো আবহাওয়ায় খেলার সুযোগ পাবে। দলের খেলোয়াড়দের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ব'লেই পাতৌদি প্রথমে ব্যাট করবার ঝুঁকি নিতে চাননি। আসলে, ইংলণ্ডকে ঐ আবহাওয়ায় বাগে পাওয়া নয়, ঐ আবহাওয়ার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু যেহেতু ইংলণ্ড বিস্তর রান করেছিলো, তাই পাতৌদিকে এই সিদ্ধান্তের জন্য বহু বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিলো। খেলার শেষে কিন্তু দেখা গেলো ভারত আগে ব্যাট করলে নিশ্চিত হারতো—কারণ খেলা যখন শেষ হ'লো তখন ভারতের শেষ জুটি হার বাঁচাবার জন্যে মাথা গুঁজে ব্যাট করছে। কেবল সময়ের অভাবেই ইংলণ্ড জিততে পারেনি।

ভারতীয় দলে গুল মহম্মদ, সি. এস. নাইডু ও সিন্ধের বদলে এই টেস্টে নেয়া হয়েছিলো মুস্তাক আলি, সারভাতে ও সোহনিকে। আর ইংলণ্ড দলে বাওয়েস আর স্মাইল্সের জায়গায় অন্তর্ভূত হয়েছিলেন ভোসে ও পলার্ড। পলার্ড তক্ষুনি

সাফল্য লাভ করলেন—ভারতের প্রথম ইনিংসে তিনি ২৪ রানে পাঁচ উইকেট দখল করলেন, কিন্তু প্রথম টেস্টের মতো এই টেস্টও বেডসারেরই টেস্ট—প্রথম টেস্টে তিনি পেয়েছিলেন ১৪৫ রানে ১১ উইকেট, এবারে পেলেন ৯৩ রানে ১১ উইকেট। এর আগে ভেরিটিই শুধু মাদ্রাজে ১১টি উইকেট পেয়েছিলেন ১৯৩৩-৩৪ এর সফরে।

হাটন আর ওয়াশব্রুক চমৎকার খেলে ইংলণ্ডের গোড়াপত্তন করলেন—প্রথম উইকেটের ৮১ রানের মধ্যে ওয়াশব্রুক করেছিলেন ৫২। পরে দ্বিতীয় উইকেটে ৮১ রানের মধ্যে ওয়াশব্রুক করেছিলেন ৫২। পরে দ্বিতীয় উইকেটে হাটন আর কমটন ধীরে-ধীরে সতর্কভাবে খেলে যখন ভারতীয় বোলিং-এর মনোবল ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছেন, এমন সময় আকস্মিকভাবে অমরনাথের একটি চমৎকার ইনসুয়িঙ্গারে পরাস্ত হ'য়ে কমটন মাত্র ৫১ রান ক'রে ফিরে গেলেন। যুদ্ধের সময় ভারতে ক্রিকেট খেলতেন ডেনিস কমটন—অতএব ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ভালোই জানা ছিলো কমটনের হাত খুলে গেলে তিনি কেমন খেলেন। এর পরে হাটন আর হার্ডস্টাফও পর পর আউট হ'য়ে গেলেন, দিনের শেষে হ্যামণ্ড রইলেন অপরাজিত ৪৫।

খেলার দ্বিতীয় দিনেও আবার বৃষ্টি পড়লো—এবং রোদের মধ্যে খেলতে পাবেন বলে পাতৌদি যে আশা পোষণ করেছিলেন সেটা ভেস্তে গেলো। ইংলণ্ড পর্যন্ত ঐ আবহাওয়ায় ভালো খেলতে পারলে না—মাত্র এক ঘণ্টায় ৫৮ রান যোগ ক'রে ইংলণ্ডের শেষ ছটি উইকেট প'ড়ে গেলো। অমরনাথ আর মানকড় চমৎকার বল করেছিলেন। অমরনাথ লর্ডস টেস্টের মতো এবারও পেলেন পাঁচটি উইকেট, বাকি পাঁচটি উইকেট পেলেন মানকড়। কেবল হ্যামণ্ড এই দু-জনকে খানিকটা আস্থার সঙ্গে খেলতে পেরেছিলেন—বাকি সবাই জবুথবুভাবে খেলবার চেষ্টা ক'রে একের পর এক আউট হ'য়ে গেলেন।

কিন্তু ইংলণ্ডের শেষ উইকেটগুলি যেভাবে হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেলো, তাতেই আন্দাজ করা গিয়েছিলো বেডসার ও সঙ্গীসাথীদের সামনে ভারতীয়রা দাঁড়াতে পারবেন না। এবং সে-আশঙ্কা পূর্ণ হ'তে বেশি দেরি হয়নি—কেবল মার্চেন্ট আর মুস্তাক প্রথম উইকেটে তাকলাগানো চমকপ্রদ ক্রিকেট খেলে সেই বিপর্যয়কে যৎকিঞ্চিৎ বিলম্বিত করেছিলেন—বাকি উইকেটগুলো বেশ দ্রুত লয়েই ধরণীতলে পতিত হ'তে লাগলো।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

লেন হাটন	ক. মুস্তাক আলি	ব. মানকড়	৬৭
সিরিল ওয়াশব্রুক	ক. হিণ্ডলেকার	ব. মানকড়	৫২
ডেনিস কমটন	লেগ-বিফোর	ব. অমরনাথ	৫১
* ওয়ালি হ্যামণ্ড		ব. অমরনাথ	৬৯
জো হার্ডস্টাফ	ক. মার্চেণ্ট	ব. অমরনাথ	৫
† পল গিব		ব. মানকড়	২৪
জ্যাক আইকিন	ক. মানকড়	ব. অমরনাথ	২
বিল ভোসে		ব. মানকড়	০
আর. পলার্ড	অপরাজিত		১০
আলেক বেডসার	লেগ-বিফোর	ব. অমরনাথ	৮
ডগ রাইট	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	০
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৪)			৬
			২৯৪

পতন : ৮১ (ওয়াশব্রুক); ১৫৬ (কমটন); ১৮৬ (হাটন); ১৯৪ (হার্ডস্টাফ); ২৫০ (গিব); ২৬৫ (আইকিন); ২৭০ (ভোসে); ২৭৪ (হ্যামণ্ড); ২৮৭ (বেডসার); ২৯৪ (রাইট)।

দশ বৎসর আগে বিজয় মার্চেণ্ট আর মুস্তাক আলি এই ওল্ড ট্রাফর্ড মাঠেই এক দুর্লভ রৌদ্রসতেজ টেস্টম্যাচে ইংলণ্ডের বিরাট রানের বোঝা মাথায় ক'রে নেমে ঝকঝকে ক্রিকেট খেলেছিলেন—মার্চেণ্টের কেতাবি ক্রিকেটের পাশাপাশি ছিলো মুস্তাকের সানন্দ ও ব্যক্তিগত রচনাশৈলী। দশ বছর পরে এক মেঘলা দিনে তাঁরা যেন তাঁদের খেলা মধ্য দিয়ে সেই হারানো রৌদ্রের উচ্ছ্বাস ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছিলেন। মুস্তাক আগের মতোই স্বয়ংরচিত, স্বয়ন্তর ও সংরক্ত ; মার্চেণ্ট আরো পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এই দুই বিপ্রতীপ ভঙ্গিমার খেলোয়াড় এমন অনায়াসে উইকেটের চারপাশে মেরে রান তুলতে লাগলেন যে অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের রান ১০০ পেরিয়ে এলো।

কিন্তু হঠাৎ চায়ের পরে এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে ভারত সাতটি উইকেট খুইয়ে বসলো। প্রথম উইকেটের জুটি যে চোখ-ঝলশানো ১২৪ রান সংগ্রহ করেছিলেন, তা এইভাবে, নিরর্থক হ'য়ে উঠলো। পলার্ডের একটি নিচু

মাটিঘেঁষা বলে মুস্তাক অপসৃত হবামাত্র পলার্ড রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতো বল করতে লাগলেন : হাফিজ, মানকড়, মার্চেণ্ট—পর-পর আউট হ'য়ে ফিরে গেলেন। হাজারে, মোদি ও অমরনাথ বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না—মাত্র ২২ রানে ৬টি উইকেট প'ড়ে গেলো। কোনো উইকেট না-খুইয়ে ১২৪ রান থেকে ৭ উইকেটে ১৬০ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করলে ভারত। তৃতীয় দিন সকালে আর মাত্র ১০ রান যোগ ক'রেই ভারতের সবাইআউট হ'য়ে গেলো ; ইংলণ্ড ১২৪ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দফার খেলা শুরু করলে।

ভারত : প্রথম দফা

বিজয় মার্চেণ্ট	ক. বেডসার	ব. পলার্ড	৭৮
এস. মুস্তাক আলি		ব. পলার্ড	৪৬
আব্দুল হাফিজ		ক. ও ব. পলার্ড	১
বিন্নু মানকড়		ব. পলার্ড	০
বিজয় হাজারে		ব. ভোসে	৩
রুসি মোদি	ক. আইকিন	ব. বেডসার	২
* পাতৌদির নবাব		ব. পলার্ড	১১
লালা অমরনাথ		ব. বেডসার	৮
এস. ডাবলিউ. সোহনি		ক. ও ব. বেডসার	৩
সি. টি. সারভাতে	ক. আইকিন	ব. বেডসার	০
† ডি. ডি. হিণ্ডলেকার	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ-বাই ৫, নো-বল ২)			১৭
			১৭০

পতন : ১২৪ (মুস্তাক আলি) ; ১৩০ (হাফিজ) ; ১৩০ (মানকড়) ; ১৪১ (মার্চেণ্ট) ; ১৪১ (হাজারে) ; ১৪৬ (মোদি) ; ১৫৬ (অমরনাথ) ; ১৬৮ (সোহনি) ; ১৬৯ (সারভাতে) ; ১৭০ (পাতৌদি)।

ভোসে	২০	৩	৪৪	১
বেডসার	২৯	৯	৪১	৪
পলার্ড	২৭	১৬	২৪	৫
রাইট	২	০	১২	০
কমটন	৪	০	১৮	০

আইকিন	২	০	১১	০
হ্যামণ্ড	১	০	৩	০

ইংলণ্ড যখন দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে গেলো, অমরনাথ-মানকড় কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি। মাত্র ৮৪ রানে ইংলণ্ড পাঁচটি উইকেট খুইয়ে বসলো, কিন্তু কমটন ছিলেন তখনও—আইকিন যতক্ষণ খুঁটি আগলে দাঁড়িয়ে রইলেন, কমটন উইকেটের চার পাশে মেরে ৭১ রান ক'রে নিলেন। আইকিন অবশ্য মানকড়ের বলে একটি ক্যাচ তুলেছিলেন—সে-ক্যাচটা না-ফশকালে আর কেউ ও-উইকেটে টিকে থেকে কমটনকে হাত খুলে মারবার সুযোগ দিতে পারতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু আর-কোনো উইকেট পড়লো না—হ্যামণ্ড পাঁচ উইকেটে ১৫৩ রানে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। তখন খেলার বাকি মাত্র তিন ঘণ্টা—অর্থাৎ ১৮০ মিনিটে ভারতকে ২৭৮ রান করতে আহ্বান করা হ'লো, যার ফলে সবাই ধ'রে নিলেন খেলাটি শেষ পর্যন্ত নিরুত্তেজকভাবে অমীমাংসিত হবে।

কিন্তু ক্রিকেটের বিধাতা ক্রিকেটের পণ্ডিতদের নিয়ে রসিকতা করতে খুবই ভালোবাসেন।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

লেন হাটন	ক. হিণ্ডলেকার	ব. অমরনাথ	২
সিরিল ওয়াশব্রুক	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	২৬
ডেনিস কমটন	অপরাজিত		৭১
* ওয়ালি হ্যামণ্ড	ক. হাফিজ	ব. মানকড়	৮
জো হার্ডস্টাফ		ব. অমরনাথ	০
† পল গিব	ক. মোদি	ব. অমরনাথ	০
জ্যাক আইকিন	অপরাজিত		২৯
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ১০, ওয়াইড ১)			১৭
		৫ উইকেটে ঘোষিত	১৫৩

পতন : ৭ (হাটন); ৪৮ (ওয়াশব্রুক); ৬৮ (হ্যামণ্ড); ৬৮ (হার্ডস্টাফ); (৮৪ গিব)।

অমরনাথ	৩০	৯	৭১	৩
হাজারে	১০	৩	২০	০
মানকড়	২১	৬	৪৫	২

যেই তিন রানের মধ্যে পলার্ড অপ্রত্যাশিতভাবে মার্চেণ্ট ও মুস্তাককে ফিরিয়ে দিলেন, এবং আরো দু-রান যোগ হ'তে-না-হ'তেই বেডসার ফিরিয়ে দিলেন পাতৌদিকে, অমনি খেলাটা আবার উত্তেজনায় ভ'রে গেলো। হাজারে আর মোদি জুটি বেঁধে যোগ করলেন মনোবলে ভরা দুঃসাহসী ৭৪ রান, কিন্তু চায়ের বিরতির পর বেডসার বল করলেন, আগুনের মতো। এক সময় খেলার অবস্থা দাঁড়ালো এই রকম: খেলা শেষ হ'তে বাকি ৭৫ মিনিট, আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন, আলো কম এবং ভারতের হাতে মাত্র ৪ উইকেট। আব্দুল হাফিজ এই সময়ে তেজিয়ান ক্রিকেট খেলে ৩৫ রান করলেন। শেষ উইকেট জুটি সোহনি ও হিণ্ডলেকার যখন খেলছেন, তখন খেলা শেষ হ'তে পনেরো মিনিট বাকি। হ্যামণ্ড ফিল্ড সাজালেন, ব্যাটস-ম্যানের গা ঘেঁষে, বেডসার ও পলার্ড বল করছেন, জয়ের আশায় উৎফুল্ল ও প্রেরণাময়, কিন্তু শেষ জুটি সেই প্রবল আক্রমণ তীব্র উত্তেজনার মধ্যে ঠেকিয়ে রাখলো। খেলা শেষ হ'লো রোমাঞ্চকরভাবে অমীমাংসিত।

ভারতীয় দল নির্বাচনের পদ্ধতি যে অতীব রহস্যময়, এই খেলায় তার চমৎকার প্রমাণ হ'লো। সারভাতে কেন যে টেস্ট খেললেন, বোঝাই গেলে না। সোহনি খেললেন নতুন বলে আক্রমণ রচনা করবার জন্যে, অথচ ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি বলই করলেন না। তাঁর বল কার্যকর হবে না, এটা যদি জানা কথাই তবে শুঁটে বাড়ুজ্যে থাকতে তাঁকে দলে নেয়া হয়েছিলো কেন? না কি কেউ স্ফটিকের গোলকে দেখতে পেয়েছিলেন খেলার শেষ মিনিট কটায় তিনি পা বাড়িয়ে ফরোয়ার্ড খেলে হার থেকে ভারতকে বাঁচালেন? ভারতীয় দলের সেরা ফিল্ডসম্যান ছিলেন গুল মহম্মদ—অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে সারভাতেকে দলে নেবার যুক্তি ছিলো কতটুকু। এ-সব হিং টিং ছট প্রশ্ন অনবরতই আজ আমাদের মনে পড়ে। হয়তো তস্করের প্রবচনীয় পলায়নের পর নির্বাচকদেরও কোনোকালে টনক নড়েছিলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিজয় মার্চেন্ট	ক. আইকিন	ব. পলার্ড	০
এস. মুস্তাক আলি		ব. পলার্ড	১
*পাতৌদির নবাব		ব. বেডসার	৪
বিজয় হাজারে		ব. বেডসার	৪৪
রুসি মোদি		ব. বেডসর	০
বিন্নু মানকড়	ক. পলার্ড	ব. বেডসার	৫
আব্দুল হাফিজ		ক. ও ব. বেডসার	৩৫
লালা অমরনাথ		ব. বেডসার	৩
এস. ডাবলিউ সোহনি	অপরাজিত		১১
সি. টি. সারভাতে	ক. গিব	ব. বেডসার	২
† ডি. ডি. হিণ্ডলেকার	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৮)			৩১
		৯ উইকেটে	১৫২

পতন : ০ (মার্চেন্ট) ; ৩ (মুস্তাক আলি) ; ৫ (পাতৌদি) ; ১৯ (মোদি) ; ৮৪ (মানকড়) ; ৮৭ (হাজারে) ; ১১৩ (অমরনাথ) ; ১৩২ (হাভিজ) ; ১৩৮ (সারভাতে)।

ভোসে	৬	৫	২	০
বেডসার	২৫	৪	৫২	৭
পলার্ড	২৫	১০	৬৩	২
রাইট	২	০	১৭	০
কমটন	৩	১	৫	০

তৃতায় টেস্ট : ওভাল ; আগস্ট ১৭, ১৯ ও ২০, ১৯৪৬

'রাবার'-এর শরিক হ'তে হ'লে এখন ওভালে জেতা ছাড়া ভারতের আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু তার সম্ভাবনা কতটুকু ? অমরনাথ ও মানকড় অল্প রানে ইংলণ্ডকে নামিয়ে দিতে সক্ষম, সত্যি ; কিন্তু ভারতের ব্যাটিং দুর্বল ও মেরুদণ্ডহীন ; ভারতের নিষ্প্রাণ উইকেটে মস্ত-মস্ত রান করতে অভ্যস্ত সব খেলোয়াড়রা ইংলণ্ডের মাঠে নাস্তানাবাবুদ ও নাজেহাল। কেবল মার্চেন্ট আছেন

নির্ভরযোগ্য, অন্য সবাই একবার ভালো খেলেন তো তারপরে দু-বার অকথ্য খেলেন। এক হয়, পাতৌদি যদি আবারও টসে জেতেন, আবহাওয়া যদি ভালো থাকে, ভারত যদি দ্রুত রান তুলতে পারে, এবং ইংলণ্ডকে যদি বৃষ্টিভেজা উইকেটে বেকায়দায় পাওয়া যায়....অতগুলো 'যদি' শামলে উঠতে পারলেই ভারতের পক্ষে জয়লাভ সম্ভব।

পাতৌদি আবারও টসে জিতলেন (পরে তাঁর পুত্র মনসুর আলি খানও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৪-৬৫ সালে সবগুলো টেস্টে টসে জিতবেন), কিন্তু বৃষ্টির জন্য প্রথম দিনে বেলা সাড়ে-চারটের আগে খেলা শুরু হ'তে পারলো না—মাত্র নব্বুই মিনিট খেলা সম্ভব হ'লো, আর তার মধ্যে মার্চেণ্ট আর মুস্তাক আলি বেডসারের প্রাথমিক দুর্যোগ শামলে ৭৮ রান ক'রে অপরাজিত র'য়ে গেলেন। দীর্ঘ জুটির সম্ভাবনা অচিরেই লুপ্ত হ'লো, যখন ৫৯ রান ক'রে মুস্তাক আলি রান আউট হ'য়ে গেলেন। ম্যানচেস্টারের মতো এবারও ভারতীয় ব্যাটিং ধ্বংসে পড়বার উপক্রম হ'লো, কিন্তু মার্চেণ্ট রইলেন শক্ত নোঙর, অবলীলাক্রমে সেঞ্চুরি করলেন। তারপর ১২৮-এর রানের মাথায় মার্চেণ্টও অপ্রত্যাশিতভাবে রান আউট হ'য়ে গেলেন। তখন তাঁর জুটি ছিলেন মানকড়; তিনি অ্যালফ গোভারের বল চমৎকার ড্রাইভ করেছেন মিড-অনে, মার্চেণ্ট দৌড় শুরু করেছেন—কিন্তু মানকড় তাঁকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন; সহজেই ক্রিজে পৌঁছুনো যেতো, যদি-না আর্সেনাল ও ইংলণ্ডের বিখ্যাত ফরোয়ার্ড কমটন বাঁ পায়ে বলটাকে মেরে সোজা উইকেট ভেঙে দিতেন। ৩০৫ মিনিট উইকেটে ছিলেন মার্চেণ্ট, ইংলণ্ডের কোনো বোলারই তাঁর খেলায় কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি—নেহাৎ দৈব বিরূপ না-হ'লে এভাবে তিনি আউট হতেন না। মানকড় পিটিয়ে খেলে রান করলেন ৪২, আর সোহনি রইলেন ২৯ রানে অপরাজিত।

ভারত : প্রথম দফা

বিজয় মার্চেণ্ট	রান-আউট		১২৮
এস. মুস্তাক আলি	রান-আউট		৫৯
* পাতৌদির নবাব		ব. এডরিচ	৯
লালা অমরনাথ		ব. এডরিচ	৮
বিজয় হাজারে	ক. কমটন	ব. গোভার	১১
রুসি মোদি		ব. স্মিথ	৭২

আব্দুল হাফিজ		ব. এডরিচ	১
বিনু মানকড়		ব. বেডসার	৪২
এস. ডাবলিউ সোহনি	অপরাজিত		২৯
সি. এস. নাইডু	ক. ওয়াশব্রুক	ব. বেডসার	৪
† ডি. ডি. হিণ্ডলেকার	লেগ-বিফোর	ব. এডরিচ	৩
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৫, নো-বল ৪)			১০
			৩৩১

পতন : ৯৪ (মুস্তাক আলি) ; ১২৪ (পাতৌদি) ; ১৪২ (অমরনাথ) ; ১৬২ (হাজারে) ; ২২৫ (মোদি) : ২২৬ (হাফিজ) ; ২৭২ (মার্চেণ্ট) ; ৩২৫ (নাইডু) ; ৩৩১ (হিণ্ডলেকার)।

গোভার	২১	৩	৫৬	১
বেডসার	৩২	৬	৬০	২
স্মিথ	২১	৪	৫৮	১
এডরিচ	১৯.২	৪	৬৮	৪
ল্যাঙরিজ	২৯	৯	৬৪	০
কমটন	৫	০	১৫	০

হাটন আর ওয়াশব্রুক ইংলণ্ডের ইনিংস শুরু করলেন চমৎকারভাবে ; মধ্যে মধ্যে অমরনাথের বলে একটু আস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেও প্রাথমিক আক্রমণের ধার তাঁরা শামলে নিলেন। কিন্তু মানকড় বল করতে আসবামাত্র খেলার মোড় আচমকা ঘুরে গেলো। পরিবর্তমান ফ্লাইট আর বিষাক্ত স্পিন আর বলের গতির অদলবদল—এই হচ্ছে মানকড়ের অস্ত্র। এবং ইংলণ্ডের রান যখন ৪৮, ওয়াশব্রুক মানকড়ের বলে শর্ট লেগে ক্যাচ তুলে দিয়ে প্রস্থান করলেন এবং হাটনও অবিলম্বে তাঁর জুটির অনুসরণ করলেন। তারপরেই আউট হলেন ফিশলক, নাইডুর বলে মার্চেণ্টের হাতে ধরা প'ড়ে। কমটন আর হ্যামণ্ড কোনোক্রমে বাকি সময়টুকু শামলে দিলেন—কিন্তু হ্যাটা মানকড়ের লোপ্পা ঝোলানো বলের সঙ্গে কী ভাবে যুঝবেন, বুঝতে না- পরে তাঁরা এগিয়ে-পেছিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন—মনে হচ্ছিলো কেউ যেন সুতোর টানে পুতুল নাচাচ্ছে।

এই অবস্থায় তৃতীয় দিনের খেলা বৃষ্টিতে ভেসে গেলো। খেলা যে-অবস্থায় ছিলো, তাতে ইংলণ্ডের পক্ষে জয়ের কোনো কথাই ওঠে না, বরং মানকড়-

অমরনাথ-নাইডুর বল সফল হ'লে ইংলণ্ড হেরেও যেতে পারে। অন্তত লণ্ডন 'টাইমস'-এর মনে হয়েছিলো যে ভারতীয়রা সুনিশ্চিত জয় থেকে বঞ্চিত হয়েছেন : 'বৃষ্টি ভেজা ওভালের উইকেটের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা এই ভেবে বেদনা পেয়েছেন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করবার অমন সুযোগটা হাতছাড়া হ'য়ে গেলো। কিন্তু এটা তাঁদের অহেতুক বিনয়, কেননা এই বছর তাঁরা তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে বিশ্ব-ক্রিকেটে তাঁদের দেশ সেই নির্বাচিত কয়েকটি দেশের অন্তর্ভুর্ত, যাঁদের খেলার মানটেস্ট পর্যায়ের উপযোগী।'

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

লেন হাটন	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	২৫
সিরিল ওয়াশব্রুক	ক. মুস্তাক আলি	ব. মানকড়	১৭
এন. রি. ফিশলিক	ক. মার্চেণ্ট	ব. নাইডু	৮
ডেনিস কমটন	অপরাজিত		২৪
* ওয়ালি হ্যামণ্ড	অপরাজিত		৯
বিল এডরিচ	ব্যাট করেননি		—
জেমস ল্যাঙরিজ	ব্যাট করেননি		—
টি. বি. পি. স্মিথ	ব্যাট করেননি		—
† গডফ্রে ইভান্স	ব্যাট করেননি		—
অ্যালেক বেডসার	ব্যাট করেননি		—
অ্যালফ গোভার	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ১১, লেগ-বাই ১)			১২
		৩ উইকেটে	৯৫

পতন : ৪৮ (ওয়াশব্রুক); ৫৫ (হাটন); ৬৬ (ফিশলক)।

অমরনাথ	১৫	৬	৫০	০
সোহনি	৪	৩	২	০
হাজারে	২	১	৪	০
মানকড়	২০	৭	২৮	২
নাইডু	৯	২	১৯	১

পাঁচ : অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭-৪৮

১৯৪৭ সালে ভারত দু-টুকরো হ'লো, আর স্বাধীন হ'লো। আর স্বাধীনতা পাবার চার মাসের মধ্যেই লালা অমরনাথের নেতৃত্বে ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে গেলো। পাঁচটি টেস্টের সিরিজ, আর প্রতিটি টেস্ট ছ-দিনের—এই তথ্য থেকে অনুমান করা যায় অস্ট্রেলিয়া ভারতকে মোটেই দুর্বল ব'লে গণ্য করেনি। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট তখন বিশ্বক্রিকেটে শক্তির তুঙ্গ শীর্ষে এই দল ইংলণ্ডকে হারিয়েছে কয়েকদিন আগে, দক্ষিণ আফ্রিকাকে থেঁৎলে দিয়েছে, ওয়েস্ট ইনডিজকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি। আছেন স্বয়ং ডনাল্ড ব্র্যাডম্যান, 'বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে কার্যকর রান সংগ্রহের যন্ত্র'; লিণ্ডসে হ্যাসেট—তাঁকে আউট করতে গিয়ে যে-কোনো শক্তিশালী দল হিমশিম খেয়ে যায়, বিল ব্রাউন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ন্যাটা ওপেনিং ব্যাট—আর্থার মরিস, জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের একজন নীল হার্ভে, কীথ মিলার ও রে লিণ্ডওয়াল, জনস্টন, জনসন, ডন ট্যালন, কলিন ম্যাককুল, রিং এবং অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের ঝোড়ো ব্যক্তিত্ব সিড বার্নস। ভারতীয়দের প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর এই দুর্দান্ত অস্ট্রেলীয় দলের বিরুদ্ধে। সুতরাং ভারত যে একটা বিষম ঠ্যাঙানি খাবে, এ-কথা দেয়ালের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিলো।

কিন্তু সেই অস্ট্রেলীয় গ্রীষ্মের সবটুকু কৃতিত্বই অস্ট্রেলিয়া আত্মসাৎ ক'রে নেয়নি। অ্যাডেলাইড টেস্টের দু-ইনিংসেই হাজারে দুটি মহীয়ান সেঞ্চুরি করলেন, যখন অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণ রচনার ভার মিলার-লিণ্ডওয়াল, ম্যাককুল-জনসন ও টশাকের হাতে—এবং তাঁরা তখন প্রতিভার মধ্যগগনে। এই বোলার-দের নাম চোখের সামনে রাখলেই, হাজারের মনোবল ও দক্ষতা স্বতঃপ্রকাশ হ'য়ে ওঠে। বিনু মানকড় মেলবোর্নের দুই টেস্টে দুটি সেঞ্চুরি করেছিলেন তাঁর সেই খোলামেলা ও উদ্ধত ভঙ্গিমায়, আর সেই সঙ্গে ছিলো তাঁর অপার্থিব বাঁ-হাতি স্পিন বল, যা এমনকি ব্র্যাডম্যানকেও অনেক সময় ভাবিয়ে তুলেছিলো। অমরনাথ তাঁর সুয়িং বল ছাড়া ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্নে হাঁকিয়েছিলেন অপরাজিত ২২৮ রান, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক (এখনকার অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেলের মাতামহ) ভিক রিচার্ডসনের মতে যে-ইনিংস ছিলো 'পৃথিবীর মহত্তম ব্যাটিং প্রদর্শনী'র অন্যতম। দাত্তু ফাড়কার, দলের 'শিশু'

অ্যাডেলাইড সেঞ্চুরি ও দুর্দান্ত মিডিমাম পেস বল ক'রে ক্রমেই গণ্য হচ্ছিলেন দলের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ব'লে।

ভারতীয় দল কি আরো যোগ্য টক্কর দিতে পারতো না অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে? আজ আমরা জল্পনাই করতে পারি, কিন্তু কী হতাশা জাগানো সেই জল্পনা! দলে নির্বাচিত হ'য়েও যেতে চাননি বিজয় মার্চেণ্ট,—স্যর জ্যাক হবস ১৯৩৬ সালেই যাকে বিশ্বের একজন সেরা ওপেনিং ব্যাট ব'লে বর্ণনা করেছিলেন। যাননি রুসি মোদি, এ-দেশের মাঠে তিনি তখন সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি হাঁকাচ্ছেন—খেলার হাত তখন তাঁর চমৎকার খুলে গিয়েছিলো। যাননি মুস্তাক আলি, যিনি ইচ্ছে করলে পৃথিবীর যে-কোনো বোলিংকে ভির্মি খাইয়ে দিতে পারতেন। আর যাননি মামুদ, যিনি পরে পাকিস্তানের হ'য়ে খেলে ৩৪টি টেস্টে সংগ্রহ করেছিলেন ১৩৯ টি উইকেট।

না-যাবার কারণ কী? মার্চেণ্ট কৈফিয়ৎ দিলেন অসুখের, মোদিও তাই; মুস্তাক আলি আত্মীয় বিয়োগে কাতর ও বিধুর; আর ফজল মামুদ লাহোর থেকে বোম্বাই যাবার বিমান ভাড়া চেয়েছিলেন—কারণ ৪৬-৪৭-এর দাঙ্গা বিধ্বস্ত ভারতে ট্রেনে চেপে বোম্বাই যেতে তাঁর সাহস হয়নি—কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের কর্মকর্তারা তাঁকে বিমান ভাড়া দিতে রাজি হননি। মুস্তাক আলি অবশ্য, শেষ মুহূর্তে যেতে রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু কর্মকর্তারা তখন অভিমান ক'রে ব'সে আছেন।

কারু-কারু না-যাবার কারণ হয়তো আরও গভীর। আমাদের দেশের ক্রিকেটাররা প্রায় সবাই অধিনায়ক হবার জন্য এক পা বাড়িয়ে আছেন—এবং সেটা হয়তো, দলের মধ্যে নানা বিরোধী শিবির ও ঝক্কিঝামেলা সৃষ্টি হবার অন্যতম কারণ, এই তথ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্চেণ্ট পরের বছর ওয়েস্ট ইনডিজের বিরুদ্ধেও টেস্ট খেলেননি—ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন সেই সিরিজেও লালা অমরনাথ। কিন্তু ১৯৫১-৫২ সালে বিজয় হাজারের অধিনায়কত্বে নাইজেল হাওয়ার্ডের ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলে মার্চেণ্ট রান করেছিলেন ১৫৪। মার্চেণ্ট সেই দুর্লভ ক্রিকেটার—যাঁর শেষ দুটি টেস্ট ইনিংস সেঞ্চুরি।

কিন্তু এ-সমস্ত কেচ্ছা থেকে একটা জিনিশ প্রায় স্পষ্ট: আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্রিকেটারই দলের বা দেশের জন্য না খেলে নিজের জন্য খেলতেন। হয়তো পরাধীন দেশে জন্মালে মনের ভাব এই রকম স্বার্থপর ও বুদ্ধিহীন হ'য়ে

যায়—দেশের বা দলের জন্য টান জন্মায় না। কিন্তু যেসব ক্রিকেটার এখন খেলছেন, তাঁদের অনেকের মুখেই বুলি ফুটেছিলো স্বাধীনতার পরে—আমরা আশা করবো খেলা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা নিশ্চয়ই অন্যরকম হবে। যদিও কর্ম-কর্তাদের অনেকেই এখনো সেই পুরোনো 'ট্র্যাডিশন' বজায় রাখবার পক্ষপাতী।

হ'তো পঞ্চ 'ম'-কার; মার্চেন্ট, মুস্তাক, মানকড়, মোদি ও মামুদ; তার বদলে মানকড়ের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া গেলেন রায় সিং, রণবীর সিংজী, সারভাতে (আবারও!) ও রঙ্গচারী। এবার শুঁটেকে নেয়া হয়নি, তবে আরেকজন বঙ্গীয় যুবক দলে স্থান পেয়েছিলেন—প্রবীর সেন।

আজকে পুরো সফরটি সামগ্রিকভাবে বিচার ক'রে দেখলে হয়তো নানারকম মন-খারাপ-করা তথ্যের পাশাপাশি কারু-কারু ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ভাস্বর হ'য়ে দেখা যায়—কিন্তু সামগ্রিকভাবে ও-রকম অকথ্য খারাপ ফিল্ডিং দল কখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেনি—যদিও প্রবীর সেন, ফাড়কার, মানকড়, অমরনাথ গুল মহম্মদ ও একেবারে শেষ দিকে অধিকারী ভালো ফিল্ডিং করেছিলেন। কেউ কেউ পণ্ডিতি ক'রে বলেছেন, ব্র্যাডম্যান, হ্যাসেট, মিলার, হার্ভে, মরিস বার্নস এঁদের জন্য ঠিকভাবে ফিল্ড সাজতে পারেননি অমরনাথ—কিন্তু ক্যাচের পর ক্যাচ ফশকালে ফিল্ডিং অদলবদল ক'রেই-বা কী লাভ। তবু তো এই দল নিয়েই অমরনাথ দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিচ্ছিলেন—বৃষ্টি না হ'লে ভারত মেলবোর্নে তৃতীয় টেস্ট খেলতে যেতো ১-১।

প্রথম টেস্ট : ব্রিসবেন ;
নভেম্বর ২৮, ২৯, ডিসেম্বর ১, ২, ৩ ও ৪, ১৯৪৭

ডনাল্ড ব্র্যাডম্যান টসে জিতেই ব্যাট করবেন ব'লে স্থির করলেন, এবং খেলার অর্ধেকটা জিতে গেলেন। ব্রাউন আউট হ'তেই খেলার বাকি অর্ধেকটা তিনি জিতে নিলেন, যখন উইকেটের চারপাশে মেরে ঝড়ের বেগে রান তুলতে লাগলেন। অকথ্য ফিল্ডিং তাঁর সহায় ছিলো; ছোটো-ছোটো অতর্কিত রান চুরি ক'রে তিনি আক্রমণের ছন্দ ভেঙে দিচ্ছিলেন, এবং সবটাই ছিলো আগে থেকে ছ'কে রাখা—এমন নির্বিকার যান্ত্রিক ভঙ্গিতে খেলাটি তিনি কুক্ষিগত ক'রে নিয়েছিলেন। জ্যাক ফিঙ্গলটন লিখেছেন, 'ভারত তার সেরা দল নিয়ে খেলতে আসেনি সত্যি, কিন্তু খেলার ফলাফল অন্যরকম হ'তো, যদি ভারতের তরুণ খেলোয়াড়রা ফিল্ডিং-এ একটু তৎপর হতেন। অন্তত এই বিভাগে

ভারতীয়রা অস্ট্রেলিয়ার ধারে কাছেও আসতে পারতো না। যদি সফর থেকে ভারতীয় ক্রিকেটাররা কিছু শেখবার মতো পেয়ে থাকেন, সেটা এই ব্যাট-বলের মতোই—কিংবা তার চেয়েও বেশি—ফিল্ডিং একান্ত জরুরি ও সাধনার বস্তু।' তার উপর ইরাণীর উইকেট কীপিংও প্রথম শ্রেণীর খেলার উপযোগী হয়নি। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেটে ২৭৩—ব্র্যাডম্যান অপরাজিত ১৬০। অথচ সব সত্ত্বেও প্রথম দিনের খেলা কিন্তু ব্র্যাডম্যানেরই কুক্ষিগত ছিলো না—মধ্যাহ্ন ভোজের আগে পর্যন্ত অমরনাথ একটানা বল করেছিলেন, আট বলের অস্ট্রেলীয় ওভার, এবং তাঁর বলের হিশেব ছিলো এই রকম: ১৬ ওভার ৭ মেডেন ১৬ রান ১ উইকেট। মনে রাখা উচিত, তখন ব্র্যাডম্যান দারুণ খেলছিলেন।

আরো বৃষ্টি পড়লো এবং খেলা পুনরারম্ভ করা সম্বন্ধে অমরনাথ ও ব্র্যাডম্যানের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিলো। শেষ পর্যন্ত দিনের শেষে মাত্র এক ঘণ্টা খেলা সম্ভব হ'লো, এবং অস্ট্রেলিয়া আরও ৩৬ রান যোগ করলে। রবিবার বিরতির পর সোমবার আট উইকেটে ৩৮২ রানে ব্র্যাডম্যান ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। অমরনাথের বলেই তিনি আউট হলেন শেষ পর্যন্ত, অবশ্য ১৫৮ রান করার পর। কিন্তু এই রান করা অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'তো না, যদি মরিস, হ্যাসেট ও মিলার যে-ক্যাচগুলো তুলেছিলেন সেগুলো ধরা যেতো। উইকেট-রক্ষক ইরানিই ফশকানো ক্যাচগুলোর জন্য প্রধানত দায়ী—কিন্তু ৭টি ক্যাচের সবগুলোই তাঁর ব্যর্থতায় ফশকায়নি।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

বিল ব্রাউন	ক. ইরানি	ব. অমরনাথ	১১
আর্থার মরিস	হিট-উইকেট	ব. সারভাতে	৪৭
* ডন ব্র্যাডম্যান	হিট-উইকেট	ব. অমরনাথ	১৮৫
লিণ্ডসে হ্যাসেট	ক. গুল মহম্মদ	ব. মানকড়	৪৮
কীথ মিলার	ক. মানকড়	ব. অমরনাথ	৫৮
কলিন ম্যাককুল	ক. সোহনি	ব. অমরনাথ	১০
রে লিণ্ডওয়াল	স্টা. ইরানি	ব. মানকড়	৭
† ডন ট্যালন	অপরাজিত		৩
ইয়ান জনসন	ক. রঙ্গনেকার	ব. মানকড়	৬

আর্নি টশাক	অপরাজিত	০
বিল জনস্টন	ব্যাট করেননি	—
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ১, ওয়াইড ১)		৭
	৮ উইকেটে ঘোষিত	৩৮২

পতন : ৩৮ (ব্রাউন) ; ৯৭ (মরিস) ; ১৯৮ (হ্যাসেট) ; ৩১৮ (মিলার) ৩৪৪ (ম্যাককুল) ; ৩৭৩ (লিণ্ডওয়াল) ; ৩৮৩(ব্র্যাডম্যান) ; ৩৮০ (জনসন)।

সোহনি	২৩	৪	৮১	০
অমরনাথ	৩৯	১০	৮৪	৪
মানকড়	৩৪	৩	১১৩	৩
সারভাতে	৫	১	১৬	১
হাজারে	১১	১	৬৩	০
নাইডু	৩	০	১৮	০

ব্রিসবেনের বিষধরা 'আঠালো' উইকেটে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের শোকবিধুর শবযাত্রা শুরু হ'লো ভারতীয় ইনিংস শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই। মাঝে কেবল এক ঝলকের জন্য হাজারে আর অমরনাথ দুটি মহান খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো—কিন্তু ন্যাটা আর্নি টশাকের সেটা উৎসবের দিন। তিনি অবিলম্বেই দু-জনকে কুক্ষিগত করলেন। বাকি ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তিনি মাখনের মধ্যে তপ্ত ছুরিকার মতো বিদ্ধ হলেন। ভারতীয় ইনিংস শেষ হ'লো মাত্র ৫৮ রানে—টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের সেটা সর্বনিম্ন স্কোর। টশাকের বলের খতিয়ান ছিলো এই রকম : ২·৩ ওভার, ১ মেডেন, ২ রান, ৫ উইকেট। অতএব অনুমান করা যায় তাঁর ধূর্ত, কুটিল ও উৎক্ষিপ্ত বল সেদিন উইকেট থেকে কী পরিমাণ সাহায্য আদায় করেছিলো। বলের শেলাইকে ব্যবহার ক'রে মাঝে-মাঝে এমন সবেগে তিনি বলকে মাটি কেটে ঢোকাচ্ছিলেন যে উনিশটি বলেই তিনি ভারতীয় ব্যাটিংকে একেবারে ব্রিসবেনের আঠালো মাটিতে পেড়ে ফেললেন।

ভারত : প্রথম দফা

বিনু মানকড়	ক. ট্যালন	ব. লিণ্ডওয়াল	০
সি. টি. সারভাতে	ক. জনস্টন	ব. মিলার	১২
গুল মহম্মদ		ব. লিণ্ডওয়াল	০
হেমু অধিকারী	ক. ম্যাককুল	ব. জনস্টন	৮
জি. কিষেনচাঁদ	ক. ট্যালন	ব. জনস্টন	১
বিজয় হাজারে	ক. ব্রাউন	ব. টশাক	১০
* লালা অমরনাথ	ক. ব্র্যাডম্যান	ব. টশাক	২২
কে. এম. রঙ্গনেকার	ক. মিলার	ব. টশাক	১
এস. ডবলিউ. সোহনি	ক. মিলার	ব. টশাক	২
সি. এস. নাইডু	অপরাজিত		০
† জে. কে. ইরানি	ক. হ্যাসেট	ব. টশাক	০
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ১)			২
			৫৮

পতন : ০ (মানকড়) ; ০ (গুল মহম্মদ) ; ১৯ (অধিকারী) ; ২৩ (কিষেনচাঁদ) ; ২৩ (সারভাতে) ; ৫৩ (হাজারে) ; ৫৬ (রঙ্গনেকার) ; ৫৮ (অমরনাথ) ; ৫৮ (সোহনি) ; ৫৮ (ইরানি)।

লিণ্ডওয়াল	৫	২	১১	২
জনস্টন	৮	৪	১৭	২
মিলার	৬	১	২৬	১
টশাক	২·৩	১	২	৫

অতএব ফলো-অন। এবং দিনের শেষে চার উইকেটে ৪১ রান। আরো বৃষ্টি পড়লো, এবং উইকেট কাজেই শুকোবার বদলে আবারও আঠার মতো হ'য়ে গেলো। চতুর্থ দিনে খেলা শুরু হ'লো লাঞ্চের পর। হাজারে ও সারভাতে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে যোঝবার চেষ্টা করলেন, স্কোর পৌঁছুলো ৭০-এ। তারপর আবার বৃষ্টি। পঞ্চম দিনে খেলাই হ'লো না। কিন্তু ষষ্ঠ দিনে খেলা শুরু হ'তেই আর মাত্র ২৮ রান যোগ ক'রে সবাই আউট হ'য়ে গেলেন। টশাক এবার পেলেন ২৯ রানে ছ- উইকেট—অর্থাৎ আস্ত খেলায় ৩১ রানে এগারো উইকেট।

কলকাতায় ১৯৩৫-৩৬ সালের বেসরকারি নববর্ষ টেস্টে জ্যাক রাইডারের অস্ট্রেলীয় একাদশের বিরুদ্ধে ভারত করেছিলো ৪৮ ও ১২৭ রান—সেখানে অমরনাথ ও শাহাবুদ্দিন ঐ রকম বিষাক্ত উইকেটে চার্লি ম্যাকার্টনিকে ঠেকাতে চেষ্টা করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়া সে খেলায় প্রথম দফায় করেছিলো মাত্র ৯৯। কিন্তু ব্রিসবেনের এই উইকেটের তুলনায় কলকাতার উইকেট ছিলো স্বর্গ। আর অস্ট্রেলিয়ার বোলিংও রাইডারের দলে এ-রকম ভয়ঙ্কর ছিলো না। অতএব অস্ট্রেলিয়া ইনিংস ও ২২৬ রানে জিতে গেলো। কিন্তু যদি মরিস, হ্যাসেট ও মিলারের ক্যাচগুলো না ফশকাতো—ভারতকে হয়ত ফলো-অন করতে হ'তো না—আর অস্ট্রেলিয়াকেও পাওয়া যেতো ব্রিসবেনের আঠালো উইকেটে। অন্তত সিডনিতে পরের টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে বৃষ্টিভেজা উইকেটে পাবামাত্রই তো অস্ট্রেলিয়ার কেরামতি বোঝা গেলো!

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিনু মানকড়		ব. লিণ্ডওয়াল	৭
সি. টি. সারভাতে		ব. জনস্টন	২৬
গুল মহম্মদ		ব. টশাক	১৩
হেমু অধিকারী	লেগ বিফোর	ব. টশাক	১৩
জি. কিষেনচাঁদ	ক. ব্র্যাডম্যান	ব. টশাক	০
বিজয় হাজারে	ক. মরিস	ব. টশাক	১৮
* লালা অমরনাথ		ব. টশাক	৫
কে. এম. রঙ্গনেকার	ক. হ্যাসেট	ব. টশাক	০
এস. ডাবলিউ. সোহনি	ক. ব্রাউন	ব. মিলার	৪
সি. এস. নাইডু	ক. হ্যাসেট	ব. লিণ্ডওয়াল	৬
† জে. কে. ইরানী	অপরাজিত		২
অতিরিক্ত (বাই ৩, নো-বল ১)			৪
			৯৮

পতন : ১৪ (মানকড়); ২১ (গুল মহম্মদ); ৪১ (অধিকারী); ৪১ (কিষেনচাঁদ); ৭২ (হাজারে); ৮০ (অমরনাথ); ৮০ (রঙ্গনেকার); ৮৯ (সোহনি); ৯৪ (সারভাতে); ৯৮ (নাইডু)।

লিণ্ডওয়াল	১০.৭	২	১৯	২
জনস্টন	৯	৬	১১	১
মিলার	১০	২	৩০	১
টশাক	১৭	৬	২৯	৬
জনসন	৩	১	৫	০

দ্বিতীয় টেস্ট : সিডনি ;

ডিসেম্বর ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮, ১৯৪৭

বৃষ্টি যেন ভারতকে কাবু করবার জন্যই বদ্ধপরিকর। কোথাও কিছু না, খটখটে রোদ, অমরনাথ টস-এ জিতে ব্যাট করবেন সিদ্ধান্ত করেছেন, দু-উইকেট খুইয়ে ৩৮ রান হয়েছে, এমন সময় হৈ-হৈ ক'রে বৃষ্টি নেমে এলো। অতএব ব্যাটিং বিপর্যয় রোধ করবার যাও-বা আশা ছিলো, তাও গেলো। দ্বিতীয় দিনে খেলা সময়মতো শুরু হয়নি বৃষ্টির জন্য, কিন্তু যখন শুরু হ'লো তখন আর ১৫০ রানে ভারতের বাকি সবগুলো উইকেট প'ড়ে গেলো। এবার ব্যাটিং বিপর্যয়ের জন্য কোনো কৈফিয়ত ছিলো না। উইকেট মোটেই ব্রিসবেনের মতো খেলবার অযোগ্য ছিলো না। বিপর্যয়ের শুরু মানকড়কে দিয়ে। পরে তিনি লিণ্ডওয়ালের 'ছানা খরগোশ' ব'লে বিখ্যাত হবেন। তিনি যেন চুক্তি করেছেন লিণ্ডওয়ালকে উইকেট বিলিয়ে দেবেন। আর্থার মরিস যেভাবে আলেক বেডসারের পোষা খরগোশে পরিণত হয়েছিলেন, অনেকটা সেই রকম।

অন্যরাও দায়িত্বজ্ঞানহীন, দুর্বল ব্যাটিংএ নিজেদের পতনের কারণ হলেন। শুধু কিষেনচাঁদ ও ফাড়কার করলেন ৪৪ ও ৫১, সপ্তম উইকেটে যোগ করলেন ৭০ রান। ফাড়কারের এটাই প্রথম টেস্ট—তবু তিনি যে-রকম সাহস ও আস্থার সঙ্গে সোজা ব্যাটে খেলছিলেন, তা প্রবীণ খেলোয়াড়দের পক্ষেও ঈর্ষণীয়। তাঁর খেলায় দক্ষতার সঙ্গে মিশেছিলো বিচারবুদ্ধি—যেটা অন্য অনেকের মধ্যে একান্তই অনুপস্থিত ছিলো। বিপর্যয়ের কারণ অনুমান করা শক্ত—পেশিতে টান ধরায় টশাক ও-টেস্টে খেলেননি। অমরনাথ ও হাজারে যে দুটি বলে আউট হয়েছিলেন, তা তাঁরা খেলবারই চেষ্টা করেননি—ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মাটিতে প'ড়েই মোচড় খেয়ে বল দুটি ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো।

ভারত : প্রথম দফা

বিন্নু মানকড়		ব. লিণ্ডওয়াল	৫
সি. টি. সারভাতে		ব. জনস্টন	০
গুল মহম্মদ	ক. ব্রাউন	ব. মিলার	২৯
বিজয় হাজারে		ব. মিলার	১৬
* লালা অমরনাথ		ব. জনসন	২৫
জি. কিষেনচাঁদ		ব. জনসন	৪৪
হেমু অধিকারী	লেগ-বিফোর	ব. জনস্টন	০
দাত্তু ফাড়কার	ক. মিলার	ব. ম্যাককুল	৫১
সি. এস. নাইডু		ক. ও ব. ম্যাককুল	৬
আমীর ইলাহি	ক. মিলার	ব. ম্যাককুল	৪
† জে. কে ইরানি	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ২)			৭
			১৮৮

পতন : ২ (সারভাতে) ; ১৬ (মানকড়) ; ৫২ (গুল মহম্মদ) ; ৫৭ (হাজারে) ; ৯৪ (অমরনাথ) ; ৯৫ (অধিকারী) ; ১৬৫ (কিষেনচাঁদ) ; ১৭৪ (নাইডু) ; ১৮২ (আমীর ইলাহি) ; ১৮৮ (ফাড়কার)।

লিণ্ডওয়াল	১২	৩	৩০	১
জনস্টন	১৭	৪	৩৩	২
মিলার	৯	৩	২৫	২
ম্যাককুল	১৮	২	৭১	৩
জনসন	১৪	৩	২২	২

ব্রাউনকে রান আউট ক'রে দিলেন মানকড়। হাত থেকে বল বেরুবার আগেই ব্রাউন উইকেট ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ; মানকড় সাবধান ক'রে দিলেন। আগেও অন্য খেলায় মানকড়-ব্রাউন সন্দেশ ছিলো এই রকম : বল করার আগেই রান নেবার জন্য ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ব্রাউন, মানকড় সতর্ক ক'রে দিলেন ; ব্রাউন শুনলেন না, অতএব পরের বারে মানকড় সুযোগ পেয়েই উইকেট ভেঙে দিলেন। সে-খেলা হয়েছিলো সিডনিতেই, অস্ট্রেলীয়

একাদশ বনাম ভারত। এবারও মানকড় ব্রাউনকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, ব্রাউন শোনেননি। অতএব দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া এক উইকেটে ২৮।

তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে বৃষ্টির জন্য কোনো খেলাই হ'লো না। আর পঞ্চম দিনের ক্রিকেট উত্তেজনায় ভ'রে গেলো, যখন দিনের শেষে ভারত জয়ের মুখে এসে দাঁড়ালো। নিজেদের বৃষ্টিভেজা পিচের ওষুধে অস্ট্রেলিয়া ১০৭ রানে সবাই আউট হ'য়ে গেলো। ভারত প্রথম ইনিংসের খেলায় ৮১ রানে এগিয়ে রইলো। মরিস আর ব্র্যাডম্যান আউট হ'তেই বাকি উইকেটগুলো ঝুপঝুপ ক'রে প'ড়ে গেলো। হ্যামেন্‌স দুটো ক্যাচ দিয়ে ২৫ রান করেছিলেন—না-হ'লে অস্ট্রেলিয়ার রান হয়তো একশোও পেরুতো না। ফাড়কার তাঁর চমৎকার ব্যাটিং-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ১৪ রানে তিন উইকেট পেলেন। আর হাজারে তাঁর দ্রুত অফ ব্রেকে ২৯ রানে ৪ উইকেট দখল করলেন, তাঁর শিকারের মধ্যে একজন—স্বয়ং ব্র্যাডম্যান।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

বিল ব্রাউন	রান আউট		১৮
আর্থার মরিস	লেগ-বিফোর	ব. অমরনাথ	১০
* ডন ব্র্যাডম্যান		ব. হাজারে	১৩
লিণ্ডসে হ্যাসেট	ক. অধিকারী	ব. হাজারে	৬
কীথ মিলার	লেগ-বিফোর	ব. ফাড়কার	১৭
আর. এ. হ্যামেন্‌স	ক. অধিকারী	ব. মানকড়	২৫
ইয়ান জনসন	লেগ-বিফোর	ব. ফাড়কার	১
কলিন ম্যাককুল		ব. ফাড়কার	৯
রে লিণ্ডওয়াল		ব. হাজারে	০
† ডন ট্যালন	ক. ইরানি	ব. হাজারে	৬
বিল জনস্টন	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ১)			২
			১০৭

পতন : ২৫ (ব্রাউন) ; ৩০ (মরিস) ; ৪৩ (হ্যাসেট) ; ৪৮ (ব্র্যাডম্যান) ; ৮৬ (মিলার) ; ৯২ (হ্যামেন্‌স) ; ৯২ (জনসন) ; ৯৭ (লিণ্ডওয়াল) ; ১০৫ (ম্যাককুল) ; ১০৭ (ট্যালন)।

ফাড়কার	১০	২	১৪	৩
অমরনাথ	১৪	৪	৩১	১
মানকড়	৯	০	৩১	১
হাজারে	১৩.২	৩	২৯	৪

এবার কৌশল একটা মস্ত ভূমিকা নিলে। তাড়াতাড়ি রান তোলবার জন্য অমরনাথ মানকড়ের সঙ্গে আমীর ইলাহিকে পাঠালেন গোড়াপত্তন করতে; প্রাকৃত বাংলায় 'তাড়ু' ব্যাটসম্যান বলতে যা বোঝায়, আমীর ইলাহি তা-ই। কিন্তু কোনো ইলাহি কাণ্ডই হ'লো না। উইকেট পড়তে লাগলো ঝুপঝুপ। অমরনাথ ব্যাটিং অর্ডার পালটিয়েও দ্রুত রান তুলতে পারলেন না—দিনের শেষে ভারতেব রান উঠলো সাত উইকেটে ৬১। ঐ ১৪২ রানই জেতবার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো, উইকেটের অবস্থা ছিলো এমনই শোচনীয়। কিন্তু ষষ্ঠ দিনে অবিরাম বৃষ্টিতে খেলা ভেসে গেলো। টেস্ট ম্যাচের বাইরে অমরনাথ চমৎকার ব্যাট করছিলেন, কিন্তু পর-পর দুটি টেস্টেই বিশেষ কোনো সুবিধে করতে পারলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে একটি আপত্তি ছিলো এই যে তিনি অত বড়ো ব্যাটসম্যান হওয়া সত্ত্বেও ৭ নম্বরে ব্যাট করতে নামছিলেন। জ্যাক ফিঙ্গলটন লিখেছেন: 'দ্বিতীয় দফায় [যখন অমরনাথের চাল সফল হ'লো না] অমরনাথ ব্যাটিং অর্ডার না-পালটে মস্ত ভুল করেছেন। তাঁর আসা উচিত ছিলো তিন নম্বরে, আর হাজারের চার নম্বরে—কিন্তু তাঁরা নামলেন সাত ও আট নম্বরে। ততক্ষণে আস্ত ইনিংস তালগোল পাকিয়ে ভির্মি খাচ্ছে।' কিন্তু তবু শেষ দিনে খেলা সম্ভব হ'লে ভরতের পক্ষে ৩ উইকেটে জয়লাভ করা মোটেই কঠিন হ'তো না। কিন্তু কী হ'তে পারতো, সে নিয়ে মিথ্যে আপশোশ ক'রে লাভ কী।

ভারত: দ্বিতীয় দফা

বিনু মানকড়		ব. লিণ্ডওয়াল	৫
আমীর ইলাহি	ক. মিলার	ব. জনসন	১৩
জি. কিষেনচাঁদ	ক. ম্যাককুল	ব. জনসন	০
গুল মহম্মদ	ক. ব্র্যাডম্যান	ব. জনসন	৫
সি. টি. সারভাতে	ক. জনসন	ব. জনসন	৩
দাত্তু ফাড়কার	ক. ট্যালন	ব. মিলার	২

লালা অমরনাথ	ক. মরিস	ব. জনসন	১৪
বিজয় হাজারে	অপরাজিত		১৬
হেমু অধিকারী	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ৩)			৬
		৭ উইকেটে	৬১

পতন : ১৭ (মানকড়); ১৯ (কিষেনচাঁদ) ; ২৬ (আমীর ইলাহি) ; ২৯ (সারভাতে) ; ৩৪ (গুল মহম্মদ) ; ৫৩ (ফাড়কার) ; ৫৫ (অমরনাথ)।

লিণ্ডওয়াল	৫	১	১৩	১
জনস্টন	১৩	৫	১৫	৩
মিলার	৬	২	৫	১
জনসন	১৩	৭	২২	২

তৃতীয় টেস্ট : মেলবোর্ন ; জানুয়ারি ১, ২, ৩, ৫, ৬ ও ৭, ১৯৪৮

একটি টেস্ট অমীমাংসিত ও অপরটিতে জয়—এই অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ার দিক থেকে মেলবোর্নের তৃতীয় টেস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিলো। ব্র্যাডম্যান ওরফে অস্ট্রেলিয়া—'রাবার' কুক্ষিগত করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছিলেন। এবং এইজন্যেই সিড বার্নসকে দলে নেয়া হ'লো। সিড বার্নস তখন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কর্মকর্তাদের নেকনজরে নেই : তাঁর ঝোড়ো ব্যক্তিত্ব, একগুঁয়ে জেদ আর প্রচণ্ড পরিহাসপ্রিয়তা তখন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিয়েছে। ক্রিকেটকর্তাদের বিরুদ্ধে তিনি যে মামলা দায়ের করেছিলেন, সেটা তখন অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে জোর খবর। কিন্তু ব্র্যাডম্যান জানতেন সিড বার্নস-এর মূল্য কতটুকু। আর দ্বিতীয় টেস্টের পর এই ভাঙাচোরা ভারতীয় দল সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা শুধরে গিয়েছিলো। অতএব বার্নস অস্ট্রেলীয় দলে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হলেন। এবং ভারতীয় বোলাররা অস্ট্রেলিয়ার পুরো ব্যাটিং শক্তির সামনে গিয়ে পড়লেন।

টসে জিতেছিলেন ব্র্যাডম্যান—মেলবোর্নের দ্রুত, সবুজ পিচে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পেলো অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু ২৯ রানের মাথায় মানকড় তাঁর প্রথম বলেই সিড বার্নসকে ইয়র্কড ক'রে দিলেন। টসে হারা সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে এটা চমৎকার সূচনা। কিন্তু 'অথ ফশকানো ক্যাচ পালা' ও ভারতীয়

গ্রাউণ্ড-ফিল্ডিং-এর টালবাহানায় দ্বিতীয় উইকেট পড়লো ৯৯-তে—অমরনাথের আউটস্যুয়িঙ্গারে আর্থার মরিস সরাসরি পরাস্ত হলেন। অমরনাথ ও মানকড় চমৎকার বল করছিলেন—ব্র্যাডম্যান বা হ্যাসেট কেউই স্বস্তি বোধ করছিলেন না। অতএব খেলা উত্তেজনায় ভ'রে উঠলো।

কিন্তু পিচ কোনোই সাহায্য দিচ্ছে না বোলারদের। সাহায্য দিচ্ছে না দলের লোকেরাও—যাচ্ছেতাই ফিল্ডিং অমরনাথ-মানকড়ের সব চেষ্টাকেই নিরর্থক ক'রে তুলছে। ব্র্যাডম্যান ও হ্যাসেট ঝড় শামলে উঠলেন—জুটির রান হ'লো ১৬৯; এমন সময় মানকড়ের ফাঁদে পা দিলেন হ্যাসেট—লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন। আর খেলার মোড় ঘুরে গেলো। পর-পর আরো পাঁচটা উইকেট প'ড়ে গেলো অস্ট্রেলিয়ার, দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান আট উইকেটে ৩৫৫। এর মধ্যে ফাড়কারের বলে লেগ-বিফোর হবার আগে ব্র্যাডম্যান একাই করেছিলেন ১৩২—আর হ্যাসেট করেছিলেন ৮০। পরের দিন ৩৯৪ রানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দফা শেষ হ'য়ে গেলো। অমরনাথ পেলেন ৭৮ রানে ৪ উইকেট, আর মানকড় ১৩৫ রানে ৪ উইকেট। আগাগোড়া চমৎকার বল করেছিলেন দু-জনে। অমরনাথের বল তেমন দ্রুত নয়—মাঝারি। কিন্তু নতুন বলে তিনি পুরো সফরে এমন চমৎকারভাবে বল করছিলেন যে কোনো ব্যাটসম্যানই কখনো তাঁর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেননি। আর ব্র্যাডম্যানের মতে মানকড়ের স্যাটা স্পিন হেডলি ভেরিটির চেয়েও ভালো। এবং সফর শেষ হবার আগে মানকড় নিজেকে বিশ্বের সেরা অলরাউণ্ডার ব'লেও প্রমাণ ক'রে দিলেন।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

সিড বার্নস		ব. মানকড়	১২
আর্থার মরিস		ব. অমরনাথ	৪৫
* ডন ব্র্যাডম্যান	লেগ-বিফোর	ব. ফাড়কার	১৩২
লিণ্ডসে হ্যাসেট	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	৮০
কীথ মিলার	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	২৯
আর-এ. হ্যামেন্স	স্টা. প্রবীর সেন	ব. অমরনাথ	২৫
রে লিণ্ডওয়াল		ব. অমরনাথ	২৬
† ডন ট্যালন	ক. মানকড়	ব. অমরনাথ	২

ক্রুস ডুল্যাণ্ড	অপরাজিত		২১
ইয়ান জনসন	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	১৬
বিল জনস্টন	রান-আউট		৫
অতিরিক্ত (বাই ১)			১
			৩৯৪

পতন : ২৯ (বার্নস) ; ৯৯ (মরিস) ; ২৬৮ (হ্যাসেট) ; ২৮৯ (ব্র্যাডম্যান) ; ৩০২ (মিলার) ; ৩৩৯ (লিণ্ডওয়াল) ; ৩৪১ (ট্যালন) ; ৩৫২ (হ্যামেন্স) ; ৩৮৭ (জনসন) ; ৩৯৪ (জনস্টন)।

ফাড়কার	১৫	১	৮০	১
অমরনাথ	২১	৩	৭৮	৪
হাজারে	১৬·১	০	৬২	০
মানকড়	৩৭	৪	১৩৫	৪
সারভাতে	৩	০	১৬	০
নাইডু	২	০	২২	০

তাজ্জব হ'য়ে যেতে হয় মানকড়ের সহনশীলতা ও মনের জোর দেখে। অস্ট্রেলিয়ার ঐ রোদে ৩৭ ওভার বল করেছেন, ৮ বলের ওভার, মাথা খাটিয়ে বল করেছেন আগাগোড়া : ফ্লাইট, গতি আর স্পিন বদলেছেন অনবরত ; আর তার পরেই গেছেন ভারতীয় দলের ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে—লিণ্ডওয়াল-মিলার-জনস্টনের খাটো লেংথের ঝোড়ো বলের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাছাড়া লিণ্ডওয়ালের সঙ্গেও তাঁর ব্যক্তিগত বোঝাপড়া করার আছে। এর আগে ছ-বার তাঁকে আউট করেছেন লিণ্ডওয়াল! এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই অবস্থাতেই প্রথম সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব মানকড় অর্জন ক'রে নিলেন। বিশেষ ক'রে লিণ্ডওয়ালের বলেই তিনি ক্রিকেটের যাবতীয় মারের তুবড়ি ছুটিয়ে দিলেন। আউট হলেন পঞ্চম, ১১৬ রান ক'রে, দলের রান তখন ১৯৮।

সারভাতে একদিকের উইকেট আগলে রেখেছেন, আর মানকড়ের ব্যাট হুক, কাট, পুল আর ড্রাইভ বেরিয়ে আসছে একের পর এক। উড়ো তুবড়ির মতো ভারতীয় ইনিংসের সূচনা হ'লো, প্রথম উইকেটে রান হ'লো ১২৪ ; কিন্তু তারপরেই হাজারে আর অমরনাথ চটপট আউট হ'য়ে গেলেন—এবং ভারতীয় ইনিংসের ক্ষণভঙ্গুরত্ব প্রমাণ হ'য়ে গেলো। সবচেয়ে আশ্চর্য, হাজারে ও অমর-

নাথকে পর-পর দু-বলে আউট ক'রে দিলেন সিড বার্নস, যিনি সচরাচর বলই করেন না। আর যখনও-বা করেন, তখন তাঁর বল করার ভঙ্গি হয় প্যাঁচানো, দোমড়ানো, অদ্ভুত ও অলবড্যে। ভারতীয় ব্যাটিং-এর এই দুরবস্থার মধ্যে মানকড় ছাড়া তরুণ ফাড়কার দাঁড়ালেন সাহসী ও একরোখা—তাঁর অপরাজিত ৫৫ রান আবার প্রমাণ ক'রে দিলে মনের জোর থাকলে অস্ট্রেলিয়ার অমন দুর্দান্ত বোলিংকেও শামাল দেয়া কঠিন না।

আকাশে মেঘ জ'মে উঠেছে, বৃষ্টি পড়ে বুঝি, পিচও বোলারদের অনুকূল। অমরনাথ ৯ উইকেটে ২৯১ রানে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। ক্রিকেটের কূট-কৌশলে অমরনাথ পুরো সফরে আগাগোড়া ব্র্যাডম্যানকে ভাবিয়ে তুলেছেন —কখনও স্বস্তি দেননি। অমরনাথের এই চালের উত্তরে ব্র্যাডম্যান এবার পালটা চাল চাললেন ক্যাঙারুর ল্যাজকে ডিগবাজি খাইয়ে সামনে পাঠিয়ে।

ভারত : প্রথম দফা

বিনু মানকড়	ক. ট্যালন	ব. জনস্টন	১১৬
সি. টি. সারভাতে	ক. ট্যালন	ব. জনস্টন	৩৬
গুল মহম্মদ		ক. ও ব. ডুল্যাণ্ড	১২
বিজয় হাজারে	ক. ট্যালন	ব. বার্নস	১৭
* লালা অমরনাথ	লেগ-বিফোর	ব. বার্নস	০
দাত্তু ফাড়কার	অপরাজিত		৫৫
হেমু অধিকারী	স্টা. ট্যালন	ব. জনসন	২৬
রায় সিং	ক. বার্নস	ব. জনসন	২
কে. এম. রঙ্গনেকার		ক. ও ব. জনসন	৬
† প্রবীর সেন		ব. জনসন	৪
সি. এস. নাইডু	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেগ-বাই ৪, নো-বল ১)			১৩
		৯ উইকেটে ঘোষিত	২৯১

পতন : ১২৪ (সারভাতে); ১৪৫ (গুল মহম্মদ); ১৮৮ (হাজারে); ১৮৮ (অমরনাথ); ১৯৮ (মানকড়); ২৬০ (অধিকারী); ২৬৪ (রায় সিং); ২৮০ (রঙ্গনেকার); ২৮৪ (প্রবীর সেন)।

লিণ্ডওয়াল	১২	০	৪৭	০
মিলার	১৩	২	৪৬	০
জনস্টন	১২	০	৩৩	২
জনসন	১৪	১	৫৯	৪
ডুল্যাণ্ড	১২	০	৬৮	১
বার্নস	৬	১	২৫	২

কিন্তু ব্র্যাডম্যানের চতুর পালটা চাল সত্ত্বেও অমরনাথই বুঝি এ-খেলায় কিস্তি মাৎ ক'রে দিলেন। সিড বার্নস সমেত অস্ট্রেলিয়ার ৪ উইকেট প'ড়ে গেলো ৩২ রানে। কিন্তু বৃষ্টিও এলো না, মেঘও কেটে গেলো, এবং ব্র্যাডম্যান ও আর্থার মরিস হাল ধ'রে দাঁড়ালেন। আবারও ক্যাচ ফশকালো, এবং ব্র্যাডম্যান ও মরিস ছু-জনেই সেঞ্চুরি হাঁকালেন। এই প্রথম ব্র্যাডম্যান কোনো টেস্টের ছু-ইনিংসেই সেঞ্চুরি করলেন। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়ালো ৪ উইকেটে ২৫৫। ঐ রানেই ব্র্যাডম্যান অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন।

বৃষ্টি অবশ্য শেষ পর্যন্ত পড়লো—পড়লো তৃতীয় দিন রাত্রে। অতএব চতুর্থ দিন সকালে আবার ভারতীয় দলকে বৃষ্টিভেজা উইকেটে ব্যাট করতে হ'লো। আসলে শনিবার বিকেলেই, যখন মরিস আর ব্র্যাডম্যান জুটি দানা বেঁধেছিলো, তখনই খেলার নিষ্পত্তি হ'য়ে গিয়েছিলো। বাকি খেলাটা তারপরে নেহাৎই নিয়মরক্ষা মাত্র।

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

ইয়ান জনসন	ক. হাজারে	ব. অমরনাথ	০
বিল জনস্টন	লেগ-বিফোর	ব. অমরনাথ	৩
ব্রুস ডুল্যাণ্ড	লেগ-বিফোর	ব. ফাড়কার	৬
সিড বার্নস	ক. প্রবীর সেন	ব. অমরনাথ	১৫
আর্থার মরিস	অপরাজিত		১০০
* ডন ব্র্যাডম্যান	অপরাজিত		১২৭
অতিরিক্ত (বাই ৩, নো-বল ১)			৪
			৪ উইকেটে ঘোষিত ২৫৫

পতন : ১ (জনসন) ; ১১ (জনস্টন) ; ১৩ (ডুল্যাণ্ড) ; ৩২ (বার্নস)।

ফাড়কার	১০	১	২৮	১
অমরনাথ	২০	৩	৫২	৩
হাজারে	১১	১	৫৫	০
মানকড়	১৮	৪	৭৪	০
সারভাতে	৫	০	৪১	০
গুল মহম্মদ	১	০	১	০

ভারতীয় ব্যাটিং বিপর্যয় অত্যন্ত সুনিয়মিত, একঘেয়ে ও বিরক্তিকর ব্যাপার। বরং ব্যাটিং সাফল্যই মাঝে-মাঝে তাক লাগিয়ে দেয়। ভারতের নিষ্প্রাণ মন্থর পিচে খেলে অভ্যস্ত ব্যাটসম্যানেরা বিদেশের দ্রুত বা বৃষ্টিভেজা উইকেটে সুবিধে করতে না-পারলেই এলোপাথাড়ি আনাড়ি মার মেরে উইকেট ছুঁড়ে ফেলে আসতেই জানেন। দুঃসহ ফিল্ডিং সত্ত্বেও আমাদের বোলাররা সচরাচর আমাদের নিরাশ করেননি। প্রবল প্রতিপক্ষকেও অল্প রানে নামিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নামজাদা সব ব্যাটসম্যানেরা খেলার পর খেলায় ব্যর্থ হয়েছেন—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দায়িত্বহীন ব্যাটিং-এর অবতারণা ক'রে। বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল পরিবেশে অতি সহজে হাল ছেড়ে দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসতে আমাদের ব্যাটসম্যানদের মতো দক্ষ কেউই নন—তাঁদের যত-সব কারদানি সব রনজি ট্রফিতে, ভারতের মাটিতে। অর্থাৎ, মেলবোর্নের ঐ বৃষ্টিভেজা উইকেটে ভারতের দ্বিতীয় দফা নেমে গেলো মাত্র ১২৫ রানে। জনস্টন আর জনসন নিজেদের মধ্যে বেশির ভাগ উইকেট ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে নিলেন। একজন বাঁ হাতি দ্রুত বল করেন, আরেকজন অফস্পিন। অতএব এটা বলা যাবে না যে কোনো বিশেষ ধরনের বলে ভারতীয়রা খেলতে পারেন না—কোনো রকম বলেই কি তাঁরা ভালো খেলতে পারেন?

ভারত : দ্বিতীয় দফা

সি. টি. সারভাতে		ব. জনস্টন	১
রায় সিং	ক. ট্যালন	ব. জনস্টন	২৪
বিনু মানকড়		ব. জনস্টন	১৩
দাত্তু ফাড়কার	ক. বার্নস	ব. জনস্টন	১৩

বিজয় হাজারে	ক. বার্নস	ব. মিলার	১০
* লালা অমরনাথ		ব. লিগুওয়াল	৮
গুল মহম্মদ	ক. মরিস	ব. জনসন	২৮
হেমু অধিকারী	ক. লিগুওয়াল	ব. জনসন	১
কে. এম. রঙ্গনেকার	ক. হ্যামেন্স	ব. জনসন	১৮
† প্রবীর সেন	ক. হ্যাসেট	ব. জনসন	২
সি. এস. নাইডু	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ১)			৭
			১২৫

পতন: ১০ (সারভাতে); ২১ (রায় সিং); ৪৪ (মানকড়); ৬০ (হাজারে); ৬০ (ফাড়কার); ৬৯ (অমরনাথ); ১০০ (অধিকারী); ১০৭ (গুল মহম্মদ); ১২৫ (রঙ্গনেকার); ১২৫ (প্রবীর সেন)।

লিগুওয়াল	৩	০	১০	১
মিলার	৭	০	২৯	১
জনস্টন	১০	১	৪৪	৪
জনসন	৫.৭	০	৩৫	৪

অর্থাৎ তিনটি টেস্টের মধ্যে ভারতের হার দুটিতে, একটি অমীমাংসিত। রাবারের শরিক হ'তে হ'লে ভারতকে পরপর দুটি টেস্ট জিতে নিতে হয়। পরের টেস্ট দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডেলাইডে, ব্র্যাডম্যানের নিজের মাঠ। এবং পঞ্চম টেস্ট আবার মেলবোর্নে—যে-মেলবোর্নে এই তৃতীয় টেস্টে ব্র্যাডম্যান দুই দফাতেই সেঞ্চুরি করেছেন। ব্র্যাডম্যানের ব্যাটিং যেখানে উত্তরোত্তর ভালো হচ্ছে, সেখানে—সুতরাং—ভারতের ভবিতব্য সম্বন্ধে কিছু আশা করাই অন্যায়।

চতুর্থ টেস্ট : অ্যাডেলাইড ;

জানুয়ারি ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ও ২৯, ১৯৪৮

অ্যাডেলাইড সচরাচর ব্যাটসম্যানদের স্বর্গ ও বোলারদের দন্তশূল। এবং ব্র্যাডম্যান পুনর্বার টসে জিতলেন। অতএব যা হবার তা-ই হ'লো। সিড বার্নস করলেন ১১২, ব্র্যাডম্যান ২০১, আর হ্যাসেট ১৯৮ অপরাজিত।

ব্র্যাডম্যান ২৭২ মিনিট ব্যাট ক'রে এই ২০১ রান করেছিলেন, আউট হয়েছিলেন দিনের শেষ ভাগে, ৩৬১-তে। তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি এসেছিলো মাত্র ৭৯ মিনিটে।

অথচ ভারত শুরু করেছিলো ভালোই ; যখন ফাড়কারের বলে মরিস উইকেট খুইয়ে চ'লে গেলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার রান মাত্র ২০। কিন্তু বার্নস আর ব্র্যাডম্যান জুটি ২৩৬ রান যোগ না-ক'রে ক্ষান্ত হ'লো না! মানকড়ের বলে আবার ঠ'কে যাবার আগে পর্যন্ত চমৎকার খেললেন। বার্নস আউট হবার পরে অনুতাপহীন দয়াহীন হ্যাসেট তাঁর অধিনায়কের জুটি হলেন, তারপর ব্র্যাডম্যান আউট হবার পর কীথ মিলার এসে ঝড়ের বেগে ৬৭ রান ক'রে চ'লে গেলেন। ক্যাচ ফশকেছিলো যথারীতি ; আর হ্যাসেটকে রান-আউট করার একটা সোনালি সুযোগ ফশকেছিলেন গুল মহম্মদ—ভারতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ফিল্ডসম্যান। হ্যাসেটের রান তখন ছিলো ৬১। অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত ৬৭৪ রান করলে। রঙ্গচারী তাঁর প্রথম টেস্টে বেশ ভালোই করলেন—১৪১ রানে পেলেন চার উইকেট।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

সিড বার্নস	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	১১২
আর্থার মরিস		ব. ফাড়কার	৭
* ডন ব্র্যাডম্যান		ব. হাজারে	২০১
লিণ্ডসে হ্যাসেট	অপরাজিত		১৯৮
কীথ মিলার		ব. রঙ্গচারী	৬৭
নীল হার্ভে	লেগ-বিফোর	ব. রঙ্গচারী	১৩
কলিন ম্যাককুল		ব. ফাড়কার	২৭
ইয়ান জনসন		ব. রঙ্গচারী	২২
রে লিণ্ডওয়াল		ব. রঙ্গচারী	২
† ডন ট্যালন	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	১
আর্নি টশাক	লেগ-বিফোর	ব. হাজারে	৮
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ৬, নো-বল ২)			১৬
			৬৭৪

পতন : ২০ (মরিস); ২৫৬ (বার্নস); ৩৬১ (ব্র্যাডম্যান); ৫০৩ (মিলার); ৫২৩ (হার্ভে); ৫৭৬ (ম্যাককুল); ৬৩৪ (জনসন); ৬৪০ (লিণ্ডওয়াল); ৬৪১ (ট্যালন); ৬৭৪ (টশাক)।

ফাড়কার	১৫	০	৭৪	২
অমরনাথ	৯	০	৪২	০
রঙ্গচারী	৪১	৫	১৪১	৪
মানকড়	৪৩	৮	১৭০	২
সারভাতে	২২	১	১২১	০
হাজারে	২১·৩	১	১১০	২

৪৩ ওভার বল ক'রে ক্লান্ত মানকড় দিনের শেষে আবার গেলেন ভারতীয় ব্যাটিংয়ের গোড়াপত্তন করতে। কিন্তু সারভাতে ও নৈশ প্রহরী প্রবীর সেন চট ক'রে আউট হ'য়ে গেলেন। অমরনাথ নেমেই চোখ-ঝলশানো ক্রিকেট খেললেন—মেলবোর্ন মাঠে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে যে-রকম ঝলশে উঠেছিলেন, সে-রকম। অস্ট্রেলিয়ার বলে যে কোনো অপার্থিব ধার নেই, মানকড়-অমরনাথ জুটি সেই কথাই প্রমাণ ক'রে দিলে। কিন্তু কোনো বিপুল জোট বাঁধবার আগে হঠাৎ অমরনাথ একটা ফুলটস বলে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফিরে গেলেন। তার একটু পরেই ম্যাককুল ফিরিয়ে দিলেন মানকড়কে। গুল মহম্মদ, অর্থাৎ অর্ধেক দল, আউট হ'য়ে গেলো ১৩৩ রানে। কিন্তু হাজারে অবশেষে তাঁর হারানো খেলা ফিরে পেলেন। তরুণ ফাড়কার আর হাজারে ইনিংসের পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টায় মাথা গুঁজে খেলতে লাগলেন। অবশেষে ষষ্ঠ উইকেট পড়লো ৩২১—হাজারে ১১৬ রান ক'রে জনসনের বলে লেগ-বিফোর। তারপরে রইলেন শুধু একা ফাড়কার : উইকেটের চারপাশে সব রকম মার মেরে তিনি করলেন ১২৩। ৩৮১ রান করা সত্ত্বেও ভারত ফলো-অন বাঁচাতে পারলে না।

ভারত : প্রথম দফা

বিনু মানকড়		ব. ম্যাককুল	৪৯
সি. টি. সারভাতে		ব. মিলার	১
† প্রবীর সেন		ব. মিলার	০
* লালা অমরনাথ	ক. ব্র্যাডম্যান	ব. জনসন	৪৬
বিজয় হাজারে	লেগ-বিফোর	ব. জনসন	১১৬
গুল মহম্মদ	স্টা. ট্যালন	ব. জনসন	৪
দাত্তু ফাড়কার	লেগ-বিফোর	ব. টশাক	১২৩
জি. কিষেনচাঁদ		ব. লিণ্ডওয়াল	১০
হেমু অধিকারী	রান-আউ		২
কে. এম. রঙ্গনেকার	স্টা. ট্যালন	ব. জনসন	৮
সি. আর. রঙ্গচারী	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ১১, লেগ-বাই ৮, নো-বল ৩)			২২
			৩৮১

পতন : ৬ (সারভাতে) ; ৬ (প্রবীর সেন) ; ৬৯ (অমরনাথ) ; ১২৪ (মানকড়) ; ১৩৩ (গুল মহম্মদ) ; ৩২১ (হাজারে) ; ৩৫৩ (কিষেনচাঁদ) ; ৩৫৯ (অধিকারী) ; ৩৭৫ (ফাড়কার) ; ৩৮১ (রঙ্গনেকার)।

ফলো-অন করলো ভারত, আর করলেন হাজারে। প্রথম দফার ১১৬-কে অনুসরণ ক'রে এবার তিনি করলেন ১৪৫। ঠাণ্ডা, সুস্থির, চিরায়ত ভঙ্গিমার খেলা। সমস্ত রকম মার নিখুঁত ভঙ্গিমায় উপহার দিলেন তিনি দর্শকদের। দু-ইনিংসে সেঞ্চুরি ক'রে বিশ্বক্রিকেটের সেই নির্বাচিত বিরল প্রতিভাবানদের অন্তর্ভূ'ত হলেন তিনি, দীর্ঘ ২৩ বছর পরে ওয়েস্ট-ইনডিজে সুনীল গাভাসকার একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও ডবোল সেঞ্চুরি ক'রে যে-রেকর্ডকে ছাপিয়ে যাবেন। দ্বিতীয় ইনিংসে হাজারেকে সমর্থন দিলেন গুল মহম্মদ আর অধিকারী—লিণ্ডওয়ালের বলের সামনে আর-কেউ দাঁড়াতেই পারছিলেন না। পাঁচজন ব্যাটসম্যান আউট হলেন কোনো রান না-ক'রেই, তাছাড়া প্রবীর সেনও কোনো রান না-ক'রে রইলেন অপরাজিত। আর তাতেই দলের ২৭৭ রানের মধ্যে হাজারের এই ১৪৫ রানের মহিমা কথঞ্চিৎ অনুধাবন করা যাবে। ইনিংস ও ১৬ রানে হেরে গিয়ে ভারত শোচনীয়ভাবে 'রাবার' খুইয়ে বসলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিন্নু মানকড়	ক. ট্যালন	ব. লিণ্ডওয়াল	০
সি. টি. সারভাতে		ব. টশাক	১১
* লালা অমরনাথ		ব. লিণ্ডওয়াল	০
বিজয় হাজারে		ব. লিণ্ডওয়াল	১৪৫
গুল মহম্মদ		ব. বার্নস	৩৪
দাত্তু ফাড়কার	লেগ-বিফোর	ব. লিণ্ডওয়াল	১৪
জি. কিষেনচাঁদ		ব. লিণ্ডওয়াল	০
হেমু অধিকারী	লেগ-বিফোর	ব. মিলার	৫১
কে. এম. রঙ্গনেকার		ব. লিণ্ডওয়াল	০
সি. আর. রঙ্গচারী	ক. ম্যাককুল	ব. লিণ্ডওয়াল	০
† প্রবীর সেন	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ১৮, লেগ-বাই ৩, নো-বল ১)			২২
			২৭৭

পতন : ০ (মানকড়) ; ০ (অমরনাথ) ; ৩৩ (সারভাতে) ; ৯৯ (গুল মহম্মদ) ; ১৩৯ (ফাড়কার) ; ১৩৯ (কিষেনচাঁদ) ; ২৭১ (অধিকারী) ; ২৭৩ (রঙ্গনেকার) ; ২৭৩ (রঙ্গচারী), ২৭৭ (হাজারে)।

লিণ্ডওয়াল	২১	৬	৬১	১	১৬.৫	৪	৩৮	৭
মিলার	৯	১	৩৯	২	৯	৩	১৩	১
ম্যাককুল	২৮	২	১০২	১	৪	০	২৬	০
জনসন	২৩.১	৫	৬৪	৪	২০	৪	৫৪	০
টশাক	১৮	২	৬৬	১	২৫	৮	৭৩	১
বার্নস	৯	০	২৩	০	১৮	৪	৫১	১
ব্র্যাডম্যান	১	০	৪	০	—	—	—	—

পঞ্চম টেস্ট : মেলবোর্ন ; ফেব্রুয়ারি ৬, ৭, ৯, ১০, ১১ ও ১২, ১৯৪৮

সফরের শেষ টেস্টের জন্য আবার তাহ'লে মেলবোর্ন। চারটি টেস্টের মধ্যে তিনটিতেই জয়লাভ ক'রে ও একটি অমীমাংসিত রেখে অস্ট্রেলিয়া যখন মেলবোর্নে এলো, খেলায় কিন্তু তখনও আকর্ষণ ছিলো। হাজারের দুই ইনিংসেই

সেঞ্চুরি, ফাড়কারের সাহসী ব্যাটিং, অধিকারীর জেদি প্রতিরোধ, মানকড়ের অবিসংবাদিত শৈলী ও স্বাচ্ছন্দ্য, অমরনাথের ছোট্ট কিন্তু উজ্জ্বল ইনিংস—এই সব-কিছুই শেষ টেস্টে নতুন ক'রে আকর্ষণ জাগিয়ে তুলেছিলো। তাছাড়া ব্র্যাডম্যান ঘোষণা করেছিলেন যে ইংলণ্ড সফরের পরই তিনি অবসর নেবেন—অতএব স্বদেশে এটাই হবে তাঁর শেষ টেস্ট। সেই ঐতিহাসিক গুরুত্বও ঐ-টেস্টের আকর্ষণ অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

ইতিমধ্যে ভারতে আততায়ীর গুলিতে গান্ধি নিহত হয়েছেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ভারতীয় ও অস্ট্রেলীয় দল খেলা শুরু হবার আগে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে এক মিনিট স্তব্ধতা পালন করলে।

তারপর আবার ব্র্যাডম্যান টসে জিতলেন। চমৎকার ব্যাটিং উইকেটে সারাদিন ব্যাট ক'রে অস্ট্রেলিয়া করলো ৩ উইকেটে ৩৩৬। প্রথমে আউট হলেন বার্নস—অধিকারীর তড়িৎগতি তৎপরতায়। অধিকারী যখন অস্ট্রেলিয়ায় পদার্পণ করেন, তাঁর ফিল্ডিং ছিলো অকথ্য : শ্লথ মন্থর ঢিলেঢালা, বল কুড়িয়ে ফেরৎ পাঠাতে জানতেন না, পায়ের ফাঁক দিয়ে বল গ'লে যেতো। কিন্তু এই আড়াই মাসে অবিশ্রাম চেষ্টার ফলে তাঁর ফিল্ডিং-এর অভূতপুর্ব উন্নতি হয়েছিলে—এই রান-আউটটিই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ইংলণ্ডগামী দলে স্থান পাবার জন্য ব্রাউন কোনো ঝুঁকি না-নিয়ে খেলছিলেন—কিন্তু সেঞ্চুরির এক রান আগে মানকড়ের বিদ্যুৎগতি ফিল্ডিং-এ তিনি রান আউট হলেন—আগের মতো বল করার আগেই ক্রিজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে রান-আউট নয়। ব্র্যাডম্যান চমৎকার খেলছিলেন—কিন্তু পেশি সংকোচনের ফলে ৫৭ রান ক'রে তিনি অবসর নিলেন। দর্শকরা একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে তাঁর শেষ—অসমাপ্ত—টেস্ট ইনিংসটিকে সম্মান জানালে।

কিন্তু ব্র্যাডম্যানের বিদায় মুহূর্তেই অস্ট্রেলিয়ার নতুন ব্যাটিং প্রতিভার অভ্যুদয় খেলাটিকে স্মরণীয় ক'রে রাখলো। তিনি ন্যাটা নীল হার্ভে, বয়েস মাত্র ১৯ বছর। প্রথম শ্রেণীর খেলায় প্রথম সেঞ্চুরি করলেন তিনি এই টেস্টে। আরেকজন নবাগত খেলোয়াড় লক্সটন করলেন ৮০। জ্যাক ফিঙ্গলটন এই সফর সম্বন্ধে পরে মন্তব্য করেছিলেন : 'ভারত যখন অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলো, তখন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটশক্তি কল্পনাতীত। ইচ্ছে করলে অস্ট্রেলিয়া তখন দুটি অতীব শক্তিশালী টেস্টদল তৈরি করতে পারতো।' এই মন্তব্যে যে কোনো অতিশয়োক্তি ছিলো না, তার প্রমাণ হার্ভে ও লক্সটনের চোখ-ঝলশানো খেলা।

নিষ্ঠুর নিঃসাড় পিচে ভারতীয় বোলাররা প'ড়ে-প'ড়ে মার খেলেন। দ্বিতীয় দিনে ৮ উইকেটে ৫৭৫ রানে ব্র্যাডম্যান ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

সিড বার্নস	রান-আউট		৩৩
বিল ব্রাউন	রান-আউট		৯৯
* ডন ব্র্যাডম্যান	আহত ; অবস্থত		৫৭
কীথ মিলার	ক. প্রবীর সেন	ব. ফাড়কার	১৪
নীল হার্ভে	ক. প্রবীর সেন	ব. মানকড়	১৫৩
স্যাম লক্সটন	ক. প্রবীর সেন	ব. অমরনাথ	৮০
রে. লিণ্ডওয়াল	ক. ফাড়কার	ব. মানকড়	৩৫
† ডন ট্যালন	ক. প্রবীর সেন	ব. সারভাতে	৩৭
এল. জনসন	অপরাজিত		২৫
ডগ রিঙ	ক. কিষেনচাঁদ	ব. হাজারে	১১
বিল জনস্টন	অপরাজিত		২৩
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৪)			৮
		৮ উইকেটে ঘোষিত	৫৭৫

পতন : ৪৮ (বার্নস) ; ১৮২ (ব্রাউন) ; ২১৯ (মিলার) ; ৩৭৮ (লক্সটন) ; ৪৫৭ (লিণ্ডওয়াল) ; ৪৯৭ (হার্ভে) ; ৫২৭ (ট্যালন) ; ৫৫৪ (রিঙ)।

ফাড়কার	৯	০	৫৮	১
অমরনাথ	২৩	১	৭৯	১
রঙ্গচারী	১৭	১	৯৭	০
হাজারে	১৪	১	৬৩	১
মানকড়	৩৩	২	১০৭	২
সারভাতে	১৮	১	৮২	১
নাইডু	১৩	০	৭৭	০
অধিকারী	১	০	৪	০

এই দুর্ধর্ষ রানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ভারত সারভাতেকে হারালো চক্ষের পলকে। কিন্তু মানকড়ের হাত প্রথম বল থেকেই খুলে গিয়েছিলো। এক মাস

আগে এই মাঠেই তিনি বিস্ফোরকের মতো সেঞ্চুরি উপহার দিয়েছিলেন—এবার লক্সটনের বলে উইকেটরক্ষকের হাতে ধরা পড়বার আগে রান করলেন ১১১, কিন্তু শৈলীতে ও স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর এই সেঞ্চুরি আগেকার সেঞ্চুরির চেয়ে অনেক নিপুণ ও দৃঢ়তাপূর্ণ। অধিকারী নেমেছিলেন সারভাতের পতনের পর, তিনি অন্য প্রান্তে অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণকে প্রতিহত করলেন দীর্ঘকাল; দ্বিতীয় উইকেটের জুটির রান হ'লো ১২৪। অমরনাথ শুরু করেছিলেন সুন্দর, কিন্তু রিঙের বলে হঠাৎ ক্যাচ তুলে দিয়ে চ'লে গেলেন। আবার ব্যাটিং বুঝি ভির্মি খায়, কিন্তু হাজারে ও ফাড়কার কেবল মনোবল দিয়ে বিপর্যয় রোধ করলেন। দিনের শেষে হাজারে রইলেন অপরাজিত ৭২। তবে কি পর-পর তিন ইনিংসে তিনটি সেঞ্চুরি করবেন হাজারে? কিন্তু পরের দিন মাত্র ২ রান যোগ ক'রেই লিণ্ডওয়ালের বলে উইকেট খোয়ালেন হাজারে। ভারত যখন ৩৩১ রানে আউট হ'য়ে গেলো ফাড়কার তখনো আছেন অপরাজিত ৫৬।

ভারত : প্রথম দফা

বিনু মানকড়	ক. ট্যালন	ব. লক্সটন	১১১
সি. টি. সারভাতে		ব. লিণ্ডওয়াল	০
হেমু অধিকারী	ক. ট্যালন	ব. লক্সটন	৩৮
বিজয় হাজারে	লেগ-বিফোর	ব. লিণ্ডওয়াল	৭৪
* লালা অমরনাথ	ক. বার্নস	ব. রিঙ	১২
দাত্তু ফাড়কার	অপরাজিত		৫৬
গুল মহম্মদ	ক. লিণ্ডওয়াল	ব. জনসন	১
জি. কিষেনচাঁদ		ব. রিঙ	১৪
সি. এস. নাইডু	ক. ব্র্যাডম্যান	ব. রিঙ	২
† প্রবীর সেন		ব. জনসন	১৩
সি. আর. রঙ্গচারী		ব. জনসন	০
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ২, নো-বল ২)			১০
			৩৩১

পতন: ৩ (সারভাতে); ১২৭ (অধিকারী); ২০৬ (মানকড়); ২৩১ (অমরনাথ); ২৫৭ (হাজারে); ২৬০ (গুল মহম্মদ): ২৮৪ (কিষেনচাঁদ) ২৮৬ (নাইডু); ৩৩১ (প্রবীর সেন); ৩৩১ (রঙ্গচারী)।

লিণ্ডওয়াল	২৫	৫	৬৬	২
এল. জনসন	৩০	৮	৬৬	৩
লক্সটন	১৯	১	৬১	২
জনস্টন	৮	৪	১৪	০
রিঙ	৩৬	৮	১০৩	৩
মিলার	৩	০	১০	০
বার্নস	২	১	১	০

সুতরাং ফলো-অন, এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন দুর্বল ব্যাটিং—ভারত সবাই আউট হ'য়ে ৬৭। পিচ ভেঙে গিয়েছিলো—এ-সব কৈফিয়ৎ দিয়ে কাকে ঠকানো যায়। এই পিচেই তো প্রথম দফায় ৩৩১ রান হয়েছিলো। দলীপ সিংজি সে-সময় প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন : 'ক্রিকেট ক্রমেই নিরেট, প্রাণহীন ও নিষ্ঠুর খেলা হ'য়ে উঠছিলো, সেখানে ভারতীয়রা তাঁদের প্রাণখোলা ঝলমলে ব্যাটিং মারফৎ ক্রিকেট জগতে নতুন হাওয়া এনে দিয়েছেন—এটাই অস্ট্রেলীয়দের অভিমত। অস্ট্রেলিয়াও চট ক'রে ভারতের মতো খোলামেলা ব্যাটিং-এর ভঙ্গি রপ্ত ক'রে ফেলে একদিক থেকে সাগ্রহে এই ভঙ্গিকেই স্বাগত জানিয়েছিলো।' কিন্তু এই পিঠচাপড়ানোতেই বিগলিত হবার কোনো কারণ নেই। কারণ দায়িত্বজ্ঞানহীন এলোপাথাড়ি ব্যাট হাঁকড়ানো উজ্জ্বল ক্রিকেট ব'লে সান্ত্বনা পাবার কোনো পার্থিব কারণ ভারতীয় ক্রিকেটের ছিলো না। বরং ফিঙ্গলটনকে স্মরণ করা যাক : 'টেস্ট শুরু হবার পর থেকে অমরনাথ ক্রমেই নিজের ব্যাটিং-এর উপর অবস্থা হারিয়ে ফেলছিলেন, কিন্তু তবু তাঁর ক্ষিপ্র পায়ের কাজ, হাজারের মনের ধাত আর ব্যাটিংপদ্ধতি, জগতের শ্রেষ্ঠ চৌকশ খেলোয়াড় হিশেবে মানকড়ের ঔজ্জ্বল্য আর ফাড়কারের সরল সোজা নির্ভেজাল সাহস—এ-সবের মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটের ভরসা র'য়ে গিয়েছে—জগতের যে-কোনো ক্রিকেট খেলোয়াড়ের কাছেই এঁরা আদর্শ।....কিন্তু যতদিন ভারতের ফিল্ডিং-এর উন্নতি হবে না, ততদিন ভারতের কোনো আশা নেই।....ক্রিকেট মানে কেবল বল ছোঁড়া আর ব্যাট হাঁকড়ানো নয়—ফিল্ডিংও অতীব জরুরি.... অনেক সময়ে আর সব-কিছুর চেয়েও জরুরি।' অর্থাৎ ব্র্যাডম্যান, হ্যাসেট, মরিস, বার্নস-এর মতো খেলোয়াড়কে দুই অনিপুণ হাতে অনবরত 'জীবন' জোগালে, হয়তো বদান্যতার খ্যাতি পাওয়া যায়, কিন্তু ক্রিকেট খেলা যায় না।

কিন্তু সব কথা বলবার পরেও ভাবা যাক, যদি ভারতের প্রথম নির্বাচিত দলটি সফরে যেতো ; লক্ষ্য ক'রে দেখা যাক কী-রকম ব্যাটিং অর্ডার হ'তো ভারতের : বিজয় মার্চেন্ট, মুস্তাক আলি, রুসি মোদি, বিজয় হাজারে, বিনু মানকড়, *লালা অমরনাথ, গুল মহম্মদ, হেমু অধিকারী, দাত্তু ফাড়কার, †প্রবীর সেন ও ফজল মামুদ। কিন্তু জল্পনা ক'রে কী লাভ ? শোচনীয় হার সত্ত্বেও অমরনাথ অন্তত এটা প্রমাণ করতে পেরেছেন, তাঁর মতো চতুর ও কৌশলী অধিনায়ক জগতে বিরল—ব্র্যাডম্যানকে প্রতি পদে-পদে তাঁর চাল ব্যর্থ করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়তে হয়েছে। ব্র্যাডম্যানকে শামলাবার জন্য এককালে জারডিন লারয়ুড-বিল ভোসেকে নিয়ে 'বডিলাইন' আক্রমণ রচনা করেছিলেন। অমরনাথের দলে লারয়ুড-ভোসের মতো কোনো বোলার ছিলেন না। অতএব দ্বিতীয় যে-উপায় তাঁর সামনে খোলা ছিলো, তাকেই তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কেবল বৃষ্টিভেজা, স্পিন-ধরা, আঠালো উইকেটেই ব্র্যাডম্যান কাবু হ'য়ে পড়েন, অতএব তিনি উইকেট ঢেকে রাখার বিরোধিতা করেছিলেন। বৃষ্টি পড়েছিলো সেই সফরে, পিচও অকথ্য দুঃসহ হ'য়ে উঠেছিলো একাধিকবার, কিন্তু প্রতিবারই সেই পিচে ব্যাট করেছে ভারত, প্রকৃতির এমনই কারশাজি। একবার বৃষ্টিভেজা পিচে দু-দল ব্যাট করবামাত্র ভারত প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ৮১ রান এগিয়ে গিয়েছিলো—প্রমাণিত হয়েছিলো রান তোলার কারখানা ব্যাডম্যান আসলে মনুষ্যসন্তানই।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিনু মানকড়	ক. ট্যালন	ব. লিণ্ডওয়াল	০
সি. টি. সারভাতে	লেগ-বিফোর	ব. জনসন	১০
হেমু অধিকারী	ক. ব্র্যাডম্যান	ব. লক্সটন	১৭
বিজয় হাজারে		ক. ও ব. জনসন	১০
দাত্তু ফাড়কার	লেগ-বিফোর	ব. জনস্টন	০
* লালা অমরনাথ	ক. জনসন	ব. রিঙ	৮
গুল মহম্মদ	ক. বার্নস	ব. জনসন	৪
জি. কিষেনচাঁদ	ক. বার্নস	ব. জনসন	০
সি. এস. নাইডু	ক. ব্রাউন	ব. রিঙ	০
† প্রবীর সেন		ব. জনসন	১০

সি. আর. রঙ্গচারী	অপরাজিত	০
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ১, নো-বল ১)		৮
		৬৭

পতন : ০ (মানকড়) ; ২২ (সারভাতে), ২৮ (অধিকারী) ; ৩৫ (ফাড়কার) ; ৫১ (অমরনাথ) ; ৫১ (হাজারে) ; ৫৬ (কিষেনচাঁদ) ; ৫৬ (নাইডু) ; ৬৬ (গুল মহম্মদ) ; ৬৭ (প্রবীর সেন)।

লিণ্ডওয়াল	৩	০	৯	১
এল. জনসন	৫·২	২	৮	৩
লক্সটন	৪	১	১০	১
জনস্টন	৭	০	১৫	২
রিঙ	৫	১	১৭	৩

ছয় : ভারতবর্ষে ওয়েস্ট-ইনডিজ ১৯৪৮-৪৯

ভারতবর্ষ যখন অস্ট্রেলিয়ায় ব্র্যাডম্যান ও তাঁর একাদশের সঙ্গে শক্তির পাল্লা দিচ্ছে, গাবি অ্যালেনের ইংলণ্ড দল তখন ক্যারিবিয়নে খাবি খাচ্ছে : প্রথম দুটো খেলা ছিলো অমীমাংসিত, বাকি দুটোয় জন গডার্ডের নেতৃত্বে ওয়েস্ট-ইনডিজ বিপুলভাবে জয়লাভ করলে। আর সেইজন্যেই '৪৮-এর শীতের সময় জন গডার্ডই যে একটি দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট-ইনডিজ দলের নেতা হ'য়ে ভারতবর্ষে এলেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিলো না। ভারতবর্ষ ও ওয়েস্ট-ইনডিজের মধ্যে সেটাই প্রথম ক্রিকেট-যুদ্ধ ; এবং স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষে কোনো জাতীয় দলের প্রথম সরকারি সফর।

ওয়েস্ট-ইনডিজ আর ভারতবর্ষের ক্রিকেটের ইতিহাস একদিক থেকে একই রকম। দুটোই ছিলো ইংরেজের উপনিবেশ, আর সেইজন্যেই দু-দেশে ক্রিকেটের চর্চা শুরু : বিভিন্ন ও বহুবিচিত্র ভাষা ও আচার-ব্যবহার সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যেমন ইংরেজের আমলেই একটি অখণ্ড রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হয়েছিলো, ক্যারিবিয়নের দ্বীপগুলোও—ভৌগোলিক দূরত্ব ও ভিন্ন-ভিন্ন য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকদের প্রভাব সত্ত্বেও—ইংরেজের হাতেই একটি রাজনৈতিক অস্তিত্ব লাভ করেছিলো। এই ঐক্যের অনেকটাই ছিলো শাসকশক্তির চাপিয়ে-দেয়া—অর্থাৎ এই ঐক্য সত্ত্বেও ভিতরে-ভিতরে চাপা বিরোধের বীজও লুকোনো ছিলো। কিংবা ইংরেজের ওটাই ছিলো নীতি : প্রতিরোধকে চাপা দেবার জন্য আভ্যন্তরীণ বিরোধকে লালন করা। যার ফলে ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে দু-টুকরো হ'য়ে গেলো ; ক্যারিবিয়নের বিভিন্ন দ্বীপগুলোর মধ্যেও ক্রিকেট আর ক্যালিপসো ছাড়া ঐক্যের আর-কোনো সূত্র ছিলো না। ওয়েস্ট-ইনডিজ প্রথম টেস্ট খেলেছিলো ১৯২৯ সালে, ভারতবর্ষ ১৯৩২ সালে। হেডলি, মার্টিনডেল ও কনস্ট্যানটাইনের মতো দুর্ধর্ষ ও বেগবান ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও বিশ্ব-ক্রিকেটে সদ্যোজাত ওয়েস্ট-ইনডিজ যেমন নানাভাবে ক্রিকেট রসিকদের চমকে দেয়া ছাড়া দলগতভাবে প্রচণ্ড ও পরিণত ক্রীড়াশৈলী ও সংহতির পরিচয় দেয়নি, ভারতবর্ষও তেমনি কর্নেল নাইডু, অমর সিং ও মহম্মদ নিসারের মতো খেলোয়াড় সত্ত্বেও প্রথম টেস্টগুলোয় কখনও শেষরক্ষা করতে পারেনি। হয়তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ না-হ'লে দুটো দেশই আরো আগেই আরো প্রবলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করতে পারতো, কারণ মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলি, মানকড়, অমরনাথ, হাজারে, মোদি ও পাতৌদির বড়ো নবাব—এঁদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সময় বিশ্ব-ক্রিকেট বন্ধ ছিলো ; ওয়েস্ট-ইনডিজেও শাদা-কালোর দ্বন্দ্ব সে-সময় সত্যিকার ভালো দল গড়তে দেয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই, নানা বাধা সত্ত্বেও, ওয়েস্ট-ইনডিজ হুড়মুড় ক'রে এগিয়ে এলো ; আর ভারতীয় ক্রিকেটেও দেশভাগ ও অন্য নানা কারণ-জনিত দলাদলির সৃষ্টি না-হ'লে একটা দুর্দান্ত ও অপরাজেয় দলের সৃষ্টি হ'তে পারতো, সন্দেহ নেই। বহুদিন পর্যন্ত ভারত তার আসল দলকে নামাতে পারেনি—বা নির্বাচিত করেনি। অস্ট্রেলিয়া সফরে মার্চেণ্ট-মোদি-মুস্তাক আলি-ফজল মামুদ দলে ছিলেন না। এবার যখন ওয়েস্ট-ইনডিজ খেলতে এলো, মার্চেণ্ট রইলেন তখনও অনুপস্থিত, মুস্তাক সবগুলো টেস্টে স্থান পেলেন না, ফজল মামুদ ততক্ষণে চ'লে গিয়েছেন পাকিস্তানে, আর শুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায় খেললেন মাত্র শেষ টেস্টে। অথচ পরের বছরগুলোয় মার্চেণ্ট কমনওয়েলথ দলগুলোর বিরুদ্ধে অধিনায়ক হিশেবে খেললেন। আসলে ওয়েস্ট-ইনডিজের কালো মানুষদের কাছে ক্রিকেট ছিলো আত্মপ্রকাশের উপায়, শ্বেতাঙ্গদের খেলাতেই শ্বেতাঙ্গদের হারিয়ে দেবার খোলা পথ। কিন্তু ভারতবর্ষের ছিলো পুরোনো সভ্যতার বড়াই, বুর্জোয়াদের কাছে শ্বেতাঙ্গের পিঠ-চাপড়ানো ছিলো স্বর্গের ছাড়পত্র, স্বাদেশিকতার লড়াই চলছিলো অন্যক্ষেত্রে। কে না-জানে কলকাতার ফুটবল খেলায় এককালে মোহনবাগান দল ছিলো সায়েব-সুবোদের কাছে নিজেদের প্রমাণ করবার দুর্দান্ত অস্ত্র। ক্রিকেট কিন্তু কখনও সেভাবে সংহত জাতীয় দলে পরিণত হয়নি। হয়তো ইংরেজরাই তা করতে দেয়নি—কে না জানে কোয়াড্রুঙ্গুলার বা পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ছিলো সাম্প্রদায়িকতার প্রধান আড্ডা!

তবু ওয়েস্ট-ইনডিজ যখন ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিয়ে ভারত সফরে এলো, আর অস্ট্রেলিয়ায় নাস্তানাবুদ হ'য়ে ভারতের ক্রিকেটাররা দেশে ফিরলেন, সবাই ভেবেছিলো, ওয়েস্ট-ইনডিজকে হারানো ভারতের পক্ষে কঠিন হবে না। ভারতের এই প্রত্যাশা অহেতুক—এটা ভাবলে ভুল করা হবে। কারণ অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতীয় দল মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে ফিরেছিলো ; ক্রিকেটের একটি দামি সত্য অন্তত শিখেছিলো : ফিল্ডিং-এর জোরেই কোনো দল খেলা জেতে ; দ্বিতীয়ত, ভারত শক্তি পরীক্ষা করছিলো স্বদেশের মাঠে। কিন্তু নতুন দিল্লিতে প্রথম টেস্ট শেষ হবার আগেই ভারতের প্রত্যাশা একটা বিষম

ধাক্কা খেলো—আর মাদ্রাজে চতুর্থ টেস্টে দ্রুত বলের মুখোমুখি প'ড়ে ইনিংসে হেরে গিয়ে ভারত 'রাবার' খুইয়ে বসলো। সত্যি-যে পঞ্চম টেস্টে ৬ রান করলে ভারত জিততো, হাতে দু-উইকেট ছিলো, দাত্তু ফাড়কার দুর্দান্ত খেলছিলেন, আর খেলা শেষ হবার দু-মিনিট আগেই আম্পায়ার ভুল ক'রে 'বেল' তুলে নিয়ে যান। কিন্তু এ-তথ্য সত্যি কোনো সান্ত্বনা দেয় না, যখন মনে পড়ে যে নতুন-দিল্লিতে প্রথম টেস্টে আর বম্বাইতে দ্বিতীয় টেস্টে ভারত ফলো-অন করেছিলো। কলকাতার তৃতীয় টেস্টে অবশ্য খেলা শেষ হবার সময় অভ্যাগতদের চেয়ে ভারতের অবস্থা অনেক ভালো ছিলো।

ক্রিকেট কখনও একার খেলা নয়, দলের সংহতি ও সামগ্রিক অবদানের উপর নির্ভরশীল, যদিও আমরা প্রায়ই আমাদের প্রিয় খেলোয়াড়দের কৃতিত্বে পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠি। রান তোলা, বল-করা যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি ক্যাচ লোফা বা গ্রাউণ্ড-ফিল্ডিং। অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতার পর ভারত অন্তত ফিল্ডিং-এ উন্নতির জন্য চেষ্টা ও অনুশীলন করবে, এটাই সবাই ভেবেছিলো। কিন্তু পুরো পর্যায়ের খেলা দেখে আবার হতাশ হ'তে হ'লো। অমরনাথ পাঁচটা টেস্টেই টসে হেরেছিলেন আর ওয়েস্ট-ইনডিজ প্রতিটি টেস্টেই প্রথমে ব্যাট ক'রে বাজে ফিল্ডিং-এর পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলো। স্কোরকার্ডে বিপক্ষের অতিকায় রানসংখ্যা দেখলে ব্যাটসম্যানদের উপর চাপ পড়ে বেশি, হয়তো সব চেষ্টাই কেমন হতাশায় ভ'রে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা অনেক সময়েই ভালো খেলেছিলেন, বহু ব্যক্তিগত কৃতিত্বের নজিরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো—হয়তো টসে জিতলে খেলার গতি অন্যখাতে প্রবাহিত হ'তো।

আর খেলার ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হ'তো, যদি পিচগুলো অন্যরকম হ'তো। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের কর্মকর্তারা মন্থর ও নিষ্প্রাণ উইকেট রচনা ক'রে খেলা শুরু হবার আগেই পুরো পর্যায়ের খেলার উপর সীলমোহর ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁদের বোধহয় ধারণা ছিলো ক্রিকেট খেলে কেবল ব্যাটসম্যানেরাই—বোলাররা ফালতু। অতএব মাত্র মাদ্রাজ টেস্টে ছাড়া কোনো উইকেট থেকেই বোলাররা কোনো সাহায্য পাননি। এবং সেখানে উইকেট ছিলো অপেক্ষাকৃত দ্রুত—আর তাতেই ভারতের নামজাদা ব্যাটসম্যানেরা সবাই কাৎ। সে-টেস্টে টসে জিতে প্রথম ব্যাট করলে ভারতের অবস্থা হয়তো আরো শোচনীয় হ'তো। কিন্তু তবু বাকি সবগুলো উইকেট মন্থর ও প্রাণহীন ক'রে তৈরি করার সত্যি কোনো কৈফিয়ৎ নেই।

প্রথম টেস্ট : নতুন দিল্লি ; নভেম্বর ১০, ১১, ১২, ১৩, ও ১৪, ১৯৪৮

প্রথম টেস্ট শুরু হয়েছিলো নতুন দিল্লিতে, নভেম্বরের দশ তারিখে, অধিনায়ক অমরনাথ ছাড়া ছিলেন অস্ট্রেলিয়াফেরৎ উইকেটরক্ষক প্রবীর সেন, মানকড়, সারভাতে, হাজারে, ফাড়কার, অধিকারী ও রঙ্গচারী ; দু-জন নতুন খেলোয়াড় —ওপেনিং ব্যাট ইব্রাহিম ও অফ-স্পিনার তারাপোর, এবং পুনরাগত রুসি মোদি। এঁদের মধ্যে রঙ্গচারী, অধিকারী, অমরনাথ ও প্রবীর সেন ছাড়া অস্ট্রেলিয়াফেরৎ আর-কোনো খেলোয়াড়ই বিশেষ ভালো খেললেন না। ফাড়কার-রঙ্গচারী-অমরনাথ নিষ্প্রাণ পিচ থেকে কোনো সাহায্যই নিষ্ক্রান্ত করতে পারলেন না, মানকড়ও পিচের কোনো সাহায্য না-পেয়ে কেবলমাত্র ফ্লাইটের উপর ভরসা ক'রে আক্রমণ রচনা করলেন। মানকড় ও অমরনাথ—বা এঁদের মধ্যে যদি অন্তত একজনও—অস্ট্রেলিয়ায় যেমন বল করেছিলেন, তেমনি বল করতে পারতেন, তাহ'লে প্রথম টেস্টের ফলাফল হয়তো ভিন্ন চেহারা নিতো। কারণ টসে জিতে ব্যাট করতে যাবার এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরোজ শা কোটলা মাঠে ওয়েস্ট-ইনডিজের ব্যাটিং-এর ভিৎ কেঁপে উঠেছিলো : ২৭ রানের মধ্যেই আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন অ্যালান রে, জেফ স্টোলমেয়ার ও 'কালো ব্র্যাডম্যান' জর্জ হেডলি। এই চমকপ্রদ সূচনার নায়ক রঙ্গচারী : আবহাওয়া বৈদ্যুতিক, মাঠ প্রত্যাশায় অধীর। লাফিয়ে ছুটে আসছেন রঙ্গচারী, অনায়াস ছন্দোময় তাঁর বল করার ভঙ্গি : স্কোরকার্ডে রান যখন ১৫, অ্যালান রে-র ব্যাটের কানায় লেগে বল লাফিয়ে উঠলো, প্রবীর সেন লুফে নিলেন। ওয়েস্ট-ইনডিজের রান যখন ২২, স্টোলমেয়ার পেছিয়ে খেলতে গেলেন রঙ্গচারীকে, ইনসুয়িঙ্গারটি অন্ধ ব্যাটের পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো—লেগ-বিফোর। তারপরেই একটি অতর্কিত দেরিতে বেঁকে-যাওয়া আউটসুয়িং বলে হেডলির অফ-স্টাম্প যখন ছিটকে গেলো, পুরো দলের রান তখন মাত্র ২৭।

চটপট তিনটে উইকেট খুইয়ে ফেলে ওয়েস্ট-ইনডিজ কোণঠাসা হ'য়ে পড়লো। কিন্তু এই উদ্দীপ্ত আক্রমণের ধার ক'মে যেতেই ওয়ালকট ও গোমেজ পালটা আক্রমণ রচনা করলেন। ওয়ালকট যেন ব্যক্তিগত কোনো দেনা শোধ করছেন, এইভাবে রঙ্গচারীর এক ওভারেই ১৪ রান সংগ্রহ ক'রে নিলেন। আর তারপর থেকে ওয়ালকটই পুরো খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন। পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উইকেটের চারপাশে মেরে দ্রুত রান তুলে গেলেন তিনি ; বন্য আর উগ্র একেকটা মার, কব্জির জোর আর সময়জ্ঞানে নিখুঁত। আর তাঁর

জুটি গোমেজ শান্তভাবে প্রতিরোধ করতে লাগলেন, কিন্তু কোনো শিথিল লেংথের বল পেলেই সেটাকে শাস্তি দিতে ছাড়লেন না। এবং ক্রমে জুটির রান পেরিয়ে গেলো দুশো : আর এই অবিস্মরণীয় উদ্ধার কর্মেই প্রথম দিনের খেলা শেষ হ'য়ে গেলো। ভারত অবশ্য এর মধ্যে সুযোগ পেয়েছিলো মাত্র দু-বার : দু-বারই ক্যাচ তুলেছিলেন গোমেজ, একবার যখন তাঁর রান এগারো, আর একবার যখন তিনি পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। কিন্তু ভারতের ফিল্ডিং ক্রমেই শিথিল ও দায়িত্বহীন হ'য়ে পড়ছিলো ব'লে দু-বারই তিনি অব্যাহতি পেলেন।

কিন্তু দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হবামাত্র আবার রোমাঞ্চে ও উত্তেজনায় ফিরোজ শা কোটলা অধীর হ'য়ে উঠলো। ওয়ালকট রান-আউট, আর অমরনাথের বলে গোমেজ স্টাম্পড। কিন্তু আবার আরেকটি চমৎকার উদ্ধারকর্মে লিপ্ত হ'লো ওয়েস্ট-ইনডিজ, আর এবার তার নায়ক হলেন দ্বিতীয় 'ডাবলিউ'—এভারটন উইক্‌স। অবশ্য তাঁর রান যখন ছিলো ২৭, তখন মানকড়ের বলে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে তিনি ঠ'কে গিয়েছিলেন : প্রবীর সেন তাঁকে স্টাম্পড করতে পারেননি। তারপরেই উইক্‌স সারা মাঠের প্রভু হ'য়ে উঠলেন। সফরে আসবার আগে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে তিনি সেঞ্চুরি ক'রে এসেছেন—তিনি যেন শুরু করলেন সেখান থেকে। অধিনায়ক গডার্ড রান করলেন ৪৪, কিন্তু উইক্‌সকে অনেকক্ষণ সমর্থন দিয়ে গেলেন। তারপরে উইক্‌স-ক্রিস্টিয়ানি জুটি যখন ১১৮ রান করেছে, এবং উইক্‌সের নিজের রান ১২৮, তখন কভারে মানকড়ের বলে হাজারে তাঁকে লুফে নিলেন। কিন্তু তখনও ক্রিস্টিয়ানি আছেন, তিনি ওয়েস্ট-ইনডিজের চতুর্থ ব্যাটসম্যান, যিনি ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি হাঁকালেন এবং নবম উইকেটে অ্যাটকিন্‌সনের সঙ্গে করলেন ১০৬ রান। ভাগ্যিশ অ্যাটকিন্‌সন তাঁর ডবোল সেঞ্চুরিটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য তুলে রেখেছিলেন, তাই তাঁর রান হ'লো—'মাত্র'—৪৫।

তৃতীয় দিন সকালবেলায় গডার্ড ভারি রোলার নিলেন, যাতে উইকেট ভেঙে যায়। কিন্তু তাতে ঐ উইকেটের কিছু উনিশ-বিশ হ'লো ব'লে মনে হয় না। ৮ উইকেটে ৬২৩ থেকে আর মাত্র ৮ রান যোগ ক'রে ওয়েস্ট-ইনডিজ সবাই আউট হ'য়ে গেলো : তারই মধ্যে রঙ্গচারী শেষ অবধি পেলেন ১০৭ রানে ৫ উইকেট।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

অ্যালান রে	ক. প্রবীর সেন	ব. রঙ্গচারী	৮
জেফ স্টোলমেয়ার	লেগ-বিফোর	ব. রঙ্গচারী	১৩
জর্জ হেডলি		ব. রঙ্গচারী	২
† ক্লাইড ওয়ালকট	রান-আউট		১৫২
গেরি গোমেজ	স্টা. প্রবীর সেন	ব. অমরনাথ	১০১
* জন গডার্ড		ব. মানকড়	৪৪
এভারটন উইক্স	ক. হাজারে	ব. মানকড়	১২৮
রবার্ট ক্রিস্টিয়ানি	ক. হাজারে	ব. রঙ্গচারী	১০৭
এফ. জে. ক্যামেরন	লেগ-বিফোর	ব. সারভাতে	২
ডেনিস অ্যাটকিন্সন	ক. প্রবীর সেন	ব. রঙ্গচারী	৪৫
প্রায়র জোন্স	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ২০, লেগ-বাই ৮)			২৮
			৬৩১

পতন : ১৫ (রে) ; ২২ (স্টোলমেয়ার) ; ২৭ (হেডলি) ; ২৯৪ (ওয়ালকট) ; ৩০২ (গোমেজ) ; ৪০৩ (গডার্ড) ; ৫২১ (উইক্স) ; ৫২৪ (ক্যামেরন) ; ৬৩০ (অ্যাটকিন্সন) ; ৬৩১ (ক্রিস্টিয়ানি)।

ফাড়কার	১৮	১	৬১	০
অমরনাথ	২৪	৪	৭৩	১
রঙ্গচারী	২৯·৪	৪	১০৭	৫
মানকড়	৫৮	৭	১৭৬	২
তারাপোর	১৯	২	৭২	০
হাজারে	১৭	১	৬২	০
সারভাতে	১৬	০	৫২	১

সকালবেলায় জন গডার্ড ভারি রোলার চালিয়ে উইকেট ভেঙে ফেলতে চাচ্ছিলেন ব'লেই অমরনাথ কেবল ঝাঁটা চালিয়ে উইকেট পরিষ্কার করতে বললেন। কিন্তু অমরনাথের যাবতীয় সতর্কতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের গোড়াপত্তন হ'লো বিপর্যস্ত। মানকড় যখন লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে এলেন, দলের রান তখন মাত্র ৮। কিন্তু ইব্রাহিম ও মোদির চেষ্টায় অবস্থা খানিকটা আয়ত্তে এলো,

ধীরে-ধীরে দ্বিতীয় উইকেটে রান হ'লো ১২১, আর তারপরেই ক্যামেরনের বলে রে-র হাতে মোদি ধরা পড়লেন। প্রথম টেস্টের আগেই পাতিয়ালার হ'য়ে অমরনাথ আগন্তুক দলের বিরুদ্ধে চমকপ্রদ ২২৮ রান ক'রে অপরাজিত ছিলেন —তাঁর খেলা দেখে মনে হচ্ছিলো তিনি বুঝি সেখান থেকেই শুরু করেছেন। কিন্তু ইব্রাহিমের রান যখন ৮৫, গোমেজের বলে তিনি লেগ-বিফোর হ'য়ে গেলেন। তবু ৬৩১ রানের বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনের শেষে ভারতের তিন উইকেটে ২২৩ রান মোটেই হতাশাব্যঞ্জক ছিলো না।

অথচ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু হ'তে না-হ'তেই অমরনাথ ও হাজারে যখন পর-পর আউট হ'য়ে গেলেন, গডার্ড ভারতীয় দলের অবস্থাটা অনুধাবন ক'রে দ্রুত বলে আক্রমণ রচনা করলেন। ফিল্ড সাজানো হ'লো লেগ-স্টাম্প ঘিরে— আর লেগ-স্টাম্প লক্ষ্য ক'রে বল করতে লাগলেন প্রখর জোন্‌স ও অ্যাটকিন্‌সন। প্রত্যেকটি রানের জন্য ফাড়কার ও অধিকারীকে প্রাণপণে যুঝতে হ'লো। শেষটায় ব্যক্তিগত ৪১ রানের মাথায় স্টোলমেয়ারের বলে ফাড়কারকে লুফে নিলেন উইক্‌স। তারপরে সারভাতে আর প্রবীর সেনই অধিকারীর সঙ্গে জোট বেঁধে যা একটু রান করার চেষ্টা করলেন। ভারতীয় ইনিংস শেষ হ'লো ৪৫৪ রানে, আর অধিকারী রইলেন ১১৪ রান ক'রে অপরাজিত। তাঁর সাহসী ও উদ্দীপ্ত ইনিংসটি মন্থর ছিলো—সন্দেহ নেই, কিন্তু দলের কোনঠাশা অবস্থায় তিনি যে-ভাবে শক্ত হাতে হাল ধ'রে দাঁড়িয়েছিলেন, তাতে এক সময়ে আশা হয়েছিলো ভারত হয়তো ফলো-অন এড়াতে পারলো না।

পঞ্চম দিনে লাঞ্চের সময় কেবলমাত্র মানকড়ের উইকেট খুইয়ে ভারত সংগ্রহ করেছিলো ৯৫ রান। কিন্তু লাঞ্চের পরেই, যখন আর মাত্র ৬৭ রানের মধ্যে হুড়মুড় ক'রে পাঁচটি উইকেট প'ড়ে গেলো, তখন আবার অধিকারী সারভাতের সঙ্গে জোট বেঁধে ওয়েস্ট-ইনডিজের সমস্ত কূটকৌশল ও আক্রমণকে ব্যাহত করেছিলেন। খেলার শেষে ভারতের রান দ্বিতীয় দফায় ৬ উইকেটে ২২০। কিন্তু এই অমীমাংসিত খেলাটি বুঝিয়ে দিলে ওয়ালকট-উইক্‌সকে শামলানো না-গেলে ভারতের পক্ষে ওয়েস্ট-ইনডিজকে হারানো দুঃসাধ্য হবে। ওয়েস্ট-ইনডিজের ব্যাটিং, আর যা-ই হোক, সহজে ভির্মি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বার মতো নয়।

ভারত : প্রথম দফা

বিনু মানকড়	লেগ-বিফোর	ব. জোন্‌স	৫
কে. সি. ইব্রাহিম	লেগ-বিফোর	ব. গোমেজ	৮৫
রুসি মোদি	ক. রে	ব. ক্যামেরন	৬৩
* লালা অমরনাথ	ক. ক্রিস্টিয়ানি	ব. জোন্‌স	৬২
বিজয় হাজারে	ক. অ্যাটকিন্‌সন	ব. গোমেজ	১৮
দাত্তু ফাড়কার	ক. উইক্‌স	ব. স্টোলমেয়ার	৪১
হেমু অধিকারী	অপরাজিত		১১৪
সি. টি. সারভাতে	স্টা. ওয়ালকট	ব. স্টোলমেয়ার	৪১
† প্রবীর সেন	ক. ওয়ালকট	ব. ক্যামেরন	২২
সি. আর. রঙ্গচারী		ক. ও ব. গডার্ড	০
কেকি তারাপোর	ক. ওয়ালকট	ব. জোনস	২
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৩, নো-বল ১)			৫
			৪৫৪

পতন : ৮ (মানকড়) ; ১২৯ (মোদি) ; ১৮১ (ইব্রাহিম) ; ২২৩ (অমরনাথ) ; ২৪৯ (হাজারে) ; ৩০৯ (ফাড়কার) ; ৩৮৮ (সারভাতে) ; ৪১৯ (প্রবীর সেন) ; ৪৩৮ (রঙ্গচারী) ; ৪৫৪ (তারাপোর)।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিনু মানকড়		ব. গডার্ড	১৭
কে. সি. ইব্রাহিম	রান আউট		৪৪
রুসি মোদি		ব. ক্রিস্টিয়ানি	৩৬
* লালা অমরনাথ		ব. ক্যামেরন	৩৬
বিজয় হাজারে		ব. ক্রিস্টিয়ানি	৭
দাত্তু ফাড়কার		ক. ও ব. ক্রিস্টিয়ানি	৫
হেমু অধিকারী	অপরাজিত		২৯
সি. টি. সারভাতে	অপরাজিত		৩৫
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ৩)			১১
			৬ উইকেটে ২২০

পতন : ৪৪ (মানকড়) ; ১০২ (ইব্রাহিম) ; ১১১ (মোদি) ; ১২১ (হাজারে) ; ১৪২ (ফাড়কার) ; ১৬২ (অমরনাথ)।

জোন্স	২৮'৪	৫	৯০	৩	১০	২	৩২	০
গোমেজ	৩৯	১৪	৭৬	২	১০	৪	১৭	০
অ্যাটকিন্সন	১৩	৩	২৭	০	৫	০	১১	০
হেডলি	২	০	১৩	০	১	০	৫	০
ক্যামেরন	২৭	৩	৭৪	২	২৭	১০	৪৯	১
স্টোলমেয়ার	১৫	০	৮০	২	১০	২	২৩	০
গডার্ড	১৩	৭	৮৩	১	১৫	৭	১৮	১
ক্রিস্টিয়ানি	৪	০	৬	০	২১	১	৫২	৩
উইক্স	—	—	—	—	১	০	২	০

দ্বিতীয় টেস্ট : বম্বাই ; ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩, ১৯৪৮

এ কী ! দিল্লি টেস্টটাই আবার দেখছি না কি ?—ভাবলে বম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেস্টের দর্শকরা। সেই একই ভঙ্গি, একই দৃশ্য : ওয়েস্ট-ইনডিজের রান ৬ উইকেটে ৬২৯ ঘোষিত, ভারত ২৭৩ ও ফলো-অন ক'রে ৩ উইকেটে ৩৩৩। এদিক-ওদিক কয়েকটি খুঁটিনাটির অদলবদল ছাড়া এটা, সত্যি, প্রথম টেস্টেরই অনুবৃত্তি হ'লো। ওয়েস্ট-ইনডিজ টসে জিতে চমৎকার উইকেটে ব্যাট করলো—পরাক্রান্ত, অবিচল, নিষ্ঠুর ; তারপর বিপর্যস্ত ভারতীয় বোলিং ও ছিন্নভিন্ন ফিল্ডিং-এর হতদশা দেখে নেহাৎই দয়া পরবশ হ'য়ে তৃতীয় দিনে লাঞ্চের আগে দান ছেড়ে দিলে।

সমস্তটা শুরু হয়েছিলো একটি উদ্দীপ্ত ওপেনিং জুটি থেকে : প্রথম উইকেট পড়েছিলো ১৩৪-এ, যখন স্টোলমেয়ার ৬৬ রান ক'রে মানকড়ের বলে সরাসরি পরাস্ত হলেন। কিন্তু আউট হবার আগে তাঁর নয়নানন্দ শিল্পিতা ও আভিজাত্য দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছিলো। তারপরেই, ব্যক্তিগত ৬৭ রানে, অ্যালান রে মানকড়ের হাতেই ক্যাচ দিলেন ; যথেষ্ট কঠিন ক্যাচ ছিলো সন্দেহ নেই, তবে নিজের বলে মানকড় দারুণ ফিল্ডিং করেন—কিন্তু এ-ক্যাচটা ফশকালেন। ফলে রে কেবল সেঞ্চুরিই করলেন না, ওয়ালকটের সঙ্গে মিলে ওয়েস্ট-ইনডিজের স্কোর ২০৬ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। রে আউট হ'তেই নামলেন উইক্স। প্রথম দিনের খেলা যখন শেষ হ'লো ওয়েস্ট-ইনডিজ তখন ২ উইকেটে ২৫৫ : প্রথম ২ উইকেটে যেভাবে গোটা ইনিংসের গোড়াপত্তন হয়েছিলো, তাতে

রানের হার আরো দ্রুত হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু দুই 'ডাবলিউ' একযোগে উইকেটে থাকা সত্বেও রানের হারে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

দ্বিতীয় দিনে উইক্স আবার সেঞ্চুরি করলেন—পরে কলকাতা টেস্টের দু-দফাতেই সেঞ্চুরি ক'রে আর্থার মেলভিল ও জ্যাক ফিঙ্গলটনের রেকর্ড ভেঙে পর-পর পাঁচটি টেস্ট ইনিংসে সেঞ্চুরি করার বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করবেন। তাঁর এই সেঞ্চুরি ছাড়া দ্বিতীয় দিনের খেলায় ভারতীয় ফিল্ডিং-এর দুর্বলতা আরো স্পষ্ট-ভাবে চোখে পড়লো। রঙ্গচারীর বলের হিশেব শেষে দাঁড়িয়েছিলো ৩৪ ওভারে কোনো উইকেট না পেয়ে ১৪৮ রান—অথচ উইক্স ও ওয়ালকট দু-জনেরই উইকেট তাঁর প্রাপ্য ছিলো। তাঁর বলে পর-পর এতগুলো ক্যাচ ফশকালো যে বোঝা গেলো ফিল্ডারের সহায়তা ছাড়াই তাঁকে উইকেট নিতে হবে। অবশেষে ২৯৫-এ ওয়ালকট রান-আউট হ'য়ে প্রস্থান করলেন। গোমেজও প্রবীর সেনের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু ক্রিস্টিয়ানি আর উইক্স উইকেটের চারপাশে মেরে যথেচ্ছ রান তুলতে লাগলেন, জুটিতে রান হ'লো ১৭০। ক্রিস্টিয়ানি ৭৪ রান ক'রে মানকড়ের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু এবার ক্যামেরন—এমন কি ক্যামেরন!—বেপরোয়া মার মেরে রান তুলতে লাগলেন। দিনের খেলা যখন শেষ হ'লো, ওয়েস্ট-ইনডিজের রান তখন ৫ উইকেটে ৫৫৭।

পরদিন সকালবেলাতেই অবশ্য—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!—মানকড়ের বলে উইক্সকে প্রবীর সেন লুফে নিলেন, উইক্সের রান তখন 'মাত্র' ১৯৪! আরো ৫৫ রান যোগ হবার পর গডার্ড ৬ উইকেটে ৬২৯ রানে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন—মানকড় পেলেন ২০২ রানে ৩ উইকেট!

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

অ্যালান রে		ক. ও ব. ফাড়কার	১০৪
জেফ স্টোলমেয়ার		ব. মানকড়	৬৬
† ক্লাইড ওয়ালকট	রান-আউট		৬৮
এভারটন উইক্স	ক. প্রবীর সেন	ব. মানকড়	১৯৪
গেরি গোমেজ	ক. প্রবীর সেন	ব. হাজারে	৭
রবার্ট ক্রিস্টিয়ানি	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	৭৪
এফ. জে. ক্যামেরন	অপরাজিত		৭৫

ডেনিস অ্যাটকিন্‌সন	অপরাজিত	২৩
* জন গডার্ড	ব্যাট করেননি	—
প্রায়র জোনস	ব্যাট করেননি	—
বিল ফারগুসন	ব্যাট করেননি	—
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেই-বাই ৫, নো-বল ৪)		১৮
	৬ উইকেটে ঘোষিত	৬২৯

পতন : ১৩৪ (স্টোলমেয়ার) ; ২০৬ (রে) ; ২৯৫ (ওয়ালকট) ; ৩১১ (গোমেজ) ; ৪৮১ (ক্রিস্টিয়ানি) ; ৫৭৪ (উইক্‌স)।

ফাড়কার	১৬	৫	৩৫	১
রঙ্গচারী	৩৪	১	১৪৮	০
হাজারে	৪২	১২	৭৪	১
উমরিগড়	১৫	২	৫১	০
মানকড়	৭৫	১৬	২০২	৩
সিন্ধে	১৬	০	৬৮	০
অমরনাথ	৮	১	৩৩	০

ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের উইকেট যে তখনও রানে-ভরা, তার প্রমাণ দ্বিতীয় দফায় ভারতীয় ব্যাটিং সাফল্য দেখে বোঝা যায়। অথচ প্রথম দফায় ইব্রাহিম আর মানকড় পর-পর অকারণে রান-আউট হ'য়ে গিয়ে, যে-বিপর্যয়ের স্থচনা করলেন, ফাড়কার ছাড়া আর কেউই তার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। তৃতীয় দিনের খেলা যখন শেষ হ'লো তখন ভারতের রান ৬ উইকেটে ১৫০ ও ভারত পরাজয়ের সম্মুখীন।

সেই অবস্থায় চতুর্থ দিনে ফাড়কারের সহযোগী হলেন নবাগত উমরিগড় এবং প্রধানত তাঁদের সাহসী ও নিবিষ্ট ব্যাটিং-এর ফলে কোনোক্রমে ২৭৩ পর্যন্ত ইনিংসটাকে টেনে নেয়া গেলো। অন্তত তাঁরা প্রমাণ ক'রে দিলেন যে উইকেটে বা ওয়েস্ট-ইনডিজের বোলিং-এ ভয় পাবার কিছু নেই।

কিন্তু ফলো-অন ক'রে ব্যাটিং শুরু ক'রেই ১ রানের মধ্যে ইব্রাহিম ও ৩৩-এর মধ্যে মানকড় আউট হ'য়ে যেতেই পরাজয়ের সম্ভাবনাটা প্রবলতর হ'য়ে উঠলো। 'যখন পরাজয় খলু অনিবার্য / তখন যুদ্ধ কি বুদ্ধির কার্য'—এই প্রশ্ন করেছিলেন

স্থকুমার রায়, কিন্তু মোদি ও হাজারে ঠাণ্ডা মাথায়, সন্তর্পণে, ভারতের সংকট-মোচনে লিপ্ত হলেন। দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো ২ উইকেটে ৯৫।

তারপরেই পঞ্চম দিনে ভারতীয় ব্যাটিং যেন দান্তের নরক থেকে স্বর্গের দুয়ারে এসে দাঁড়ালো। মোদি আর হাজারের জুটিতে রান হ'লো ১৫৭, আর মোদির ঝলমলে সেঞ্চুরি ভারতীয় ব্যাটিংকে উদ্দীপ্ত ক'রে দিয়ে গেলো। অমরনাথ নামলেন, প্রতিরোধে দৃঢ় ও স্পর্ধিত।

পরাজয় এড়ানোটাই তখন বড়ো কথা। সেই অবস্থায় হাজারে ও অমরনাথ অসমাপ্ত চতুর্থ উইকেটে যোগ করলেন ১৪৪ রান। খেলা যখন শেষ হ'লো তখন পরাজয়ের দুঃস্বপ্ন কোথাও ছিলো না। মোদি, হাজারে ও অমরনাথ তিনজনে নিবিষ্টভাবে খেলতে শুরু ক'রে এটাই দেখিয়ে দিলেন যে ওয়েস্ট-ইনডিজের আক্রমণে তেমন ধার নেই—তার যত জোর তার ব্যাটিং-এ। হাজারের অপরাজিত ১৩৪ রান ছিলো দৃঢ়তার প্রতিমূর্তি, পক্ষান্তরে অমরনাথের অপরাজিত ৫৮ রান ছিলো চকিত সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। তা ছাড়া, ভারতীয় ব্যাটিং-এর পক্ষে যেটা সবচেয়ে আশার কথা, সেটা হাজারের নিয়মনিষ্ঠ ও সংযত স্থন্দর খেলার ভঙ্গি: তাঁর এই অপরাজিত সেঞ্চুরি এই ঘোষণাটিই ক'রে দিলে যে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় খেলার 'ফর্ম' আবার ফিরে পেয়েছেন।

ভারত : প্রথম দফা

বিন্নু মানকড়	রান-আউট		২১
কে. সি. ইব্রাহিম	রান-আউট		৯
রুসি মোদি	ক. অ্যাটকিন্সন	ব. ফারগুসন	১
বিজয় হাজারে	লেগ-বিফোর	ব. অ্যাটকিন্সন	২৬
হেমু অধিকারী	লেগ-বিফোর	ব. ফারগুসন	৩৪
দাত্তু ফাড়কার	ক. জোন্স	ব. গোমেজ	৭৪
* লালা অমরনাথ		ক. ও ব. ফারগুসন	২৪
পলি উমরিগড়	ক. গডার্ড	ব. ফারগুসন	৩০
† প্রবীর সেন	লেগ-বিফোর	ব. গডার্ড	১৯
এস. জি. সিন্ধে	স্টা. ওয়ালকট	ব. গোমেজ	১৩
সি. আর. রঙ্গচারী	অপরাজিত		৮
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৫, নো-বল ৮)			১৪
			২৭৩

পতন : ২৭ (মানকড়) ; ২৮ (মোদি) ; ৩২ (ইব্রাহিম) ; ৮২ (অধিকারী) ; ১১৬ (হাজারে) ; ১৫০ (অমরনাথ) ; ২২৯ (উমরিগড়) ; ২৩৩ (ফাড়কার) ; ২৬১ (সিন্ধে) ; ২৭৩ (প্রবীর সেন)।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিনু মানকড়	ক. ফারগুসন	ব. গোমেজ	১৬
কে. সি. ইব্রাহিম	ক. গডার্ড	ব. জোন্‌স	০
রুসি মোদি	ক. গোমেজ	ব. ফারগুসন	১১২
বিজয় হাজারে	অপরাজিত		১৩৪
* লালা অমরনাথ	অপরাজিত		৫৮
অতিরিক্ত (বাই ১১, লেগ-বাই ১ নো-বল ১)			১৩
		৩ উইকেটে	৩৩৩

পতন : ১ (ইব্রাহিম) ; ৩৩ (মানকড়) ; ১৮৯ (মোদি)।

জোন্‌স	২১	৭	৩৪	০	১২	২	৫২	১
গোমেজ	২৪	৯	৩২	২	২৮	১২	৩৭	১
অ্যাটকিন্‌সন	১৪	৫	২১	১	১৩	৪	২৬	০
ফারগুসন	৫৭	৮	১২৬	৪	৩৯	১৪	১০৫	১
গডার্ড	১২.২	৭	১৯	১	৩	১	৬	০
ক্যামেরন	১০	৩	৯	০	২৭	৯	৫২	০
স্টোলমেয়ার	৪	০	১৮	০	৪	০	১২	০
ক্রিস্টিয়ানি	—	—	—	—	৬	০	৩০	০

তৃতীয় টেস্ট : কলকাতা ;

ডিসেম্বর ৩১, ১৯৪৮ ও জানুয়ারি ১, ২, ৩ ও ৪, ১৯৪৯

পর-পর দু-দুটো টেস্ট অমীমাংসিত শেষ হবার পর কলকাতার ইডেন উদ্যানের টেস্টের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেলো। তাছাড়া ইডেন উদ্যানের পিচ দেখে মনে হচ্ছিলো সেখানে হয়তো-বা কোনো মীমাংসা হ'তেও পারে। কারণ ইডেন উদ্যানের পিচ কেবল ব্যাটসম্যানদের কথা বিবেচনা ক'রেই তৈরি হয়নি, বোলারদের কথাও একটু মনে রাখা হয়েছিলো। এবার ভারতীয় দলে স্থান

পেলেন মিডিয়াম-পেস বোলার মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি কলকাতায় এতই খেলেছেন যে ইডেন উদ্যানের প্রতিটি ঘাসই বুঝি তাঁর চেনা ছিলো। আর দলে এলেন গুলাম আমেদ, এরাপল্লি প্রসন্নকে বাদ দিলে যাঁর তুল্য অফ-স্পিনার এ-দেশে আর জন্মাননি। আর, সর্বোপরি, দলে ঢুকলেন মুস্তাক আলি। মুস্তাক কলকাতার কিংবদন্তি। প্রথমে অবশ্য তাঁকে দলে নেয়া হয়নি; কিন্তু কলকাতার লোক 'নো মুস্তাক, নো টেস্ট' এই ধ্বনি তোলবার পর নির্বাচকেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে দলে নিলেন। বাদ পড়লেন রঙ্গচারী, সিন্ধে ও উমরিগড়।

এত-সব অদলবদল সত্ত্বেও কলকাতার তৃতীয় টেস্টম্যাচও অমীমাংসিত থেকে গেলো। জন গডার্ড অবশ্য ভারতকে ৪১৫ মিনিটে ৪৩১ রান করতে আহ্বান করেছিলেন—কিন্তু অমরনাথ কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি হননি। এ-কথা ঠিক যে ভারত খেলছিলো চতুর্থ ইনিংস, তবু উইকেটে ভাঙন ধরেনি আর আউটফিল্ড ছিলো দ্রুত; অমরনাথ যদি দলের লোকদের তাড়াতাড়ি রান করবার জন্য নির্দেশ দিতেন, তবে হয়তো ভারত জিততে পারতো। কারণ খেলা যখন শেষ হ'লো ভারতের রান তখন ছিলো ৩ উইকেটে ৩২৫। কিন্তু অমরনাথ হয়তো ভেবেছিলেন মাদ্রাজের স্পিন-ধরা উইকেটে জয়-পরাজয়ের সহজ নিষ্পত্তি হবে—কাজেই কলকাতায় ঝুঁকি নিয়ে কী হবে? মাদ্রাজে অবশ্য হার-জিতের নিষ্পত্তি হ'লো অবিসংবাদিতভাবে—কিন্তু পুরো পর্যায়ে মাদ্রাজেই শুধু সত্যিকার দ্রুত উইকেট পাওয়া গেলো, স্পিন মোটেই কাজ করলো না; এবং ওয়েস্ট-ইনডিজ ঐ দ্রুত উইকেটের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলো।

৩১শে ডিসেম্বর খেলা শুরু হবার সময় স্টোলমেয়ার হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় তাঁর বদলে দলে ঢুকলেন ক্যারু। এবং অ্যালান রে-র সঙ্গে গোড়াপত্তন করতে নামলেন ডেনিস অ্যাটকিন্‌সন। অ্যাটকিন্‌সন ও রে ২৮ রানের মধ্যেই আউট হ'য়ে গেলেন। দিল্লি ও বম্বাইয়ের কাণ্ডকারখানা দেখবার পর এই শুভ সূচনায় ভারতীয় দলের উৎফুল্ল হবার যথেষ্ট কারণ ছিলো। কিন্তু যতক্ষণ দুই 'ডাবলিউ' আউট হননি, ততক্ষণ ওয়েস্ট-ইনডিজ তো অদমনীয়। ওয়ালকট-উইক্‌সের জুটিতে এবার রান হ'লো ৮১। তারপর নিজস্ব ৫৪ রানের মাথায় গুলাম আমেদের বলে মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ধরা পড়লেন ওয়ালকট। অতএব তিনটি উইকেটের পতনেই মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো-না-কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তারপরে কেবল উইক্‌সই রইলেন, কিন্তু তিনি একাই একশো। অনিবার্য

গতিতে তাঁর তৃতীয় সেঞ্চুরি এলো। আগাগোড়া সুকৌশলে বল ক'রে গুলাম আমেদ অবশেষে নিজের বলেই উইক্‌সকে নিজে লুফে নিলেন—ওয়েস্ট-ইনডিজের রান তখন ৭ উইকেটে ৩০৯। উইক্‌সের প্রস্থানের পরেই চটপট ওয়েস্ট-ইনডিজের ইনিংস ৩৬৬ রানে শেষ হ'য়ে গেলো। দুই নবাগত বোলার—বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমেদ—যথাক্রমে ১২০ রানে ৪ ও ৯৪ রানে ৪ উইকেট পেলেন; বাকি দুটি উইকেট দখল করলেন মানকড়, ৭৪ রানে।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

অ্যালান রে	লেগ-বিফোর	ব. বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
ডেনিস অ্যাটকিন্‌সন		ব. বন্দ্যোপাধ্যায়	০
† ক্লাইড ওয়ালকট	ক. বন্দ্যোপাধ্যায়	ব. গুলাম আমেদ	৫৪
এভারটন উইক্‌স		ক. ও ব. গুলাম আমেদ	১৬২
গেরি গোমেজ		ব. মানকড়	২৬
জি. ক্যারু	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	১১
* জন গডার্ড	অপরাজিত		৩৯
রবার্ট ক্রিস্টিয়ানি		ক. ও ব. বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩
এফ. জে. ক্যামেরন	ক. মুস্তাক আলি	ব. বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩
বিল ফারগুসন		ব. গুলাম আমেদ	২
প্রায়র জোন্‌স		ব. গুলাম আমেদ	৬
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৪)			৫
			৩৬৬

পতন : ১ (অ্যাটকিন্‌সন); ২৮ (রে); ১০৯ (ওয়ালকট); ১৮৮ (গোমেজ); ২৩৮ (ক্যারু); ২৮৩ (ক্রিস্টিয়ানি); ৩০৯ (উইক্‌স); ৩৪০ (ক্যামেরন); ৩৪২ (ফারগুসন); ৩৬৬ (জোন্‌স)।

বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০	৩	১২০	৪
অমরনাথ	২০	৬	৩৪	০
হাজারে	৫	০	৩৩	০
গুলাম আমেদ	৩৫'২	৫	৯৪	৪
মানকড়	২৩	৫	৭৪	২
সারভাতে	২	০	৬	০

ওয়েস্ট-ইনডিজ সাড়ে ছশো রানের বদলে 'মাত্র' ৩৬৬-তে আউট ক'রে দিয়ে ভারত এমনভাবে ব্যাট করতে শুরু করলে যে মনে হ'লো ১২-তে ইব্রাহিমকে হারানো সত্ত্বেও অনায়াসেই ওয়েস্ট-ইনডিজের রান পেরিয়ে যাবে। বিশেষ ক'রে অদ্বিতীয় ও চমকপ্রদ মুস্তাক আলিই খেলার গতি ও মেজাজ নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে স্থির ক'রে দিলেন। দলের ৭৭ রানের মধ্যে তিনি একাই সংগ্রহ করলেন ৫৪। মুস্তাক আলি আউট হ'য়ে যাবার পর মোদি আর হাজারে এমন আস্থা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যাট করলেন যে দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়িয়েছিলো ২ উইকেটে ২০৪।

কিন্তু তৃতীয় দিনে নাটকীয়ভাবে খেলার মোড় ঘুরে গেলো। খেলা শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে জোন্‌স আর গোমেজ ভারতীয় ইনিংসের মেরুদণ্ড ভেঙে দিলেন —মাত্র ৪ রানের মধ্যে পর-পর আউট হলেন মোদি, হাজারে ও অমরনাথ। মাত্র ৬৬ রানে ভারতের আটটি উইকেট প'ড়ে গেলো। মানকড় আর অধিকারী বিপর্যয় ঠেকাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ওয়েস্ট-ইনডিজ তাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রাধান্য কখনো হারালো না। আগের দিন যখন ২ উইকেটে ভারত ২০৪ রান করেছিলো, তখন কেউ কল্পনাও করেননি যে ২৭২ রানে সবাই আউট হ'য়ে যাবে।

ওয়ালকট হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় সেদিন তাঁর বদলে উইকেট রেখেছিলেন ক্রিস্টিয়ানি: দু-জনকে স্টাম্পড ক'রে ও একটি ক্যাচ লুফে তিনিও নিজের কৃতিত্ব সবিশেষ প্রমাণ ক'রে দিলেন। গোমেজ, ফারগুসন ও গডার্ড—প্রত্যেকেই তিনটে ক'রে উইকেট পেলেন, আর ভারতীয় ব্যাটিং-বিপর্যয়ের সূচনা করেছিলেন জোন্‌স, তৃতীয় দিন সকালে মোদিকে সরাসরি বোল্ড ক'রে দিয়ে।

ভারত : প্রথম দফা

এস. মুস্তাক আলি	ক. রে	ব. গডার্ড	৫৪
কে. সি. ইব্রাহিম		ব. গোমেজ	১
রুসি মোদি		ব. জোনস	৮০
বিজয় হাজারে		ব. গোমেজ	৫৯
* লালা অমরনাথ	ক. ক্রিস্টিয়ানি	ব. গোমেজ	৩
বিনু মানকড়	ক. ফারগুসন	ব. গডার্ড	২৯
হেমু অধিকারী	অপরাজিত		৩১

সি. টি. সারভাতে		ব. গডার্ড	০
† প্রবীর সেন	লেগ-বিফোর	ব. ফারগুসন	১
গুলাম আমেদ	স্টা. ক্রিস্টিয়ানি	ব. ফারগুসন	০
মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়	স্টা. ক্রিস্টিয়ানি	ব. ফারগুসন	০
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৬, নো-বল ৩)			১৪
			২৭২

পতন : ১২ (ইব্রাহিম) ; ৭৭ (মুস্তাক আলি) ; ২০৬ (মোদি) ; ২০৬ (হাজারে) ; ২১০ (অমরনাথ) ; ২৬৭ (মানকড়) ; ২৬৭ (সারভাতে) ; ২৬৮ (প্রবীর সেন) ; ২৬৯ (গুলাম আমেদ) ; ২৭২ (বন্দ্যোপাধ্যায়)।

জোন্‌স	১৭	৩	৪৮	১
গোমেজ	৩২	১০	৬৫	৩
ফারগুসন	২৯	৮	৬৬	৩
গডার্ড	১৩	৩	৩৪	৩
ক্যামেরন	৭	২	১২	০
অ্যাটকিন্‌সন	৯	০	২৭	০
ক্রিস্টিয়ানি	২	০	৬	০

রে, ক্যারু আর ফারগুসনকে হারিয়ে তৃতীয় দিনের শেষে ওয়েস্ট-ইনডিজের দ্বিতীয় দফায় রান উঠেছিলো ৩ উইকেটে ১২০। রে হয়তো আউট হতেন না, কিন্তু উইক্‌স একটি অসম্ভব রান নেবার চেষ্টা করেছিলেন : রে যদি ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে না-আসতেন তবে উইক্‌সকেই আউট হ'তে হ'তো—কিন্তু রে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এবং, তারই অনুসিদ্ধান্ত : উইক্‌স এই ইনিংসেও আরেকটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে পর-পর পাঁচটি টেস্ট ইনিংসে রান করলেন ১৪১ (ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে), ১২৮, ১৯৪, ১৬২ আর ১০১—এ ছাড়া কলকাতা টেস্টের দুই ইনিংসেও সেঞ্চুরি ক'রে আরও-একটি বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হলেন। উইক্‌স যেন ভারতীয় বোলারদের সম্মোহিত ক'রে রেখেছিলেন। এমন নয় যে সেঞ্চুরি করার আগে উইক্‌স কোনো সুযোগ দেননি। কিন্তু অকথ্য ফিল্ডিং-এর দরুন সে-সব সুযোগ কখনোই ফলপ্রসূ হয়নি। তাঁর ক্ষিপ্রতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অবিস্মরণীয়। একই বলের উদ্দেশে ফলো-থ্রু সমেত দুটো স্ট্রোকও তিনি করেছেন কলকাতায় : মানকড় আর উইক্‌সের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সব সময়েই ছিলো

রোমাঞ্চকর। লোপ্পা মন্থর বলের টোপ ফেলে মানকড় তাঁকে ব্রিজ থেকে বার ক'রে আনছিলেন, তারপর এক অতর্কিত দ্রুত বল উইক্‌সকে ঠকিয়ে দিলে। উইক্‌স ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে অন-ড্রাইভ করেছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে ঠ'কে গেছেন—অমনি শূন্যে ফলো-থ্রুর মধ্যে মারটা পালটে ফেলে পেছিয়ে নুয়ে প'ড়ে তিনি লেট-কাট করলেন—চকিতে বলটি চ'লে গেলো সীমানার বাইরে। বেঁটে কিন্তু দশাসই মানুষটি যেন প্রথম বল থেকেই হত্যাকাণ্ড শুরু করতেন। সবরকম কাট, হুক আর ড্রাইভ—এই ছিলো তাঁর প্রধান মার। চওড়া কব্জির জোর আর ক্ষিপ্রতা—এই দুইয়ের প্রভাব হ'তো প্রচণ্ড। সঙ্গী ওয়ালকট প্রায় প্রত্যেক বলই পিছিয়ে খেলতেন: মস্ত অতিকায় মানুষ, মুখে হাসি লেগেই আছে, ভালো মার মেরে নিজেই শিশুর মতো খুশি হ'য়ে উঠতেন, আর সমস্ত মাঠ তাঁর খুশিতে মারের জৌলুশে ঝলমল ক'রে উঠতো। কলকাতায় দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়ালকটও সেঞ্চুরি করেছিলেন। আর দুই 'ডাবলিউ'-এর চমৎকার ব্যাটিং দর্শকদের মুগ্ধ ক'রে রেখেছিলো। সত্যি, যে দু-জনেই সেঞ্চুরির মধ্যে একাধিক সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে এটাই প্রমাণ হয়েছিলো যে তাঁরা কেবল রান তোলার কারখানা নন, তাঁরাও মানুষ, আর বোলারদের তাঁরা দয়াও করেন, সুযোগও দেন। ভারত যে বাজে ফিল্ডিং করে, তার জন্যে তো আর তাঁরা দায়ী নন।

শেষটায় চতুর্থ দিনে গডার্ড ৯ উইকেটে ৩৩৬ রানে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। ওয়ালকট-উইক্‌স সেঞ্চুরি না-করলে ওয়েস্ট-ইনডিজকে সংকটে পড়তে হ'তো, এটা বলাই বাহুল্য। বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমরনাথ ভালো বল ক'রেও ক্যাচ ফশকানোর জন্য বেশি উইকেট পাননি। মানকড় আর গুলাম আমেদের বলও খুবই ভালো হয়েছিলো।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

অ্যালান রে	রান-আউট		৩৪
জি. ক্যারু		ব. বন্দ্যোপাধ্যায়	৯
বিল ফারগুসন	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	৬
এভারটন উইক্‌স		ক. ও ব. গুলাম আমেদ	১০১
* জন গডার্ড	ক. বন্দ্যোপাধ্যায়	ব. অমরনাথ	৯
গেরি গোমেজ		ব. গুলাম আমেদ	২৯
† ক্লাইড ওয়ালকট	ক. অমরনাথ	ব. মানকড়	১০৮

রবার্ট ক্রিস্টিয়ানি		ব. অমরনাথ	২২
এফ. জে. ক্যামেরন		ক. ও ব. মানকড়	২
ডেনিস অ্যাটকিন্সন	অপরাজিত		৫
প্রায়র জোন্স	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ১, ওয়াইড ১, নো-বল ৩)			১১
		৯ উইকেটে ঘোষিত	৩৩৬

পতন : ১৩ (ক্যারু) ; ৩২ (ফারগুসন) ; ১০৪ (রে) ; ১৩০ (গডার্ড) ১৮১ (গোমেজ) ; ২৪৪ (উইক্স) ; ৩০৪ (ক্রিস্টিয়ানি) ; ৩২১ (ক্যামেরন) ; ৩৩৬ (ওয়ালকট) ।

বন্দ্যোপাধ্যায়	২১	০	৬১	১
অমরনাথ	২৩	৪	৭৫	২
হাজারে	১১	৩	৩৩	০
গুলাম আমেদ	২৫	০	৮৭	২
মানকড়	২৪.৩	৫	৬৮	৩
সারভাতে	১	০	১	০

মুস্তাক আলি ও ইব্রাহিম চতুর্থ দিনে মাত্র ১১০ মিনিট ব্যাট করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সময়ে রান উঠলো কোনো উইকেট না-খুইয়ে মাত্র ৬৬। এক হ'তে পারে প্রথম দফার অপ্রত্যাশিত ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর সেদিন সন্ধে-বেলায় অমরনাথ অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে কোনো উইকেট খোয়াতে রাজি হননি। পরের দিন নিশ্চয়ই রানের গতি দ্রুত হবে।

কিন্তু সকালবেলায় ইব্রাহিম চটপট আউট হ'য়ে গেলেন। আর মোদির হাত খুলতে দেরি হ'লো : গোড়ার দিকে অনেকক্ষণ সময় অনেক সময়েই তাঁর ব্যাট করার ভঙ্গি ছিলো অনুসন্ধিৎসু ও অস্বস্তিকর। শুধু মুস্তাক আলি খেললেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে আক্রমণাত্মক ও রুদ্ধশ্বাস। হালকা পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি ক্রিজ ছেড়ে, বোলারদের লেংথ তছনছ ক'রে দিচ্ছিলেন। চঞ্চল ছটফটে মুস্তাক আলি—আবেগময় তাঁর ব্যাট করার ভঙ্গি—কোনো বোলারকেই রেয়াৎ বা তোয়াক্কা করা নেই—দুঃসাহসে ভরা একেকটা মারের মধ্যে শিল্পীর সহজাত লাবণ্য মাখানো : তাঁর ব্যাট করার হাসিখুশি ভঙ্গি দর্শকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি করলেন

তিনি—উইক্‌স বা ওয়ালকটের চেয়েও তাঁর সেঞ্চুরি হ'লো অনেক বেশি রোমাঞ্চকর ও নয়নলোভন। ১৫৪ রানের মধ্যে তিনি একাই করেছিলেন ১০৬। কিন্তু সেঞ্চুরিই শুধু নয়, যেভাবে তিনি ওয়েস্ট-ইনডিজের আক্রমণকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলেন, তাতে মোদির জিজ্ঞাসু ব্যাটেও ক্রমে আস্থার ছাপ ফুটে উঠলো। মুস্তাক আলি আউট হ'তেই নামলেন হাজারে। নিখুঁত, কেতাবি, 'ক্লাসিক্যাল' হাজারে—সত্যি কথা, কিন্তু রানের গতি বাড়াতে পারলেন না—বরং অনেক ক'মেই গেলো। মোর্দি আর হাজারের জুটি চমৎকার ও অনায়াস ভঙ্গিতে রান করছিলেন সত্যি, কিন্তু জয়ের জন্য যে-তাগিদ থাকলে ঐ ব্যাটিং মহান হ'তে পারতো, তার অভাব বিরক্তিকরভাবে প্রকট হ'য়ে উঠলো। তাঁরা যে নিষ্ঠাভরে কেবল খেলাটা অমীমাংসিত করার জন্যই বদ্ধপরিকর, তা অচিরেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। মোদি যখন ২৬২-তে আউট হলেন, তখন ভারত রানের হারে এত পেছিয়ে গেছে যে জয়ের চেষ্টা করার কোনো মানে হয় না। অমরনাথ এসে চমৎকার খেললেন, তাঁর ছোট্ট অপরাজিত ইনিংসটিতে সবরকম মারই ছিলো, কিন্তু ততক্ষণে আর তার কোনো মানে নেই, শেষ ঘণ্টাখানেকের খেলা নেহাৎই ছিলো নিয়মরক্ষা।

কলকাতায় জয়ের জন্য চেষ্টা না-ক'রে ভারত যে ভুল করেছিলো, সেটা আরও বিশদ হ'য়ে উঠলো যখন মাদ্রাজে পরের টেস্টে ভারত ইনিংস ও ১৯৩ রানে শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করলো—আর সেই সঙ্গে 'রাবার'ও খোয়ালো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

এস. মুস্তাক আলি	লেগ-বিফোর	ব. অ্যাটকিন্‌সন	১০৬
কে. সি. ইব্রাহিম	ক. অ্যাটকিন্‌সন	ব. গোমেজ	২৫
রুসি মোদি	ক. ক্রিস্টিয়ানি	ব. গডার্ড	৮৭
বিজয় হাজারে	অপরাজিত		৫৮
* লালা অমরনাথ	অপরাজিত		৩৪
অতিরিক্ত (বাই ১২, নো-বল ৩)			১৫
		৩ উইকেটে	৩২৫

পতন : ৮৪ (ইব্রাহিম) ; ১৫৪ (মুস্তাক আলি) ; ২৬২ (মোদি)।

জোন্‌স	২১	৫	৪৯	০
গোমেজ	২৯	১০	৪৭	১

ফারগুসন	৯	০	৩৫	০
গডার্ড	২৩	১১	৪১	১
ক্যামেরন	৩০	৭	৬৭	০
অ্যাটকিন্‌সন	১৪	৩	৪২	১
ক্রিস্টিয়ানি	৩	০	১২	০
ক্যারু	৩	২	২	০
ওয়ালকট	৩	০	১২	০
উইকস	১	০	৩	০

চতুর্থ টেস্ট : মাদ্রাজ ;

জানুয়ারি ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ও ফেব্রুয়ারি ১, ১৯৪৯

প্রথম থেকে পুরো পর্যায়ের খেলা অনুসরণ ক'রে এসে চতুর্থ টেস্ট দেখে তাজ্জব হ'য়ে যেতে হয়। যে-ভাবে দু-দল ব্যাট আর বল করছিলো, তাতে পাঁচ দিনে খেলার কোনো নিষ্পত্তি হবার সম্ভাবনা ছিলো না। অথচ মাদ্রাজে চার দিনেই ভারত ইনিংস ও ১৯৩ রানে হেরে গেলো। ভারতীয় ব্যাটিং যে চোরা-বালির উপর দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো যে-মুহূর্তে ভারত সত্যিকার ফাস্ট বলের মুখোমুখি দাঁড়ালে।

আরো তাজ্জব নির্বাচকদের কাণ্ড। কলকাতার লোকেরা আন্দোলন ক'রে মুস্তাক আলিকে দলে ঢুকিয়েছিলো : মুস্তাক আলি ও-টেস্টে ৫৪ আর ১০৬ করেছিলেন। মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় ১২০ রানে ৪ ও ৬১ রানে ১ উইকেট পেয়েছিলেন : তাঁর বলে ক্যাচ না-ফশকালে তাঁর বল-করার খতিয়ান আরো ভালো হ'তো। মাদ্রাজে তাঁকে দলেই নেয়া হ'লো না। কেন-যে কলকাতা টেস্টে তাঁকে অন্তর্ভূ্ক্ত করা হয়েছিলো, আর তারপরে তাঁকে আর কোনোদিনই টেস্টে নেয়া হ'লো না—তার কারণ নির্বাচকেরাই জানেন। ইব্রাহিম বম্বাই ও কলকাতার ব্যর্থতার পর এবার দল থেকে বাদ পড়লেন, তাঁর জায়গায় দলে এলেন মাধব রিগে। আর মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গায় নীরদ ওরফে পুঁটু চৌধুরী। পুঁটু চৌধুরীর বলে দু-রকম সুইং আছে—বলের গতিও ভারতীয়দের তুলনায় যথেষ্ট দ্রুত—অথচ ফাড়কারের সঙ্গে নতুন বলে আক্রমণ রচনা করলেন হাজারে—পুঁটু চৌধুরী যখন প্রথম বল করবার সুযোগ পেলেন, তখন বল আর নতুন নেই।

এ-সব হিং টিং ছট ব্যাপার সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। শুধু এটা ভেবে অবাক লাগে যে যেখানে ভারত দ্বিতীয় দফাতেও ওয়েস্ট-ইনডিজের ফাস্ট বলের সামনে দাঁড়াতে পারেনি, সেখানে একজন মিডিয়াম-ফাস্ট বোলারকে দলে এনেও তাঁকে নতুন বলে বল করতে না দেবার মানে কী হ'তে পারে। গডার্ড এবারও টস না-জিতলে হয়তো অমরনাথ প্রথমে ব্যাট করবার সুযোগ পেতেন। কিন্তু যেখানে তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে ভারত জোর বল খেলতে পারেনি, সেখানে প্রথম দিনে ব্যাট করলে ভারতের কী দশা হ'তো জল্পনা করলে আতঙ্কিত হ'তে হয়। অথচ জোন্‌স, ট্রিম বা গোমেজ কস্মিনকালেও ভোসে-বাওয়েস, লিণ্ডওয়াল-মিলার-জনস্টন, বেডসার-ট্রু্ম্যান-স্ট্যাথাম বা হল-গিলক্রিস্ট-গ্রিফিথের মতো আতঙ্ক জাগানো বোলার ছিলেন না। অতএব ভারতের ব্যাটিং ব্যার্থতার কোনো ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ৎ নেই। তার ফিল্ডিং যেমন বাজে, ব্যাটিংও আসলে তেমনি বাজে—আরো বাজে হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন টেস্ট মাঠের পিচ। এ-সব তিক্ত তথ্য মুখরোচক না-হ'তে পারে—কিন্তু এ-সব অরুচিকর সত্যকে স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই।

স্টোলমেয়ার কলকাতায় হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন ব'লে খেলতে পারেননি, মাদ্রাজে তিনি মাঠে নামলেন সুস্থ ও নীরোগ: আর প্রথম বল থেকেই বোঝা গেলো তাঁর খেলা দারুণ খুলে গেছে। রে আর স্টোলমেয়ার প্রথম দিনের খেলায় এমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার করলেন যে প্রথম উইকেট পড়লো বিকেল বেলায়; জুটির রান যখন ২৩৯, আর অ্যালান রে-র নিজের রান ১০৯, তখন ফাড়কারের বলে ফাইন লেগ বাউণ্ডারিতে নবাগত মাধব রিগে তাঁকে লুফে নিলেন। অথচ ফাড়কারের প্রথম ওভারেই রে ক্যাচ তুলেছিলেন, প্রবীর সেন ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগে ঝাঁপ খেয়ে প'ড়েও তাঁকে লুফতে পারেননি। রে আরো একটি সুযোগ দিয়েছিলেন, তাঁর নিজের রান যখন ৬৭; কিন্তু এবার ক্যাচ ফশকালেন মানকড়। দিনের শেষে ওয়েস্ট-ইনডিজের রান ১ উইকেটে ৩১৫। স্টোলমেয়ার দেড়শোর উপর রান ক'রে অপরাজিত, আর তাঁর সঙ্গী ওয়ালকট।

প্রথম দিনের খেলাটা ছিলো একেবারেই একপেশে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন সকাল বেলাতেই ওয়েস্ট-ইনডিজের সেই একতরফা প্রাধান্য কেটে গেলো। ওয়ালকট, স্টোলমেয়ার ও ক্রিস্টিয়ানি ২০ রানের মধ্যে আউট হ'য়ে ফিরে গেলেন। প্রথম দিনে ফাড়কার পিচ থেকে ঝাঁকুনি আদায় করতে পারেননি। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে তাঁর ও চৌধুরীর বল অতর্কিতে লাফিয়ে উঠতে লাগলো—

খাটো লেংথের ঠোকা বলগুলো কেবল যে বেমক্কা লাফিয়ে উঠছিলো তা নয়, মোচড় খেয়ে হঠাৎ-হঠাৎ বেঁকেও যাচ্ছিলো।

এই অবস্থায় শক্ত হাতে হাল ধ'রে দাঁড়ালেন উইক্‌স: তাঁকে ব্যাট হাতে দেখলেই ভারতীয়রা ততক্ষণে মনমরা হ'য়ে যেতে শিখেছে। উপর্যুপরি ষষ্ঠ সেঞ্চুরির মুখে, ৯০ রানের মাথায় উইক্‌স হঠাৎ রান-আউট হ'য়ে গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে ভারতীয় বোলিং-এ ধার ব'লে কিছু নেই। উইক্‌সের প্রত্যেকটি মারের পিছনে এক ধরনের বন্য তীব্রতা থাকে, যা ওরেলের রেশমমসৃণ ক্রীড়াশৈলী বা ওয়ালকটের নিরেট প্রতিরোধে অনুপস্থিত। উইক্‌সের বরং তুলনা চলে ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে: তাঁর রানগৃধ্নুতা আর অটুট অভিনিবেশ দুটোই ব্র্যাডম্যানকে মনে করিয়ে দেয়। ব্র্যাডম্যানের মতো উইক্‌সও প্রধানত ব্যাকফুটেই বেশির ভাগ বল খেলতেন, আর সাধারণ ব্যাটসম্যানের চেয়ে অনেক বেশি সময় পেতেন তাঁর মারগুলো নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে। উইক্‌স ছাড়া গোমেজ আর ক্যামেরনও বেশ রান করেছিলেন সেদিন—যদিও তাঁদের ইনিংস নিখুঁত ছিলো না। দ্রুত রান তোলবার জন্যে তাঁরা যথেষ্ট ঝুঁকি নিচ্ছিলেন, সুযোগও দিচ্ছিলেন। কিন্তু….সেই তো ভারতীয় ফিল্ডিং! ৪৫'৩ ওভার বল ক'রে ১৫৯ রানে ফাড়কার পেলেন ৭ উইকেট। একটানা ও-রকম আক্রমণাত্মক বল তিনি খুব কমই করেছেন টেস্টে।

ওয়েস্ট-ইনডিজ: প্রথম দফা

অ্যালান রে	ক. রিগে	ব. ফাড়কার	১০৯
জেফ স্টোলমেয়ার	ক. প্রবীর সেন	ব. চৌধুরী	১৬০
† ক্লাইড ওয়ালকট	লেগ-বিফোর	ব. ফাড়কার	৪৩
এভারটন উইক্‌স	রান আউট		৯০
রবার্ট ক্রিস্টিয়ানি	ক. মোদি	ব. ফাড়কার	১৮
* জন গডার্ড	ক. প্রবীর সেন	ব. ফাড়কার	২৪
গেরি গোমেজ	ক. মানকড়	ব. ফাড়কার	৫০
এফ. জে. ক্যামেরন	ক. হাজারে	ব. ফাড়কার	৪৮
প্রায়র জোন্‌স	ক. গুলাম আমেদ	ব. মানকড়	১০
জন ট্রিম	ক. প্রবীর সেন	ব. ফাড়কার	৯

বিল ফারগুসন	অপরাজিত	২
	অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ-বাই ৭, নো-বল ২)	১৯
		৫৮২

পতন : ২৩৯ (রে) ; ৩১৯ (ওয়ালকট) ; ৩১৯ (স্টোলমেয়ার) ; ৩৩৯ (ক্রিস্টিয়ানি) ; ৪২০ (গডার্ড) ; ৪৭২ (উইক্‌স) ; ৫৩২ (গোমেজ) ; ৫৫১ (জোন্‌স) ; ৫৬৫ (ট্রিম) ; ৫৮২ (ক্যামেরন)।

ফাড়কার	৪৫·৩	১০	১৫৯	৭
হাজারে	১২	১	৪৪	০
অমরনাথ	১৩	৪	৩৯	০
চৌধুরী	৩৭	৬	১৩০	১
মানকড়	৩৩	৪	৯৩	১
গুলাম আমেদ	৩২	৩	৮৮	০
অধিকারী	১	০	১০	০

আবারও স্কোরবোর্ডে বিপক্ষের মস্ত রান সংখ্যা, এই অবস্থায় ভারত যখন ব্যাট করতে নামলো, তখন প্রথম থেকেই প্রতীয়মান হ'লো যে ফলো-অন অবশ্যম্ভাবী। মুস্তাক আলি ঝকঝকে খেললেন, কিন্তু বম্বাইয়ের মাধব রিগে বেশিক্ষণ টিকলেন না। মুস্তাক আলি অনেকক্ষণ টেকার চেষ্টা করেছিলেন : স্বভাবতই তিনি আক্রমণাত্মক খেলেন, কিন্তু সেদিন তিনি সংযত ও সন্তর্পণ ভঙ্গিতে খেলছিলেন। চমৎকার মারগুলো যখন কলকাতার সেঞ্চুরির স্মৃতি জাগিয়ে দিচ্ছে, তখন হঠাৎ আবারও লেগ-বিফোর হ'য়ে তিনি প্রস্থান করলেন। তাঁর ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিলো আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত তাঁর মনঃপূত হয়নি। মুস্তাক আলি আউট হ'য়ে যাবার পর মোদি, অধিকারী ও ফাড়কার ওয়েস্ট-ইনডিজের অগ্রগতি প্রতিহত করবার বিস্তর চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই আউট হলেন অপ্রত্যাশিত ; যখন হাত জ'মে উঠেছে, ভালো খেলছেন, এই অবস্থায় মোদি হঠাৎ ফারগুসনের ঝোলানো বল মিস করলেন, অধিকারী অফ-স্টাম্পের বাইরের বল খোঁচা দিলেন, ফাড়কারের পুলটা সময়মতো লাগলো না। ফাড়কার অবশ্য সেদিনটা অপরাজিত ছিলেন। দিনের খেলা যখন শেষ হ'লো, ভারতের রান ৬ উইকেটে ২২৫ ; নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান আছেন শুধু ফাড়কার ও মানকড়।

পরদিন গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী, বিরতির দিন। সোমবার সকালেই ভারতের

প্রথম দফা আর মাত্র ২০ রান যোগ ক'রে শেষ হ'য়ে গেলো। আর দ্বিতীয় দফা শেষ হ'লো সেদিনই—১৪৪ রানে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা মিছিল ক'রে মাঠে নামলেন আর আউট হ'য়ে ফিরে এলেন।

এটা ঠিক যে ট্রিম ও জোন্‌স নিখুঁত নিশানায় কেবল লেগ-স্টাম্প লক্ষ্য ক'রে বল ক'রে যাচ্ছিলেন, আর অফের দিকে এক উইক্‌স ছাড়া আর-কেউ ছিলেন না —বাকি সবাই ওৎ পেতে দাঁড়িয়েছিলেন অফ-সাইডে। তাছাড়া, চতুরভাবে, খাটো লেংথের ঠোকা বলগুলো তারা মিশিয়ে দিচ্ছিলেন মাঝে-মাঝে। ফাড়-কারের বাম্পারের শোধ—সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু ভারতীয় ব্যাটিং-এর এই শোচনীয় বিপর্যয়ের কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছিলো না। কেবল হাজারেই প্রথম ইনিংসে ব্যর্থতার পর প্রতিরোধের যা-কিছু চেষ্টা করলেন, বাকি সবাই কেবল এলেন, এবং গেলেন। হাজারে হয়তো নিখুঁত খেলেন, কেতাবি ও পণ্ডিতি—কিন্তু তিনি কখনো বিপক্ষের আক্রমণকে উলটো আক্রমণে নাজেহাল ক'রে দিতে পারেন না—যেটা মুস্তাক আলি, অমরনাথ বা মানকড় পারতেন। অতএব তাঁর ঐ নিরেট ইনিংস শোভন সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও সেই অর্থে দলের তেমন কাজে লাগলো না। হ'তে পারে নেহাৎই গালগল্প, জনরব, তবু এই গল্পে এমন-কিছু আছে যেটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কে না-জানে গল্পটি—সেই-যে হাজারে চমৎকার একটা ছক্কা মেরেছিলেন, আর কে তাঁকে সেই মার নিয়ে তারিফ করায় তিনি আফশোশ ক'রে বলেছিলেন, 'ছ-রান হ'লো বটে, কিন্তু বলটা শূন্য দিয়ে গেলো—মাটি কামড়ে গড়িয়ে যায়নি। দোষটা আমাকে শোধরাতে হবে।' হয়তো হাজারের এই রকমের নিখুঁত শাস্ত্রসম্মত—কিন্তু অবান্তর—ইনিংস থেকেই এই গল্পের জন্ম হয়েছিলো।

একটি টেস্টে হার এবং মাত্র একটি টেস্ট বাকি—এই অবস্থায় ভারত বম্বাইতে গেলো শেষ টেস্ট খেলতে। আর ওয়েস্ট-ইনডিজ একটি খেলায় এগিয়ে থেকে বম্বাই গেলো মনস্তাত্ত্বিক প্রাধান্য নিয়ে—এ-টেস্ট অমীমাংসিত রাখলেই 'রাবার' তাদের। এই পরিপ্রেক্ষিতেই পর্যায়ের শেষ টেস্টটি অনুসরণ করা উচিত আমাদের।

ভারত : প্রথম দফা

এস. মুস্তাক আলি	লেগ-বিফোর	ব. ট্রিম	৩২
মাধব রিগে		ব. জোন্‌স	১৫

রুসি মোদি		ব. ফারগুসন	৫৬
বিজয় হাজারে	ক. গডার্ড	ব. ফারগুসন	২৭
* লালা অমরনাথ	হিট-উইকেট	ব. ট্রিম	১৩
হেমু অধিকারী	ক. স্টোলমেয়ার	ব. জোন্‌স	৩২
দাত্তু ফাড়কার	ক. জোন্‌স	ব. গডার্ড	৪৮
বিনু মানকড়		ব. ট্রিম	১
† প্রবীর সেন	ক. স্টোলমেয়ার	ব. গোমেজ	২
গুলাম আমেদ		ব. ট্রিম	৫
নীরদ চৌধুরী	অপরাজিত		৩
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ১, নো-বল ৫)			১১
			২৪৫

পতন : ৪১ (রিগে) ; ৫২ (মুস্তাক আলি) ; ১১৬ (হাজারে) ; ১৩৬ (অমরনাথ) ; ১৫৮ (মোদি) ; ২২০ (অধিকারী) ; ২২৫ (মানকড়) ; ২২৮ (প্রবীর সেন) ; ২৩৩ (গুলাম আমেদ) ; ২৪৫ (ফাড়কার)।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

এস. মুস্তাক আলি	ক. ওয়ালকট	ব. জোন্‌স	১৪
মাধব রিগে	ক. ওয়ালকট	ব. জোন্‌স	০
রুসি মোদি		ব. গোমেজ	৬
বিজয় হাজারে	ক. স্টোলমেয়ার	ব. ট্রিম	৫২
* লালা অমরনাথ		ব. জোন্‌স	৬
হেমু অধিকারী	ক. ওয়ালকট	ব. জোন্‌স	১
দাত্তু ফাড়কার	ক. রে	ব. ট্রিম	১০
বিনু মানকড়		ব. ট্রিম	২১
† প্রবীর সেন	অপরাজিত		১৯
গুলাম আমেদ	ক. বদলি	ব. গোমেজ	১১
নীরদ চৌধুরী	ক. রে	ব. গোমেজ	০
অতিরিক্ত (বাই ২, নো-বল ২)			৪
			১৪৪

পতন : ০ (রিগে) ; ৭ (মোদি) ; ২৯ (মুস্তাক আলি) ; ৪২ (অমরনাথ) ; ৪৪ (অধিকারী) ; ৬১ (ফাড়কার) ; ১০৬ (মানকড়) ; ১১৯ (হাজারে) ; ১৩২ (গুলাম আমেদ) ; ১৪৪ (চৌধুরী) ।

জোন্‌স	১৬	৫	২৮	২
গোমেজ	২৮	১০	৬০	১
ট্রিম	২৭	৭	৪৮	৪
ফারগুসন	২০	২	৭২	২
গডার্ড	৮	১	২৬	১
জোন্‌স	১০	৩	৩০	৪
গোমেজ	২০·৩	১২	৩৫	৩
ট্রিম	১৬	৫	২৮	৩
ফারগুসন	১১	১	৩৯	০
গডার্ড	৬	৩	৮	০

পঞ্চম টেস্ট : বম্বাই ; ফেব্রুয়ারি ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮, ১৯৪৯

খেলা শেষ হ'তে দু-মিনিট বাকি, ওভারের অবশিষ্ট বলটি শেষ ক'রে নতুন ওভার শুরু করার সময় আছে, হাতে আছে ২ উইকেট, ফাড়কার দারুণ খেলছেন, জয়ের জন্য চাই মাত্র ৬ রান—এমন সময় আম্পায়ার এ. আর. জোশি অপ্রত্যাশিত ভাবে বেল তুলে নিয়ে চ'লে গেলেন, আম্পায়ার বি. জে. সোহনিও প্রতিবাদ করলেন না, এবং ভারত 'রাবার' হারালো, ভারতের প্রথম টেস্ট জয়ের গৌরব অমরনাথের কপালে জুটলো না। অথচ এই টেস্টে টসে হেরেও ভারত প্রথম থেকে দারুণ যুঝেছিলো—প্রথম দফায় ভারতের ব্যাটসম্যানেরা ধ্যাড়ালেও দুর্দান্ত বোলিং-এর জোরে পুনর্বার খেলার মোড় নিজেদের পক্ষে ঘুরিয়ে নিয়েছিলো।

বম্বাইয়ের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে টসে জেতাই অনেকখানি, কিন্তু এই পর্যায়ে জন গডার্ডের সঙ্গে ভাগ্যের একটা নিবিড় বন্ধুতা জন্মেছিলো নিশ্চয়ই, তাই পর পর পাঁচটি টেস্টেই তিনি টসে জিতলেন। শুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফাড়কারের বলের বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখে রে আর স্টোলমেয়ার ওয়েস্ট-ইনডিজের ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামলেন। পিচে কোনো দোষ ছিলো না ; ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের উইকেট যথারীতি ছিলো ব্যাটসম্যানদের অনুকূল। রে আর

স্টোলমেয়ার দারুণ আস্থার সঙ্গে প্রাথমিক ধাক্কাটা শামলে উঠলেন; দেখে মনে হ'লো আবার বুঝি একটা মস্ত জুটি গ'ড়ে উঠলো। কিন্তু অতর্কিতে ফাড়কারের একটি তীব্র বল দেরিতে মোচড় খেলো হাওয়ায়, রে-র ব্যাটের কানায় লেগে বলটা লাফিয়ে উঠতেই মুস্তাক আলি লুফে নিতে ভুল করলেন না—ওয়েস্ট-ইনডিজের রান ১ উইকেটে ১১। ওয়ালকট নামলেন; যে দুটো-একটা মার দেখা গেলো, তাতে ভারতের পক্ষে উৎসাহিত হবার মতো কিছু ছিলো না। কিন্তু ওয়ালকট কোনো-কিছু ক'রে ওঠার আগেই আবার মাঠে গুঞ্জন উঠলো, যখন ফাড়কারের ইনস্যুয়িঙ্গারে ওয়ালকটের উইকেট ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেলো। ওয়ালকট মাত্র ১১ রান করেছিলেন, দলের রান ছিলো ২ উইকেটে ২৭। উইক্‌স নামতেই মাঠে আরেক গুঞ্জন উঠলো: যুদ্ধোত্তর কালের ক্রিকেটে ডেনিস কমটন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একটি পর্যায়ে ৭৫৩ রান করেছিলেন আর ডন ব্র্যাডম্যান ভারতের বিরুদ্ধে করেছিলো চারটি সেঞ্চুরি সমেত ৭১৫ রান। উইক্‌স এঁদের রেকর্ড ভাঙতে পারেন কিনা, সেই কৌতূহলে সারা মাঠ অধীর। কমটনের রেকর্ড ভাঙতে উইক্‌সের চাই মাত্র ৭৮ রান: মাত্র ৭৮ই বটে, কেননা ভারতীয় বোলিংকে নিয়ে পর-পর পাঁচ ইনিংসে তিনি যেভাবে খেলা করেছেন, তাতে এই রান মোটেই বেশি ছিলো না। কিন্তু এবার শুঁটে আর ফাড়কার তাঁকে বার-বার উত্ত্যক্ত করতে লাগলেন। এরই মধ্যে ফাড়কারের খাটো লেংথের ঠোকা বল স্টোলমেয়ার বিদ্যুৎ গতিতে হুক ক'রে সীমানা পার ক'রে দিয়েছেন।

শুঁটে আর ফাড়কারের বলে সুবিধে করতে না-পেরে উইক্‌স পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করলেন: ঠিক করলেন মেরে-মেরে তাঁদের লেংথ নষ্ট ক'রে দেবেন। চাবুকের মতো কভারড্রাইভ চার রান সংগ্রহ করলে, পরের বলটাকেই তিনি পেছিয়ে এসে হুক ক'রে পেলেন আরো চার। কিন্তু পরক্ষণেই ফাড়কারের একটি বল তাঁকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করলে: অল্পের জন্য উইকেটে লাগলো না। পরের বলটাকে উইক্‌স স্কোয়ার কাট করলেন, তার পরের বলটা প্রচণ্ড অফ-ড্রাইভে সীমানা পেরিয়ে গেলো। তার পরেই শুঁটের বলে উইক্‌স ছোট্ট খোঁচা দিলেন, প্রবীর সেন প্রায় ফুটবল মাঠের গোলরক্ষকের মতো ব্যাকওয়ার্ড শর্ট-লেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কিন্তু ধরতে পারলেন না। যখন তাঁকে ধরাধরি ক'রে তোলা হ'লো, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তাঁর মুখ পাণ্ডুবর্ণ: তাঁর কাঁধের হাড় স'রে গিয়েছে। তক্ষুনি আহত সেন হাসপাতালে চ'লে গেলেন: অমরনাথের মনে পড়লো এক-কালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় দলের উইকেটরক্ষক ছিলেন; তক্ষুনি ধরাচুড়ো প'ড়ে

তিনি উইকেটরক্ষকের ভূমিকায় নেমে পড়লেন—এবং নেমেই স্টোলমেয়ারকে লুফতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। ততক্ষণে পেশিতে টান প'ড়ে স্টোলমেয়ারও খোঁড়াচ্ছেন। স্টোলমেয়ার ও উইক্‌স—দু-জনেই 'জীবন' পেয়ে ব্যক্তিগত ৫০ সম্পূর্ণ করলেন। গুলাম আমেদের উপর ভার পড়লো আক্রমণ রচনার, আর চটপট ঝুলি থেকে তিনি বার করলেন চতুর ও অপ্রত্যাশিত একটি লেগব্রেক : উইক্‌স না-বুঝেই ব্যাট চালিয়েছিলেন, মানকড় লেগ-স্লিপে তাঁকে লুফে নিলেন। এই ইনিংসে উইক্‌স করেছিলেন 'মাত্র' ৫৬ রান!

গোমেজ আসতেই ফিল্ডসম্যানেরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। খঞ্জ স্টোলমেয়ার তখন বেশ অবদমিত। গোমেজ খেলছিলেন একেবারে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিয়ে। লেগ-ট্র্যাপটা স্টোলমেয়ারের মোটেই পছন্দ হচ্ছিলো না; শেষটায় গুলাম আমেদের বলে আনাড়ির মতো তিনি ঝাঁটা চালালেন : সহাস্য মানকড় ব্যাকওয়ার্ড শর্টলেগে তাঁকে লুফে নিলেন।

ওয়েস্ট-ইনডিজ ৪ উইকেটে ১৭৬, এবং ওয়ালকট ও উইক্‌স অপসৃত। ক্রিস্টিয়ানি মস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মাঠে নামলেন। আরেকটি উইকেট খোয়ালেই বিপর্যয় ঠেকানো যাবে না। কিন্তু চা পর্যন্ত গোমেজ আর ক্রিস্টিয়ানি কোনোক্রমে হাৎড়ে-হাৎড়ে টিকে রইলেন, তারপর বিরতির দশ মিনিট ও ৬ রান পরে মানকড় এমন অপমানজনক একটি লোপ্পা বল দিলেন যে গোমেজ আর নিজেকে শামলাতে পারলেন না এবং মোদি কভারপয়েণ্টে তাঁকে লুফে নিলেন।

অধিনায়ক গডার্ডের চারপাশে ফিল্ডসম্যানেরা এমনভাবে ঘিরে দাঁড়ালেন যে গডার্ড বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি ঘাড়মুখ গুঁজে প্রতিরোধ রচনা করবার চেষ্টা করলেন : অপর প্রান্তে চশমার ফাঁক দিয়ে প্রত্যেকটা বল ভালো ক'রে দেখে-দেখে খেলছিলেন ক্রিস্টিয়ানি, চমৎকার কতগুলো ড্রাইভও করলেন—আর অবশেষে ৫ উইকেটে ২৩৫ রানে সেদিনকার খেলা শেষ হ'লো। পরদিন সকালবেলায় চটপট একটা উইকেট নিতে পারলেই আগন্তুকদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে যাবে—কিন্তু ক্রিস্টিয়ানি আর গডার্ডের বুকচাপা ঘাড়গোঁজা খেলা দেখে সেই সম্ভাবনা মনে হচ্ছিলো সুদূরপরাহত।

শুঁটে আর ফাড়কার কিন্তু পাঁচই ফেব্রুয়ারি চট ক'রে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলে ক্রিস্টিয়ানির মিডল স্টাম্প ছিটকে গেলো। তার পরেই ফাড়কারের বলে অমরনাথের দস্তানায় ধরা পড়লেন ক্যামেরন। একটু পরে শুঁটের জায়গায় বল করতে এলেন মানকড়। এবং মানকড়ের ফ্লাইট

অ্যাটকিন্‌সনকে ঠকিয়ে দিলো—অমরনাথ লুফে নিলেন। এর পরেই মানকড়ের বলে এমনকি গডার্ডও অমরনাথের দস্তানায় ধরা পড়লেন। ওয়েস্ট-ইনডিজ সিরিজের সবচেয়ে নিচু রানে আউট হ'য়ে গেলো। সেদিন সকালবেলায় মানকড় পেয়েছিলেন ২ রানে ২ উইকেট, আর ফাড়কার ১৩ রানে ২ উইকেট। শুধু এই টেস্টেই ভারতবর্ষ প্রথম থেকে একটানা আক্রমণ ক'রে গেছে, আর তাতেই ক্রিকেটের এই আপ্ত বাক্য প্রমাণিত হ'লো যে আক্রমণ ক'রে কোনো দল কখনও ভির্মি খায় না।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

অ্যালান রে	ক. মুস্তাফ আলি	ব. ফাড়কার	৭
জেফ স্টোলমেয়ার	ক. মানকড়	ব. গুলাম আমেদ	৮৫
† ক্লাইড ওয়ালকট		ব. ফাড়কার	১১
এভারটন উইক্‌স	ক. মানকড়	ব. গুলাম আমেদ	৫৬
গেরি গোমেজ	ক. মোদি	ব. মানকড়	১৯
রবার্ট ক্রিস্টিয়ানি		ব. বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০
* জন গডার্ড	ক. অমরনাথ	ব. মানকড়	৪১
এফ. জে. ক্যামেরন	ক. অমরনাথ	ব. ফাড়কার	০
ডেনিস অ্যাটকিন্‌সন	ক. অমরনাথ	ব. মানকড়	৬
প্রায়র জোন্‌স	লেগ-বিফোর	ব. ফাড়কার	৩
জন্ ট্রিম	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ-বাই ৫, নো-বল ৩)			১৮
			২৮৬

পতন : ১১ (রে) ; ২৭ (ওয়ালকট) ; ১৩৭ (উইক্‌স) ; ১৭৬ (স্টোল-মেয়ার) ; ১৯০ (গোমেজ) ; ২৪৮ (ক্রিস্টিয়ানি) ; ২৫৩ (ক্যামেরন) ; ২৮১ (অ্যাটকিন্‌সন) ; ২৮৪ (গডার্ড) ; ২৮৬ (জোন্‌স)।

বন্দ্যোপাধ্যায়	২১	২	৭৩	১
ফাড়কার	২৯·২	৮	৭৪	৪
অমরনাথ	৪	২	৯	০
গুলাম আমেদ	২৩	৪	৫৮	২
মানকড়	২৬	৪	৫৪	৩
হাজারে	১	১	০	০

ভারতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন হ'লো রুদ্ধশ্বাস ও চমকপ্রদ, যখন লক্ষপতি মুস্তাক আলি জোন্সের প্রথম বলটাই হুক ক'রে সীমানা পার ক'রে দিলেন। কিন্তু দর্শকদের গুঞ্জন থামবার আগেই বম্বাইয়ে নিজের মাঠে খেলতে নেমে ইব্রাহিম পরক্ষণেই গোমেজের বলে অ্যাটকিনসনের হাতে ধরা পড়লেন। স্নায়ু-পীড়িত মোদি যথারীতি তাঁর অস্থির ও অস্বস্তিকর হাত দুটি নিয়ে নামলেন, লাঞ্চের আগে আর-কোনো অঘটন ঘটলো না।

কিন্তু বিরতির পরেই গোমেজ-অ্যাটকিনসন জুটি মুস্তাক আলিকে ফিরিয়ে দিলো। গোমেজকে বেশ বিপজ্জনক মনে হ'লো ; তাঁর বল হাওয়ায় বেশ মোচড় নিচ্ছিলো—কিন্তু হাজারে ও মোদি কোনোরকমে ১০৯ পর্যন্ত রান টেনে নিয়ে গেলেন। তারপরেই তরুণ অ্যাটকিন্‌সনের বলে মোদি ট্রিমের হাতে ধরা পড়লেন। জুটি ভেঙে যেতেই হাজারে হঠাৎ অপ্রত্যাশিভাবে স্বভাববিরোধী ভঙ্গিতে বলের পিছনে না-গিয়েই প্রচণ্ড ব্যাট চালালেন, আর অ্যাটকিনসনের বলে ক্রিস্টিয়ানি পয়েণ্টে তাঁকে লুফে নিলেন। অধিকারী এলেন, এবং গেলেন ; ট্রিমের বলে খোঁচা দিয়েছিলেন—বলটা ওয়ালকটের অতিকায় দস্তানায় হারিয়ে গেলো, ভারতের রান পাঁচ উইকেটে ১২২। অমরনাথ নামলেন বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে, ট্রিমের প্রথম বলটাই চমৎকার অফড্রাইভ ক'রে চার রান সংগ্রহ ক'রে নিলেন। ফাড়কারের সঙ্গে বাকি সময়টা তিনি সেদিন কাটিয়ে দিলেন।

কিন্তু পরদিন সকালেই খেলাটা ওয়েস্ট-ইনডিজের দখলে চ'লে গেলো। অমরনাথের মারগুলোর মধ্যে ছিলো ঔদ্ধত্য ও ঔজ্জ্বল্য, কিন্তু সব সত্ত্বেও ট্রিমের বলে তাঁর উইকেট ছিটকে গেলো। মানকড় কাউকেই রেয়াৎ করছিলেন না, কিন্তু নিজের ছটফটে স্বভাবের দরুনই অচিরেই নিজের দোষে রান-আউট হলেন। ফাড়কার পরাস্ত হলেন ট্রিমের প্রচণ্ড গতিতে ; জোন্সের বলে বন্দ্যো-পাধ্যায় সরাসরি পরাস্ত ; প্রবীর সেন হাসপাতালে। মাত্র ১৯৩ রানে ভারতের প্রথম দফা শেষ হ'য়ে গেলো। কিন্তু তবু অমরনাথ প্রথম থেকেই আবার সুকৌশলে আক্রমণ সাজালেন এবং ভারত আবার ঢুম ক'রে খেলার মধ্যে ঢুকে পড়লো।

ভারত : প্রথম দফা

এস. মুস্তাক আলি	ক. অ্যাটকিন্‌সন	ব. গোমেজ	২৮
কে. সি. ইব্রাহিম	ক. অ্যাটকিন্‌সন	ব. গোমেজ	৪
রুসি মোদি	ক. ট্রিম	ব. অ্যাটকিন্‌সন	৩৩
বিজয় হাজারে	ক. ক্রিস্টিয়ানি	ব. অ্যাটকিন্‌সন	৪০
হেমু অধিকারী	ক. ওয়ালকট	ব. ট্রিম	৫
দাত্তু ফাড়কার		ব. ট্রিম	২৫
* লালা অমরনাথ		ব. ট্রিম	১৯
বিন্নু মানকড়	রান-আউট		১৯
শুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায়		ব. জোন্‌স	৫
গুলাম আমেদ	অপরাজিত		৬
* প্রবীর সেন	আহত ; অনুপস্থিত		—
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ১, নো-বল ২)			৯
			১৯৩

পতন : ১০ (ইব্রাহিম) ; ৩৭ (মুস্তাক আলি) ; ১০৯ (মোদি) ; ১১২ (হাজারে) ; ১২২ (অধিকারী) ; ১৪৬ (অমরনাথ) ; ১৮০ (মানকড়) ১৮১ (ফাড়কার) ; ১৯৩ (বন্দ্যোপাধ্যায়) ।

জোন্‌স	১৪.৪	৪	৩১	১
গোমেজ	২১	৮	৩০	২
ট্রিম	৩০	৩	৬৯	৩
অ্যাটকিন্‌সন	২৩	২	৫৪	২

খঞ্জ স্টোলমেয়ার প্রাথমিক দ্রুত বলের ঝড়টা শামলে নিয়েই প্রফুল্ল মানকড়ের বলে সরাসরি পরাস্ত হলেন। ওয়ালকট এলেন, শুঁটের বলে খোঁচা দিলেন, ক্যাচ ফশকালো, তারপরে প্রথম দফার মতোই ফাড়কারের বলে তাঁর উইকেট তছনছ হ'য়ে গেলো। উইক্‌স নেমেই ক্যাচ তুললেন, আবারও দুর্ভাগা বোলার শুঁটে। এবং তারপরেই কমটনের যুদ্ধোত্তর বিশ্বরেকর্ড পেরিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে অমরনাথ আহত প্রবীর সেনের বদলে উইকেট রাখতে এসে মানকড়ের বলে রে-কে স্টাম্পড করতে পারেননি। উইক্‌স মানকড়ের বলে আবারও সুযোগ দিলেন, গুলাম আমেদ বিনীত ও প্রসন্নভাবে তাঁকে ফেলে দিলেন। সবাই

যখন অতঃপর ধ'রে নিয়েছে উইক্‌স আরেকটি সেঞ্চুরি করবেন, তখন হাজারে একটি সহজ বলে তাঁকে সরাসরি পরাস্ত করলেন। দিনের শেষে ওয়েস্ট-ইনডিজ ৩ উইকেটে ১৫২।

চতুর্থ দিন সকালে ভারতীয় দল উদ্দীপ্ত ও রূপান্তরিত। প্রবীণ শুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ধর্ষ বল নৈশ প্রহরী অ্যাটকিন্‌সনকে কাঁপিয়ে দিলে—এবং অবশেষে এই বিহারপ্রবাসী বাঙালির বলেই অমরনাথ তাঁকে লুফে নিলেন। ক্রিস্টিয়ানি মানকড়ের বলে ফরওয়ার্ড খেলতে গিয়ে পুরোদস্তুর পরাস্ত—ব্যাট-প্যাড পেরিয়ে পিছনের পায়ে গিয়ে লাগলো বল। গোমেজ হতাশভাবে অন্ধের মতো ব্যাট চালনা করলেন এবং মানকড় নিজের বলেই শক্ত ক্যাচটা লুফে নিলেন। কে না-জানে নিজের বলে মানকড় দুর্দান্ত ফিল্ডিং করেন।

এর মধ্যে রে খেলছেন অবিচল ও সুস্থির। কোনো-কিছুতেই তাঁর অস্বস্তি বা দ্বিধা দেখা যাচ্ছে না, ক্রমশ তাঁর সেঞ্চুরি এগিয়ে এলো, শতপূর্তির মাত্র তিন বাকি, লাঞ্চও সন্নিকট। ফাড়কারের খাটো লেংথের বলটা বন্যভাবে হুক করলেন রে, সীমানা পেরিয়ে যায় বুঝি : কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এলেন মানকড়—যে-চিৎকার শুরু হয়েছিলো রে-র সেঞ্চুরি সম্ভাবনায়, সেটা হঠাৎ আরো গভীর উল্লাসে ফেটে পড়লো। লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট-ইনডিজ ৭ উইকেটে ২২৯।

বিরতির ১ রান পরেই ক্যামেরন, বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলে লেগ-বিফোর। কিন্তু গডার্ড তবু দৃঢ়ভাবে যুঝতে লাগলেন। তিনি না-থাকলে কখন ওয়েস্ট-ইনডিজের ইনিংস শেষ হ'য়ে যেতো। কিন্তু গডার্ড জোন্‌সের সহযোগে ১০ আর ট্রিমের সহযোগে ২৭ রান যোগ করলেন। হয়তো খুব বেশি রান নয়—কিন্তু পরে এই রান ও ওই ক-টা মিনিটই অতিকায় চেহারা নিয়েছিলো।

এটা ঠিক যে ভারত এ-খেলায় প্রথম থেকেই চমৎকারভাবে পরিকল্পনা ক'রে আক্রমণ রচনা করেছিলো। বোলাররা কেউই নিরাশ করেননি। কিন্তু ফিল্ডিং-ব্যর্থতা আবারও তেমন শোচনীয়ভাবে চোখে পড়লো যে ওয়েস্ট-ইনডিজ শেষ পর্যন্ত সারাক্ষণ অস্বস্তিভরে খেলেও ২৬৭ রান তুলে ফেললো। তাছাড়া প্রথম ইনিংসে তারা তো ৯৩ রান এগিয়ে ছিলো। অতএব ভারত যখন দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নামলো, তখন হাতে সময় ৩৯৫ মিনিট আর জয়ের জন্য চাই ৩৬১। অর্থাৎ চতুর্থ ইনিংসে খেলার সবচেয়ে বেশি রান।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

অ্যালান রে	ক. মানকড়	ব. ফাড়কার	৯৭
জেফ স্টোলমেয়ার		ব. মানকড়	১৮
† ক্লাইড ওয়ালকট		ব. ফাড়কার	১৬
এভারটন উইক্স		ব. হাজারে	৪৮
ডেনিস অ্যাটকিন্সন	ক. অমরনাথ	ব. বন্দ্যোপাধ্যায়	০
রবার্ট ক্রিস্টিয়ানি	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	১০
গেরি গোমেজ		ক. ও ব. মানকড়	২৪
* জন গডার্ড	অপরাজিত		৩৩
এফ. জে. ক্যামেরন	লেগ-বিফোর	ব. বন্দ্যোপাধ্যায়	১
প্রায়র জোন্স	ক. অমরনাথ	ব. বন্দ্যোপাধ্যায়	১
জন ট্রিম	লেগ-বিফোর	ব. বন্দ্যোপাধ্যায়	১
অতিরিক্ত (বাই ৪, নো-বল ৩)			৭
			২৬৭

পতন : ৪৭ (স্টোলমেয়ার) ; ৬৮ (ওয়ালকট) ; ১৪৮ (উইক্স) ; ১৫২ (অ্যাটকিন্সন) ; ১৬৬ (ক্রিস্টিয়ানি) ; ১৯২ (গোমেজ) ; ২২৮ (রে) ; ২৩০ (ক্যামেরন) ; ২৪০ (জোন্স) ; ২৬৭ (ট্রিম)।

বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪.৩	৫	৫৪	৪
ফাড়কার	৩১	৭	৮২	২
মানকড়	৩২	৮	৭৭	৩
গুলাম আমেদ	১৪	৩	৩৪	০
হাজারে	৬	১	১৩	১

মুস্তাক আলি ও ইব্রাহিম যখন ইনিংস সূচনা করতে নামলেন, তখন মাঠের আবহাওয়া থমথমে ও বৈদ্যুতিক। আর এই অবস্থায় ইব্রাহিম মাত্র ১ রান ক'রে গোমেজের বলে পরাস্ত হলেন। সমস্ত মাঠ হতচকিত ও স্তব্ধ, কিন্তু তখনও আশা আছে : ইব্রাহিম আউট-হওয়া মানে পুরো দলটা আউট হওয়া নয়। মুস্তাক আলি যদি কলকাতার মতো দ্রুত রান তুলে দলকে ঘড়ির কাঁটার চেয়েও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যান, তাহ'লে ভারতের মনস্তাত্ত্বিক প্রাধান্য ঠেকানো ওয়েস্ট-ইনডিজের পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু সমস্ত আশার মূলে তীব্র কুঠারাঘাত

নেমে এলো যখন ওয়ালকটের অতিকায় দস্তানায় জোন্সের বলে স্বয়ং মুস্তাক আলি ধরা পড়লেন।

ভারত যে এই প্রাথমিক বিপর্যয় সত্ত্বেও জেতবার জন্য বদ্ধপরিকর, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো যখন ৯ রানে ২ উইকেট খোয়াবার পর প্রচণ্ড করতালির মধ্যে হাজারের জায়গায় ব্যাট করতে নামলেন অধিনায়ক লালা অমরনাথ।

মোদি আর অমরনাথ চমৎকার খেলে রানের গতি দ্রুত ক'রে দিলেন। চায়ের বিরতির সময় ভারতের রান ছিলো ২ উইকেটে ২১। বিরতির পর থেকেই রানের হার বাড়াবার চেষ্টায় দু-জনে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। মোদির প্রাথমিক অস্বস্তি ততক্ষণে অপসৃত, আর অমরনাথের খেলার ভঙ্গিতে ১৬ বছর আগেকার বোম্বাই টেস্টের ঝকঝকে প্রতিফলন। জোন্স, গোমেজ, ট্রিম—যাঁরা মাদ্রাজে ভারতকে নাস্তানাবুদ ক'রে দিয়েছিলেন—তিনজনকেই অমরনাথ যথেচ্ছ ভাবে অফে মারতে লাগলেন। কিন্তু দিনের শেষে ক্ষণিকের জন্য তাঁর অভিনিবেশ ভেঙে গেলো—অমনি অ্যাটকিন্সনের বলে তাঁর উইকেট ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেলো: ৩ উইকেটে ৮১। অমরনাথের এই আকস্মিক পতন যেন ভারতীয় ব্যাটিং-এর মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেলো। অমরনাথ যে কেবল বিপর্যয় থেকেই বাঁচিয়েছিলেন, তা-ই নয়—তাঁর অসীম আস্থা মোদিতেও সংক্রামিত হয়েছিলো। হাজারে অবশ্য শেষ মুহূর্ত ক-টা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিলেন: ৩ উইকেটে ৯০ রান সংগ্রহ ক'রে ভারত সেদিনকার খেলা শেষ করলে। হাতে ৭ উইকেট, তিনশো মিনিটে সংগ্রহ করতে হবে ২৭১ রান। কিন্তু আহত প্রবীর সেন ব্যাট করতে নামতে পারবেন কিনা সন্দেহ। শুঁটে বাঁড়ুজ্যে যদিও সারভাতের সঙ্গে ওভালে সারের বিরুদ্ধে শেষ উইকেটে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন, অনেক খেলায় এমনকি ব্যাটিং-এর সূচনা করেছিলেন, তবু তিনি সত্যি বলতে—ব্যাটসম্যান নন। আর গুলাম আমেদের কাছ থেকে কেউ তুলকালাম ব্যাটিং আশা করে না। অতএব সকালবেলায় একটা উইকেট হারালেই উলটে ভারতকেই হার স্বীকার করতে হবে।

সম্ভবত এই আশঙ্কার দরুনই শেষ দিন সকালবেলায় মোদি আর হাজারে খুব আস্তে-আস্তে ব্যাট করলেন। লাঞ্চের আগে দু-ঘণ্টায় মাত্র ৮৫ রান যোগ করলেন তাঁরা। হাত জ'মে যাবার পর—অন্তত—তাঁদের দ্রুত রান তোলবার চেষ্টা করা উচিত ছিলো। কিন্তু হাজারে, সত্যি বলতে নিখুঁত খেললেও কোনোকালে দ্রুত রান তুলতে পারেন না। অতএব লাঞ্চের সময় ভারতের রান ৩

উইকেটে ১৭৫ ; অর্থাৎ ১৮০ মিনিটে করতে হবে ১৮৬ রান। অর্থাৎ লাঞ্চের পর দ্রুত রান না তুলতে পারলে ভারতের কোনো আশাই নেই।

বিরতির পর মোদি একেবারে ঝলশে উঠলেন : এগিয়ে-পেছিয়ে উইকেটের চারপাশে অনায়াস-মসৃণ মারে তিনি রানের তুবড়ি ছিটিয়ে দিলেন। হঠাৎ তাঁর হাত এভাবে খুলে যেতেই গডার্ড নেতিমূলক ক্রিকেটের অবতারণা করলেন : অহেতুক সময় নষ্ট করা হ'তে লাগলো, লেগ-স্টাম্পের বাইরে দিয়ে লেগট্র্যাপে লোক জমা ক'রে বল করা হ'তে লাগলো। এ-খেলা অমীমাংসিত রাখতে পারলেই ওয়েস্ট-ইনডিজ 'রাবার' পাবে—সুতরাং বাকি সময়টা ভারতকে দ্রুত রান তুলতে না-দিলেই তাদের লাভ। এই অবস্থায় ৮৬ রান ক'রে মোদি গডার্ডের বলে ওয়ালকটের দস্তানায় ধরা পড়লেন ; ভারতের রান ৪ উইকেটে ২২০। মানকড় নামলেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও অতিকায় আকার নিলে। মানকড় এই পর্যায়ের কোনো খেলাতেই, অস্ট্রেলিয়ার মতো ব্যাট করতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ায় অনেক ইনিংসে ব্যর্থ হ'লেও দুটো চমকপ্রদ সেঞ্চুরি ও একবার ৪৯ রান করেছিলেন। তাঁর খেলার ভঙ্গি হাসিখুশি, রান তোলেন দ্রুতবেগে। মানকড় গডার্ডকে মিড-অনে পাঠালেন। লেগ-স্টাম্পের অনেক বাইরে দিয়ে বল করলেন জোন্‌স—এবার হাজারে বলটাকে তাড়া ক'রে গিয়ে হুক করলেন। জোন্‌স নিক্ষেপ করলেন লাফানো খাটো বল, হাজারে মাথা নিচু ক'রে ছেড়ে দিলেন ; জোন্‌স বল করলেন আবার লেগ-স্টাম্পের বাইরে, হাজারে বলটাকে ঠেলে লেগ-ট্র্যাপের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। জোন্‌স আবার লেগ-স্টাম্পের বাইরে বল করলেন, হাজারে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। মানকড় গডার্ডকে অন-ড্রাইভ করলেন। হুড়মুড় ক'রে রান উঠছে, ভারতের জয় সন্নিকট। ওয়েস্ট-ইনডিজ সময় নষ্ট করতে লাগলো। জোন্‌স বল করতে যাচ্ছেন আস্তে-আস্তে, হাওয়া খাবার ভঙ্গিতে ; হাত থেকে দস্তানা ফেলে দিয়ে ওয়ালকট ছুটছেন বল কুড়োতে, উইকেটে ফিরছেন মন্থর পায়ে, এবং হাতে দস্তানা আঁটছেন অতি ধীরভাবে। এরই মধ্যে মানকড় ১৪ রান ক'রে প্রস্থান করেছেন ও ফাড়কার নেমেছেন।

কিন্তু ওয়েস্ট-ইনডিজের আক্রমণে তখন কোনো পরিকল্পনা বা লক্ষ্য নেই। প্রায় সমস্ত বলই লেগ-স্টাম্পের বাইরে দিয়ে ওয়ালকটের দস্তানার উদ্দেশে ধাবমান। একটু আগেই হাজারে তাঁর সেঞ্চুরির জন্য দর্শকদের প্রিয় হ'য়ে উঠেছেন—তাঁর মন্থর খেলা সম্বন্ধে এখন কারু আর নালিশ নেই। হঠাৎ

গডার্ডের একটি লাফানো বল হাজারের মাথায় লাগলো। কিন্তু শুশ্রূষার জন্যও সময় কাটানোর উপায় নেই। আঘাতটা শামলে ওঠবার আগেই হাজারের লেগ-স্টাম্প লক্ষ্য ক'রে জোন্‌স এবার একের পর এক বাম্পার দিয়ে যেতে লাগলেন। তারপর হাজারে যখন এই খাটো লেংথের ঠোকা বলগুলিতে পর্যুদস্ত, অকস্মাৎ জোন্‌সের একটি সোজা সহজ বল হাজারেকে পরাস্ত করলে। ভারতের রান ৬ উইকেটে ২৮৫।

অধিকারী নামবার চার রান পরেই চায়ের বিরতি হ'লো: চায়ের পর ৬০ মিনিটে চাই ৭২ রান। অধিকারী আর ফাড়কার পর-পর কতগুলো খুচরো রান নিলেন, তারপরেই জোন্‌সের বলে অধিকারী ধরা পড়লেন ট্রিমের হাতে: ৭ উইকেটে ৩০৩। শুঁটে বাঁড়ুজ্যে নামলেন তড়িঘড়ি ও রুদ্ধশ্বাস। গুলাম আমেদ ছাড়া আর কেউ নেই, সেন আহত; কিন্তু সেন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় প্যাড প'রে তৈরি। দরকার হ'লে তিনিও নামবেন। ফাড়কার এরই মধ্যে শান্ত, নির্বিকার—এবং উদ্দীপ্ত। তাঁর একটা অফড্রাইভ সীমানা পেরিয়ে গেলো। শুঁটে হাঁকালেন দ্রুত বলেই এক প্রচণ্ড ছক্কা। কিন্তু পরের বলেই জোন্‌সের বলে আবার ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে শুঁটের উইকেট ছত্রভঙ্গ।

গুলাম আমেদ নামলেন—দায়িত্বের ভারে ন্যুব্জদেহ। কোনোক্রমে ওভারটা টিকে রইলেন। এবার ফাড়কার লেগ-স্টাম্পের বাইরের বলও তাড়া ক'রে গিয়ে সজোরে হাঁকড়াতে লাগলেন, এবং ওভারের শেষ বলে রান নিয়ে আবার দাঁড়ালেন রেলিঙের মুখোমুখি। চাই ২০ রান, হাতে সময় পনেরো মিনিট। জোন্‌সের লেগ-স্টাম্পের বাইরের বলটা ফাড়কারের প্রচণ্ড অন-ড্রাইভে লেগ-ট্র্যাপ ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলে। ওভারের শেষ বলটা কোনোরকমে ঠেকালেন গুলাম আমেদ—একটু আগেই উইক্‌স তাঁকে লুফতে পারেননি। আর মাত্র দু-ওভার বল করা যাবে। ফাড়কার দাঁড়িয়েছেন গডার্ডের মুখোমুখি, শান্ত, আস্থাশীল ও পরাক্রান্ত। একটা চার মারলেন। ওভার শেষ হ'তে বাকি দু-বল—সময় আছে দু-মিনিটের উপর। রান চাই ছয়। আকাশ-বাণীতে তখন ধারাবিবরণী দিচ্ছিলেন বেরি সর্ব্বাধিকারী, এখানে তাঁর কথা বাংলায় শোনা যাক: 'এখানে চারপাশে প্রচণ্ড উত্তেজনা। জেতবার জন্য ভারতের এখন চাই মাত্র ছ-রান, খেলা শেষ হ'তে এখনও বাকি দু-মিনিট। এ-ওভারের পর আরো-এক ওভার বল করা হবে। ভারতের পক্ষ থেকে এখন সবচেয়ে জরুরি হ'লো ফাড়কার যাতে রান নিয়ে অন্য প্রান্তে গিয়ে

রেলিঙের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন। ফাড়কার ৩৭ করেছেন, ভারতের রান ৮ উইকেটে ৩৫৫....।'

অতঃপর, বেরি সর্বাধিকারী তাঁর স্মৃতিচারণে লিখছেন, তিনি হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন, চোখের সামনে দেখলেন অবিশ্বাস্য দৃশ্য : স্টোলমেয়ার আর গোমেজ যেন স্মারক হিশেবে স্টাম্প উপড়ে নেবার চেষ্টা করছেন, আর তাই দেখে আম্পায়ার জোশি বেল তুলে নিচ্ছেন। সর্বাধিকারী আকাশবাণী মারফৎ জানালেন : 'সব শেষ হ'য়ে গেছে—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের ঘড়ি আম্পায়ারদের ঘড়ির সঙ্গে মেলানো—এখনও এক মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ড সময় বাকি। কিন্তু কী আর করা—এখন সব শেষ। পঞ্চম ও শেষ টেস্ট এইমাত্র অমীমাংসিত শেষ হ'লো।' ক্রিকেটের ইতিহাসে এ-রকম আর কখনও ঘটেনি। মন্দকপাল অমরনাথের আর ভারতের হ'য়ে প্রথম টেস্ট জেতবার সৌভাগ্য হ'লো না।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

এস. মুস্তাক আলি	ক. ওয়ালকট	ব. জোন্‌স	৬
কে. সি. ইব্রাহিম		ব. গোমেজ	১
রুসি মোদি	ক. ওয়ালকট	ব. গডার্ড	৮৬
* লালা অমরনাথ		ব. অ্যাটকিন্‌সন	৩৯
বিজয় হাজারে		ব. জোন্‌স	১২২
বিনু মানকড়	ক. ওয়ালকট	ব. জোন্‌স	১৪
দাত্তু ফাড়কার	অপরাজিত		৩৭
হেমু অধিকারী	ক. ট্রিম	ব. জোন্‌স	৮
শুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায়		ব. জোন্‌স	৮
গুলাম আমেদ	অপরাজিত		৯
† প্রবীর সেন	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ১৩, লেগ-বাই ১, নো-বল ১১)			২৫
		৮ উইকেটে	৩৫৫

পতন : ২ (ইব্রাহিম); ৯ (মুস্তাক আলি); ৮১ (অমরনাথ); ২২০ (মোদি); ২৭৫ (মানকড়); ২৮৫ (হাজারে); ৩০৩ (অধিকারী); ৩২১ (বন্দ্যোপাধ্যায়)।

জোন্‌স	৪১	৮	৮৫	৫
গোমেজ	২৬	৫	৫৫	১
ট্রিম	৭	০	৪৩	০
অ্যাটকিন্‌সন	৩	০	১৬	১
ক্যামেরন	৩	০	১৫	০
গডার্ড	২৭	১	১১৬	১

সাত : ভারতে ইংলণ্ড ১৯৫১-৫২

১৯৪৯ সালে ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখে বম্বাইতে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রথম টেস্ট বিজয় ভারতের হাত এড়িয়ে চ'লে গিয়েছিলো—১৯৫২ সালে মাদ্রাজে ১০ই ফেব্রুয়ারিতে অবশেষে ভারত সরকারি টেস্ট খেলায় প্রথম জয়লাভ করলে—ইনিংস ও ৮ রানে ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিয়ে ভারত এই প্রথমবার কোনো 'রাবার'-এর শরিক হ'লো। কানপুরে আগের টেস্টেই ভারত হেরে গিয়েছিলো।

এটা সত্যি যে ১৯৫১-৫২ সালে নাইজেল হাওয়ার্ডের নেতৃত্বে যে-ইংলণ্ড দল ভারত সফরে এসেছিলো, সে-দলে হাটন, কমটন, সিমসন, ইভান্স, বেডসার—কেউই ছিলেন না। সত্যি বলতে, গ্রেভনি ও ওয়াটকিন্স ছাড়া ও-দলের আর-কেউ ১৯৫২ সালে ইংলণ্ডে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে নির্বাচিত হননি। স্ট্যাথাম অবশ্যি পরে ১৯৫৯ সালে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে দারুণ খেলবেন—কিন্তু ভারতের মন্থর উইকেটে তাঁর বল কার্যকর না-হওয়ায় তিনি ১৯৫২ সালে ইংলণ্ড দলে স্থান পাবেন না। এবং ১৯৫২ সালে চারটে টেস্টের মধ্যে তিনটিতে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দিয়ে ইংলণ্ড প্রমাণ করেছিলো যে ইংলণ্ডের প্রথম দল ভারতে এলে মাদ্রাজে তারা হয়তো হারতো না।

গ্রেস, জেসপ বা হ্যামণ্ডের মতোই গ্লস্টারশিয়রের টম গ্রেভনি ভারত সফরে এসে নিজেকে ধ্রুপদী রীতির ব্যাটসম্যান হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আধুনিক কালের সব বড়ো ব্যাটসম্যানদের মতোই প্রতিটি বল খেলতে তিনি অনেক বেশি সময় পেতেন—বা, বলা যায়, প্রতিটি বল, তিনি অনেক দেরিতে খেলতে পারতেন। প্রত্যেকটি মার হ'তো নিখুঁত, শিল্পিতায় ভরা, বিশেষ ক'রে তাঁর অফড্রাইভ, কভারড্রাইভ আর স্কোয়ারকাট তাঁরই দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত—যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের কোনো ব্যাটসম্যানই ও-রকম লাবণ্যময় খেলতে পারেননি। চারটি টেস্টে তিনি রান করেছিলেন ৩৬৩, গড় ৬০·৫০—টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই বম্বাইতে ১৭৫ রান ক'রে তিনি তাঁর অভ্যুদয় ঘোষণা করেছিলেন।

অ্যালান ওয়াটকিন্সও ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি ক'রে ছিলেন। শুধু তাই নয়, ভারতীয় বোলারদের কাছে গ্রেভনির চেয়েও তিনি ভীতিকর ব'লে প্রতিভাত হয়েছিলেন। গ্রেভনি অন্তত বোলারদের সুযোগ দেন—যেহেতু তিনি বিশ্বাস করতেন যে হাতের ব্যাট বল ঠেকাবার জন্যে

নয়, বল মারবার জন্মে। কিন্তু ওয়াটকিন্স প্রতিরোধে নিরেট; আঁটো বাঁধুনির রক্ষণাত্মক খেলার ভঙ্গি—তাঁর ব্যাট যেন ছিলো চীনের প্রাচীরের মতো প্রশস্ত ও দুর্লঙ্ঘ্য।

গ্রেভনি আর ওয়াটকিন্স ছাড়া ইংলণ্ড দলের আর যিনি সে-সফরে সাফল্য লাভ করেছিলেন, তিনি অফ-স্পিনার ট্যাটারসাল। কৌশলী বোলার ট্যাটারসাল বল করতেন মাথা খাটিয়ে; আর তাঁর সাফল্যই বুঝিয়ে দেয় যে ভারতের পিচগুলো কীরকম ছিলো, কেন ব্রায়ান স্ট্যাথাম বা ডেরেক শ্যাকলটন ভারতের মাটিতে সার্থক হ'তে পারেননি।

ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন বিজয় হাজারে। কেন যে অমরনাথকে বরখাস্ত ক'রে হাজারেকে অধিনায়ক করা হয়েছিলো, আজও কেউ সেই দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার সমাধান করতে পারেননি। হাজারে প্রথম বল থেকেই রক্ষণাত্মক খেলতেন। নিজে ভারতের একজন অতীব নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান, সত্যি—কিন্তু অধিনায়ক হিশেবে তিনি কোনোদিনই কূটবুদ্ধি বা সুপরিকল্পনার পরিচয় দিতে পারেননি—তবু ভারতের প্রথম টেস্ট বিজয়ের সৌভাগ্য তাঁরই উপর বর্তেছিলো। হাজারের পর থেকে আস্ত পঞ্চাশের দশক গেছে ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে মলিন ও বিরক্তিকর মরশুম। মন্থর একঘেয়ে ক্রিকেটের তিনি প্রবক্তা। খেলা জিততে হ'লে ঝুঁকি নিতে হয়, তৈরি থাকতে হয় হার স্বীকার করবার জন্য। কিন্তু হাজারের পর থেকে ভারতীয় ক্রিকেটে এমন-একটি শোচনীয় মনোভাবের সূচনা হয়েছিলো যে ভারত প্রথম থেকেই খেলা অমীমাংসিত করবার জন্য খেলতো। তার ফলে ভারতের মাটিতে বেশির ভাগ খেলাই অমীমাংসিত হ'তো হয়তো, কিন্তু বিদেশে গিয়ে ভারত শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করতো। কী ক'রে যে অমরনাথের পর ভারতীয় ক্রিকেটের এই শোচনীয় মনোভাবের জন্ম হয়েছিলো, তা আজ বুঝে ওঠা মুশকিল।

আরও বুঝে-ওঠা মুশকিল ভারতীয় টেস্টদলের নির্বাচকদের। হাজারে মাদ্রাজ টেস্ট জিতে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় দলকে ইংলণ্ড সফরে নেতৃত্ব দিলেন, শোচনীয়ভাবে হেরে চ'লে এলেন, এবং ১৯৫২-৫৩ সালে পাকিস্তান যখন ভারত সফরে এলো, তখন আবার ভারতের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন অমরনাথ। অমরনাথের নেতৃত্বেই ভারত কোনো টেস্ট পর্যায়ে প্রথম 'রাবার' জিতলো—পাকিস্তানকে ২-১ খেলায় হারিয়ে। কিন্তু ১৯৫৩ সালে ভারত যখন ওয়েস্ট-ইনডিজ সফরে গেলো, তখন অমরনাথ পুনরায় তপ্ত ইটের মতো পরিত্যক্ত—এবং হাজারে

পুনর্বার ভারতের অধিনায়ক। অধিনায়ক কে হবেন—এই নিয়ে যে-লোফালুফি খেলা চলছিলো, এটাও দলের সংহতি ও ভারসাম্য নষ্ট করবার জন্য দায়ী। এবং অধিনায়ক নির্বাচনের এই কূটনীতি ভারতীয় ক্রিকেট থেকে যে এখনও দূর হয়নি, এটা সবাই হাড়ে-হাড়েই জানেন।

প্রথম টেস্ট : নতুন দিল্লি ; নভেম্বর ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭, ১৯৫১

ওয়েস্ট-ইনডিজ ভারত থেকে 'রাবার' নিয়ে চ'লে যাবার পরই বিজয় মার্চেণ্ট আবার খেলতে শুরু করেছিলেন—অবশ্যই অধিনায়ক হিশেবে। দু-দুটো কমনওয়েল্থ দলের বিরুদ্ধে তিনি অধিনায়ক হিশেবে খেলেছিলেন—কিন্তু সেগুলো বেসরকারি সফর—কোনো স্বীকৃত টেস্ট নয়। নাইজেল হাওয়ার্ডের দল যখন ভারতে এলো, তখন অধিনায়ক হলেন—আগেই বলেছি, মার্চেণ্টও নন, অমরনাথও নন—বিজয় হাজারে। মার্চেণ্ট নতুন দিল্লির প্রথম টেস্টে খেললেন বটে, কিন্তু সেটাই তাঁর শেষ টেস্ট, জীবনের শেষ টেস্ট ইনিংসে, তিনি রান করেছিলেন ১৫৪—নিপুণ আস্থাশীল, ধ্রুপদী। লাবণ্যময়, কিন্তু মন্থর। তৃতীয় উইকেটে মার্চেণ্ট ও হাজারে যোগ করেছিলেন ২১১ রান ; ইংলণ্ডের বোলাররা সেই সময় হতাশায় ভ'রে গিয়েছিলো। নিজে থেকে আউট না-হ'লে এঁদের কাউকে যে কোনোকালে আউট করা সম্ভব হবে, এটাই যেন কল্পনাতীত ছিলো। কিন্তু খেলা সম্বন্ধে কতগুলো স্পষ্ট ধারণা থাকলে আজ হয়তো ঐ সময়কার ভারতীয় ব্যাটিং-এর তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব। পাঁচ দিনের টেস্ট, নির্দিষ্ট সময়ের খেলা। পৃথিবী বিপুলা, এবং কাল নিরবধি—কবির এই বাণী সত্যি, সন্দেহ নেই, কিন্তু খেলার মেয়াদ এক সময় ফুরোয়। এ তো কেবল ব্যাটিং-এর উজ্জীবন্ত প্রদর্শনী নয়—চাই পরিকল্পনা, অয়োজন, উদ্যোগ। হাতে যতটুকু সময় আছে, তার মধ্যেই সংগ্রহ করতে হবে রান। এটা আজ স্পষ্ট যে আমাদের ধুরন্ধর ও কীর্তিমান প্রবীণ খেলোয়াড়েরা এই প্রাথমিক তথ্যটুকু সেই সময় ভুলে গিয়েছিলেন। অতএব ধ্রুপদী ও নিখুঁত ব্যাটিং হ'লো, সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কোনো কাজেই লাগলো না। যাঁরা বলেন সেই সময় ভারতীয় দলে সংহতি ছিলো, তাঁরা কোনখান থেকে তথ্য পান, জানি না। যাঁরা বলেন সে-সময় ভারতের খেলোয়াড়রা দলের জন্য খেলতেন, তাঁরাই বা কেমন ক'রে বালির মধ্যে উটের মতো মুখ গুঁজে থাকতে পারেন, ভেবে বিস্ময় জাগে। অন্তত অধিকাংশই যে তৎকালে দেশ বা দলের কথা ভুলে গিয়ে কেবল নিজেকে জাহির করবার

জন্যই স্বার্থপর ক্রিকেট খেলতেন, এ-কথা আজ বারে-বারে ব'লে দিলে হয়তো অতীতের এই অপচ্ছায়াকে দূর করবার জন্য তরুণ খেলোয়াড়রা চেষ্টা করবেন। নতুন দিল্লির এই টেস্টে ইংলণ্ড প্রথম দফায় রান করেছিলো ২০৩, ভারত উত্তরে প্রথম দফায় রান করেছিলো ৬ উইকেটে ঘোষিত ৪১৮। ব্রায়ান স্ট্যাথাম পরে এই সফর এবং বিশেষ ক'রে এই টেস্ট সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'ইংলণ্ড যখন ২০৩ রানে আউট হ'য়ে গেলো, আর ভারত দ্বিতীয় দিনের শেষে রান তুললো ২ উইকেটে ১৮৬, তখন আমরা সবাই ভেবেছিলুম যে হার নিশ্চিত। এটা ঠিক যে ভারত আস্ত দিন খেলে মাত্র ১৮৬ রান করেছে, কোনো দল জয়লাভে উদ্যোগী হ'লে এমন শম্বুক গতিতে রান তোলে না—কিন্তু পরদিন নিশ্চয়ই ভারত ঝড়ের গতিতে রান তুলবে। আস্ত দিনে রোদ্দুরে ছোটাছুটি ক'রে দলের লোকেরা অবসন্ন। পরদিনও উইকেট আমাদের বোলারদের কোনো সাহায্য করলে না। এবং আমরা এমনই ক্লান্ত ও হতাশ হ'য়ে পড়েছিলুম যে খেলা বাঁচানো যাবে ব'লে কেউ ভাবিনি। কিন্তু হাজারে যতক্ষণ-না বিজয় মার্চেণ্টের রান পেরোলেন, ততক্ষণ দান ছাড়লেন না—এমনকি তৃতীয় দিন চায়ের সময়েও নয়—পরে একদিন বিশ্রাম পেয়ে অথবা যখন মনোবল ফিরে পাচ্ছি, তিনি দান ছাড়লেন তখন। অথচ তৃতীয় দিন বিকেলে আমাদের দু-একটা উইকেট খোয়াতে হ'লে খেলা বাঁচানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'তো না। তৃতীয় দিনে তিনি দান ছেড়ে না-দেয়ায় আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। আমরা ভারতের ইনিংসে বল করেছিলুম সব শুদ্ধ ১৭৫ ওভার, পিচ থেকে কোনো সাহায্য পাচ্ছিলুম না, আর ভারত রান করেছিলো মাত্র ৪১৮, ওভারে দু-রানের চেয়ে একটু বেশি।'

স্ট্যাথামের এই বিশ্লেষণ থেকেই নিশ্চয়ই পুরো খেলাটা পাঠক কল্পনা ক'রে নিতে পারবেন। টসে জিতে ইংলণ্ড গোড়াপত্তন সুবিধের করেনি, ফাড়কার গোড়াতেই লোসনকে পেয়েছিলেন লেগ-বিফোর। কিন্তু সেই প্রাথমিক ধাক্কাটা ইংলণ্ড যখন শামলে উঠেছে, তখন বল করতে এলেন সিন্ধে —তাঁর চতুর গুগলি আর লেগ-স্পিন নিয়ে। অফ-স্পিনে অস্ট্রেলিয়া আর লেগ-স্পিনে ইংলণ্ড চিরকালই কাবু। এদিন সিন্ধের বলে পুরো ইংলণ্ড দল নাস্তানাবুদ। ৯১ রানে তিনি পেলেন ৬ উইকেট—পরে আর কখনও তিনি এই কীর্তির পুনরাবৃত্তি করতে পারেননি, আর মানকড় পেলেন ৫৩ রানে ৩ উইকেট। ৩ উইকেটে এক সময় ১০২ করেছিলো ইংলণ্ড, দিনের একেবারে

শেষে তারা ২০৩ রানে সবাই আউট হ'য়ে গেলো। ওয়াটকিন্স যদি তাঁর নিরেট প্রতিরোধ নিয়ে না-দাঁড়াতেন, তবে ইংলণ্ডের বিপর্যয় অতীব শোচনীয় হ'তো। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়াটকিন্স অপরাজিত থেকে ১৩৮ রান করবেন—ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি করবেন। প্রথম ইনিংসের ঐ নিরেট ৪০ রান বুঝি ছিলো তারই পূর্বাভাস। ওয়াটকিন্স ছাড়া ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে রবার্টসনও আস্থা নিয়ে খেলেছিলেন।

সিন্ধে-মানকড় জুটির বল এই কারণেই স্মরণীয় যে পিচ থেকে কোনো সাহায্যই তাঁরা পাননি। মানকড় আক্রমণ রচনা করেছিলেন অবিরাম ফ্লাইট ও গতি বদল ক'রে; আর সিন্ধে অতর্কিতে, লেগ-স্পিনের মধ্যে-মধ্যে, মিশিয়ে দিচ্ছিলেন গুগলি। ওয়াটকিন্স ছাড়া ইংলণ্ডের আর কোনো খেলোয়াড়ই সিন্ধের এই লেগ-স্পিন ও গুগলির ধাঁধা সে-ইনিংসে ভেদ করতে পারেননি।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

জে. ডি. রবার্টসন	লেগ-বিফোর	ব. সিন্ধে	৫০
এফ. এ. লোসন	লেগ-বিফোর	ব. ফাড়কার	৪
ডন কেনিয়ন		ব. সিন্ধে	৩৫
ডনাল্ড কার	ক. জোশি	ব. সিন্ধে	১৪
অ্যালান ওয়াটকিন্স	ক. জোশি	ব. মানকড়	৪০
† আর. টি. স্পুনার	হিট-উইকেট	ব. সিন্ধে	১১
* নাইজেল হাওয়ার্ড	স্টা. জোশি	ব. মানকড়	১৩
ডেরেক শ্যাকলটন	স্টা. জোশি	ব. মানকড়	১০
ব্রায়ান স্ট্যাথাম		ব. সিন্ধে	৪
রয় ট্যাটারসাল	অপরাজিত		৪
আর. রিজওয়ে		ব. সিন্ধে	১৫
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৩)			৩
			২০৩

পতন : ৯ (লোসন); ৭৯ (কেনিয়ন); ১০২ (কার); ১১১ (রবার্টসন); ১৫৩ (স্পুনার); ১৬১ (ওয়াটকিন্স); ১৭৫ (শ্যাকলটন); ১৮৪ (স্ট্যাথাম); ১৮৪ (হাওয়ার্ড); ২০৩ (রিজওয়ে)।

ফাড়কার	১১	৪	২৬	১
চৌধুরী	১৮	৪	৩০	০
হাজারে	৫	৫	০	০
মানকড়	৩৩	১৫	৫৩	৩
সিন্ধে	৩৫·৩	৯	৯১	৬

বিজয় মার্চেন্টের সঙ্গে ভারতের গোড়াপত্তন করতে নেমেছিলেন পঙ্কজ রায়, —তাঁর প্রথম টেস্ট। কিন্তু তাঁর বা ভারতের—কারুরই সূচনা ভালো হ'লো না, যখন ১২ রান ক'রে পঙ্কজ রায় শ্যাকলটনের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন। রায়ের পরে নামলেন উমরিগড়, তাঁর এটা দ্বিতীয় টেস্ট। কিন্তু তিনি যখন রান আউট হ'য়ে ফিরে গেলেন, তখন ভারতের রান ২ উইকেটে ৬৪। এর পরেই শুরু হ'লো সেই মার্চেন্ট-হাজারের বিখ্যাত জুটির খেলা। আস্তে, অতীব আস্তে রান উঠছে—কিন্তু মার্চেন্টের লেট-কাট কিংবা সুইপ, হাজারের কভার-ড্রাইভ আর অন-ড্রাইভ হঠাৎ-হঠাৎ মাঠ আলো ক'রে দিচ্ছে। ঐশ্বর্যময় কিন্তু কৃপণ। বলে ধার নেই, মারের জৌলুশে ফিল্ডার যুগপৎ মুগ্ধ ও হতাশ— এই অবস্থাতেও তাঁরা তাড়াতাড়ি রান তোলার চেষ্টা করলেন না। অথচ তাঁদের হাতে মার ছিলো সবরকম, নাইজেল হাওয়ার্ড সত্যি বলতে ফিল্ড সাজাতেই পারছিলেন না—কারণ ইচ্ছেমতো ফাঁক খুঁজে বার করেছিলেন মার্চেন্ট ও হাজারে। ইচ্ছেমতো; অথচ ইচ্ছে করতেই যেন ইচ্ছে করছিলো না। চায়ের পরে ৯০ মিনিটে দু-জনে মিলে রান করেছিলেন মাত্র ৩৯—রানের প্রতি এই অনীহা, এই নির্বেদ আজ সত্যিই ব্যাখ্যার অতীত ঠেকে। দিনের শেষে মার্চেন্ট অপরাজিত ১০৬ আর হাজারে অপরাজিত ৪৫।

যাঁরা আশা করেছিলেন পরদিন এই জুটি হাত খুলে মারবেন, তাঁরা সম্ভবত ব্যাটিং এর জড়তার চেয়েও জড়তর বুদ্ধি। লাঞ্চের আগে দু-জনে রান করলেন মাত্র ৫৮। যাঁরা ভেবেছিলেন ইংলণ্ডের রান পেরিয়ে গিয়ে ভারত তাড়াতাড়ি রান তোলবার চেষ্টা করবে, তাঁরা আরও বোকা। কারণ এখনও যে মার্চেন্টের ১৫৪ রান পেরোননি হাজারে! তাছাড়া মার্চেন্ট ব্যাট করেছেন ৪৫০ মিনিট; তার চেয়েও তো বেশি সময় ব্যাট করা চাই। ক্রিকেটে কত রকম রেকর্ডের কারবার, তার কি ইয়ত্তা আছে? লাঞ্চের পরে দ্বিতীয় নতুন বলে স্ট্যাথাম মার্চেন্টকে বোল্ড করলেন। তারপর পর-পর নামলেন ফাড়কার, মানকড়, মোদি

—তাড়াতাড়ি রান তোলবার চেষ্টা ক'রে তাঁরা উইকেটগুলো খুইয়ে বসলেন—তিনজনে মিলে মাত্র ১৪ রান তুলেছিলেন। শেষটায় অধিকারী জুটি হলেন হাজারের, অপরাজিত সপ্তম উইকেটে দু-জনে মিলে যোগ করলেন ৯০ রান।

ভারত : প্রথম দফা

বিজয় মার্চেণ্ট		ব. স্ট্যাথাম	১৫৪
পঙ্কজ রায়	লেগ-বিফোর	ব. শ্যাকলটন	১২
পলি উমরিগড়	রান-আউট		২১
* বিজয় হাজারে	অপরাজিত		১৬৪
দাত্তু ফাড়কার	রান-আউট		৩
বিনু মানকড়	ক. স্পুনার	ব. ট্যাটারসাল	৪
রুসি মোদি	লেগ-বিফোর	ব. ট্যাটারসাল	৭
হেমু অধিকারী	অপরাজিত		৩৮
এস. জি. সিন্ধে	ব্যাট করেননি		—
† পি. জি. জোশি	ব্যাট করেননি		—
নীরদ চৌধুরী	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ১২, লেগ-বাই ২, নো-বল ১)			১৫
		৬ উইকেটে ঘোষিত	৪১৮

পতন: ১৮ (রায়); ৬৪ (উমরিগড়); ২৭৫ (মার্চেণ্ট); ২৭৮ (ফাড়কার); ২৯২ (মানকড়); ৩২৮ (মোদি)।

স্ট্যাথাম	২১	৪	৪৯	১
রিজওয়ে	২০	১	৫৫	০
ওয়াটকিন্স	৩১	৭	৬০	০
শ্যাকলটন	২৯	৭	৭৬	১
ট্যাটারসাল	৫৩	১৭	৯৫	২
কার	১৬	৪	৫৬	০
রবার্টসন	৫	১	১২	০

পুরো দু-দিনেও ভারত ইংলণ্ডকে আউট করতে পারলে না—উইকেটের অবস্থা কেমন ছিলো এ থেকেই আন্দাজ করা যায়! কিন্তু পুরো দোষ

কেবল উইকেটেরই নয়। ফশকানো ক্যাচ আর বাজে ফিল্ডিং—তাও দায়ী। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হবা মাত্র রবার্টসন ক্যাচ তুলেছিলেন—মার্চেন্টের বদলে তখন ফিল্ডিং করছিলেন গায়কোয়াড়; তিনি সুন্দরভাবে ক্যাচটা ফশকালেন। প্রথম উইকেটে রান উঠলো ৬১, অবশেষে, মানকড়ের বলে ফাড়কার রবার্টসনকে লুফলেন। কেনিয়ন চট ক'রে আউট হ'য়ে গেলেন, এবং ১১৬-তে নিজস্ব ৬৮ রানের মাথায় লোসনকে মানকড়-ফাড়কার জুটি আউট ক'রে দিলেন। ডনাল্ড কার গোড়ায় সুবিধে করতে পারছিলেন না, ক্যাচও তুললেন, এবং আবারও গায়কোয়াড় তাঁকে ফশকালেন। এবং চতুর্থ উইকেটে ১৫৮ রান যোগ না-ক'রে কার আউট হলেন না।

শেষ দিন সকালে কার যখন আউট হলেন, তখনও ইংলণ্ড ১৩ রান পেছিয়ে আছে। স্পুনার ও হাওয়ার্ডও চট ক'রে আউট হ'য়ে গেলেন। তখনও ভারতের জিতে যাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ওয়াটকিন্স অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে খেললেন; সব শুদ্ধু ৯ ঘণ্টা ব্যাট করেছিলেন তিনি, ১৬টা বাউণ্ডারি সমেত রান করেছিলেন অপরাজিত ১৩৮। মন্থর খেলেছিলেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু দলের ঐ অবস্থায় তাঁর ও-রকম ব্যাটিং-এর তাৎপর্য ছিলো অতীব মূল্যবান। বিশেষত, ক্রমেই যেভাবে তিনি সিন্ধের উপর প্রাধান্য বিস্তার করলেন, তার তুলনা হয় না। কোনো শিথিল লেংথের বল পেলেই সুইপ বা পুল করছিলেন, বাকি বলগুলো পা বাড়িয়ে মাথা নিচু ক'রে বলের গায়ের লেখা পড়তে-পড়তে ব্যাট বা প্যাড দিয়ে ঠেকাচ্ছিলেন। সিন্ধে ক্রমশই মনোবল হারিয়ে ফেললেন; আক্রমণে আর পরিকল্পনা রইলো না; পিচ থেকেও কোনো সাহায্য পাওয়া যাচ্ছিলো না; অতএব ওয়াটকিন্সের 'ঝাঁটামার' অনায়াসেই ওভারটাইম খাটতে পারছিলো।

শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ৬ উইকেট খুইয়ে রান করলে ৩৬৮; ভারতের হাত ফশকে প্রথম টেস্ট বেরিয়ে গেলো।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

এফ. এ. লোসন	ক. ফাড়কার	ব. মানকড়	৬৮
জে. ডি. রবার্টসন	ক. ফাড়কার	ব. মানকড়	২২
ডন কেনিয়ন	ক. রায়	ব. সিন্ধে	৬
ডনাল্ড কার	ক. উমরিগড়	ব. সিন্ধে	৭৬

অ্যালান ওয়াটকিন্স	অপরাজিত		১৩৮
† রেজিনাল্ড স্পুনার		ব. মানকড়	১
* নাইজেল হাওয়ার্ড	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	৯
ডেরেক শ্যাকলটন	অপরাজিত		২০
অতিরিক্ত (বাই ১৮, লেগ-বাই ৭, ওয়াইড ১, নো-বল ২)			২৮
		৬ উইকেটে	৩৬৮

পতন : ৬১ (রবার্টসন) ; ৭৮ (কেনিয়ন) ; ১১৬ (লোসন) ; ২৭৪ (কার) ; ২৭৫ (স্পুনার) ; ৩০৯ (হাওয়ার্ড)।

ফাড়কার	১৪	৩	২৮	০
চৌধুরী	৩১	১১	৪৫	০
সিন্ধে	৭৩	২৭	১৬২	২
মানকড়	৭৬	৪৭	৫৮	৪
হাজারে	১২	৪	২৪	০
উমরিগড়	৬	১	৮	০
মোদি	৫	১	১৪	০
রায়	৪	৩	১	০

দ্বিতীয় টেস্ট : বম্বাই ; ডিসেম্বর ১৪, ১৫, ১৬, ১৮ ও ১৯, ১৯৫১

বম্বাই টেস্টের জন্য ভারতীয় দলে পাঁচটি পরিবর্তন করা হ'লো : জোশি, মোদি, চৌধুরী, মার্চেণ্ট ও ফাড়কারের জায়গায় দলে এলেন মন্ত্রী, অমরনাথ, সারভাতে, গোপীনাথ ও সোহনি। মার্চেণ্ট আর ফাড়কার অবশ্য আহত ছিলেন। কিন্তু এই পর্যায়ের খেলায় ভারতীয় নির্বাচক সমিতির অস্থিরতা ও পরিকল্পনাহীনতা স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে, যখন দেখা যায় প্রতিটি টেস্টেই তাঁরা পাঁচটি ক'রে পরিবর্তন করেছেন। ১৯৩৬ সালে পর-পর তিনটি টেস্টে তিনজন আলাদা উইকেট রক্ষক খেলেছিলেন ভারতীয় দলে—এই পর্যায়েও প্রথম তিনটি টেস্টে ভারতীয় দলে খেললেন জোশি, মাধব মন্ত্রী আর প্রবীর সেন। বলাই বাহুল্য, প্রবীর সেন যখন খেলছেন, তখন কী ক'রে অন্য উইকেট-রক্ষক দলে নির্বাচিত হন, তা রহস্য ব'লে বোধ হয়। কিন্তু ক্রিকেট যেমন অপ্রত্যাশিত দিয়ে ভরা ব'লেই রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয়, তেমনি ভারতীয়

নির্বাচকেরাও রহস্যময় ও অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত নিতে পটু ব'লে সব সময়েই দেশের লোকের মন চুম্বকের মতো টেনে রাখেন। টসে জিতলেন হাজারে, পিচ ছিলো নিষ্প্রাণ ও মন্থর; এবং ভারতীয় দল, দিল্লির চেয়ে দ্রুত রান তুললেও, প্রধানত শম্বুক গতিতেই রান তুলতে শুরু করবামাত্র খেলা যে অমীমাংসিত হবে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ ছিলো না। গোড়াপত্তন করতে নেমেছিলেন পঙ্কজ রায় ও মাধব মন্ত্রী। গোড়াতেই মন্ত্রী দু-দু-বার অফ-স্টাম্পের বাইরের বল খোঁচা দিয়ে রেহাই পেলেন—অবশেষে স্ট্যাথামের বলে আবারও খোঁচা দিয়ে যখন উইকেটরক্ষকের হাতে ধরা পড়লেন, তখন ভারতের রান ৭৫, মন্ত্রী করেছেন ৩৯। উমরিগড় আবারও সুবিধে করতে পারলেন না। উমরিগড় দলের ৯৯ রানের মাথায় আউট হ'য়ে যাবার পর পঙ্কজ রায় আর হাজারে চমৎকার খেলে ইংলণ্ডের বোলিং-এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করলেন। টেস্টে এটাই পঙ্কজ রায়ের দ্বিতীয় ইনিংস—আভিজাত্য ও শিল্পিতায় ভরা তাঁর ব্যাট করার ভঙ্গি, ধ্রুপদী রীতির খেলা, কেবল লেটকাটটি অ্যাকিলিসের গোড়ালি, নইলে সবরকম মারই বইয়ের পাতা থেকে যেন বেরিয়ে আসে। তৃতীয় উইকেটে রান হ'লো ১৮৭, কিন্তু প্রবীণ হাজারের চেয়েও তরুণ পঙ্কজ রায়ই অনেক বেশি ঝকঝকে খেললেন। তাঁর মারগুলোর মধ্যে ছিলো স্বাচ্ছন্দ্য আর অনায়াস নৈপুণ্য—এবং তূণীর থেকে মারগুলো বার করতেও তিনি কোনো দ্বিধা করছিলেন না। দিনের একেবারে শেষ বলে, স্ট্যাথামের বলে, রায় যখন কেনিয়নের বলে ধরা পড়লেন, তখন তাঁর নিজের রান ১৪০, আর দলের রান ২৮৬।

হাজারে প্রথম দিন ৯৫ রান ক'রে অপরাজিত ছিলেন, পরের দিন তিনি ১৫৫ রান ক'রে রান-আউট হ'য়ে গেলেন—পর-পর দু-ইনিংসে সেঞ্চুরি করলেন। কিন্তু রান-আউট হবার আগে রিজওয়ের লাফানো বলে হুক করতে গিয়ে ঠিক-মতো লাগাতে না-পেরে কপালে চোট পেয়েছিলেন হাজারে: জখম জায়গায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আবার যখন খেলতে শুরু করলেন, তখন তাঁর খেলায় আর আস্থা বা আত্মবিশ্বাস ছিলো না। সত্যি বলতে, আর কোনোদিনই আগের মতো স্বাচ্ছন্দ্য আর আস্থার সঙ্গে খেলতে পারেননি—এর পরে পনেরোটি টেস্টে মাত্র একটি সেঞ্চুরি করেছিলেন হাজারে, আর দশের নিচে রান করেছিলেন আটবার—চারবার গোল্লা। সেদিক থেকে রিজওয়ের ঐ লাফানো বলটি ভারতীয় ক্রিকেটে দারুণ প্রভাব ফেলেছিলো, সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় দিনে হাজারে ও অমরনাথ চতুর্থ উইকেটে যোগ করেছিলেন ৮২ রান। হাজারে নতুন-দিল্লিতে ব্যাট করেছিলেন ৫১৫ মিনিট, বম্বাইতে ৩৩০ মিনিট। ১৫৫ রানের মধ্যে সব স্তুদ্ধু ১৯টি চার মেরেছিলেন। বাকি ব্যাটস-ম্যানদের মধ্যে চমৎকার খেলেছিলেন গোপীনাথ—স্কোয়ারকাট, লেটকাট আর কভারড্রাইভ—প্রধানত এই মারগুলো দিয়েই তাঁর প্রথম টেস্ট ইনিংসে করে-ছিলেন অপরাজিত ৫০ রান। তাঁর ঝলমলে মারগুলো কেবল যে নিখুঁত শৈলীর পরিচয় দিচ্ছিলো তা নয়—তিনি যে নতুন খেলতে নেমেও মারগুলো ব্যবহার করতে ভয় পান না, এই কথাও বুঝিয়ে দিচ্ছিলো। ৯ উইকেটে ৪৮৫ রানে ভারত ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলে। আর দিনের খেলা শেষ হবার আগেই ইংলণ্ড লোসনের উইকেট খুইয়ে রান তুললো ৪০।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	ক. কেনিয়ন	ব. স্ট্যাথাম	১৪০
† মাধব মন্ত্রী	ক. স্পুনার	ব. স্ট্যাথাম	৩৯
পলি উমরিগড়	লেগ-বিফোর	ব. লেডবিটার	৮
* বিজয় হাজারে	রান-আউট		১৫৫
লালা অমরনাথ	ক. হাওয়ার্ড	ব. ট্যাটারসাল	৩২
সি. টি. সারভাতে		ব. ট্যাটারসাল	১৮
হেমু অধিকারী	ক. স্পুনার	ব. ট্যাটারসাল	২৫
সি. ডি. গোপীনাথ	অপরাজিত		৫০
এস. ডাবলিউ. সোহনি	ক. রবার্টসন	ব. স্ট্যাথাম	৬
বিনু মানকড়		ব. স্ট্যাথাম	০
এস. জি. সিন্ধে	অপরাজিত		৮
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৪)			৪
		৯ উইকেটে ঘোষিত	৪৮৫

পতন : ৭৫ (মন্ত্রী); ৯৯ (উমরিগড়); ২৮৬ (পঙ্কজ রায়); ৩৬৮ (অমরনাথ); ৩৮৮ (হাজারে); ৩৯৭ (সারভাতে); ৪৬০ (অধিকারী); ৪৭১ (সোহনি); ৪৭১ (মানকড়)।

স্ট্যাথাম	২৯	৫	৯৬	৪
রিজওয়ে	৩২	৫	১৩৭	০

ওয়াটকিন্স	৩২	২	৯৭	০
লেডবিটার	১১	৩	৩৮	১
ট্যাটারসাল	৩৪	৮	১১২	৩
রবার্টসন	১	০	১	০

দ্বিতীয় দিন সন্ধেবেলায় ইংলণ্ড রান করেছিলো ১ উইকেটে ৪০; তৃতীয় দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান দাঁড়ালো ৪ উইকেটে ২৬৩। কোনো অত্যুজ্জ্বল ব্যাটিং প্রদর্শনীর নিদর্শনরূপে নিশ্চয়ই এই দিনটিকে স্মরণ করা যাবে না—সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় ২২৩ রান মন্থর ক্রিকেটেরই নজির। কিন্তু তবু এই দিনটি স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক নতুন নক্ষত্রের জ্বলন্ত উদ্ভাসে—প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসেই টম গ্রেভনি একটি চমৎকার সেঞ্চুরি উপহার দিলেন। অসুস্থ ছিলেন ব'লে সফরের প্রথম টেস্টে তিনি অংশ নিতে পারেননি—কিন্তু এবার তিনি সারাদিন দর্শকদের নিবিষ্ট ও সুখী ক'রে রাখলেন। ভারতের মস্ত রানের প্রত্যুত্তরে ব্যাট করছে ইংলণ্ড, বড়ো রান না-করলে তাদের সমূহ বিপদ — অতএব অধিনায়কের নির্দেশে গ্রেভনিকে রক্ষণাত্মক খেলতে হয়েছিলো, কিন্তু তবু তাঁর ব্যাটিং-এর ঐশ্বর্য ও অভিজাত্য যেন চেষ্টাহীনভাবে প্রকাশিত হ'লো —বিশেষত পেছিয়ে এসে যেভাবে তিনি অফ-ড্রাইভ করছিলেন, তার মধ্যে প্রতিভাবানের অনায়াসদক্ষতা চমৎকারভাবে ফুটে উঠছিলো—ক্ষিপ্র লঘুচরণ, সময়জ্ঞান, আর অসীম প্রত্যয়ে ভরা ব্যাটের তড়িৎগতি সঞ্চালন—সব কিছু তাঁর সহজাত নৈপুণ্যকে ফুটিয়ে তুলছিলো। রবার্টসন, কেনিয়ন, স্পুনার—তিনজনেই তাঁর জুটি হ'য়ে অল্প-বিস্তর রান করেছিলেন, কিন্তু গ্রেভনির পাশে সকলকেই নিষ্প্রভ দেখালো।

গ্রেভনির খেলা আরো দীপ্তভাবে খুলে গেলো, যখন চতুর্থ দিনে ওয়াটকিন্সের সহায়তায় পঞ্চম উইকেটে যোগ হ'লো ১৪৮ রান। ওয়াটকিন্স ৮০ রান ক'রে মানকড়ের বলে মানকড়েরই হাতে ক্যাচ তুলে আউট হ'য়ে গেলেন। ওয়াটকিন্সের পেশি ও কব্জির দৃপ্ত দৃঢ়তার পাশাপাশি দেখা গেলো গ্রেভনির সময়জ্ঞানের সৌষ্ঠব। গ্রেভনি আউট হলেন ৩৮৯-তে—সিন্ধের বলে অধিকারীর হাতে ক্যাচ তুলে, যখন ৫০৫ মিনিটে ১৭৫ রান ক'রে তিনি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন। তারপরেই মানকড় দুটি উইকেট পেলেন চটপট, কিন্তু স্ট্যাথাম আর ট্যাটারসাল নবম উইকেটে যোগ করলেন ৪০ রান।

অবশেষে ৪৫৬ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হ'লো।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

এফ. এ. লোসন	ক. মন্ত্রী	ব. সোহনি	৫
জে. ডি. রবার্টসন	ক. অমরনাথ	ব. মানকড়	৪৪
টম গ্রেভনি	ক. অধিকারী	ব. সিন্ধে	১৭৫
† রেজিনাল্ড স্পুনার	লেগ-বিফোর	ব. হাজারে	৪৬
ডন কেনিয়ন	লেগ-বিফোর	ব. অমরনাথ	২১
অ্যালান ওয়াটকিন্স		ক. ও ব. মানকড়	৮০
* নাইজেল হাওয়ার্ড	ক. উমরিগড়	ব. মানকড়	২০
ই. লেডবিটার	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	২
ব্রায়ান স্ট্যাথাম	ক. মানকড়	ব. অমরনাথ	২৭
রয় ট্যাটারসাল	অপরাজিত		১০
এফ. রিজওয়ে		ক. ও ব. অমরনাথ	৫
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ-বাই ১১)			২১
			৪৫৬

পতন : ১৮ (লোসন); ৭৯ (রবার্টসন); ১৬৬ (স্পুনার); ২৩৩ (কেনিয়ন); ৩৮১ (ওয়াটকিন্স); ৩৮৯ (গ্রেভনি); ৪০৭ (লেডবিটার); ৪০৮ (হাওয়ার্ড); ৪৪৮ (স্ট্যাথাম); ৪৫৬ (রিজওয়ে)।

সোহনি	৩০	৭	৭২	১
অমরনাথ	৩৪'১	৯	৬১	৩
সিন্ধে	৫৩	১৩	১৫১	১
মানকড়	৫৭	২২	৯১	৪
সারভাতে	১৩	২	২৭	০
হাজারে	১৭	৫	৩০	১
উমরিগড়	৩	১	৩	০

মাত্র ২৯ রান এগিয়ে থেকে ভারত দ্বিতীয় দফার ব্যাটিং শুরু করবামাত্র খেলাটা প্রথম বার জীবন্ত ও উচ্চকিত হ'য়ে উঠলো, যখন মাত্র ৪১ রানের মধ্যে

রায়, মন্ত্রী, হাজারে ও অমরনাথ আউট হ'য়ে গেলেন। উইকেটে কোনো ভাঙন ধরেনি হঠাৎ, দুর্বল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিংই এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।

অতএব পঞ্চম দিনে খেলা যখন শুরু হ'লো, তখন ইংলণ্ডের হারবার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কেউ যদি শক্ত হাতে হাল ধ'রে না-দাঁড়ান, তাহ'লে ভারতের পক্ষে হার স্বীকার করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। সকালবেলায় আর মাত্র ৪৭ রান যোগ করতে-না-করতেই উমরিগড়, সারভাতে ও অধিকারী আউট হ'য়ে গেলেন, তখন পরাজয়ের আশঙ্কা প্রবলতর হ'য়ে উঠলো। কিন্তু তখনও ছিলেন গোপীনাথ, প্রথম দফায় তিনি করেছেন অপরাজিত ও দুর্ধর্ষ ৫০ রান, এবং এবার তাঁর জুটি হলেন মানকড়। তাঁরা যে কেবল দীর্ঘ সময় উইকেট আগলে রইলেন, তা নয়—জোট বেঁধে যোগ করলেন ৭১ রান। গোপীনাথ প্রথম ইনিংসের মতোই স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে রান তুললেন, যথারীতি বেশির ভাগ রান তুললেন স্কোয়ারকাট থেকে। আর মানকড় অনেক দিন পরে তাঁর খোলামেলা সতেজ ভঙ্গির ব্যাটিং মারফৎ ভারতীয় ইনিংসের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনলেন। শেষে সোহনিও কিছু রান তুলে দিলেন এবং ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'লো ২০৮ রানে।

কিন্তু খেলা শেষ হ'তে তখন মাত্র ১০০ মিনিট বাকি। জয়ের জন্য ঐ সময়ে চাই ২৩৮ রান। অতএব ইংলণ্ড বন্য হংসের পশ্চাদ্ধাবন করবার কোনো চেষ্টাই করলে না। ২ উইকেট খুইয়ে রান তুললো ৫৫। শেষ দু-দিনের অপ্রত্যাশিত উত্তেজনা ঝিমিয়ে পড়লো, যখন নিয়ম-বাঁচানো শেষ একশো মিনিট ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানেরা ব্যবহার করলে তৃতীয় টেস্টের আগে প্রয়োজনীয় ব্যাটিং মহড়া হিশেবে।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	লেগ-বিফোর	ব. রিজওয়ে	০
†মাধব মন্ত্রী	ক. স্পুনার	ব. রিজওয়ে	৭
পলি উমরিগড়	ক. ওয়াটকিন্স	ব. স্ট্যাথাম	৩৮
*বিজয় হাজারে	ক. বদলি	ব. ওয়াটকিন্স	৬
লালা অমরনাথ	ক. হাওয়ার্ড	ব. ওয়াটকিন্স	৪
সি. টি. সারভাতে	রান আউট		১৬

হেমু অধিকারী	ক. হাওয়ার্ড	ব. ট্যাটারসাল	১৫
সি. ডি. গোপীনাথ	ক. লেডবিটার	ব. ট্যাটারসাল	৪২
বিনু মানকড়		ব. ওয়াটকিন্স	৪১
এস. ডাবলিউ. সোহনি	রান-আউট		২৮
এস. জি. সিন্ধে	অপরাজিত		৩
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ২)			৮
			২০৮

পতন : ২ (পঙ্কজ রায়); ১৩ (মন্ত্রী); ২৪ (হাজারে); ৩৪ (অমরনাথ); ৭২ (উমরিগড়); ৭৭ (সারভাতে); ৮৮ (অধিকারী); ১৫৯ (গোপীনাথ); ১৭৭ (মানকড়); ২০৮ (সোহনি)।

স্ট্যাথাম	২০	১১	৩০	১
রিজওয়ে	১৬	৩	৩৩	২
ওয়াটকিন্স	১৩	৪	২০	৩
ট্যাটারসাল	২০	৬	৫৫	২
লেডবিটার	১৪.১	৪	৬২	০

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

এফ. এ. লোসন	ক. সোহনি	ব. গোপীনাথ	২২
ডন কেনিয়ন	লেগ-বিফোর	ব. সোহনি	২
টম গ্রেভনি	অপরাজিত		২৫
†রেজিনাল্ড স্পুনার	অপরাজিত		৫
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ১)			১
		২ উইকেটে	৫৫

পতন : ৩ (কেনিয়ন); ৪৩ (লোসন)।

সোহনি	১৩	৫	১৬	১
অমরনাথ	৫	১	৬	০
সিন্ধে	৫	০	১১	০
মানকড়	৫	১	১০	০
গোপীনাথ	৮	২	১১	১

তৃতীয় টেস্ট : কলকাতা ;

ডিসেম্বর ৩০, ৩১, ১৯৫১ ও জানুয়ারি ১, ৩, ৪, ১৯৫২

সবাই ভেবেছিলেন, কলকাতার ইডেন উদ্যানে নিশ্চয়ই খেলার কোনো নিষ্পত্তি হবে, কারণ ইডেন উদ্যানের উইকেট সচরাচর বম্বাই, নতুন দিল্লির মতো নিষ্প্রাণ ও মন্থর নয়। কিন্তু প্রত্যাশা আর বাস্তব অবস্থার মধ্যে প্রায়ই তফাৎ থাকে বিস্তর। একে উইকেট জীবন্ত ছিলো না, তারপর দু-দলই প্রথম বল থেকে রক্ষণাত্মক খেলার ব্যবস্থা ক'রে বসেছিলেন। পরিহাসপ্রবণ চক্ষু এক্ষেত্রে ছিলো অনেক বেশি নিরপেক্ষ—না দ্রুত বলে, না স্পিন বলে, কোনো কিছুতেই বোলাররা কোনো সাহায্য পাননি। আর নাইজেল হাওয়ার্ডের পক্ষে হয়তো রক্ষণাত্মক খেলার যুক্তি ছিলো—তিনি একটি ভাঙা দল নিয়ে এসেছিলেন ; কিন্তু ভারতীয় দলের ক্ষেত্রে এ-কথা খাটে না। এক হ'তে পারে নির্বাচকেরা যে-ভাবে প্রতিটি টেস্টে খেলোয়াড় পালটাচ্ছিলেন, তাতে কেউই নিশ্চিন্তভাবে খেলতে পারেননি। কলকাতা টেস্টে তিনজন ভারতীয় ক্রিকেটার প্রথম টেস্ট খেললেন—বিজয় মঞ্জরেকার, সুভাষ গুপ্তে আর রমেশ দিভেচা। মঞ্জরেকার ও গুপ্তে পরে দীর্ঘদিন ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁদের নৈপুণ্যের পরিচয় দেবেন। রমেশ দিভেচা অবশ্য বেশি খেলেননি। কিন্তু এই কলকাতা টেস্টে মঞ্জরেকার ও দিভেচা যথেষ্ট সার্থক হয়েছিলেন। এঁরা তিনজন ছাড়া পুনর্বার দলে ফিরে এলেন ফাড়কার ও প্রবীর সেন। দল থেকে বাদ পড়লেন সারভাতে, সোহনি, অধিকারী, সিন্ধে ও মন্ত্রী। সুভাষ গুপ্তে—পরে যিনি ভারতের স্মরণীয়তম লেগ-স্পিনার ব'লে গণ্য হবেন, সি. এস. নাইডুর মতো কেবল শোভা হ'য়েই দলে বিরাজ করবেন না, কলকাতা টেস্টে অবশ্য বেশি বল করেননি। তাঁর বলে লেংথ ছিলো না, কোনো পরিকল্পনাও ছিলো না—হয়তো টেস্টে নির্বাচিত হ'য়ে তিনি এতটাই অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলেন যে ঘোর কাটবার আগেই হাজারে তাঁর উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। সব সত্ত্বেও কলকাতা টেস্টে একটা তথ্য প্রমাণিত হ'লো—একটা অরুচিকর তথ্য—ভারতীয় ব্যাটিং যে কত ঠুনকো, কত পলকা এই সত্য মুখরোচক না-হ'তে পারে, কিন্তু মর্মান্তিক সত্য। বোম্বাইতে দ্বিতীয় দফায় ভারত এক সময় ছিলো ৭ উইকেটে ৮৮, পরে অষ্টম উইকেটে গোপীনাথ ও মানকড় হাল ধ'রে দাঁড়িয়েছিলেন। কলকাতায় ভারত একসময়ে ছিলো ৪ উইকেটে ৯৩—তিন রানের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ উইকেট পড়েছিলো। কিন্তু এ-সব তথ্য অবলোকন ক'রে আর যাঁরাই সাবধান হ'য়ে

থাকুন না কেন, নির্বাচক সমিতি হননি—এবং তার প্রমাণ পাওয়া গেলো অচিরেই, যখন হাজারের নেতৃত্বে ১৯৫২ সালে ভারত গেলো ইংলণ্ড সফরে। ও-রকম নিকৃষ্টতম শোচনীয় ও হতাশ, কোনো সফরে ভারত এর আগে বেরোয়নি—এমনকি অমরনাথের নেতৃত্বে যে ভাঙা দল অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলো, তারাও সব দুর্গতিকে বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নেয়নি।

ভারতীয় দলের অস্থির নির্বাচনের পাশে ইংলণ্ড নির্বাচিত করেছিলো বম্বাই টেস্টের এগারো জনকেই। কিন্তু টেস্টের আগের দিন নেট প্র্যাকটিসের সময় লোসনের আঙুলে চোট লেগেছিলো, সেইজন্য শেষ মুহূর্তে তাঁর বদলে দলে ঢুকলেন ন্যাটা ব্যাটসম্যান পুল। ইংলণ্ডের পক্ষে সেটা শাপে বরই হয়েছিলো। কারণ পুল দু-ইনিংসে রান করেছিলেন ৫৫ আর অপরাজিত ৬৯।

টসে জিতে ইংলণ্ড প্রথম ব্যাট করেছিলো। খেলার শুরু হ'তেই দিভেচার বলে ফাড়কার চমৎকারভাবে লুফে নিলেন রবার্টসনকে, তারপর মধ্যাহ্ন বিরতির ঠিক আগেই অমরনাথ যখন স্লিপে গ্রেভনিকে দিভেচারই বলে লুফে নিলেন, তখন ইংলণ্ডের রান ২ উইকেটে ৭৬। স্পুনার খেলতে নেমেছিলেন অনভ্যস্ত জায়গায়—গোড়াপত্তন করতে। তিনি মাটি কামড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওয়াটকিন্স খেলছিলেন থতমতভাবে, বল দেখতে পাচ্ছিলেন না ঠিকমতো। একাধিক ক্যাচ ফশকালো। দিভেচা একটা লোপ্পা ক্যাচ ফেলে দিলেন। তবু স্পুনার আউট হ'য়ে যাবার পরে, কেনিয়নও যখন আউট হ'য়ে গেলেন, তখন ইংলণ্ডের রান ছিলো ৪ উইকেটে ১৩৯। কিন্তু ততক্ষণে ওয়াটকিন্স তাঁর অস্বস্তি কাটিয়ে উঠেছেন। তিনি আর পুল বাকি সময়টা কাটিয়ে দিলেন—দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান দাঁড়ালো ৪ উইকেটে ২১৭, খেলার গোড়ার দিকে আশাই করা যায়নি যে ইংলণ্ড এভাবে অবস্থাটা আয়ত্তে এনে ফেলবে।

পরদিন সকালেই ফাড়কার অবশ্য ওয়াটকিন্সকে আউট ক'রে দিলেন, কিন্তু পঞ্চম উইকেটে ওয়াটকিন্স আর পুল ততক্ষণে ১০৭ রান যোগ করেছেন। ওয়াটকিন্স আউট হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই পুলও আউট হ'য়ে গেলেন। কিন্তু পরবর্তী ব্যাটসম্যানদের প্রায় সবাই অল্প-বিস্তর রান করলেন, শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড করলে সবাই আউট হ'য়ে ৩৪২। মানকড় ৫৩ ওভার বল ক'রে ৮৯ রান দিয়ে ৪ উইকেট পেলেন, ফাড়কারও পেলেন ৮৯ রানে ৩ উইকেট। ফাড়কার বল করছিলেন উদ্দীপ্তভাবে—তাঁর বলে ক্যাচ না-ফশকালে তাঁর বলের খতিয়ান অন্যরকম হ'তো। যেভাবে তিনি বল করছিলেন তাতে তিনিই সবগুলো উইকেট

পেলে হয়তো সুবিচার হ'তো। কেউই তাঁর বলে ভালো খেলতে পারছিলেন না। দিভেচা আর অমরনাথও মন্দ বল করেননি। কিন্তু শোচনীয় ফিল্ডিং যে-কোনো অত্যুৎসাহী বোলারকেও অচিরে ভগ্নোদ্যম ক'রে ফ্যালে। আর যা-ই হোক, একে কিছুতেই ভালো ক্রিকেট ব'লে গণ্য করা যায় না।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

জে. ডি. রবার্টসন	ক. ফাড়কার	ব. দিভেচা	১৩
† রেজিনাল্ড স্পুনার	ক. প্রবীর সেন	ব. মানকড়	৭১
টম গ্রেভনি	ক. অমরনাথ	ব. দিভেচা	২৪
অ্যালান ওয়াটকিন্স	ক. প্রবীর সেন	ব. ফাড়কার	৬৮
ডন কেনিয়ন	ক. মঞ্জরেকার	ব. মানকড়	৩
সি. জে. পুল	ক. দিভেচা	ব. ফাড়কার	৫৫
* নাইজেল হাওয়ার্ড	ক. অমরনাথ	ব. মানকড়	২৩
ব্রায়ান স্ট্যাথাম		ব. ফাড়কার	১
ই. লেডবিটার	রান-আউট		৩৮
এফ. রিজওয়ে	স্টা. প্রবীর সেন	ব. মানকড়	২৪
রয় ট্যাটারসাল	অপরাজিত		৫
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ১, নো-বল ১১, ওয়াইড ১)			১৭
			৩৪২

পতন : ২২ (রবার্টসন) ; ৭৬ (গ্রেভনি) ; ১৩৩ (স্পুনার) ; ১৩৯ (কেনিয়ন) : ২৪৬ (ওয়াটকিন্স) ; ২৪৭ (পুল) ; ২৫৯ (স্ট্যাথাম) ; ২৯০ (হাওয়ার্ড) ; ৩৩২ (লেডবিটার) ; ৩৪২ (রিজওয়ে)।

ফাড়কার	৩৮	১১	৮৯	৩
দিভেচা	৩৩	৯	৬০	২
অমরনাথ	২০	৫	৩৫	০
মানকড়	৫২·৫	১৬	৮৯	৪
গুপ্তে	১৩	০	৪৩	০
হাজারে	৩	০	৯	০

চায়ের পর ভারতের গোড়াপত্তন করতে নামলেন পঙ্কজ রায় ও বিনু

মানকড়—একদিন এই জুটি প্রথম উইকেটের বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করবেন। খেলা শেষ হবার আগে এদিন তাঁরা রান করলেন ৬৫—দু-জনেই রইলেন অপরাজিত। এটা ক্রিকেটের সেই যুগ, যখন ৯০ মিনিটে ৬৫ রান করলেই ভাবা হ'তো দুর্দান্ত তাড়াতাড়ি রান উঠছে। এটা সত্যি যে, রায়-মানকড় যেভাবে রান করছিলেন, যে-রকম স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে, সাবলীলভাবে, অনায়াস নৈপুণ্যের সঙ্গে, তাতে আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিলো। কিন্তু নববর্ষের দিন এক ঘণ্টার মধ্যেই সব প্রত্যাশা ও উইকেট ধূলিসাৎ হ'লো—পর-পর শোভাযাত্রা ক'রে ড্রেসিংরুমের অন্ধকারে ফিরে এলেন পঙ্কজ রায়, পলি উমরিগড়, হাজারে আর অমরনাথ। ভারতের রান দাঁড়ালো ৪ উইকেটে ৯৩।

এই অবস্থায় দুর্দান্ত খেললেন দাত্তু ফাড়কার। প্রথমে মানকড়ের সঙ্গে জোট বেঁধে, আর পরে নবাগত মঞ্জরেকারের সান্নিধ্যে তাঁর খেলা ভারতীয় ব্যাটিং-এ আস্থা ফিরিয়ে আনলো। রয় ট্যাটারসালকে ফাড়কার যখন অন-ড্রাইভ ক'রে অতিকায় ছক্কার আকারে মাঠ পার ক'রে দিলেন, তখন পুরো পর্যায়ের খেলায় সেই যে প্রথম ছক্কা হ'লো তা-ই নয়, সেটা এই তথ্যও প্রমাণ ক'রে দিলে যে সাহসের সঙ্গে খেললে অনেক শেকলকেই ভেঙে ফেলা যায়। রুসি মোদি মন্তব্য করেছেন, তাঁর মতে ফাড়কার যত বড়ো বোলার, তার চেয়েও অনেক বড়ো ব্যাটসম্যান। বিশেষত টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর প্রায় সব রানই অর্জিত হয়েছিলো যখন দল বিপর্যস্ত ও কোণঠাশা। কলকাতার এই টেস্টে তাঁর ঝলমলে সেঞ্চুরি এই কথাই প্রমাণ ক'রে দিলে। আর মঞ্জরেকার? তাঁর খেলার ভঙ্গি এমন সাবলীল, এমন স্বচ্ছন্দ ও সুষ্ঠু, এমন ধ্রুপদী, যে এককালে তিনি যে ভারতীয় ক্রিকেটের মেরুদণ্ড ব'লে গণ্য হবেন, তারই পূর্বাভাস পাওয়া গেলো টেস্ট খেলায় তাঁর প্রথম ইনিংসটিতে। বিদ্যুৎক্ষিপ্র লঘুচরণ, আর নিখুঁত সময়জ্ঞান, আর উদ্দীপ্ত সাহস—এদের সমাহারে তাঁর খেলা সেদিন ইডেন উদ্যান ঝলশে দিয়েছিলো। সবরকম মার ছিলো তাঁর ইনিংসটিতে, বিশেষত কভারড্রাইভ আর স্কোয়ারকাট ছিলো চমকপ্রদ সৌষ্ঠবে ভরপুর। পরে গোপীনাথ ও দিভেচাও অল্প-বিস্তর রান করেছিলেন, আর তার ফলেই চতুর্থ দিন সকালে ভারত ইংলণ্ডের থেকে ২ রান এগিয়ে গেলো—ভারতীয় ইনিংস শেষ হ'লো ৩৪৪ রানে।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	ক. স্পুনার	ব. রিজওয়ে	৪২
বিন্নু মানকড়	ক. ট্যাটারসাল	ব. লেডবিটার	৫৯
পলি উমরিগড়	ক. হাওয়ার্ড	ব. রিজওয়ে	১০
* বিজয় হাজারে		ব. ট্যাটারসাল	২
লালা অমরনাথ		ব. ট্যাটারসাল	০
দাত্তু ফাড়কার	ক. লেডবিটার	ব. রিজওয়ে	১১৫
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. ট্যাটারসাল	৪৮
সি. ডি. গোপীনাথ	ক. রবার্টসন	ব. রিজওয়ে	১৯
রমেশ দিভেচা	ক. ওয়াটকিন্স	ব. ট্যাটারসাল	২৬
সুভাষ গুপ্তে	ক. লেডবিটার	ব. স্ট্যাথাম	০
প্রবীর সেন	অপরাজিত		৭
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ৯, ওয়াইড ১, নো-বল ৩)			১৬
			৩৪৪

পতন : ৭২ (পঙ্কজ রায়) ; ৯০ (উমরিগড়) ; ৯৩ (হাজারে) ; ৯৩ (অমরনাথ) ; ১৪৪ (মানকড়) ; ২২০ (মঞ্জরেকার) ; ২৭২ (গোপীনাথ) ; ৩২০ (দিভেচা) ; ৩২৭ (গুপ্তে) ; ৩৪৪ (ফাড়কার) ।

স্ট্যাথাম	২৭	১০	৪৬	১
রিজওয়ে	৩৮·১	১০	৮৩	৪
ট্যাটারসাল	৪৮	১৩	১০৪	৪
লেডবিটার	১৫	২	৬৪	১
ওয়াটকিন্স	২১	৯	৩১	০

চতুর্থ দিন ইংলণ্ড ব্যাট করবার সময় পেয়েছিলো তিন ঘণ্টা ; কিন্তু খেলা এমন ঢিমে তেতালায় চললো যে ঐ তিন ঘণ্টায় তারা রান করলে ২ উইকেটে ৯৮, রবার্টসন আর গ্রেভনি আউট। ইংলণ্ড ব্যাট করলে আস্তে, সাবধানে—কিন্তু ভারতীয় বোলাররাও রান আটকে রাখা ছাড়া আর-কিছু করতে পারলেন না। পঞ্চম দিন সকালে অবশ্য চার রানের মধ্যেই ওয়াটকিন্স আর কেনিয়ন আউট হ'য়ে গেলেন। কিন্তু স্পুনার আর পুল—ইংলণ্ডের দুই ন্যাটা ব্যাটসম্যান মাটি কামড়ে প'ড়ে রইলেন। পঞ্চম উইকেটে যোগ হ'লো ৮২ রান, কিন্তু রানের

চেয়েও জরুরি সময়—এই জুটি ভাঙলো মধ্যাহ্নবিরতির কুড়ি মিনিট পর। স্পুনার আউট হলেন ৯২ রান ক'রে, অল্পের জন্য সেঞ্চুরি করতে পারলেন না। ইংলণ্ড চায়ের বিরতির সময় ৫ উইকেটে ২৫২ রান ক'রে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলে।

অতএব, চায়ের পরে, ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের কোনোই মানে রইলো না —৯০ মিনিটে ২৫১ রান করতে আহ্বান করা মানেই খেলাকে অর্থহীনতায় পর্যবসিত করা। ভারত কোনো উইকেট না-খুইয়ে ঐ সময়ে রান তুললো ১০৩। মানকড় অবহেলাভরে, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, ৯০ মিনিটে করলেন ৭১ রান —কাট, ড্রাইভ আর পুল বেরিয়ে এলো অনর্গল। আশ্চর্য, প্রথম দফায় কিন্তু তিনি এমন ঝোড়ো গতিতে রান তোলবার চেষ্টা করেননি।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

জে. টি. রবার্টসন	স্টা. সেন	ব. মানকড়	২২
† রেজিনাল্ড স্পুনার		ব. মানকড়	৯২
টম গ্রেভনি	ক. সেন	ব. দিভেচা	২১
অ্যালান ওয়াটকিন্স		ব. দিভেচা	২
ডন কেনিয়ন		ব. ফাড়কার	০
সি. জে. পুল	অপরাজিত		৬৯
* নাইজেল হাওয়ার্ড	অপরাজিত		২০
অতিরিক্ত (বাই ১৩, লেগ-বাই ৫, নো-বল ৬, ওয়াইড ২)			২৬
		৫ উইকেটে ঘোষিত	২৫২

পতন : ৫২ (রবার্টসন) ; ৯৩ (গ্রেভনি) ; ৯৯ (ওয়াটকিন্স) ; ১০২ (কেনিয়ন) ; ১৮৪ (স্পুনার)।

ফাড়কার	২০	৭	২৭	১
দিভেচা	২৫	৭	৫৫	২
অমরনাথ	২২	৫	৪৩	০
মানকড়	৩৫	১৩	৬৪	২
হাজারে	৯	৪	১১	০
গুপ্তে	৫	০	১৪	০
উমরিগড়	৪	১	১২	০

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিনু মানকড়	অপরাজিত	৭১
পঙ্কজ রায়	অপরাজিত	৩১
অতিরিক্ত (বাই ১)		১
	কোনো উইকেট না-খুইয়ে	১০৩

স্ট্যাথাম	৩	০	৪	০
রিজওয়ে	২	১	৮	০
ট্যাটারসাল	৫	২	৮	০
লেডবিটার	৮	০	৫৪	০
পুল	৫	১	৯	০
রবার্টসন	৫	১	১০	০
গ্রেভনি	১	০	৯	০

চতুর্থ টেস্ট : কানপুর ; জানুয়ারি ১২, ১৩, ১৪, ১৬ ১৭, ১৯৫২

ভারতীয় দলে, আবারও, পাঁচটি পরিবর্তন। রহস্যময়ভাবে বরখাস্ত হলেন অমরনাথ, গোপীনাথ, দিভেচা ও প্রবীর সেন। অতীত থেকে উদিত হলেন সি. এস. নাইডু ; আর সিন্ধে ফিরলেন দলে ; নেয়া হ'লো অফ-স্পিনার গুলাম আমেদকে। অর্থাৎ দল ভর্তি হ'লো স্পিনারে। প্রবীর সেন সেই মুহূর্তে ভারতের সেরা উইকেটরক্ষক—কিন্তু তবু তাঁর জায়গায় দলে এলেন জোশি। আর দলে আবার বহাল হলেন অধিকারী। নির্বাচকেরা সম্ভবত নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছিলেন—তাঁদের মুখের কথায় এত অদল-বদল হ'তে পারে—এ কী কম কথা ! যদি বলা যায় তাঁদের 'পাগলামির মধ্যে যুক্তি' ছিলো, তাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন স্পিন-ধরা উইকেট, তাহ'লে বলতেই হয় যে তাঁদের অস্ত্র ব্যুমেরাং হ'য়ে ফিরে এসে তাঁদেরই ঘায়েল করলে—উইকেট প্রথম দিনেই স্পিন ধরেছিলো সত্যি, কিন্তু এই মোচড়-ধরা ধূলি-ধূসর পিচের পূর্ণ সদ্ব্যহার করেছিলেন ট্যাটারসাল আর হিলটন। তার ফলে তিন দিনের মধ্যেই ইংলণ্ড ৮ উইকেটে জিতে গেলো। আশ্চর্য, গুপ্তের জায়গায় নাইডু দলে ঢুকলেন সিন্ধের সঙ্গে দ্বিতীয় লেগ-স্পিনার—বল করলেন মাত্র দু-ওভার, অন্তত তাঁর জায়গায় আরেকজন ব্যাটসম্যানকে—গোপীনাথ কি অমরনাথকে—দলে রাখলে ব্যাটিং-এর ভারসাম্য

বজায় থাকতো। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণবিকাশ সম্ভবপর তন্দ্রের পলায়নের পরেই। অবশ্য ভারতীয় নির্বাচকেরা কয়েকদিন পরেই যে-দল ইংলণ্ডে পাঠাবেন এবং নির্বাচন নিয়ে যে-কেলেঙ্কারি করবেন, তাতে আপ্তবাক্যও তাঁরা স্মরণে রেখেছিলেন ব'লে মনে হয় না।

হাজারে টসে জিতে ব্যাট করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—স্পিন-ধরা উইকেটে এ-রকম সুযোগ আসে কদাচিং। কিন্তু দিনের খেলা শেষ হবার আগেই ভারত ১২১ রানে আউট হ'য়ে গেলো, আর ইংলণ্ড ৬ উইকেট খুইয়ে রান করলো ৬৩। একদিনে ১৮৪ রানে ১৩টা উইকেট পড়লো—এ থেকে মনে হ'তে পারে উইকেটে নিশ্চয়ই জুজু লুকিয়ে ছিলো। কিন্তু উইকেট মোটেই অমনতর খারাপ ছিলো না। রায় আর মানকড় যেভাবে খেলা শুরু করেছিলেন, তাতে অন্তত ও-রকম তুলকালাম বিভীষিকার কোনো পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি। বলে মোচড় ধরেছিলো সত্যি, কিন্তু মন্থরভাবে—সাবধানে দেখে-শুনে খেললে ১২১ রানে আউট হ'তে হ'তো না। তার বদলে ভারতীয় ব্যাটসম্যানে অন্ধের মতো পা বাড়িয়ে অন্ধকার হাৎড়ালেন—আর ব্যাট প্যাডের মধ্য দিয়ে বল গ'লে যেতে লাগলো। কেউ পা ব্যবহার করলেন না, ক্রিজে দাঁড়িয়ে রইলেন। মন্থর স্পিন-ধরা উইকেটে যে পেছিয়েও খেলা যায়, এ-কথাও কেউ কখনও শুনেছেন ব'লে মনে হ'লো না। মানকড় আউট হ'তেই আস্ত দল দুর্বলভাবে সবগুলো উইকেট বিলিয়ে দিলে। উমরিগড় ও হাজারে—দু-জনেই গোল্লা করলেন। হাজারে অবশ্য দ্বিতীয় ইংনিসেও গোল্লা করবেন—তিনিই ভারতের প্রথম টেস্ট খেলোয়াড় যিনি দু-ইনিংসেই শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন—এবং নিশ্চয়ই মনে আছে, তিনিই আবার অস্ট্রেলিয়ার একই টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন।

একমাত্র পঙ্কজ রায়ের খেলাতেই ছিলো দায়িত্বজ্ঞান আর সুবিবেচনার পরিচয়। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে একা তিনিই ঠেকাবার চেষ্টা করছিলেন ট্যাটারসাল আর হিলটনকে—৬৬ রানের মাথায় নিজে ৩৭ রান ক'রে তিনি আউট হ'য়ে যেতেই ভারতীয় ইনিংস অনতিবিলম্বে শেষ হ'য়ে গেলো।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়		ব. ট্যাটারসাল	৩৭
বিনু মানকড়		ব. ট্যাটারসাল	১৯
পলি উমরিগড়		ব. ট্যাটারসাল	০
* বিজয় হাজারে	ক. রিজওয়ে	ব. ট্যাটারসাল	০
দাত্তু ফাড়কার		ব. ট্যাটারসাল	৮
হেমু অধিকারী		ব. হিলটন	৬
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. গ্রেভনি	ব. হিলটন	৬
সি. এস. নাইডু	স্টা. স্পুনার	ব. হিলটন	২১
† পি. জি. জোশি		ব. ট্যাটারসাল	৪
এস. জি. সিন্ধে	অপরাজিত		৫
গুলাম আমেদ	ক. পুল	ব. হিলটন	৬
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ১)			৯
			১২১

পতন : ৩৯ (মানকড়); ৩৯ (উমরিগড়); ৩৯ (হাজারে); ৪৯ (ফাড়কার); ৬৬ (পঙ্কজ রায়); ৭৬ (অধিকারী); ১০১ (মঞ্জরেকার); ১০৬ (জোশি); ১১০ (নাইডু); ১২১ (গুলাম আমেদ)।

স্ট্যাথাম	৬	৩	১০	০
রিজওয়ে	৭	১	১৬	০
ওয়াটকিন্স	৫	৩	৬	০
হিলটন	২২·৫	১০	৩২	৪
ট্যাটারসাল	২১	৩	৪৮	৬

খেলার রগরগে ভাবটা ইংলণ্ডের ব্যাট করার সময়েও বজায় রইলো। মানকড়, সিন্ধে আর গুলাম আমেদ তাঁদের আক্রমণ সাজাবামাত্র ভারত আবার খেলার মধ্যে ঢুকে পড়লো। লোসন আর স্পুনার সুন্দর গোড়াপত্তন করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় স্পিনারদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা আউট হ'য়ে গেলেন, গ্রেভনিও বেশিক্ষণ টিকলেন না—মাত্র ৬০ রানের মধ্যে প্রথম তিনটে উইকেট প'ড়ে গেলো।

দ্বিতীয় দিনে উইকেট পড়লো প্রথম দিনের মতোই ঝুপঝুপ ক'রে—ইংলণ্ড

২০৩ রান ক'রে আউট হ'য়ে যাবার পর দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারত করলো ৭ উইকেটে ১২৫ রান।

ইংলণ্ড যে দু-শো রান করতে পেরেছিলো, তার জন্য সাধুবাদ পাবেন ওয়াটকিন্স। এই ন্যাটা ব্যাটসম্যান চমৎকার খেললেন, ক্রিজ ছেড়ে বেরোতে ভয় পাননি তিনি, দরকার হ'লে পেছিয়ে গিয়েও খাটো লেংথের বলগুলিকে তিনি শায়েস্তা করেছেন। মানকড় বা গুলাম আমেদ যে তাঁকে অন্তত কায়দা করতে পারেননি, এটাই বোঝা গেলো যখন তিনি প্রায় একা ইংলণ্ডের ইনিংস আগলে রাখলেন। সবশুদ্ধ ৬৬ রান করেছিলেন তিনি—কিন্তু যে কোনো তুলকালাম সেঞ্চুরির চেয়েও তাঁর এই কল্পনাপ্রবণ বুদ্ধিমান ইনিংসটি স্মরণীয় ব'লে গণ্য হবে। দ্বিতীয় দিনে গুলাম আমেদের বল মোটেই খেলা যাচ্ছিলো না—তিনি যে কেবল উইকেট থেকে মোচড় ও ঠোক্কর আদায় করছিলেন, তা নয়—তাঁর কোনো দুটি বলের গতি একরকম ছিলো না, ফ্লাইটও অনবরত পালটাচ্ছিলেন, বলের নিশানাও অবিরাম পরিবর্তিত হচ্ছিলো। প্রতিটি বল তিনি ব্যাটসম্যানকে খেলতে বাধ্য করছিলেন, একেকটা বল করার আগে ব্যাটসম্যানকে ভাবতে বাধ্য করছিলেন তিনি। আর মানকড় ছিলেন তাঁরই যোগ্য দোসর।

আর এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ওয়াটকিন্সের ৬৬টি রানের বাহাদুরি আরো বেড়ে যায়, ধৈর্য, অধ্যবসায় আর কল্পনা ব্যবহার ক'রে মানকড়-গুলাম-আমেদকে ঠেকাচ্ছিলেন ওয়াটকিন্স—অবশেষে গুলাম আমেদের অতর্কিত মোচড়-খাওয়া দ্রুত বলে উইকেটরক্ষকের হাতে ক্যাচ দিয়ে প্রস্থান করেছিলেন ওয়াটকিন্স—এবং দর্শকেরা একযোগে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

এফ. এ. লোসন	হিট উইকেট	ব. মানকড়	২৬
† রেজিনাল্ড স্পুনার		ব. সিন্ধে	২১
টম গ্রেভনি		ব. মানকড়	৬
জে. ডি. রবার্টসন	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	২১
অ্যালান ওয়াটকিন্স	ক. জোশি	ব. গুলাম আমেদ	৬৬
এম. জে. হিলটন	স্টা. জোশি	ব. গুলাম আমেদ	১০
সি. জে. পুল		ব. গুলাম আমেদ	১৯

* নাইজেল হাওয়ার্ড		ব. মানকড়	১
ব্রায়ান স্ট্যাথাম	অপরাজিত		১২
এফ. রিজওয়ে		ব. গুলাম আমেদ	৫
রয় ট্যাটারসাল	স্টা. জোশি	ব. গুলাম আমেদ	২
অতিরিক্ত (বাই ১৩, লেগ-বাই ১)			১৪
			২০৩

পতন : ৪৬ (স্পুনার) ; ৫৭ (লোসন) ; ৬০ (গ্রেভনি) ; ১০৩ (রবার্টসন) ; ১১৪ (হিলটন) ; ১৭৪ (পুল) ; ১৮১ (হাওয়ার্ড) ; ১৮১ (ওয়াটকিন্স) ; ১৯৭ (রিজওয়ে) ; ২০৩ (ট্যাটারসাল)।

ফাড়কার	২	২	০	০
হাজারে	২	০	৫	০
গুলাম আমেদ	৩৭.১	১৪	৭০	৫
মানকড়	৩৫	১৩	৫৪	৪
সিন্ধে	১৭	৪	৪৬	১
নাইডু	২	০	১৪	০

ভারত যখন আবার ব্যাট করতে গেলো, তখন হিলটন প্রথম ইনিংসের মতোই তাঁর চতুর ফ্লাইটে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের নাজেহাল ক'রে দিলেন। বাঁ হাতে বল করেন হিলটন, আস্তে ঝুলিয়ে দেন বল সচরাচর—আর মাঝে-মাঝে এক-একটি বল টেনে রাখেন—আর বুদ্ধি খাটিয়ে এভাবে বল ক'রেই তিনি দ্বিতীয় দিনে যে-সাতটি ভারতীয় উইকেট পড়লো, তার চারটিকেই দখল ক'রে নিলেন। হাজারের জোড়া গোল্লার তিক্ত অভিজ্ঞতা ছাড়া উমরিগড়ের মরিয়া ইনিংসটিই এখানে উল্লেখযোগ্য। এই কানপুর টেস্ট ছিলো পলি উমরিগড়ের পঞ্চম টেস্ট। পর-পর চারটি টেস্টে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, এ-টেস্টেরও প্রথম ইনিংসে করেছেন গোল্লা। সম্ভবত এই তাঁর শেষ টেস্ট, যদি এ-ইনিংসেও তিনি ব্যর্থ হন। অতএব মরিয়ার মতো খেললেন উমরিগড়—ছটি চার ও একটি ছক্কা সহযোগে রান করলেন ৩৬। তারপর সবাই যখন অবশেষে উমরিগড়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত বড়ো ইনিংস আশা করছে, তখন উমরিগড় বেপরোয়াভাবে রবার্টসনের বলে দায়িত্বহীন ব্যাট চালিয়ে উইকেটরক্ষকের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে এলেন। ভারতীয় নির্বাচকদের মহিমা কে বোঝে ? উমরিগড়ের এ-পর্যন্ত টেস্ট স্কোর ছিলো এই-

রকম : ৩০, ২১, ৮, ৩৮, ১০ ও ০। গোপীনাথের রান ছিলো ৫০*, ৪২ ও ১৯। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নির্বাচকেরা উমরিগড়কে বারে-বারে খেলিয়েছেন, কিন্তু বম্বাই ও কলকাতা টেস্টের পরেই গোপীনাথকে কানপুর টেস্টে নেয়া হয়নি। আমরা এ-কথা বলতে চাচ্ছি না যে উমরিগড়কে ধৈর্যের সঙ্গে খেলানো অন্যায় হয়েছে; আমাদের নালিশ এইখানে : কেউ-কেউ ভালো খেলেও কেন সুযোগ পান না? উমরিগড় পরের টেস্টে মাদ্রাজে সেঞ্চুরি ক'রে ইংলণ্ডগামী দলে নির্বাচিত হবেন এবং ইংলণ্ডে চারটি টেস্টে ৭ ইনিংসে সবসুদ্ধু রান করবেন ৪৩। গোপীনাথ ইংলণ্ডে মাত্র একটি টেস্টেই খেলবার সুযোগ পাবেন—এবং সে-টেস্টে ব্যর্থ হ'য়ে ঐ সফরে আর-কোনো সুযোগই পাবেন না। কিন্তু সেই সফরের নির্বাচন সংক্রান্ত কেলেঙ্কারি ও শোচনীয় বিপর্যয়ের কথা যথাসময়ে আমরা লক্ষ্য করবো। এখন বরং কানপুরের দ্বিতীয় দিনের খেলাতেই অভিনিবেশ দেয়া যাক।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে একমাত্র যিনি অসীম দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যাট করেছিলেন তিনি হেমু অধিকারী। অধিকারী আউট হয়েছিলেন তৃতীয় দিনে—সকলের শেষে—দলের ১৫৭ রানের মধ্যে তিনি একাই করেছিলেন ৬০। অধিকারীর খেলা কখনো জমকালো গোছের নয় : তিনি স্বনির্মিত ক্রিকেটার—চেষ্টা ক'রে-ক'রে নিজের খেলার উন্নতি ঘটিয়েছেন। তাঁর প্রতিভা সহজাত নয়, চেষ্টার্জিত : কেবল অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও অবিরাম চর্চার ফলেই তাঁর খেলা বিকাশলাভ করেছিলো। এককালে তাঁর ফিল্ডিং ছিলো অকথ্য—অবিশ্বাস্য ঢিলেঢালা—কিছুতেই নির্ভর করা যেতো না। অথচ শেষ দিকে তিনিই ভারতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ফিল্ডসম্যান হ'য়ে উঠেছিলেন। আমাদের এই অভাগ্য দেশে সকলেই নিজেকে কেউকেটা মনে করে, যোগ্যতা থাক বা না-থাক। ব্যর্থতার দায়িত্ব অনেক সময়েই আমরা অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে প্রস্তুত। খেলা ভালো হয়নি—তার জন্য দায়ী উইকেট! কিন্তু অন্যকে দায়ী করার বদলে অনেক সময়েই আমরা নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে ফিরে তাকালে ভালো করতুম। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, খেলার মাঠেও তেমনি—সহজাত প্রতিভা দুর্লভ। কিন্তু চেষ্টা ও চর্চার দ্বারাও যে সার্থক হওয়া যায়, অধিকারী তারই নজির। তিনি তাকলাগানো খেলেন না সত্যি, কিন্তু নিজের সীমা সম্বন্ধে সচেতন ব'লেই তিনি কখনও হাল ছেড়ে দেন না।

যেমন ইংলণ্ডের হিলটন : তিনি কোনো হেডলি ভেরিটি নন, তা তিনি জানেন। কিন্তু তিনি এ-ও জানেন, তিনি যা, তা-ই কাজে আসবে যদি, পাথরের

গায়ে অবিরাম জলের ফোঁটার মতো, তিনি লেগে থাকেন। এবং কানপুরে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬১ রানে ৫ উইকেট নিয়ে তিনি নিজের ক্ষমতারই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

জয়ের জন্য ৭৬ রান তুলতে ইংলণ্ডকে কোনোই বেগ পেতে হয়নি, যদিও স্পুনার আউট হয়েছিলেন দলের ১ রানে। টম গ্রেভনি দুর্দান্ত ও প্রেরণাময় খেললেন ; অতএব ইংলণ্ডের প্রত্যাশিত জয় সহজেই এলো—শুধু পরে লোসনের উইকেটটিকেও খোয়াতে হয়েছিলো। কিন্তু লোসন আউট হয়েছিলেন দলের ৫৭ রানে, বিজয়মুহূর্ত যখন অত্যাসন্ন।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিনু মানকড়	ক. স্ট্যাথাম	ব. হিলটন	৭
পঙ্কজ রায়	ক. রিজওয়ে	ব. হিলটন	১৪
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. রিজওয়ে	ব. হিলটন	২০
* বিজয় হাজারে		ব. হিলটন	০
দাত্তু ফাড়কার	লেগ-বিফোর	ব. হিলটন	২
পলি উমরিগড়	ক. স্পুনার	ব. রবার্টসন	৩৬
হেমু অধিকারী	ক. লোসন	ব. ট্যাটারসাল	৬০
সি. এস. নাইডু		ব. রবার্টসন	০
এস. জি. সিন্ধে	ক. লোসন	ব. ট্যাটারসাল	১৪
† পি. জি. জোশি	রান-আউট		০
গুলাম আমেদ	অপরাজিত		২
অতিরিক্ত (বাই ২)			২
			১৫৭

পতন : ৭ (মানকড়) ; ৩৭ (পঙ্কজ রায়) ; ৩৭ (হাজারে) ; ৪২ (ফাড়কার) ; ৪৪ (মঞ্জরেকার) ; ১০২ (উমরিগড়) ; ১০২ (নাইডু) ; ১৪২ (সিন্ধে) ; ১৪৩ (জোশি) ; ১৫৭ (অধিকারী)।

হিলটন	৩২	১১	৬১	৫
ট্যাটারসাল	২৭.৫	৭	৭৭	২
রবার্টসন	৭	১	১৭	২

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

এফ. এ. লোসন	ক. অধিকারী	ব. গুলাম আমেদ	১২
* রেজিনাল্ড স্পুনার		ব. মানকড়	০
টম গ্রেভনি	অপরাজিত		৪৮
জে. ডি. রবার্টসন	অপরাজিত		৫
অতিরিক্ত (বাই ১১)			১১
			২ উইকেটে ৭৬

পতন : ১ (স্পুনার); ৫৭ (লোসন)।

ফাড়কার	২	০	১১	০
গুলাম আমেদ	১০	১	১০	১
ম্যনকড়	৭.২	০	৪৪	১

পঞ্চম টেস্ট : মাদ্রাজ ; ফেব্রুয়ারি ৬, ৮, ৯, ১০, ১৯৫২

কানপুরের কেলেঙ্কারির পর আত্মতৃপ্ত ভারতীয় নির্বাচকদের টনক নড়লো। অন্তত কানপুরে তাঁরা ভারতের হার আশা করেননি। কিন্তু আর তো মাত্র একটা টেস্ট বাকি—অর্থাৎ একটামাত্র সুযোগ। অতএব আবার হৈ-হৈ ক'রে তাঁরা পাঁচজন খেলোয়াড় বদল করলেন। তলব পড়লো সয়ীদ মুস্তাক আলির, এবং দলে পুনরধিষ্ঠিত হলেন অমরনাথ, গোপীনাথ, প্রবীর সেন ও দিভেচা। এর ফলে আর কিছু না-হোক দলের ভারসাম্য ফিরে এলো—এবং অবশেষে ভারতও ইনিংস ও ৮ রানে চার দিনেই টেস্ট জিতে গেলো। ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ভারতের ক্রিকেটে একটি সোনালি তারিখ—ঐ-দিন ভারত প্রথম কোনো সরকারি টেস্টে জয়লাভ করলে।

ক্রিকেট কখনও একার খেলা নয়, দলের সংহতি ছাড়া ক্রিকেট কিছু হয় না। তবু ব্যাটসম্যান একাই বিপক্ষের বল ঠেকান, ফিল্ডসম্যানকে ক্যাচ লুফতে হয় সকলের মধ্যে থেকেও একা—নিজের হাতে, বোলার যখন বল করেন তাঁরই আঙুল বলে মোচড় দেয়, আর-কারু নয়। অথচ এইসব নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলো যখন এক সুরে সুসমঞ্জসভাবে বেজে ওঠে, তখনই দল সার্থকতা লাভ করে।

মাদ্রাজে জিতেছিলো ভারতীয় দলই, তবু বলতে হয় ভারতের জয়ের প্রধান স্থপতি ব'লে কেউ যদি গণ্য হন তো তিনি বিনু মানকড়। প্রথম ইনিংসে

তিনি পেয়েছিলেন ৫৫ রানে ৮ উইকেট ও দ্বিতীয় দফায় ৫৩ রানে ৪ উইকেট। দ্বিতীয় দফায় গুলাম আমেদের অফ-স্পিন খেলতে গিয়ে ইংলণ্ডের বাঘা-বাঘা ব্যাটসম্যানেরাও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন ; চমৎকার বল ক'রে গুলাম আমেদ পেয়েছিলেন ৭৭ রানে ৪ উইকেট। গুলাম আমেদ ও মানকড় দু-জনেরই সাফল্য নির্ভর করেছিলো প্রবীর সেনের উপর। প্রবীর সেন প্রথম দফায় চার-জন ও দ্বিতীয় দফায় একজনকে স্টাম্পড করেছিলেন। আর পঙ্কজ রায়ের আভিজাত্যে ভরা শিল্পিতায় ভরা ১১১ আর পলি উমরিগড়ের অপরাজিত ১৩০, ফাড়কারের সাহসী ৬১, গোপীনাথের লালিত্যময় ৩৫—এ-সবকেও ভুলে যাওয়া চলবে না।

নাইজেল হাওয়ার্ড অসুস্থ ছিলেন ব'লে ডনাল্ড কার এই টেস্টে ইংলণ্ডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যে-উইকেটে স্পিন-ধরার সমূহ সম্ভাবনা, সেখানে টসে জেতাই অনেকখানি। কার টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করবার সিদ্ধান্ত নিলেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে রান তোলবার জন্য তেমন কোনো গরজ দেখা যায়নি। একটি টেস্টে জিতে শেষ টেস্ট খেলতে হ'লে অনেক সময়ই হয়তো মনে হয় ঝুঁকি না-নিয়ে এ-টেস্ট অমীমাংসিত ক'রে রাখলেই তো পুরো পর্যায়ের খেলায় জয়। হয়তো এইজন্যেই প্রথম দিন ৩৩০ মিনিট ব্যাট ক'রে চমৎকার উইকেটে ইংলণ্ড র'ন তুললো ৫ উইকেটে মাত্র ২২৪।

এটা ঠিক যে ইংলণ্ডের গোড়াপত্তন শুভ হয়নি। একটি শেষ-মুহূর্তে-মোচড়-খেয়ে-ঢুকে-পড়া বলে ফাড়কার লোসনকে যখন ফিরিয়ে দিলেন, ইংলণ্ডের রান তখন মাত্র ৩। তারপরেই ফাড়কারের খাটো লেংথের ঠোকা বল হুক করতে গিয়ে গ্রেভনি ক্যাচ তুলেও অব্যাহতি পেলেন, কিন্তু ফাড়কারের বলের ধার গোড়ার দিকটায় স্বস্তি দিচ্ছিলো না। দু-বছর আগে ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধে মাদ্রাজে দারুণ বল করেছিলেন ফাড়কার, মনে হচ্ছিলো তারই বুঝি পুনরাবৃত্তি হ'তে চলেছে। কিন্তু মানকড় বল করতে আসবামাত্র বোঝা গেলো এটা মানকড়েরই দিন। গ্রেভনি ততক্ষণে শামলে উঠে উইকেটের চারপাশে রানের ফুলঝুরি ছিটিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু মানকড় লোপ্পা বল মারফৎ তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করলেন। এবং আগুনের মধ্যে পোকা যেমন জেনে-শুনেও ঝাঁপ খায়, সম্মোহিত গ্রেভনি তেমনিভাবে বেরিয়ে এলেন ক্রিজের বাইরে, প্রবীর সেন চক্ষের পলকে বেল খশিয়ে দিলেন। অমরনাথ আর মানকড় যখন দু-প্রান্ত থেকে বল করছিলেন, তখন ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানেরা অন্ধের মতো হাৎড়াচ্ছিলেন।

কিন্তু খেলার নৈপুণ্যে নয়, কেবল মনের জোরেই টিকে থাকবার চেষ্টা করলেন স্পুনার, রবার্টসন আর ওয়াটকিন্স। ওয়াটকিন্স রান করেছিলেন মাত্র ৯, কিন্তু উইকেট আগলে ছিলেন ৭২ মিনিট। দিনের শেষে রবার্টসন রইলেন অপরাজিত ৭১। ডনাল্ড কার সাহসের সঙ্গে মানকড়কে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছিলেন, স্পুনারও তাই। আগে তাই করেছিলেন।

কিন্তু পরদিন মানকড় মাত্র ৯ রানে বাকি ৫ উইকেট দখল ক'রে নিলেন। ইংলণ্ড ২৬৬ রানে সবাই আউট। দ্বিতীয় দিনে কেবল ডনাল্ড কার-এর প্রতিরোধের চেষ্টাই ইংলণ্ডের ইনিংসটাকে আগলে রাখবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু মানকড়-প্রবীর সেন সেদিন ছিলেন জুটি—অপ্রতিরোধ্য।

সকালে, খেলা শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই একটি চতুর মন্থর বলে রবার্টসনকে প্রায় ব'লে-ক'য়ে ঠকালেন মানকড়—বল ক'রেই উৎসুকভাবে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি রবার্টসনের রক্ষণাত্মক ব্যাটের ডগা থেকে বলটা লুফে নেবার জন্য। রবার্টসন চ'লে যাবার পর কেবল কারই সুবিবেচনার সঙ্গে মানকড়কে ঠেকাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অন্য-কেউ মানকড়ের মুখোমুখি প'ড়ে অনবরত থতমত খেয়ে যাচ্ছিলেন। অতএব মানকড় চট ক'রে ইনিংস গুটিয়ে নিলেন—আর তাঁর ৫৫ রানে ৮ উইকেট ইঙ্গ-ভারতীয় টেস্টে রেকর্ড হ'লো। এর আগে, ১৯৩৩-৩৪ সালে, মাদ্রাজেই অমর সিং পেয়েছিলেন ৮৬ রানে ৭ উইকেট; আর ইংলণ্ডের পক্ষে ভেরিটি ঐ মাদ্রাজ টেস্টেই পেয়েছিলেন ৪৯ রানে ৭ উইকেট, আর ১৯৩৬ সালের ওভাল টেস্টে গাবি অ্যালেন পেয়েছিলেন ৮০ রানে ৭ উইকেট; ১৯৪৬ সালে আলেক বেডসার লর্ডসে পেয়েছিলেন ৪৯ রানে ৭ উইকেট, আর ম্যানচেস্টারে ৫২ রানে ৭ উইকেট। মানকড়ের এই কীর্তি সে-সব-কিছুকেও ছাপিয়ে গেলো, কারণ পিচের সাহায্য ছাড়াই তিনি এই উইকেট পেয়েছিলেন—চারজন যে স্টাম্পড হয়েছিলেন, এটাই তার অন্যতম প্রমাণ।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

এফ. এ. লোসন		ব. ফাড়কার	১
† রেজিনাল্ড স্পুনার	ক. ফাড়কার	ব. হাজারে	৬৬
টম গ্রেভনি	স্টা. প্রবীর সেন	ব. মানকড়	৩৯
জে. ডি. রবার্টসন		ক. ও ব. মানকড়	৭৭
অ্যালান ওয়াটকিন্স	ক. গোপীনাথ	ব. মানকড়	৯

সি. জে. পুল		ব. মানকড়	১৫
* ডনাল্ড কার	স্টা. প্রবীর সেন	ব. মানকড়	৪০
এম. জে. হিলটন	স্টা. প্রবীর সেন	ব. মানকড়	০
ব্রায়ান স্ট্যাথাম	স্টা. প্রবীর সেন	ব. মানকড়	৬
এফ রিজওয়ে	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	০
রয় ট্যাটারসাল	অপরাজিত		২
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৪, নো-বল ৩)			১১
			২৬৬

পতন : ৩ (লোসন) ; ৭১ (গ্রেভনি) ; ১৩১ (স্পুনার) ; ১৭৪ (ওয়াটকিন্স) ; ১৯৭ (পুল) ; ২৪৪ (রবার্টসন) : ২৫২ (হিলটন) ; ২৬১ (স্ট্যাথাম) ; ২৬১ (রিজওয়ে) ; ২৬৬ (কার)।

ফাড়কার	১৬	২	৪৯	১
দিভেচা	১২	২	২৭	০
অমরনাথ	২৭	৬	৫৬	০
গুলাম আমেদ	১৮	৫	৫৩	০
মানকড়	৩৮'৫	১৫	৫৫	৮
হাজারে	১০	৫	১৫	১

মুস্তাক আলি আর পঙ্কজ রায় শুরু করলেন ঝলমলে। মুস্তাক আলি ক্ষিপ্র পায়ে ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এসে খেলছিলেন কি দ্রুত বল, কি স্পিন বল। সেই মুস্তাক আলি, যাঁর রুদ্ধশ্বাস মারের খ্যাতি ভারতবিদিত,—খেলছিলেন, যেমন-ভাবে তিনি খেলেন চিরকাল। একটি বল তাঁর ব্যাটে লাগলো না, তিনি ফিরে যেতে পারতেন ক্রিজে, কিন্তু তিনি গেলেন না। এটাও তাঁর চিরকালের খেলার ভঙ্গি। উইকেট ছেড়ে চ'লে গেলেন—এবং কে জানতো এই হবে তাঁর শেষ টেস্ট ইনিংস? তাঁর খেলার হাত পরিণত, আগের চেয়েও শিল্পিতাময়—কিন্তু পরে কখনও তাঁকে টেস্টে নির্বাচন করা হ'লো না। তাঁর শেষ টেস্ট ইনিংসের খতিয়ান রইলো এইরকম : 'স্টা. স্পুনার, ব. কার ২২', উইকেট পড়েছিলো ৫৩-তে।

মুস্তাকের পরে হাজারে, মানকড় ও অমরনাথ—প্রত্যেকেই দ্রুত রান তোলবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সেদিন চোখ ঝলশে দিয়ে ব্যাট করেছিলেন

পঙ্কজ রায়। খেলার ভঙ্গি কেতাবি, ধ্রুপদী, নিশ্চিন্ত, আস্থাশীল, আর নৈপুণ্যময়। দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো ৪ উইকেটে ২০৬—তার মধ্যে রায়েরই ঝুলমলে ১১১। পরের দিনে অবশেষে উমরিগড়ের বহুপ্রতিশ্রুত সেঞ্চুরি এলো। ষষ্ঠ উইকেটে ফাড়কারের সঙ্গে উমরিগড় যোগ করলেন ১০৪। গোপীনাথের সঙ্গে সপ্তম উইকেটে যোগ করলেন ৯৩। উমরিগড়ের খেলার মধ্যে কানপুরের দ্বিতীয় দফার সেই মরিয়াভাব ফুটে উঠেছিলো। এই 'এস্পার-ওস্পার' খেলার ফলেই ভারতের রান যখন ৯ উইকেটে ৪৫৭, হাজারে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। দিনের শেষে ইংলণ্ড আধঘণ্টা ব্যাট করার সুযোগ পাবে।

ভারত : প্রথম দফা

এস. মুস্তাক আলি	স্টা. স্পুনার	ব. কার	২২
পঙ্কজ রায়	ক. ওয়াটকিন্স	ব. ট্যাটারসাল	১১১
* বিজয় হাজারে		ব. হিলটন	২০
বিনু মানকড়	ক. ওয়াটকিন্স	ব. কার	২২
লালা অমরনাথ	ক. স্পুনার	ব. স্ট্যাথাম	৩১
দাত্তু ফাড়কার		ব. হিলটন	৬১
পলি উমরিগড়	অপরাজিত		১৩০
সি. ডি. গোপীনাথ		ব. ট্যাটারসাল	৩৫
রমেশ দিভেচা	ক. স্পুনার	ব. রিজওয়ে	১২
† প্রবীর সেন		ব. ওয়াটকিন্স	২
গুলাম আমেদ	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ২)			১০
		৯ উইকেটে ঘোষিত	৪৫৭

পতন : ৫৩ (মুস্তাক আলি) ; ৯৭ (হাজারে) ; ১৫৭ (মানকড়) ; ১৯১ (পঙ্কজ রায়) ; ২১৬ (অমরনাথ) ; ৩২০ (ফাড়কার) ; ৪১৩ (গোপীনাথ) ; ৪৩০ (দিভেচা) ; ৪৪৮ (প্রবীর সেন) ।

স্ট্যাথাম	১৯	৩	৫৪	১
রিজওয়ে	১৭	২	৪৭	১
ট্যাটারসাল	৪০	৯	১০০	২
হিলটন	৩৯	১৩	৯৪	২

কার	১৯	২	৮৪	২
ওয়াটকিন্স	১৪	১	৫০	১
রবার্টসন	৫	১	১৮	০

তৃতীয় দিনের শেষে অধঘণ্টা ব্যাট করবার সুযোগ পেয়ে সাবধানে খেলে, কেনো উইকেট না-খুইয়ে ইংলণ্ড রান করেছিলো ১২। কিন্তু চতুর্থ দিন সকালেই দিভেচা আর ফাড়কার ৩ রানের মধ্যেই স্পুনার আর লোসনকে ফিরিয়ে দিলেন। আর তারপরেই গুলাম আমেদ আর মানকড় আক্রমণ সাজালেন। গ্রেভনি, রবার্টসন, ওয়াটকিন্স দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এবার গুলাম আমেদের অনবরত-বদলে-যাওয়া ফ্লাইট আর মোচড় আর বলের ঘুরুনি তাঁদের নাস্তানাবুদ ক'রে দিলে। গ্রেভনি রান করেছিলেন মাত্র ২৫, কিন্তু এগিয়ে-পেছিয়ে তিনি গুলাম আমেদকে যেভাবে খেলবার চেষ্টা করছিলেন, তার মধ্যে ছিলো কল্পনা আর সুবিবেচনার ছাপ। রবার্টসনের ইনিংস ছিলো নিছকই মনোবলে দাঁড় করানো। আর ওয়াটকিন্স তাঁর বিশিষ্ট প্রতিরোধ নিয়ে খেলা বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু মানকড় তাঁর দ্রুত আর মন্থর বলের চতুর মিশোলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভুল করতে বাধ্য করলেন—তাঁর হাতসাফাই টের না-পেয়ে একটি মন্থর লোপ্পা বলকে আগেই ড্রাইভ ক'রে মানকড়েরই হাতে ক্যাচ দিয়ে ওয়াটকিন্স যখন প্রস্থান করলেন তখন ইংলণ্ডের রান ১৫৯। বাকি উইকেটগুলো তারপর ঝুপঝুপ ক'রে প'ড়ে গেলো। ঠিক বেলা তিনটের সময় মানকড়ের বলে দলের তরুণতম খেলোয়াড় গোপীনাথ ব্রায়ান স্ট্যাথামকে লুফে নিতেই ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এক নতুন পাতা যোগ হ'লো।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

† রেজিনাল্ড স্পুনার	লেগ-বিফোর	ব. দিভেচা	৬
এফ. এ. লোসন	ক. মানকড়	ব. ফাড়কার	৭
টম গ্রেভনি	ক. দিভেচা	ব. গুলাম আমেদ	২৫
জে. ডি. রবার্টসন	লেগ-বিফোর	ব. গুলাম আমেদ	৫৬
অ্যালান ওয়াটকিন্স		ক. ও ব. মানকড়	৪৮
সি. জে. পুল	ক. দিভেচা	ব. গুলাম আমেদ	৩

* ডনাল্ড কার	ক. মানকড়	ব. গুলাম আমেদ	৫
এম. জে. হিলটন	স্টা. প্রবীর সেন	ব. মানকড়	১৫
ব্রায়ান স্ট্যাথাম	ক. গোপীনাথ	ব. মানকড়	৯
এফ. রিজওয়ে		ব. মানকড়	০
রয় ট্যাটারসাল	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৭, লেগ বাই ২)			৯
			১৮৩

পতন : ১৩ (স্পুনার) ; ১৫ (লোসন) ; ৬৮ (গ্রেভনি) ; ১১৭ (রবার্টসন) ; ১৩৫ (পুল) ; ১৫৯ (কার) ; ১৫৯ (ওয়াটকিন্স) ; ১৭৮ (হিলটন) ; ১৭৮ (রিজওয়ে) ; ১৮৩ (স্ট্যাথাম)।

ফাড়কার	৯	২	১৭	১
দিভেচা	৭	১	২১	১
অমরনাথ	৩	০	৬	০
গুলাম আমেদ	২৬	৫	৭৭	৪
মানকড়	৩০'৪	৯	৫৩	৪

আট : ইংলণ্ডে ভারত ১৯৫২

মাদ্রাজের মহিমা থেকে হেডিঙলের হাহাকার, লিডসের লজ্জা ! ফেব্রুয়ারি থেকে জুন—এই কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটে যতটুকু আস্থা, যতটুকু আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিলো—সব ধূলিসাৎ। কে দায়ী তার জন্য? ভারতীয় ক্রিকেটের নির্বাচক সমিতি।

এটা ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকবার জন্য কোনো ছাগশিশু খুঁজে বার ক'রে তাকে হাঁড়িকাঠে চাপানো নয়। যখন ইংলণ্ডে যাবার জন্য দল বাছাই করা হ'লো, তখন তাতে স্থান পেলেন মাত্র তিনজন ক্রিকেটার, বিলেতের উইকেট ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যাঁদের এক-আধটু ধারণা ছিলো ; অধিনায়ক হাজারে, সারভাতে আর সিন্ধে। আর অবশ্য রমেশ দিভেচারও নাম করা যায়, যিনি বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিকেট খেলেছিলেন।

পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে গোড়াপত্তন করবার জন্য দলে আর-কোনো ওপেনিং ব্যাট ছিলো না। মুস্তাক আলিকে নেয়া হয়নি (তাঁকে হঠাৎ মাদ্রাজ টেস্টে নেয়া হয়েছিলো কেন, সেটাই বিস্ময়কর), অমরনাথ বাদ পড়লেন, (তিনি অবশ্য কয়েক মাস পরেই অধিনায়ক হ'য়ে দলে ফিরে আসবেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টগুলোয়, ভারত প্রথম 'রাবার' জিতবে), বাদ পড়লেন এমনকি বিন্নু মানকড়। তিনি ল্যাঙ্কাশিয়র লিগে খেলতে গেলেন ইংলণ্ডে—সফর-কারী দলে স্থান পেলেন না। পরে অবশ্য তাঁকে হাতে-পায়ে ধ'রে দলে আনা হবে, লর্ডসে তিনি করবেন ৭২ ও ১৮৪, আর ৭৩ ওভার বল ক'রে ১৯৬ রানে পাবেন ৫ উইকেট।

এমন নয় যে নির্বাচকদের মধ্যে কোনো পরিকল্পনা ছিলো বা দলে তাঁরা নতুন রক্ত সঞ্চার করতে চাচ্ছিলেন। কারণ ভারতের পাঁচটি টেস্টে তাঁরা অস্থিরভাবে অনবরত দল বদল করেছেন—কারু উপরেই আস্থা রাখেননি—সম্ভবত তাঁদের হাতে কত ক্ষমতা আছে, সেটা প্রকাশ করবার এই ছিলো উপায়। মাদ্রাজে মানকড়ের ঐ দুর্দান্ত বোলিঙের পর তাঁকে বাদ দিয়ে দেয়া—এটা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, ক্রিকেট সম্বন্ধে যাঁরা নিতান্তই, অজ্ঞ ও নিঃসাড়। কিন্তু ফুটবলের কর্মকর্তারা যদি ক্রিকেটের কর্তৃত্ব পান, তাহ'লে এর চেয়ে বেশি আর কী আশা করা যায়?

এটা ঠিক যে ভারতকে যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডের সেরা দলটির মুখোমুখি পড়তে

হয়েছিলো, আর অবিশ্রাম ভারতীয় দলকে তাড়া ক'রে ফিরেছিলো বিলিতি বর্ষা। হাজারের প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক ছিলেন লেন হাটন, ক্রিকেটের বোধ যাঁর রক্তে। আর হাটন ছাড়া ছিলেন ডেনিস কমটন, সিমসন, ডেভিড শেপার্ড, পিটার মে ও টম গ্রেভনি। উইকেটরক্ষক গডফ্রে ইভান্স। আর আলেক বেডসারের জুটি তখন কয়লাখনির লারয়ুডেরই দোসর—ফ্রেড ট্রুম্যান—আনকোরা, তেজি, জোয়ান ছোকরা, বন্য বৃক্ষের মতো প্রচণ্ড; ট্রুম্যান তখনও দ্রুত বলের সব কারিকুরি রপ্ত করেননি, তখন তাঁর সম্বল ছিলো প্রচণ্ড গতি, কুড়ি গজ দূর থেকে ছুটে আসতেন ট্রুম্যান, ফলো-থ্রুর সময় তাঁর ঐ তাগড়াই শরীর লাল ক্রিকেট বলের মতো বর্তুল হ'য়ে যেতো, পারলে বলের পিছন-পিছন নিজেই দ্বিতীয় বল হ'য়ে গিয়ে উইকেট ভেঙে দেবেন বুঝি! আর ম্যানচেস্টারে জিম লেকারের সহযোগী হিশেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন টনি লক—যে-লক-লেকার জুটি এককালে ক্রিকেট-জগৎ কম্পিত ক'রে তুলবে, ভারতের বিরুদ্ধেই তার সূচনা হ'লো। ম্যানচেস্টারে যখন বিনু মানকড়কে শর্টলেগে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে লুফে নিলেন টনি লক, সে-ই তাঁর টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম বল ছোঁয়া।

খেলার সব বিভাগেই ইংলণ্ডের যখন এ-রকম প্রাধান্য, তখন অনভিজ্ঞ দল নিয়ে হাজারে গেলেন ইংলণ্ডে। একে মানকড়, অমরনাথ, মুস্তাক আলিকে নেয়া হয়নি, তারপর হাজারে নিজেও কোনো খেলাতেই ব্যাটে বিশেষ সুবিধে ক'রে উঠতে পারছিলেন না। তরুণ অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের কাছে তিনি যে দৃষ্টান্ত ও পরামর্শ উপস্থিত করবেন, সে-সুযোগই তিনি পাননি। তবু কেবল মনোবল আর চারিত্রিক দৃঢ়তার বলেই হাজারে অনেক ক্ষেত্রে শক্ত হাতে হাল ধ'রে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন। আজ অনুমান করা যায়, যদি আরও দু-তিনজন অভিজ্ঞ ব্যাটস-ম্যান দলে থাকতেন, তাহ'লে ১৯৫২ সালের ইংলণ্ড সফর অমন কালিমাময়, অমন শোচনীয়, অমন হতাশ হ'তো না।

প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে যখন শূন্য রানে ভারতের ৪ উইকেট প'ড়ে গেলো, তখন হ্যাসলিঙডন ক্লাবের কাছে অনুনয়-বিনয় ক'রে মানকড়কে ছাড়িয়ে আনা হ'লো। মানকড়ও নির্বাচকদের কাছে অমন হৃদয়হীন থাপ্পড় খাবার পর তাঁর নিজের ধরনে উলটো চড় কষালেন যখন লর্ডসে তাঁর একক কীর্তি তাঁকে বিশ্বের একজন সেরা চৌকশ খেলোয়াড় হিশেবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিলে।

কিন্তু সমস্ত তথ্যই পারম্পর্য রক্ষা ক'রে যথা সময়ে উপস্থিত হবে; প্রথমে বরং লিডস টেস্টের দিকেই তাকানো যাক।

প্রথম টেস্ট : হেডিঙলে, লিডস ; জুন ৫, ৬, ৭ ও ৯, ১৯৫২

শূন্য রানে ৪ উইকেট—ভারতের এই অবস্থা সত্ত্বেও লিডস টেস্ট কিন্তু ইংলণ্ডের নির্বাধ ও একতরফা বিজয় অভিযান ছিলো না। খেলার মধ্যে অনবরত ভাগ্য পরিবর্তিত হয়েছে, আর এই অবস্থায় এক সময় মনে হয়েছিলো ভারত হয়তো প্রথম দফার রানে ইংলণ্ডের চেয়ে এগিয়ে থাকবে। শুক্রবার বিকেলে যখন মাত্র ৯২ রানে হাটন, সিমসন, মে আর কমটন আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন, তখন এই প্রত্যাশা নিছকই আকাশকুসুম ছিলো না। দুর্দান্ত বল করেছিলেন গুলাম আমেদ, কিন্তু অন্য প্রান্তে কোনো সাহায্য বা সমর্থনই ছিলো না। সেই সময় কেবলই মানকড়ের অভাব অনুভূত হচ্ছিলো—হয়তো মানকড় থাকলে ও-টেস্টে ফলাফলই অন্যরকম হ'তো। কিন্তু গুলাম আমেদের একক চেষ্টার সামনে সে-সময় আবার দাঁড়িয়েছিলেন গ্রেভনি আর ওয়াটকিন্স—এবং ইংলণ্ড, কেবল তাঁদেরই চেষ্টায়, আবার খেলার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো।

চমৎকার উইকেটে ভারতের সূচনা হয়েছিলো বিপর্যস্ত। পঙ্কজ রায়ের অনভ্যস্ত জুটি গায়কোয়াড়ের অফ-স্টাম্প যখন বেডসারের বলে উলটে পড়লো, তখন ভারতের রান মাত্র ১৮। তারপরে ট্রুম্যানের আউটস্যুয়িঙ্গার উমরিগড়ের দ্বিধাগ্রস্ত ব্যাট ছুঁয়ে গেলো, ইভান্স চমৎকার লুফে নিলেন—ভারত ৩ উইকেটে ৪২। মাঝখানে জেন্‌কিন্সের বলে পঙ্কজ রায় স্টাম্পড হ'য়ে যখন তাঁর উইকেট খুইয়েছিলেন তখন ভারতের রান দাঁড়িয়েছিলো ২ উইকেটে ৪০। এই অবস্থাতেই আসন্ন বিপর্যয়কে রোধ ক'রে দাঁড়ালেন হাজারে ও মঞ্জরেকার। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে রান হয়েছিলো ২২২। মঞ্জরেকারের তারুণ্যময় ইনিংসটি সেদিন ইয়র্কশিয়রের দর্শকদের সামনে ঝলশে উঠেছিলো। উইকেটের চারপাশে সবরকম মারের তুবড়ি ছিটিয়েছিলেন তিনি—তাঁর স্কোয়ারকাট আর কভারড্রাইভ এমনকি হাজারের দীপ্ত দিনের চেয়েও নিখুঁত, আস্থায় ভরা, সুষমায় ভরা ছিলো। আর তাঁর হুক বারে-বারে ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছিলো ট্রুম্যানের খাটো লেংথের ঠোকা বল। ইংলণ্ডের কোনো বোলারই তাঁর উপর কোনো ছাপ ফেলতে পারেননি। অন্যদিকে হাজারে ছিলেন রক্ষণাত্মক—শুধু অভিজ্ঞতা আর মনোবলের জোরে তিনি সেদিন মঞ্জরেকারের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন—আর হঠাৎ-হঠাৎ তাঁর বিশিষ্ট কভারড্রাইভ বেরিয়ে আসছিলো।

মঞ্জরেকার তাঁর সেঞ্চুরি পেরোলেন অনায়াসে, তারুণ্যের তেজে দৃপ্ত। আর হাজারেও তখন তাঁর সেঞ্চুরির দিকে শনৈ-শনৈ অগ্রসর হচ্ছেন। এমন সময়

দিনের খেলা শেষ হবার কুড়ি মিনিট আগে, ৩ উইকেটে ২৬৪ থেকে ভারতের রান দাঁড়ালো ৬ উইকেটে ২৭২-এ। হাজারে, মঞ্জরেকার আর গোপীনাথ দু-ওভারের মধ্যে প্যাভিলিয়নের অন্ধকারে ফিরে গেলেন।

পরদিন যখন খেলা শুরু হ'লো, তখন রাতের বৃষ্টির প্রভাব অনুভব করা গেলো চট ক'রেই। লেকারের অফ-স্পিন উইকেটের সাড়া পেয়ে এমনভাবে উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো যে ভারত কিছুতেই আর ঠেকাতে পারলো না—২৯৩ রানে সবাই আউট হ'য়ে গেলেন। লেকার পেলেন ৩৯ রানে ৪ উইকেট, আর ট্রুম্যান ৮৯ রানে ৩ উইকেট। কিন্তু সবচেয়ে দামি উইকেটটি পেয়েছিলেন বেডসার, যখন তিনি চতুর্থ উইকেটের জুটি ভেঙেছিলেন চমৎকার একটি আউটসুয়িঙ্গারে—হাজারের ব্যাটের কানায় লেগে বলটি গিয়ে ঢুকেছিলো ইভান্সের বিপুলায়তন ও নির্ভরযোগ্য দস্তানায়। আসলে ঐ-বলটিই ভারতীয় ইনিংসের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গিয়েছিলো।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	স্টা. ইভান্স	ব. জেন্‌কিন্স	১৯
ভি. কে. গায়কোয়াড়		ব. বেডসার	৯
পলি উমরিগড়	ক. ইভান্স	ব. ট্রুম্যান	৮
* বিজয় হাজারে	ক. ইভান্স	ব. বেডসার	৮৯
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. ওয়াটকিন্স	ব. ট্রুম্যান	১৩৩
দাত্তু ফাড়কার	ক. ওয়াটকিন্স	ব. লেকার	১২
সি. ডি. গোপীনাথ		ব. ট্রুম্যান	০
† মাধব মন্ত্রী	অপরাজিত		১৩
জি. এস. রামচাঁদ	ক. ওয়াটকিন্স	ব. লেকার	০
এস. জি. সিন্ধে	ক. মে	ব. লেকার	২
গুলাম আমেদ		ব. লেকার	০
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৭)			৮
			২৯৩

পতন : ১৮ (গায়কোয়াড়); ৪০ (পঙ্কজ রায়); ৪২ (উমরিগড়); ২৬৪ (হাজারে); ২৬৪ (মঞ্জরেকার); ২৬৪ (গোপীনাথ); ২৯১ (ফাড়কার); ২৯১ (রামচাঁদ); ২৯৩ (সিন্ধে); ২৯৩ (গুলাম আমেদ)।

বেডসার	৩৩	১৩	৩৮	২
ট্র্যুম্যান	২৬	৬	৮৯	৩
লেকার	২২·৩	৯	৩৯	৪
ওয়াটকিন্স	১১	১	২১	০
জেন্‌কিন্স	২৭	৬	৭৮	১
কমটন	৭	১	২০	০

সবাই ভেবেছিলো ইংলণ্ডকে এর পরে আর আটকায় কে ? কিন্তু ইংলণ্ডের ইনিংস শুরু হবামাত্র গুলাম আমেদ বুঝিয়ে দিলেন যে ইংলণ্ডের যদি থাকে জিম লেকার, তাহ'লে ভারতের আছেন তিনি। ব্যাকওয়ার্ড শর্ট-লেগে দাঁড়িয়ে রামচাঁদ, গুলাম আমেদের বলে পর-পর হাটন, সিমসন আর কমটনকে যখন লুফে নিলেন, ইংলণ্ডের রান তখন মাত্র ৬২। তিনজনেই গুলাম আমেদের অফ-স্পিন পা বাড়িয়ে খেলবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময় ভারতের সমর্থকেরা সবাই একবাক্যে আপশোশ ক'রে বলেছেন, 'যদি মানকড় থাকতেন!' যে-কোনো ন্যাটা স্পিনার ঐ-উইকেটে সফল হতেন, আর মানকড়? তিনি সেই মুহূর্তে পৃথিবীর সেরা বাঁ-হাতি স্পিনার। আর এই সময়ে সিন্ধের বলে পিটার মে বোল্ড হলেন, ইংলণ্ডের রান ৯২।

ঠিক তখনই গ্রেভনির জুটি হলেন ওয়াটকিন্স। ওয়াটকিন্স ন্যাটা ব্যাটসম্যান —অতএব গুলাম আমেদের অফব্রেক তাঁর লেগব্রেক হচ্ছিলো। আর ওয়াটকিন্স ভারতবর্ষেই তো দেখিয়েছেন সিন্ধের বলে তাঁর কী-রকম আহ্লাদ হ'তো। তিনি নিরেট প্রতিরোধ নিয়ে দাঁড়ালেন, আর গ্রেভনি উইকেটের চারপাশে নানা ধরনের মার মেরে রান তুলে নিতে লাগলেন।

এই জুটিই খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলে। দু-জনে যোগ করলেন ৯০ রান— কিন্তু সংখ্যা দিয়ে এই রানের বিচার করা যায় না—কারণ তাঁরা দেখিয়ে দিলেন যে গুলাম আমেদের বলও খেলা যায়। দিনের খেলা শেষ হবার আগে গুলাম আমেদ অবশ্য প্রতিশোধ নিলেন—ওয়াটকিন্সকে পেলেন লেগ-বিফোর। দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান ৫ উইকেটে ২০৬।

পরদিন সকালে পাঁচ মিনিটের মধ্যে গ্রেভনিও গুলাম আমেদের বলে বোল্ড। তারপরেই ইভান্সকেও পেতেন গুলাম আমেদ—তাঁর মরিয়া ও হতাশ তাড়ু-ঝাঁটা -মার লং-লেগ বাউণ্ডারিতে লোপ্পা ক্যাচ তুলেছিলো—কিন্তু গোপীনাথ সহজ

ক্যাচটা ফেলে দিলেন। ইভান্স তারপর ঝড়ের বেগে ধুমধাড়াক্কা মেরে জেন্-কিন্সের সঙ্গে যোগ করলেন ৭৯ রান। ইংলণ্ডের ইনিংস অবশেষে যখন শেষ হ'লো তখন রান দাঁড়িয়েছে ৩৩৪—এক সময় যদিও মনে হচ্ছিলো ইংলণ্ডের পক্ষে হয়তো আড়াইশো রান করাও সম্ভব হবে না। গুলাম আমেদ চমৎকার বল ক'রে ৬৩ ওভারে ১০০ রান দিয়ে পেলেন ৫ উইকেট—যদিও ক্যাচগুলো না-ফশকালে তাঁর বলের হিশেব আরো ভালো হ'তো।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

* লেন হাটন	ক. রামচাঁদ	ব. গুলাম আমেদ	১০
রেগি সিমসন	ক. রামচাঁদ	ব. গুলাম আমেদ	২৩
পিটার মে		ব. সিন্ধে	১৬
ডেনিস কমটন	ক. রামচাঁদ	ব. গুলাম আমেদ	১৪
টম গ্রেভনি		ব. গুলাম আমেদ	৭১
অ্যালান ওয়াটকিন্স	লেগ-বিফোর	ব. গুলাম আমেদ	৪৮
† গডফ্রে ইভান্স	লেগ-বিফোর	ব. হাজারে	৬৬
রয় জেন্কিন্স	ক. মন্ত্রী	ব. রামচাঁদ	৩৮
জিম লেকার		ব. ফাড়কার	১৫
আলেক বেডসার		ব. রামচাঁদ	৭
ফ্রেডি ট্রুম্যান	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ১৫, লেগ-বাই ১১)			২৬
			৩৩৪

পতন : ২১ (হাটন) ; ৪৮ (সিমসন) ; ৬২ (কমটন) ; ৯২ (মে) ; ১৮২ (ওয়াটকিন্স) ; ২১১ (গ্রেভনি) ; ২৯০ (জেন্কিন্স) ; ৩২৫ (লেকার) ; ৩২৯ (ইভান্স) ; ৩৩৪ (বেডসার)।

ফাড়কার	২৪	৭	৫৪	১
রামচাঁদ	৩৬·২	১৪	৬১	২
গুলাম আমেদ	৬৩	২৪	১০০	৫
হাজারে	২০	৭	২২	১
সিন্ধে	২২	৫	৭১	১

মাত্র ৪১ রানে এগিয়ে আছে ইংলণ্ড ; অতএব এখনও ভারতের সব আশা লুপ্ত হয়নি—যদি ইংলণ্ডকে চতুর্থ ইনিংসে দুশো ষাট-সত্তর রান করতে হয়, তাহ'লে ভারতই হয়তো জিতে যাবে।

কিন্তু তিনটে রোমাঞ্চকর ওভারে ভারতীয় দলের মনোবল চুরমার হ'য়ে গেলো। রায়, গায়কোয়াড়, মন্ত্রী ও মঞ্জরেকার—ইনিংসের সূচনাতেই, শূন্য রানে, পর-পর প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন। ক্রিকেটের ইতিহাসে এর কোনো সমান্তর নেই। পরে অবশ্য ওভালে ৬ রানে ৫ উইকেট হারাবে ভারত—কিন্তু শূন্য রানে ৪ উইকেট—লিডসের এই কল্পনাতীত দ্বিতীয় ইনিংসটিই সমাপ্তির সূচনা। আর এই অভূতপূর্ব ঘটনার নায়ক ট্রুম্যান—চারটির মধ্যে তিনিই পেলেন ৩ উইকেট। তারপর ২৬ রানের মাথায় উমরিগড়ও উইকেট খোয়ালেন। এই অবস্থায় হাজারে আর ফাড়কারের ষষ্ঠ উইকেটে ১০৫ রান প্রায় কিংবদন্তির অদ্ভুত কর্ম ব'লে মনে হয়। দিনের খেলা শেষ হ'তে যখন মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি, তখন ঠিক প্রথম ইনিংসের মতোই হাজারে আউট হ'য়ে গেলেন। দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো ৬ উইকেটে ১৩৬।

যারা ভেবেছিলো ভারত শেষ অবধি ল'ড়ে যাবে, তারা আবার একটা মস্ত নাড়া খেলো, যখন আর মাত্র ২৯ রান যোগ ক'রে শেষ চারটি উইকেট প'ড়ে গে'লো। ট্রুম্যান আর জেন্‌কিন্স—দু-জনেই চারটি ক'রে উইকেট পেলেন।

অতএব ইংলণ্ডকে মাত্র ১২৫ রান করতে হবে জিততে হ'লে—সময় আছে অফুরন্ত। কিন্তু খেলাটা আবার জেগে উঠলো, যখন ফাড়কার ১৬ রানের মাথায় হাটনকে বোল্ড করলেন। পরের ওভারেই ক্যাচ তুলে রেহাই পেলেন সিমসন। আশ্চর্য, প্রবীর সেন থাকতেও মন্ত্রীকে উইকেটকীপার হিশেবে টেস্টে নেয়া হয়েছিলো—তিনি অবশ্য ক্যাচ ফশকে-টশকে নিজের নৈপুণ্য প্রকাশ করলেন। ৪২-এ আউট হলেন পিটার মে, তারপর ৮৯-তে সিমসন—কিন্তু ততক্ষণে খেলা হাতছাড়া হ'য়ে গেছে। কমটন আর গ্রেভনি আর-কোনো অঘটন ঘটতে দিলেন না।

পুরো ব্যাপারটাই কেলেঙ্কারির একশেষ। নির্বাচক সমিতির অপদার্থতা, সফরে নির্বাচকদেরও দায়িত্বহীনতা, ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা, আর শোচনীয় ফিল্ডিং—সব মিলিয়ে ১৯৫২-র ইংলণ্ড সফর এক কলঙ্কজনক পরিচ্ছেদ। কিন্তু সেই কলঙ্ক ভারতীয়দেরই হাতে গড়া। আবহাওয়া, উইকেটের অবস্থা, ইংলণ্ডের দর্শকদের তিক্ত টিটকিরি—এ-সবের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কেউ-কেউ হয়তো

আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন তখন। কিন্তু যাদের বিন্দুমাত্র সম্মানবোধ নেই, তাদের কাছ থেকে আর কী-ই-বা আশা করা যেতো ?

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	ক. কমটন	ব. ট্রুম্যান	০
ডি. কে. গায়কোয়াড়	ক. লেকার	ব. বেডসার	০
† মাধব মন্ত্রী		ব. ট্রুম্যান	০
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. ট্রুম্যান	০
* বিজয় হাজারে		ব. ট্রুম্যান	৫৬
পলি উমরিগড়		ক. ও ব. জেন্‌কিন্স	৯
দাত্তু ফাড়কার		ব. বেডসার	৬৪
সি. ডি. গোপীনাথ	লেগ-বিফোর	ব. জেন্‌কিন্স	৮
জি. এস. রামচাঁদ	স্টা. ইভান্স	ব. জেন্‌কিন্স	০
এস. জি. সিন্ধে	অপরাজিত		৭
গুলাম আমেদ	স্টা. ইভান্স	ব. জেন্‌কিন্স	১৪
অতিরিক্ত (বাই ৫, ওয়াইড ১, নো-বল ১)			৭
			১৬৫

পতন : ০ (পঙ্কজ রায়) ; ০ (গায়কোয়াড়) ; ০ (মন্ত্রী) ; ০ (মঞ্জরেকার) ; ২৬ (উমরিগড়) ; ১৩১ (হাজারে) ; ১৪৩ (গোপীনাথ) ; ১৪৩ (রামচাঁদ) ; ১৪৩ (ফাড়কার) ; ১৬৫ (গুলাম আমেদ)।

বেডসার	২১	৯	৩২	২
ট্রুম্যান	৯	১	২৭	৪
জেন্‌কিন্স	১৩	২	৫০	৪
লেকার	১৩	৪	১৭	০
ওয়াটকিন্স	১১	২	৩২	০

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

* লেন হাটন		ব. ফাড়কার	১০
রেগি সিমসন	ক. মন্ত্রী	ব. গুলাম আমেদ	৫১

পিটার মে	ক. ফাড়কার	ব. গুলাম আমেদ	৪
ডেনিস কমটন	অপরাজিত		৩৫
টম গ্রেভনি	অপরাজিত		২০
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৩, নো-বল ১)			৮
		৩ উইকেটে	১২৮

পতন : ১৬ (হাটন) ; ৪২ (মে) ; ৮৯ (সিমসন)।

ফাড়কার	১১	২	২১	১
রামচাঁদ	১৭	৩	৪৩	০
গুলাম আমেদ	২২	৮	৩৭	২
হাজারে	৩	০	১১	০
সিন্ধে	২	০	৮	০

দ্বিতীয় টেস্ট : লর্ডস ; জুন ১৯, ২০, ২১, ২৩ ও ২৪, ১৯৫২

অতএব লর্ডসে, দ্বিতীয় টেস্টে, ভারত এলো বিধ্বস্ত। একমাত্র নতুন তথ্য : মানকড়কে খেলতে রাজি করানো গেছে, আর তাঁর ক্লাব হ্যাসলিঙডন তাঁকে দয়া ক'রে টেস্টের জন্য ধার দিয়েছে। আর মানকড়—সুযোগ পাবামাত্র ব্যাটে-বলে তাঁর দক্ষতার এমন পরিচয় দিলেন, যা হয়তো কেবল গল্পের বইতেই পাওয়া যেতো। ইংলণ্ডের প্রথম দফায় ৭৩ ওভার বল ক'রে ১৯৬ রানে ৫ উইকেট পেলেন মানকড়, আর দুই দফায় রান করলেন ৭২ আর ১৮৪। কিন্তু কেবল সংখ্যা দিয়েই এই রানের বিচার হয় না, যেভাবে এই রান তিনি সংগ্রহ করলেন, যে খোলামেলা হাসিখুশি ভঙ্গি ছিলো তাঁর খেলায়, তা লিডসের ঐ শূন্য রানে ৪ উইকেটের গ্লানি ও ক্ষোভকে বাড়িয়ে দিয়ে গেলো। একমাত্র ভারতীয় দলই পারে বার-বার তার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে দল গড়তে—কারণ হার-জিতে ভারত সমান নির্বিকার—ভগবদ্গীতার দেশ তো, অতএব এটাই তো ভারতীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু লর্ডসের দর্শকরা যেহেতু 'ফলের আশা কোরো না, কর্ম ক'রে যাও'—এই আর্যবাক্যকে তেমন পাত্তা দেয় না, তাই মানকড় ১৮৪ রান ক'রে আউট হ'য়ে যাবার পর সেদিন একযোগে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন ও সংবর্ধনা জানিয়ে নিজেরাই ধন্য হয়েছিলো। অথচ মানকড় সত্ত্বেও ভারত টেস্ট হেরেছিলো ৮ উইকেটে।

আর, যখন টসে জিতে ভারত প্রথম ব্যাট করতে নেমে প্রথম উইকেটে

চমৎকার খেলে ১০৬ রান করেছিলো, তখন কেউ ইংলণ্ডের পক্ষে এমন অনায়াস বিজয় কল্পনাও করেনি। লাঞ্চের সময় ভারতের রান ছিলো কোনো উইকেট না-খুইয়ে ৯২, পঙ্কজ রায় ব্যাট করছিলেন নির্ভরতার প্রতিরূপ, আর বিন্নু মানকড় খেয়ালখুশি মতো উইকেটের চারপাশে সংরক্ত ও আবেগময় মার মেরে প্রমাণ করছিলেন যে বেডসার বা ট্রুম্যানকেও মেরে পাট ক'রে দেয়া যায়। কিন্তু লাঞ্চের পরে এক ঘণ্টায় আস্ত খেলা গেলো বদলে—আবার লিডসের কালোছায়া ঘনিয়ে এলো লর্ডসের রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যদিনে।

এবং ভারতের এই ব্যাটিং বিপর্যয়ের হোতা পুনর্বার ফ্রেডি ট্রুম্যান। ব্যাকওয়ার্ড শর্ট-লেগে চমৎকার তৎপরতার সঙ্গে ট্রুম্যানের বলে মানকড়কে লুফে নিলেন ওয়াট কিন্স—মানকড়ের নিজের রান ৭২। তারপরেই পঙ্কজ রায় বেডসারের অপেক্ষাকৃত মন্থর বলে বেডসারকেই ক্যাচ দিয়ে বিদায় নিলেন—তাঁর নিজের রান ৩৫। এবং অতঃপর উমরিগড় ট্রুম্যানের বলে ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় উইকেট ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালেন এবং পরিচ্ছন্নভাবে বোল্ড হলেন। ১২ রানের মধ্যে ৩টি উইকেটের পতন।

এবং সেটাই শেষ নয়। পর-পর উইকেট পড়তে লাগলো। আর এর মধ্যে হাজারের একরোখা ও অপরাজিত ৬৯ রানই ভারতীয় ব্যাটিং-এর শেষ সম্মানটুকু শিবরাত্তিরের সলতের মতো আগলে রইলো। হাজারের এই ইনিংস-গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে কয়েক মাস আগে বম্বাইতে রিজওয়ের বলে জখম হবার পর থেকে কিছুতেই পুরোনো আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারছিলেন না—আর এই সফরে তাঁর ব্যাটিং অন্য খেলাগুলোয় প্রায় অনাথ ব'লে মনে হচ্ছিলো। কিন্তু নিছক মনোবলের জোরেই তিনি টিকে রইলেন, এবং দেখিয়ে দিলেন যে টিকে থাকলেই যত আস্তেই হোক্‌-না কেন, এক সময় না এক সময় রান আসে। ইভান্স যখন ওয়াটকিন্সের বলে সিন্ধেকে বিদ্যুৎ চমকের মতো স্টাম্পড ক'রে দিলেন, তখন টেস্টে সেটা হ'লো ইভান্সের শততম উইকেট। ভারতের ইনিংস শেষ হ'লো তার একটু পরেই, ২৩৫ রানে।

ভারত : প্রথম দফা

বিন্নু মানকড়	ক. ওয়াটকিন্স	ব. ট্রুম্যান	৭২
পঙ্কজ রায়		ক. ও ব. বেডসার	৩৫
পলি উমরিগড়		ব. ট্রুম্যান	৫

* বিজয় হাজারে	অপরাজিত		৬৯
বিজয় মঞ্জরেকার	লেগ-বিফোর	ব. বেডসার	৫
দাত্তু ফাড়কার		ব. ওয়াটকিন্স	৮
হেমু অধিকারী	লেগ-বিফোর	ব. ওয়াটকিন্স	০
জি. এস. রামচাঁদ		ব. ট্রুম্যান	১৮
† মাধব মন্ত্রী		ব. ট্রুম্যান	১
এস. জি. সিন্ধে	স্টা. ইভান্স	ব. ওয়াটকিন্স	৫
গুলাম আমেদ		ব. জেন্‌কিন্স	০
অতিরিক্ত (বাই ৭, নো-বল ১০)			১৭
			২৩৫

পতন : ১০৬ (মানকড়) ; ১১৬ (পঙ্কজ রায়) ; ১১৮ (উমরিগড়) ; ১২৬ (মঞ্জরেকার) ; ১৩৫ (ফাড়কার) ; ১৩৯ (অধিকারী) ; ১৬৭ (রামচাঁদ) ; ১৮০ (মন্ত্রী) ; ২২১ (সিন্ধে) ; ২৩৫ (গুলাম আমেদ)।

বেডসার	৩৩	৮	৬২	২
ট্রুম্যান	২৫	৩	৭২	৪
জেন্‌কিন্স	৭·৩	১	২৬	১
লেকার	১২	৫	২১	০
ওয়াটকিন্স	১৭	৭	৩৭	৩

ইংলণ্ডের ইনিংস শুরু হ'লো দ্বিতীয় দিনে। হাটন আর সিমসন প্রথম থেকেই সাবধানে, দেখে-শুনে, আস্তে খেলতে লাগলেন। ভারতীয় বোলিং তখন উদ্দীপ্ত, নিশানা ও লেংথ নিখুঁত, ফিল্ডিংও তখন বোলারদের সহায়ক। কিন্তু লাঞ্চের পরে ফিল্ডিং যথারীতি ভারতীয় নড়বড়ে ফিল্ডিং-এ পরিণত হ'লো ; বোলাররা যদিও তবু আক্রমণ আলগা করলেন না। কিন্তু ততক্ষণে লেন হাটন সজীব হ'য়ে উঠেছেন, তাঁর কভারড্রাইভ আর অনড্রাইভ ঝলশে উঠতে শুরু করেছে ; আর সিমসনও তাঁর বিখ্যাত জুটির পিছনে প'ড়ে থাকতে ইচ্ছুক হলেন না। কিন্তু তবু মানকড় তাঁর ঝোলানো বলে তাঁকে হারিয়ে দিলেন, ইংলণ্ড ১ উইকেটে ১০৬, সিমসনের নিজের রান ৫৩। পিটার মে নেমেই একবার মানকড়ের এবং একবার গুলাম আমেদের বলে ক্যাচ তুললেন। আর তাঁর অস্বস্তি দেখে হাটন তাঁকে আড়াল ক'রে খেললেন গোড়ার দিকে,

তারপর আস্তে-আস্তে পিটার মে-রও আড় ভাঙলো। দ্বিতীয় উইকেটে যোগ হ'লো ১৫৮ রান, যখন হাজারের বলে ১৫০ রান ক'রে হাটন মন্ত্রীর হাতে ক্যাচ দিয়ে প্রস্থান করলেন। হাটনের পরেই আউট হলেন কমটন, তারপর দিনের শেষে মে আর ওয়াটকিন্সও পর-পর যখন আউট হলেন তখন ইংলণ্ডের রান দাঁড়ালো ৫ উইকেটে ২৯২।

তৃতীয় দিনে ইভান্স ঝড়ের বেগে রান করলেন, লাঞ্চের আগে দু-ঘণ্টায় রান করলেন ৯৮; আরেকটু হ'লেই লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি করার বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হতেন, কিন্তু হাজারে শেষ দিকে প্রতি বলেই নতুন ক'রে ফিল্ড সাজিয়ে সময়ের অপব্যবহার করছিলেন। এবং এই অখেলোয়াড়ি রীতি-প্রকৃতির অর্থ ভেদ করা আজ হয়তো সম্ভব নয়। বাজে ফিল্ডিং, আলগা বল,—এ-সব থেকে বোঝা যায় খেলায় দক্ষতা নেই—কিন্তু ওভাবে ফিল্ড সাজাবার ছলে নষ্ট করা চরিত্রের আরো-কোনো বৈশিষ্ট্যকেই হয়তো বুঝিয়ে দেয়। এটা ঠিক যে ইভান্সের সব মার কেতাবি ছিলো না, অনেক ছিলো তাড়ু মার, আনাড়ির মার—কিন্তু তাঁকে আউট তো করা যায়নি। লাঞ্চের পরে অবশ্য ইভান্সের সেঞ্চুরি হ'লো, এবং তার একটু পরেই ৫৩৭ রানে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো। ষষ্ঠ উইকেটে গ্রেভনি আর ইভান্স যোগ করেছিলেন ১৫৯ রান—আর প্রধানত ইভান্সের এলোপাথাড়ি মারের জন্যই ঐ ১৫৯ রান উত্তেজনায় ও হাস্যরোলে ভ'রে উঠেছিলো।

এবং ইভান্সের ঐ জমকালো সেঞ্চুরির জন্যই ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ৩০২ রান এগিয়ে গেলো। খেলার তখন বাকি দেড় দিন—অতএব ফলাফল মোটামুটি জানাই ছিলো।

কিন্তু ঐ হারের মধ্যেও মহিমা দিলেন মানকড়। লিডসে ট্রুম্যান যেভাবে মাখনের মধ্যে গরম ছুরির মতো গ'লে গিয়েছিলেন, সে-রকম কাণ্ডকে, বলা যায়, তিনি প্রায় একাই ঠেকালেন। নিছক ঠেকানো নয়, উলটে তিনি হাটনকেই রক্ষণাত্মক ফিল্ড সাজাতে বাধ্য করলেন, হাটনকেও বাধ্য করলেন হাজারের মতোই ফিল্ড সাজাবার ছুতো ক'রে সময় নষ্ট করতে।

অন্তত খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তিতে দু-দলই যে সমান, এই কথাটাই প্রমাণ করিয়েছিলেন ব'লেই মানকড় সাধুবাদ পাবেন।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

* লেন হাটন	ক. মন্ত্রী	ব. হাজারে	১৫০
রেগি সিমসন		ব. মানকড়	৫৩
পিটার মে	ক. মন্ত্রী	ব. মানকড়	৭৪
ডেনিস কমটন	লেগ-বিফোর	ব. হাজারে	৬
টম গ্রেভনি	ক. মন্ত্রী	ব. গুলাম আমেদ	৭৩
অ্যালান ওয়াটকিন্স		ব. মানকড়	০
† গডফ্রে ইভান্স		ক. ও ব. গুলাম আমেদ	১০৪
রয় জেন্‌কিন্স	স্টা. মন্ত্রী	ব. মানকড়	২১
জিম লেকার	অপরাজিত		২৩
আলেক বেডসার	ক. রামচাঁদ	ব. মানকড়	৩
ফ্রেডি ট্রুম্যান		ব. গুলাম আমেদ	১৭
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ৫)			১৩
			৫৩৭

পতন : ১০৬ (সিমসন) ; ২৬৪ (হাটন) ; ২৭২ (কমটন) ; ২৯২ (মে) ; ২৯২ (ওয়াটকিন্স) ; ৪৫১ (গ্রেভনি) ; ৪৬৮ (ইভান্স) ; ৫০৬ (জেন্‌কিন্স) ; ৫১৪ (বেডসার) ; ৫৩৭ (ট্রুম্যান)।

ফাড়কার	২৭	৮	৪৪	০
রামচাঁদ	২৯	৮	৬৭	০
হাজারে	২৪	৪	৫৩	২
মানকড়	৭৩	২৪	১৯৬	৫
গুলাম আমেদ	৪৩·৪	১২	১০৬	৩
সিন্ধে	৬	০	৪৩	০
উমরিগড়	৪	০	১৫	০

ভারতের স্থচনা হ'লো শোচনীয়—রায় কোনো রান না-ক'রেই বেডসারের বলে বোল্ড—দলের রান ৭। পঙ্কজ রায়ের পর-পর চারটে শূন্তর যে অবিশ্বাস্ত দৃষ্টান্ত আছে—কোনো ওপেনিং ব্যাটের পক্ষে অবিশ্বাস্ত নিশ্চয়ই—এই শূন্যটি সেই পর্যায়ের প্রথম। সেই টেস্ট সিরিজে রায় ৭ ইনিংসে সব সুদ্ধু পাঁচটা শূন্য করবেন। তবু অবশ্যি ৭ ইনিংসে উমরিগড় যত রান করেছিলেন, তিনি তাঁর

চেয়ে বেশি করেছিলেন—মাত্র ১১ বেশি, কারণ উমরিগড় করেছিলেন ৪৩। এর পরে পঙ্কজ রায় যে টেস্ট খেললেন, তা সম্ভবত উমরিগড়কে নির্বাচকেরা খেলাতে চাচ্ছিলেন ব'লেই। কোন মুখে রায়কে বাদ দিয়ে পরের পর্যায়ের খেলায় উমরিগড়কে নেয়া যেতো?

অন্তত হাজারের তখন উমরিগড়ের উপর কোনো আস্থাই ছিলো না—বিশেষত ট্রুম্যানের বল যেভাবে খেলবার চেষ্টা না-ক'রে স'রে দাঁড়িয়েছিলেন, উমরিগড়, তাতে পঙ্কজ রায় আউট হবার পর উমরিগড়ের বদলে অধিকারীকে তিন নম্বরে পাঠানোই তিনি সমীচীন বোধ করেন। অধিকারী আউট হলেন ৫৯-এ, তাঁর নিজের রান ১৬। এবার নামলেন হাজারে স্বয়ং। মানকড় তখন শনিবারের লিগ-ক্রিকেটের ভঙ্গিতে ট্রুম্যান-বেডসার দু-জনকেই উইকেটের চারপাশে যথেচ্ছ মারছেন। যেমন ছিলো লেটকাটের মতো সূক্ষ্ম স্পর্শাতুর এবং সেই মুহূর্তে তাঁর হাতে অব্যর্থ সুকুমার মার, তেমনি ছিলো হাঁটুমোড়া তীব্র দীপ্ত সুইপ—ছিলো উইকেট ছেড়ে এগিয়ে এসে এমনকি ট্রুম্যানকেও স্ট্রেটড্রাইভ, আবার বিদ্যুৎ বেগে পেছিয়ে ঘুরিয়ে ঠোকা বলে প্রচণ্ড হুক মার। আর মানকড়ের মেজাজ দেখে হাজারে বেমালুম নিজেকে মুছে ফেললেন কেবল নিজের উইকেট আগলে রেখে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তিনি দলের মনোবল বাঁচিয়ে রাখলেন।

রোববারের বিশ্রামের পর সোমবারেও মানকড় একই ভঙ্গিতে ব্যাট করতে লাগলেন। শুধু ঐ-দিনই লাঞ্চের আগে তিনি রান করলেন ৯৩—হাটন সময় নষ্ট না-করলে তিনিও লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি করতেন। এবং সেদিনও, এই টেস্টের প্রথম তিন দিনের মতো, লাঞ্চের আগে কোনো উইকেট পড়েনি। ইভান্সের ইনিংসের সঙ্গে মানকড়ের এ-খেলার জাতের ও চরিত্রের তফাৎ ছিলো। মানকড়ের কোনো মারই ছিলো না তাড়ু বা আনাড়ি, প্রত্যেকটি মার ছিপছিপে মুচমুচে, কল্পনাময় ও আবেগময়। মানকড়ের দুটি জিনিশ প্রমাণ করবার ছিলো: ভারতীয়রাও ব্যাট করতে জানে, ট্রুম্যান বা বেডসারের বলকেও মেরে পাট ক'রে দেয়া যায়; আর দ্বিতীয়ত, নির্বাচকদের তাঁর ব্যক্তিগত উপহার দেবার ছিলো: তাই তাঁর প্রতিটি রান মিছরির ছুরির মতো যথাস্থলে মধুরভাবে বিদ্ধ হচ্ছিলো। কিন্তু লাঞ্চের পরে অবশেষে লেকার তাঁকে আউট করলেন—১৯টি চার ও ১টি ছক্কা সহযোগে ২৭০ মিনিটে মানকড় তখন ১৮৪ রান করেছেন। এবং তার পরেই আউট হলেন হাজারে, বেডসারের বলে লেকারের হাতে, জুটির ২১১ রানের মধ্যে তাঁর নিজের দান ছিলো ৪৯।

হাজারের প্রস্থানই সমাপ্তির স্থচনা। মঞ্জরেকার, ফাড়কার ও উমরিগড়—তিনজনে মিলে করলেন মাত্র ৩১। শেষটায় রামচাঁদ ৪২ না-করলে ভারত সাড়ে তিনশো রানও করতে পারতো না। ইনিংস শেষ হ'লো ৩৭৮ রানে—অর্থাৎ ৭৭ রান করলে ইংলণ্ড জিতবে।

সেদিনকায় খেলা শেষ হবার তখনও বাকি ৮০ মিনিট। আবহাওয়া আপিশের মতে পরদিন লণ্ডনে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। হাটন তবু সিমসন আউট হ'তেই কুলুপ এঁটে দিলেন—ইংলণ্ড ব্যাট করলো শম্বুক গতিতে—৮০ মিনিটে ৪০ রান। পরদিন মে আউট হ'য়ে গেলেন। কিন্তু হাটন আর কমটন বাকি রানগুলো নিশ্চিত ভঙ্গিতে তুলে নিলেন। ইংলণ্ড ৮ উইকেটে জিতে গেলো।

আর খেলা শেষ হবার একটু পরেই নামলো বৃষ্টি। হাটন আস্তে খেলে, আরেকটু হ'লেই, জয়ের গৌরব খোয়াতেন।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিনু মানকড়		ব. লেকার	১৮৪
পঙ্কজ রায়		ব. বেডসার	০
হেমু অধিকারী		ব. ট্রুম্যান	১৬
* বিজয় হাজারে	ক. লেকার	ব. বেডসার	৪৯
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. লেকার	১
দাত্তু ফাড়কার		ব. লেকার	১৬
পলি উমরিগড়		ব. ট্রুম্যান	১৪
জি. এস. রামচাঁদ		ব. ট্রুম্যান	৪২
† মাধব মন্ত্রী	ক. কমটন	ব. লেকার	৫
এস. জি. সিন্ধে	ক. হাটন	ব. ট্রুম্যান	১৪
গুলাম আমেদ	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ২৯, লেগ-বাই ৩, নো-বল ৪)			৩৬
			৩৭৮

পতন : ৭ (পঙ্কজ রায়); ৫৯ (অধিকারী); ২৭০ (মানকড়); ২৭২ (হাজারে); ২৮৯ (মঞ্জরেকার); ৩১২ (ফাড়কার); ৩১৪ (উমরিগড়); ৩২৩ (মন্ত্রী); ৩৭৭ (সিন্ধে); ৩৭৮ (রামচাঁদ)।

বেডসার	৩৬	১৩	৬০	২
ট্রুম্যান	২৭	৪	১১০	৪
জেন্‌কিন্স	১০	১	৪০	০
লেকার	৩৯	১৫	১০২	৪
ওয়াটকিন্স	৮	০	২০	০
কমটন	২	০	১০	০

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

* লেন হাটন	অপরাজিত		৩৯
রেগি সিমসন	রান-আউট		২
পিটার মে	ক. পঙ্কজ রায়	ব. গুলাম আমেদ	২৬
ডেনিস কমটন	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৪)			৮
		২ উইকেটে	৭৯

পতন : ৮ (সিমসন) ; ৭১ (মে) ।

রামচাঁদ	১	০	৫	০
হাজারে	১	১	০	০
মানকড়	২৪	১২	৩৫	০
গুলাম আমেদ	২৩·২	৯	৩১	১

তৃতীয় টেস্ট : ম্যানচেস্টার ; জুলাই ১৭, ১৮ ও ১৯, ১৯৫২

লর্ডস-এ ভারত হেরেছিলো সত্যি, তবু সমস্ত মান-সম্মান খুইয়ে বসেনি। কিন্তু ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মাঠে যা-ঘটলো, তাতে ভারতীয় ক্রিকেটের কোনো আশা-ভরশাই আর বজায় রইলো না। এমনকি লিডসে যখন দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম চোদ্দ বলে তেরো মিনিটের মধ্যেই ভারত চারটি উইকেট খুইয়ে বসেছিলো, তখনও হাজারে ও ফাড়কার ষষ্ঠ উইকেটে যোগ করেছিলেন ১০৫ রান—তখনও তাঁরা লড়তে ছাড়েননি। কিন্তু ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে, একদিনের মধ্যেই, খেলার তৃতীয় দিনে ভারত দু-দু-বার শোচনীয়ভাবে আউট হ'য়ে গেলো—ইংলণ্ডের ৯ উইকেটে ৩৪৭ ঘোষিত—এই রানের উত্তরে ভারত করলো ৫৮ আর ৮২। যাঁরা আবহাওয়ার উপর দোষ চাপিয়ে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেন, তাঁদের

সম্বন্ধে কিছুই বলার নেই। কেননা এ-টেস্টে আমাদের নামজাদা ও ডাকশাইটে ব্যাটসম্যানেরা যে 'বাহাদুরকা খেল' দেখিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। ট্রুম্যানকে বল করতে আসতে দেখে উমরিগড় উইকেট ছেড়ে স্কোয়ার-লেগ আম্পায়ারের শাদা কোটের তলায় যেভাবে লুকোবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটা একই সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের গ্লানিময় ও হাস্যকর স্মৃতি। ট্রুম্যানের বলে উমরিগড়ের লেগ-বেল প্রথম ইনিংসে ৪০ গজ দূরে ছিটকে পড়েছিলো : এক ধরনের রেকর্ড, সন্দেহ নেই। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, লেগ-বেল। এই তথ্যটি যথেষ্ট মুখর।

এটা ঠিক যে টসে জেতার সঙ্গে-সঙ্গেই হাটন খেলাটাও জিতে গিয়েছিলেন। কারণ বৃষ্টির পরে উইকেট যেভাবে ব্যবহার করেছিলো, তাতে বাঘা-বাঘা দলের পক্ষেও খেলা বাঁচানো শক্ত হ'তো। কিন্তু আসলে ভারত যেভাবে লড়াই না-ক'রে হেরে গিয়েছিলো, সেটাই আমাদের লজ্জার স্মৃতি।

শুকনো খটখটে সহজ উইকেটে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পেয়েছিলো ইংলণ্ড, আর হাটন তাঁর নতুন জুটি ডেভিড শেপার্ডের সঙ্গে গোড়াপত্তন করতে এসে প্রথম উইকেটে করেছিলেন ৭৮। শেপার্ড ৩৪ রান ক'রে রামচাঁদের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে যান। দু-বল পরেই বৃষ্টি নামলো। আর মধ্যাহ্নভোজের পর চায়ের বিরতির মধ্যে এক ঘণ্টা খেলায় ইংলণ্ডের রান দাঁড়ালো ১১৯। এই সময়ে রমেশ দিভেচা দারুণ বল করেছিলেন—যদিও বল ছিলো ভেজা, আর মাঠ পিছল, তবু তাঁর বলে ছিলো নিশানা আর গতি। তারপর আবারও বৃষ্টির জন্য কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ ছিলো, কিন্তু দিনের শেষে ইংলণ্ড আইকিনের উইকেট হারিয়ে রান করলো ২ উইকেটে ১৫৩।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের রান ২ উইকেটে ২০৭। ভারতীয় বোলিং একেবারে তাচ্ছিল্য করার মতো ছিলো না তখন—দিভেচা, ফাড়কার আর রামচাঁদ নিখুঁত লেংথে বল ক'রে যাচ্ছিলেন। এবং এই আস্ত ইনিংসটিতে লেন হাটন ভারতীয়দের ব্যাট করতে শেখাচ্ছিলেন। যেভাবে শেষ মুহূর্তে তিনি বেঁকে-বেরিয়ে-যাওয়া উঠতি বলের পাশ থেকে ব্যাট সরিয়ে আনছিলেন, তা চিরকাল স্মরণযোগ্য। লর্ডসে তাঁর হাত থেকে পর-পর বেরিয়েছিলো তাঁরা বিখ্যাত ড্রাইভগুলো ; কিন্তু ল্যাঙ্কাশিয়রের এই মাঠে তাঁর ব্যাটিংনৈপুণ্য আরো বিশদভাবে প্রকাশিত হ'লো। এমনকি গোড়ার দিকে তিনি পিটার মে-কেও আড়াল ক'রে-ক'রে খেলছিলেন। পরে অবশ্য মে ক্রমেই আস্থা ফিরে পেলেন—আর তাঁর ব্যাট থেকে অনর্গল সুন্দর মার বেরিয়ে এলো।

অবশেষে দিভেচা পুরস্কার পেলেন, যখন হাটন তাঁর বলে খোঁচা দিয়ে প্রবীর সেনের হাতে ধরা পড়লেন। কিন্তু তখন দলের ২১৪ রানের মধ্যে তিনি একাই করেছেন ১০৪। হাটনের পতনে দিভেচার বল যেন আরো দীপ্ত হ'য়ে উঠলো। পরের ওভারে তিনি প্রায় প্রতি বলেই পিটার মে-কে পরাস্ত করলেন। কিন্তু দিনটা দিভেচার নয়। আবার বৃষ্টি, আবার খেলায় সাময়িক বিরতি। তারপরে খেলা আবার শুরু হ'তেই মে আর ওয়াটকিন্স মানকড়ের বলে আউট হ'য়ে গেলেন। দিভেচা পেলেন গ্রেভনিকে, আর লেকারকে লুফলেন প্রবীর সেন, তিনবার ডিগবাজি খেয়ে লেগের দিকে। প্রবীর সেন সে সময় ভারতের সেরা উইকেটরক্ষক : এই ইনিংসে ২১১ রান পর্যন্ত কোনো বাই বা লেগ-বাই দেননি। হাটনকে দ্বিতীয় স্লিপে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে যেভাবে তিনি লুফেছিলেন, তা ইভান্সেরও মনে হয়েছিলো অনুকরণযোগ্য। কিন্তু—আমরা তো দেখেছি—কোনো অজ্ঞাত কারণে প্রথম ছুটি টেস্টে তাঁকে খেলানো হয়নি।

ইংলণ্ড যখন কোণঠাশা তখন ইভান্স পুনর্বার তাঁর লর্ডসের ইনিংসের পুনরাবৃত্তি করলেন। দ্বিতীয় দিন খেলা যখন শেষ হ'লো, ইংলণ্ড ৭ উইকেটে ২৯২। পরদিন ৪০ মিনিটে ইংলণ্ড ২ উইকেট খুইয়ে রান করলো ৫৫—ইভান্স গুলাম আমেদের বলে বোলারকেই ক্যাচ দেবার আগে রান করলেন হুড়মুড় ৭১। ৯ উইকেটে ৩৪৭ রানে হাটন ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে দিলেন।

ইংলণ্ডের এই ইনিংস গ'ড়ে উঠেছিলো বহু বিরতির মধ্যে। কিন্তু তবু খেলোয়াড়দের অভিনিবেশ ভাঙেনি, মনোবলও না। দেখে-শুনে, সাবধানে ব্যাট করেছেন তাঁরা। বিশেষত হাটনের দীর্ঘ ইনিংসটি ব্যাটিংবিদ্যার ব্যবহারিক পাঠ ব'লে গণ্য হ'তে পারে।

কিন্তু এ-সব দেখে, যাঁরা ভেবেছেন, ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা কিছু শিখেছেন তাঁরা ভুল করেছেন। ভারতের প্রথম দফায় মঞ্জরেকার আর দ্বিতীয় দফায় অধিকারী ছাড়া আর-কেউ প্রতিরোধের কোনো চেষ্টাই করেননি। এবং, অতএব, ১৯শে জুলাই ১৯৫২ ভারতীয় ব্যাটিং-এর সবচেয়ে শোচনীয় দিন ব'লে ইতিহাসে স্থান পেলো।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

* লেন হাটন	ক. প্রবীর সেন	ব. দিভেচা	১০৪
ডেভিড শেপার্ড	লেগ-বিফোর	ব. রামচাঁদ	৩৪
জ্যাক আইকিন	ক. দিভেচা	ব. গুলাম আমেদ	২৯
পিটার মে	ক. প্রবীর সেন	ব. মানকড়	৬৯
টম গ্রেভনি	লেগ-বিফোর	ব. দিভেচা	১৪
অ্যালান ওয়াটকিন্স	ক. ফাড়কার	ব. মানকড়	৪
† গডফ্রে ইভান্স		ক. ও ব. গুলাম আমেদ	৭১
জিম লেকার	ক. প্রবীর সেন	ব. দিভেচা	০
অ্যালেক বেডসার	ক. ফাড়কার	ব. গুলাম আমেদ	১৭
টনি লক	অপরাজিত		০
ফ্রেডি ট্রুম্যান	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ২)			৪
		৯ উইকেটে ঘোষিত	৩৪৭

পতন : ৭৮ (শেপার্ড) ; ১৩৩ (আইকিন) ; ২১৪ (হাটন) ; ২৪৮ (মে) ; ২৫২ (ওয়াটকিন্স) ; ২৮৪ (গ্রেভনি) ; ২৯২ (লেকার) ; ৩৩৬ (বেডসার) ; ৩৪৭ (ইভান্স)।

ফাড়কার	২২	১০	৩০	০
দিভেচা	৪৫	১২	১০২	৩
রামচাঁদ	৩৩	৭	৭৮	১
মানকড়	২৮	৯	৬৭	২
গুলাম আমেদ	৯	৩	৪৩	৩
হাজারে	৭	৩	২৩	০

বেডসারের প্রথম বলটাই মানকড় রগরগে কভারড্রাইভে সীমানা পার ক'রে দিলেন। সবাই যখন ভাবছে, লর্ডসের বুঝি পুনরাবৃত্তি, সেই মুহূর্তে শর্ট লেগে ঝাঁপ খেয়ে পড়লেন টনি লক, এক হাতে লুফে নিলেন মানকড়কে। টেস্টে এই প্রথম নিজের হাতে বল ছুঁয়ে দেখলেন টনি লক, আর তক্ষুনি প্রমাণ হ'য়ে গেলো তিনি কত বড়ো ফিল্ডসম্যান।

আর সঙ্গে-সঙ্গে বড়ো-বড়ো হরফে ফুটে উঠলো দেয়ালের লিখন। ট্রুম্যান তখন বল করছেন 'দৈত্যের মতো'—কেবল যে তীব্র গতি ছিলো তাঁর বলে, তা নয়, গুড লেংথ থেকে বল বুকে তুলেছিলেন তিনি, আর নিশানা ছিলো প্রধানত লেগ-স্টাম্প। আর ইংলণ্ডের ফিল্ডিং সেই মুহূর্তে চমকপ্রদ। যাকে ক্যাচ বলা যায় না, তাকে ক্যাচ বানিয়েছেন টনি লক—আর সবাই টেস্ট ক্রিকেটে এই নবাগত ছোকরার কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে যেন ব্যস্ত।

একমাত্র মঞ্জরেকারই এই অবস্থায় সাহসের সঙ্গে খেলেছিলেন ট্রুম্যানকে। মঞ্জরেকার আসতেই ট্রুম্যান তাকে সম্ভাষণ করেছিলেন একটি দুর্দান্ত লাফানো বলে, আর সঙ্গে-সঙ্গে মঞ্জরেকারের প্রচণ্ড হুক বলটিকে সীমানা পার ক'রে দিয়েছিলো। তাছাড়া আর-কারু মধ্যে প্রতিরোধের নামগন্ধও দেখা যায়নি। ৫৮ রানে যখন সবাই আউট হ'য়ে গেলো, ট্রুম্যান তখন মাত্র ৩১ রান দিয়ে ৮ উইকেট পেয়ে গেছেন।

অতএব ফলো-অন, এবং প্রথম ইনিংসেরই গ্লানিময় পুনরাবৃত্তি! দু-ঘণ্টার মধ্যে পঙ্কজ রায় প'রে নিলেন 'চশমা', অধিকারী ছাড়া আর-কেউ ঠেকাবার চেষ্টা করলেন না। এবার উইকেট লুঠ ক'রে নিলেন বেডসার ২৭ রানে ৫ উইকেট, আর টনি লক তাঁর বাঁহাতি স্পিনে ৩৬ রানে পেলেন ৪ উইকেট। এ-রকম নীরক্ত আর মেরুদণ্ডহীন ব্যাটিং লীগ ক্রিকেটেও কখনো দেখা যায়নি। ট্রুম্যানের গতি, বেডসারের সুয়িং, লকের ফ্লাইট—কারুরই মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেননি তাঁরা। এই শোচনীয় টেস্টে একমাত্র সান্ত্বনা ছিলো প্রবীর সেনের উইকেটকিপিং আর দিভেচার বল।

ভারত : প্রথম দফা

বিনু মানকড়	ক. লক	ব. বেডসার	৪
পঙ্কজ রায়	ক. হাটন	ব. ট্রুম্যান	০
হেমু অধিকারী	ক. গ্রেভনি	ব. ট্রুম্যান	০
* বিজয় হাজারে		ব. বেডসার	১৬
পলি উমরিগড়		ব. ট্রুম্যান	৪
দাত্তু ফাড়কার	ক. শেপার্ড	ব. ট্রুম্যান	০
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. আইকিন	ব. ট্রুম্যান	২২
রমেশ দিভেচা		ব. ট্রুম্যান	৪

জি. এস. রামচাঁদ	ক. গ্রেভনি	ব. ট্রুম্যান	২
† প্রবীর সেন	ক. লক	ব. ট্রুম্যান	৪
গুলাম আমেদ	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ১)			১
			৫৮

পতন : ৪ (মানকড়) ; ৭ (পঙ্কজ রায়) ; ৫ (অধিকারী) ; ১৭ (উমরিগড়) ; ১৭ (ফাড়কার) ; ৪৫ (হাজারে) ; ৫১ (দিভেচা) ; ৫৩ (রামচাঁদ) ; ৫৩ (মঞ্জরেকার) ; ৫৮ (প্রবীর সেন) ।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিনু মানকড়	লেগ-বিফোর	ব. বেডসার	৬
পঙ্কজ রায়	ক. লেকার	ব. ট্রুম্যান	০
হেমু অধিকারী	ক. মে	ব. লক	২১
* বিজয় হাজারে	ক. আইকিন	ব. লক	১৬
পলি উমরিগড়	ক. ওয়াটকিন্স	ব. বেডসার	৩
দাত্তু ফাড়কার		ব. বেডসার	৫
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. ইভান্স	ব. বেডসার	০
রমেশ দিভেচা		ব. বেডসার	২
জি. এস. রামচাঁদ	ক. ওয়াটকিন্স	ব. লক	১
† প্রবীর সেন	অপরাজিত		১৩
গুলাম আমেদ	ক. আইকিন	ব. লক	০
অতিরিক্ত (বাই ৮, নো-বল ১)			৯
			৮২

পতন : ৭ (পঙ্কজ রায়) ; ৭ (মানকড়) ; ৫৫ (হাজারে) ; ৫৯ (উমরিগড়) ; ৬৬ (ফাড়কার) ; ৬৬ (মঞ্জরেকার) ; ৬৬ (অধিকারী) ; ৬৭ (রামচাঁদ) ; ৭৭ (দিভেচা) ; ৮২ (গুলাম আমেদ) ।

বেডসার	১১	৪	১৯	২	১৫	৬	২৭	৫
ট্রুম্যান	৮·৪	২	৩১	৮	৮	৫	৯	১
লেকার	২	০	৭	০	—	—	—	—

ওয়াটকিন্স	—	—	—	—	৪	৩	১	০
লক	—	—	—	—	৯.৩	২	৩৬	৪

চতুর্থ টেস্ট : ওভাল ; অগস্ট ১৪, ১৫, ১৬, ১৮ ও ১৯, ১৯৫২

সফরের চতুর্থ ও শেষ টেস্টটিতে বৃষ্টিই ভারতকে শোচনীয় পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে। ওভাল টেস্টের তৃতীয় ও শেষ দিনে একটি বলও খেলা হয়নি। ইংলণ্ডের ৬ উইকেটে ৩২৬ ঘোষিত রানের উত্তরে ভারত প্রথম দফায় করেছিলো মাত্র ৯৮, তাপর যখন ফলো-অন করতে যাচ্ছে, এমন সময় বৃষ্টি নেমে পড়লো—এবং ভারত নিশ্চিত হার থেকে বেঁচে গেলো।

'নিশ্চিত'—এই কথা, কেউ-কেউ বলবেন, ক্রিকেটের বিরোধী। ক্রিকেট অনবরত অপ্রত্যাশিতের অবতারণা করে ব'লেই এমন রুদ্ধশ্বাস খেলা—তাঁরা বলবেন। কিন্তু ঐ-সফরে ভারত যেভাবে খেলছিলো, তাতে অন্তত যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে বলা যায় না যে প্রকৃতি ঠাকরুন দয়া না-করলে ভারত শেষ টেস্টে হারের হাত থেকে বাঁচতো।

হাটন আবারও এ-টেস্টে যখন টসে জিতলেন, তখন দিনটি ছিলো রৌদ্রোজ্জ্বল উইকেট ছিলো ব্যাটসম্যানদের অনুকূল। তৎসত্ত্বেও ডেভিড শেপার্ডের সঙ্গে হাটন যখন ইংলণ্ডের গোড়াপত্তন করতে নামলেন, তখন দেখা গেলো ইংলণ্ড কিছুতেই তাড়াতাড়ি রান করতে পারছেনা। ভারতীয় বোলিং ছিলো আঁটো, কল্পনাময়, পরিকল্পনা-প্রসূত। স্বয়ং হাটন ব্যাট করছিলেন আড়ষ্ট ও অস্বস্তিভরে। বিশেষত মানকড়ের ফ্লাইট আর স্পিন সামলাতে গিয়ে তাঁকে অনবরত হিমশিম খেতে হচ্ছিলো। কিন্তু হাটনের এটাই গুণ কিংবা বলা যায় এটাই তাঁর ইয়র্কশিয়রি জেদ, যে যখন ব্যাটে সুবিধে করতে পারছেন না, তখনও তিনি এলোমেলো মার মেরে উইকেট খুইয়ে ফেলতে গররাজি। চায়ের আগে চার ঘণ্টায় ইংলণ্ড রান করেছিলো মাত্র ১৪৩—তার মধ্যে হাটন সুবিধে-মতো ব্যাট না-ক'রেও করেছিলেন ৮৬। রামচাঁদের বলে গালিতে দুর্ধর্ষভাবে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ফাড়কার ও-সময় হাটনকে লুফে না-নিলে তিনি যে ও-টেস্টেও সেঞ্চুরি করতেন তাতে সন্দেহ নেই।

চায়ের পরে ব্যাটিং-এ প্রাণের সাড়া ফিরে এলো। শেপার্ড এতক্ষণ হাত খুলে মারছিলেন না—এবার আইকিনের চটকদার চটপটে ব্যাটিং দেখে তিনিও খোলার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন। এবং মানকড়ের সঙ্গে অবিরাম যুঝে শেষ

পর্যন্ত সেঞ্চুরিও করলেন। কিন্তু দিনের খেলা শেষ হবার ঠিক আগটায় দিভেচার বলে শেপার্ড আউট হলেন লেগ-বিফোর—ইংলণ্ড ২ উইকেটে ২৬৪।

পরদিন খেলা শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ফাড়কারের বলে আইকিনকে লুফে নিলেন প্রবীর সেন। তারপর মে যখন আস্থার সঙ্গে খেলতে শুরু করেছেন, সেই সময়ে মানকড়ের বলে মঞ্জরেকার তাঁকে চমৎকারভাবে লুফে নিলেন। গ্রেভনির কাট সোজাসুজি দিভেচার থাপ-পাতা হাতে বল পাঠিয়ে দিলো, ইভান্সও এবার বেশিক্ষণ টিকলেন না। মাত্র ৪৩ রানে ঐ-দিন সকালে পর-পর চারটে উইকেট খোয়ালো ইংলণ্ড। ওয়াটসন আর লেকার মধ্যাহ্নভোজ পর্যন্ত উইকেট আগলে রইলেন—সে সময় ইংলণ্ডের রান ৬ উইকেটে ৩২৬।

লাঞ্চ শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হ'লো বৃষ্টি। আর সেই সঙ্গে ভারতের দুর্বিপাক। কারণ বৃষ্টি থামবার পর খেলা শুরু করা নিয়ে দুই অধিনায়কের মধ্যে বিষম মতভেদ হ'লো। শেষে বেলা পাঁচটার সময় আম্পায়াররা যখন ঘোষণা করলেন যে মাঠ এখন খেলা শুরু করার উপযোগী, হাটন অমনি ইংলণ্ডের ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। এবং হাজারে আর তাঁর দলবল হাঁড়িকাঠে ছাগশিশুর মতো পর-পর বধ হলেন।

ইংলণ্ড

* লেন হাটন	ক. ফাড়কার	ব. রামচাঁদ	৮৬
ডেভিড শেপার্ড	লেগ-বিফোর	ব. দিভেচা	১১৯
জ্যাক আইকিন	ক. প্রবীর সেন	ব. ফাড়কার	৫৩
পিটার মে	ক. মঞ্জরেকার	ব. মানকড়	১৭
টম গ্রেভনি	ক. দিভেচা	ব. গুলাম আমেদ	১৩
উইলি ওয়াটসন	অপরাজিত		১৮
† গডফ্রে ইভান্স	ক. ফাড়কার	ব. মানকড়	১
জিম লেকার	অপরাজিত		৬
অ্যালেক বেডসার	ব্যাট করেননি		—
টনি লক	ব্যাট করেননি		—
ফ্রেডি টু্ম্যান	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ-বাই ২, নো-বল ১)			১৩
		৬ উইকেটে ঘোষিত	৩২৬

পতন : ১৪৩ (হাটন) ; ২৬১ (শেপার্ড) ; ২৭৩ (আইকিন) ; ২৯৩ (মে) ; ৩০৪ (ইভান্স) ; ৩০৭ (গ্রেভনি)।

দিভেচা	৩৩	৯	৬০	১
ফাড়কার	৩২	৮	৬১	১
রামচাঁদ	১৪	২	৫০	১
মানকড়	৪৮	২৩	৮৮	২
গুলাম আমেদ	২৪	১	৫৪	১
হাজারে	৩	৩	০	০

বেডসারের প্রথম ওভারটা শান্তভাবে ঠেকালেন মানকড়, কিন্তু অন্য প্রান্তে পঙ্কজ রায় ট্রুম্যানের প্রথম বলেই আউট হ'য়ে গেলেন—পর-পর চার টেস্ট ইনিংসে শূন্য। তারপরে চক্ষের পলকে একের পর এক আউট হলেন অধিকারী, মানকড়, মঞ্জরেকার ও উমরিগড়—৬ রানে ৫ উইকেট! লিডস আর ম্যানচেস্টারের যুগল সংমিশ্রণ হ'তে যাচ্ছে, এই অবস্থায় হাজারে আর ফাড়কার সাহসের সঙ্গে ভাঙন ঠেকাবার চেষ্টা করলেন। দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো ৫ উইকেটে ৪৯।

শনিবার ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে একটি বলও খেলা হ'লো না। রোববার রোদ উঠলো। সোমবার খেলা শুরু হবার আধঘণ্টা পরে ট্রুম্যানের ইয়র্কার যখন ফাড়কারের প্রতিরোধ ভেঙে দিলে, ফলো-অন অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠলো। তার পরেই কভারে হাজারেকে লুফে নিলেন মে। দিভেচা একটুক্ষণ ঠেকাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অবশেষে অনিবার্যভাবে ৯৮ রানে ভারতীয় ইনিংসের সমাপ্তি হ'লো।

আর খেলার শেষও হ'লো সঙ্গে-সঙ্গে। এমন বৃষ্টি পড়লো যে কিছুতেই সেদিন আর খেলা শুরু করা গেলো না। মঙ্গলবার বিকেলে একসময় খেলা শুরু করার চেষ্টা হয়েছিলো—কিন্তু আবারও মুষলধারে বৃষ্টি নামলো বেলা তিনটেয়। আরেকটি শোচনীয় পরাজয়ের হাত থেকে এইভাবেই রেহাই পেলো ভারত।

ভারত

বিনু মানকড়	ক. ইভান্স	ব. ট্রুম্যান	৫
পঙ্কজ রায়	ক. লক	ব. ট্রুম্যান	০
হেমু অধিকারী	ক. ট্রুম্যান	ব. বেডসার	০
* বিজয় হাজারে	ক. মে	ব. ট্রুম্যান	৩৮
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. আইকিন	ব. বেডসার	১
পলি উমরিগড়		ব. বেডসার	০
দাত্তু ফাড়কার		ব. ট্রুম্যান	১৭
রমেশ দিভেচা		ব. বেডসার	১৬
জি. এস. রামচাঁদ	ক. হাটন	ব. বেডসার	৫
† প্রবীর সেন		ব. ট্রুম্যান	৯
গুলাম আমেদ	অপরাজিত		২
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৩, নো-বল ২)			৫
			৯৮

পতন : ০ (পঙ্কজ রায়) ; ৫ (অধিকারী) ; ৫ (মানকড়) ; ৬ (মঞ্জরেকার) ; ৬ (উমরিগড়) ; ৬৪ (ফাড়কার) ; ৭১ (হাজারে) ; ৭৮ (রামচাঁদ) ; ৯৪ (প্রবীর সেন) ; ৯৮ (দিভেচা)।

বেডসার	১৪.৫	৪	৪১	৫
ট্রুম্যান	১৬	৪	৪৮	৫
লক	৬	৫	১	০
লেকার	২	০	৩	০

নয় : ভারতে পাকিস্তান ১৯৫২

ইংলণ্ড থেকে বিপর্যস্ত হ'য়ে দেশে ফিরতে না ফিরতেই পাকিস্তান এলো ভারত সফরে—অধিনায়ক আব্দুল হাফিজ কারদার।

পাঁচ বছর আগে দুই দেশ ছিলো একদেশ। ১৯৪৬ সালে আব্দুল হাফিজ—তখনও তিনি কারদার নাম গ্রহণ করেননি—ভারতের হ'য়ে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে লালা অমরনাথের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছেন আমির ইলাহি। আর ঐ সফরে ফজল মামুদও নির্বাচিত হয়েছিলেন ভারতীয় দলে—সাম্প্রদায়িক উপদ্রবের প্রতিক্রিয়া তখনও রক্তাপ্লুতভাবে দেখা দিচ্ছিলো ব'লে ফজল মামুদ লাহোর থেকে বম্বাই রেলগাড়িতে যেতে চাননি, বিমান ভাড়া চেয়েছিলেন—এবং ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিমানভাড়া দেননি ব'লেই ফজল মামুদ অস্ট্রেলিয়া যাননি। দেশ ভাগ হওয়ার আগে দু-দলের খেলোয়াড়রা প্রায় সবাই পরস্পরের সঙ্গে বা বিরুদ্ধে খেলেছেন। বম্বাইতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েল্থ দলের বিরুদ্ধে একটি প্রদর্শনী খেলায় ইমতিয়াজ আহ্মেদ ভারতীয় দলের হ'য়ে খেলে তিনশো রান করেছিলেন ১৯৪৯ সালে। অতএব পাকিস্তানের ক্রিকেট সম্বন্ধে স্বভাবতই ভারতবর্ষে প্রচণ্ড কৌতূহল ছিলো। সমস্ত বিশ্রী দলাদলি ভুলে খেলার মাঠে যে পারস্পরিক সম্প্রীতির মধ্যে সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভবপর—সফরটি এই তথ্য প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলো।

মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে একটা ছোট্ট দেশ কীভাবে টেস্ট পর্যায়ে খেলবার উপযোগী দল গ'ড়ে তুলেছিলো, পাকিস্তানের এই সফর তারই বিস্ময়কর নজির। পাকিস্তান পাঁচটি টেস্টের এই সফরে দুটিতে হেরেছিলো সত্যি, কিন্তু তাদের দ্বিতীয় টেস্টেই তারা শোচনীয়ভাবে ভারতকে হারিয়ে দিয়েছিলো। আর আমরা তো দেখেছি, প্রথম টেস্ট জয়ের জন্য ভারতকে কুড়ি বছর হা-পিত্যেশ ক'রে কাটাতে হয়েছিলো। শুধু তাই নয়, প্রথমবার ইংলণ্ড সফরে গিয়েই ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান ইংলণ্ডের মাঠেই ইংলণ্ডকে হারিয়ে দেবে, আর ভারতকে এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত।

পাকিস্তান যে 'রাবার' হারিয়েছিলো, এটা কোনো অপ্রত্যাশিত তথ্য নয়—সত্যি কথা। কারদার আর আমির ইলাহি ছাড়া আর কারুরই টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা ছিলো না। তাছাড়া দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই ছিলেন অতি

তরুণ। আর তাঁদের মধ্যে সতেরো বছরের ছোকরা হানিফ মহম্মদ প্রথম টেস্ট থেকেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই 'ক্ষুদে ওস্তাদ'কে যে প্রথম সফরেই সাফল্য লাভ করেছিলেন, এটা যতটা না তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ করে, তার চেয়েও বেশি বোধহয় প্রকাশ করে পাকিস্তানের নির্বাচক সমিতির কল্পনা, ও তারুণ্যের উপর আস্থা। খর্বাকৃতি ও কৃশকায়, এই তরুণ খেলোয়াড়ের কব্জির জোর বোঝা যেতো যখন নানা ধরনের মারে বিদ্যুৎবেগে বল সীমানার বাইরে চ'লে যেতো। তাঁর বিচারবোধ—কোন বল ছেড়ে দিতে হয়, কোন বল খেলতে হয়—অসাধারণ, প্রায় তাঁর সহজাত, স্বজ্ঞা থেকে উত্থিত। এবং আরো অসাধারণ তাঁর ধৈর্য ও মনোবল। হানিফ মহম্মদের মতো ব্যাটসম্যান আকছার ঝোপে-ঝাড়ে গজায় না।

আর সচরাচর গজায় না ফজল মামুদের মতো ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার। ফজল মামুদ ছাড়াও পাকিস্তানের আরো দু-জন ফাস্ট বোলার ছিলো—মামুদ হুসেন ও খান মহম্মদ। অমর সিং-নিসারের পর সত্যিকার ফাস্ট বোলার আর ভারতে জন্মাননি—কিন্তু প্রথম সফরেই পাকিস্তান তিনজন ফাস্ট বোলার নিয়ে এসেছিলো। মামুদ হুসেন আর খান মহম্মদ হয়তো ফজল মামুদের মতো সার্থক হননি, কিন্তু ভারতকে নাজেহাল করার পক্ষে এঁরাই ছিলেন যথেষ্ট।

আর ছিলেন ওয়াকার হাসান—আরেকজন তরুণ ব্যাটসম্যান। আভিজাত্যে ভরা খেলার ভঙ্গি; নৃত্যশিল্পীর শ্রী আর ছন্দে ভরা লঘুচরণ, আর অসাধারণ সময়জ্ঞান—ক্রিকেটের সবরকম মার ছিলো তাঁর ব্যাটের ঠিক মাঝখানটায়। বম্বাইতে তৃতীয় টেস্টে হানিফের সঙ্গে মিলে ওয়াকার হাসান যখন দ্বিতীয় উইকেটে ১৬৫ রান যোগ করেছিলেন, তখন এই জুটির খেলায় স্পর্ধার সঙ্গে মিশে ছিলো দায়িত্ববোধ, মনোবলের সঙ্গে মিশে ছিলো শিল্পিতা, তারুণ্যের উন্মাদনার সঙ্গে মিশে ছিলো বিচারবোধ।

বাকি ব্যাটসম্যানদের মধ্যে নজর মহম্মদ লক্ষ্ণৌ টেস্টে সেঞ্চুরিই শুধু করেননি—গোড়াপত্তন করতে এসে শেষ পর্যন্ত ছিলেন অপরাজিত। এখানে বলা ভালো, অবশ্যই জনান্তিকে, ভারতের কোনো ব্যাটসম্যানই আজ পর্যন্ত ইনিংসের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত খেলে অপরাজিত থাকতে পারেননি—কোনো দলের সঙ্গে না। এ থেকে হয়তো ভারতীয় দলের মনোবল আর ধৈর্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ধারণা জন্মাতে পারে। কারদার স্বয়ং সময়-সময় তাঁর ব্যাটিং এবং প্রধানত তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে বহু দুঃসময় থেকে দলকে উদ্ধার করেছিলেন।

সেই অর্থে সফরের ব্যর্থতা হয়তো ইমতিয়াজ। তাঁর উইকেটকিপিং চোখ-ঝলশানো ছিলো না কোনোকালেই, কিন্তু ছিলো নির্ভরযোগ্য। তাঁর ব্যাট থেকে অনর্গল রানের বন্যা বইবে, এটা সবাই আশা করেছিলো। কিন্তু তিনি অন্তত সেই সফরে তাঁর নামডাক অনুযায়ী ব্যাট করতে পারেননি। পাকিস্তান যে দুটি টেস্টে হেরেছিলো, তার একটা কারণ সম্ভবত তাঁর ব্যাটিং ব্যর্থতা।

ভারতীয় দলের নেতৃত্ব বর্তেছিলো পুনরাহুত লালা অমরনাথের উপর। স্বভাবতই ইংলণ্ডের ঐ শোচনীয় ব্যর্থতার পর হাজারের অধিনায়কত্বের উপর আর নির্ভর করা যায়নি—যদিও হাজারে পাঁচটির মধ্যে তিনটি টেস্টে খেলেছিলেন। অমরনাথের জন্ম লাহোরে। সফরকারী ক্রিকেটারদের প্রায় সকলকেই তিনি জানতেন—অনেকের সঙ্গেই আগে তিনি খেলেছেন। এমনকি তাঁর ভাষাও আগন্তুকদেরই ভাষা। অতএব ৪২ বছর বয়সে আবার তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক হলেন। তাঁরই নেতৃত্বে ভারত প্রথম 'রাবার' জিতবে—এবং তারপরেই ১৯৫৩ সালে ওয়েস্ট-ইনডিজে খেলতে যাবার সময় তাঁকে দল থেকে তপ্ত ইটের মতো বাতিল করা হবে—যেমন তাঁকে এবার ইংলণ্ডে যেতে দেয়া হয়নি। এবং তখন আবার হাজারে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হবেন।

অথচ অমরনাথ চমৎকারভাবে দল পরিচালনা করেছিলেন, খেলার সব বিভাগেই নানা সময়ে তাঁর প্রতিভা ঝলশে উঠেছিলো। এই পর্যায়ের খেলা অমরনাথের শেষ টেস্ট পর্যায় ব'লেও স্মরণীয়।

কিন্তু পুরো সিরিজের জন্য ভারত যাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে, যাঁর জন্য 'রাবার' জিতবে, তিনি বিনু মানকড়। মানকড় চারটে টেস্টে উইকেট পেয়েছিলেন ২৫টি, তৃতীয় খেলার সময়েই তিনি টেস্ট ক্রিকেটে হাজার রান ও একশো উইকেট পেয়ে বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন। তাঁর আগে টেস্টে 'ডাবল' করেছিলেন মাত্র চারজন—অস্ট্রেলিয়ার এম. এ. নোবল আর জি. গিফেন আর ইংলণ্ডের উইলফ্রেড রোডস আর মরিস টেট। তাঁর পরে অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার রে লিণ্ডওয়াল, কীথ মিলার ও রিচি বেনো; ইংলণ্ডের ট্রেভর বেইলি ও রে ইলিঙওয়ার্থ, ওয়েস্ট-ইনডিজের গ্যারি সোবার্স 'ডাবল' করবেন—রিচি বেনো আর গ্যারি সোবার্স উইকেট পাবেন দুশোর উপর এবং রান করবেন দু-হাজারের উপর। কিংবা সোবার্সকে আলাদা ক'রে নিয়ে বলা যায় তিনি বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেটার যিনি 'ট্রিপ্‌ল' করেছেন—দুশোর উপর উইকেট,

একশোর উপর ক্যাচ আর সাত হাজারের উপর রান। তাঁর মতো কেউ নন। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য মানকড় 'ডাবল' করেছিলেন সবচেয়ে কম টেস্ট খেলে —মাত্র ২৩টি টেস্টে। আমরা এই হিশেব থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বাদ দিয়েছি—ট্রেভর গডার্ডকে এই তালিকার অন্তর্ভূর্ত করিনি—কারণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সভার মতে তিনি সরকারি টেস্ট খেলেননি।

ভারতীয় ক্রিকেটের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্য এই সফরের প্রয়োজন ছিলো। লিডস, ম্যানচেস্টার, ওভালের দুঃস্বপ্ন মুছে ফেলবার জন্যই প্রয়োজন ছিলো। এবং ভারতীয় ক্রিকেটের আস্থা ফিরিয়ে আনবার ভার পেয়েছিলেন অমরনাথ—এই তথ্যটি মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ। বাইরে থেকে যা-ই দেখাক না কেন, আমাদের ক্রিকেট দলের মধ্যেকার দলাদলি স্পষ্ট ফুটে বেরিয়েছিলো, যখন ১৯৩৬ সালে অমরনাথকে ইংলণ্ড থেকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তারপর থেকে এই দলাদলি কখনও সম্পূর্ণ অপসৃত হয়নি—কখনও চাপা অবস্থায় দলের মনোবল ভেঙে দিয়ে গিয়েছে, কখনও হঠাৎ-হঠাৎ কোনো-কোনো খেলোয়াড়ের নির্বাচনে বা অনির্বাচনে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই অবস্থা ওয়াকিবহালরা বলবেন, এখনও তো বজায় আছে। কিন্তু এই অবস্থা যদি ভারতীয় ক্রিকেট দলের চিরসঙ্গী হয়, তবে কী ক'রে তার মধ্যেই দলের মনোবল গ'ড়ে তোলা যায়, তার নজির দেখালেন ব'লেই অমরনাথের এই পর্যায়ের অধিনায়কত্ব স্মরণীয়। যখন ব্র্যাডম্যানের দুর্দান্ত অস্ট্রেলীয় দলের বিরুদ্ধে ভাঙা-চোরা দল নিয়ে খেলতে গিয়েছিলেন অমরনাথ, তখনও তিনি জেতবার মতো অবকাশ বা প্রত্যাশা তৈরি করতে পেরেছিলেন। ওয়েস্ট-ইনডিজের দুর্দান্ত ব্যাটিং-এর বিরুদ্ধে খেলবার সময়েও তাঁর দল জিতবে—এই কথাই লোকে ভেবেছিলো। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনি দুটো টেস্ট জিতে শুধু-যে 'রাবার' পেলেন তা-ই নয়, কেবল যে পুরোনো প্রতিশ্রুতি রাখলেন, তা-ও নয়, এটা দেখালেন যে একটা বিপর্যস্ত দলকেও কেমন ক'রে শুধু পরিচালনা নৈপুণ্যে উদ্দীপিত ও দৃপ্ত ক'রে তোলা যায়।

প্রথম টেস্ট : নতুন দিল্লি ; অক্টোবর ১৬, ১৭ ও ১৮, ১৯৫২

নতুন দিল্লির প্রথম টেস্টে ভারত ইনিংস ও ৭০ রানে জিতেছিলো স্পিন বলে তার প্রাধান্যের জন্য। মানকড় ও গুলাম আমেদের বলের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানেরা অসহায়ভাবে খেলেছিলেন, কারণ সেরা জাতের স্পিন বলের

বিরুদ্ধে খেলতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন না। মানকড় পেয়েছিলেন ৫২ রানে ৮ ও ৭৯ রানে ৫ উইকেট, আর গুলাম আমেদ ৫১ রানে ১ ও ৩৫ রানে ৪ উইকেট। বাকি উইকেটগুলোর মধ্যে একটি পেয়েছিলেন অমরনাথ, অন্যজন রান-আউট হয়েছিলেন।

অথচ খেলার সূচনা মোটেই ভারতের অনুকূল ছিলো না। ব্যাটসম্যানদের মনের বল যে কোথায় গিয়ে ঠেকেছিলো, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো ২৬ রানের মধ্যেই যখন মানকড় আর পঙ্কজ রায় পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার খান মহম্মদের বলে উইকেট খুইয়ে ফিরে এলেন। তারপর মঞ্জরেকার, অমরনাথ ও উমরিগড়ও যখন পর-পর আউট হ'য়ে গেলেন, তখন ভারতের রান দাঁড়িয়েছিলো ৫ উইকেটে ১১০। দলের অবস্থা আরো খারাপ হ'তো, যদি ফজলের বলে দ্বিতীয় স্লিপে নজর মহম্মদ হাজারেকে লুফতে পারতেন—হাজারে তখন আড়ষ্টভাবে মাত্র ১৭ রান করেছিলেন।

এগারোটি টসের মধ্যে মাত্র দ্বিতীয় বার টসে জিতে অমরনাথ যে-সুবিধে পেয়েছিলেন, তা এইভাবে নষ্ট হ'তে বসেছিলো। ফজল মামুদের লেগকাটার, খান মহম্মদের তীব্র গতি, আমির ইলাহির অস্বস্তি জাগানো লেংথ—এই সব কিছুর সঙ্গে ছিলো উদ্দীপিত ফিল্ডিং। কিন্তু ঐ ফশকানো ক্যাচটা খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলে। ষষ্ঠ উইকেটে গুল মহম্মদের সঙ্গে ৭০ রান যোগ করলেন হাজারে, কিন্তু আবার আমির ইলাহি যখন পর-পর হাজারে ও গুল মহম্মদকে আউট ক'রে দিলেন, তখন ভারতের রান ৭ উইকেটে মাত্র ১৯৫। দিন শেষ হ'লো ৭ উইকেটে ২১০ রানে।

পরদিন খেলা শুরু হ'তেই রামচাঁদ আউট। প্রবীর সেন খুব ভালো ব্যাট করলেন, অধিকারীর সঙ্গে মিলে আবার খেলাটা ভারতের অনুকূলে নিয়ে আসবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু যখন ২৬৩ রানে সেনও আউট হ'য়ে গেলেন, তখন সবাই ভেবেছিলো, ভারতের ইনিংস বুঝি শেষ হ'য়ে গেলো। আর তখনই শেষ উইকেটে যোগ হ'লো ১০৯ রান—গুলাম আমেদ দুটি ছক্কা আর পাঁচটি বাউণ্ডারি সমেত ৫০ করলেন—অধিকারী রইলেন অপরাজিত ৮১। গোড়ার দিকটায় অধিকারী গুলাম আমেদকে আড়াল ক'রে খেলবার চেষ্টা করে-ছিলেন, কিন্তু গুলাম আমেদের ব্যাটিং-এর মেজাজ আর ধরনটাই সেদিন বদলে গিয়েছিলো। তাঁর মারমুখো ভঙ্গি দেখে শেষটায় অধিকারী তাঁকে তাঁর ইচ্ছা মতো খেলতে দিলেন। এবং অবশেষে ভারতের ইনিংস শেষ হ'লো ৩৭২

রানে। ১৩৪ রানে ৪ উইকেট পেলেন আমির ইলাহি—পেলেন গুলাম আমেদকেও, যিনি তাঁকে পর-পর ছুটি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন।

ভারত : প্রথম দফা

বিন্নু মানকড়		ব. খান মহম্মদ	১১
পঙ্কজ রায়		ব. খান মহম্মদ	৭
বিজয় হাজারে		ব. আমির ইলাহি	৭৬
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. নজর মহম্মদ	ব. আমির ইলাহি	২৩
* লালা অমরনাথ	ক. খান মহম্মদ	ব. ফজল মামুদ	৯
পলি উমরিগড়	লেগ-বিফোর	ব. কারদার	২৫
গুল মহম্মদ	ক. হানিফ মহম্মদ	ব. আমির ইলাহি	২৪
হেমু অধিকারী	অপরাজিত		৮১
জি. এস. রামচাঁদ	ক. ইমতিয়াজ	ব. ফজল মামুদ	১৩
† প্রবীর সেন	ক. নজর মহম্মদ	ব. কারদার	২৫
গুলাম আমেদ		ব. আমির ইলাহি	৫০
অতিরিক্ত (বাই ২৮)			২৮
			৩৭২

পতন : ১৯ (মানকড়) ; ২৬ (পঙ্কজ রায়) ; ৬৭ (মঞ্জরেকার) ; ৭৬ (অমরনাথ) ; ১১০ (উমরিগড়) ; ১৮০ (হাজারে) ; ১৯৫ (গুল মহম্মদ) ; ২২৯ (রামচাঁদ) ; ২৬৩ (প্রবীর সেন) ; ৩৭২ (গুলাম আমেদ)।

খান মহম্মদ	২০	৫	৫২	২
মকসুদ আহমেদ	৬	১	১৩	০
ফজল মামুদ	৪০	১৩	৯২	২
আমির ইলাহি	৩৯.৪	৪	১৩৪	৪
কারদার	৩৪	১২	৫৩	২

ভারতের তুলনায় পাকিস্তানের গোড়াপত্তন হয়েছিলো ঢের বেশি আস্থায় ভরা—নজর মহম্মদ আর হানিফ মহম্মদ প্রথম উইকেটে আস্তে-আস্তে খেলে ৬৪ রান তুলেছিলেন। খুবই আস্তে রান উঠছিলো, সত্যি, কিন্তু কোনো সময় তাঁরা আউট হবার লক্ষণ দেখাননি। কিন্তু দুর্বিপাক শুরু হ'লো হানিফ যখন

নজর মহম্মদকে রান নিতে গিয়েও ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। নজর মহম্মদ রান-আউট হ'তেই পাকিস্তানের বিপর্যয় শুরু হ'লো—আর মাত্র এক রানের মধ্যে আউট হ'য়ে গেলেন ইসরার আলি আর ইমতিয়াজ আহ্মেদ। দিনের শেষে পাকিস্তানের রান ৩ উইকেটে ৯০।

তৃতীয় দিন সকালে মানকড়ই খেলার নায়ক। ফ্লাইট বদলাচ্ছে অনবরত, বলের গতিও নিশানা বদলাচ্ছে, লেংথও অবিশ্রাম বদল হচ্ছে—পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানেরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। এই অবস্থায় পঙ্কজ রায় দুর্ধর্ষভাবে মকসুদ আহ্মেদকে লুফে নিলেন, আর ১১২ রানের মাথায় রামচাঁদ ডিগবাজি খেয়ে লুফে নিলেন হানিফকে। হানিফ চার ঘণ্টা ব্যাট ক'রে ৫১ রান করেছিলেন। সেদিন সকালে ৭০ মিনিটের মধ্যে ৬০ রান যোগ ক'রে পাকিস্তান ১৫০ রানে সবাই আউট হ'য়ে গেলো। আর সেই ৭টি উইকেটের মধ্যে মানকড় একাই পেলেন ৬টি।

পাকিস্তান যখন ফলো-অন করলে, তখন মানকড়ের সঙ্গে-সঙ্গে গুলাম আমেদও চমৎকারভাবে আক্রমণ শানালেন। পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানেরা টিকে থাকবার জন্য একরোখা চেষ্টা করলেন। ৭ রান করতে নজর মহম্মদ উইকেটে ছিলেন ৫০ মিনিট। কিন্তু মানকড় আর গুলাম আমেদের চাতুরীর কাছে তাঁদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হ'লো। এই অবস্থায় ইমতিয়াজের ৪১ আর কারদারের অপরাজিত ৪৩ রান ভোলবার নয়—কিন্তু তাঁদের এই দেয়ালে-পিঠ-ঠেকানো প্রতিরোধ সত্ত্বেও দিনের খেলা শেষ হবার ৩৫ মিনিট আগে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫২ রানে শেষ হ'য়ে গেলো।

পাকিস্তান : প্রথম দফা

নজর মহম্মদ	রান-আউট		২৭
† হানিফ মহম্মদ	ক. রামচাঁদ	ব. মানকড়	৫১
ইসরার আলি		ব. মানকড়	১
ইমতিয়াজ আহ্মেদ	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	০
মকসুদ আহ্মেদ	ক. পঙ্কজ রায়	ব. মানকড়	১৫
* আব্দুল হাফিজ কারদার	ক. পঙ্কজ রায়	ব. মানকড়	৪
আনওয়ার হুসেন		ক ও ব. মানকড়	৪
ওয়াকার হাসান	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	৮

ফজল মামুদ	অপরাজিত		২১
খান মহম্মদ	ক. রামচাঁদ	ব. মানকড়	০
আমির ইলাহি	ক. গুল মহম্মদ	ব. গুলাম আমেদ	৯
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেগ-বাই ১)			১০
			১৫০

পতন : ৬৪ (নজর মহম্মদ) ; ৬৫ (ইসরার আলি) ; ৬৫ (ইমতিয়াজ) ; ৯৭ (মকসুদ) ; ১০২ (কারদার) ; ১১১ (আনওয়ার হুসেন) ১১২ (হানিফ) ; ১২৯ (ওয়াকার হাসান) ; ১২৯ (খান মহম্মদ) ; ১৫০ (আমির ইলাহি)।

পাকিস্তান : দ্বিতীয় দফা

নজর মহম্মদ		ব. মানকড়	৭
† হানিফ মহম্মদ		ব. অমরনাথ	১
ইসরার আলি	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	৯
ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	লেগ-বিফোর	ব. গুলাম আমেদ	৪১
মকসুদ আহ্‌মেদ	ক. অধিকারী	ব. মানকড়	৫
* আব্দুল হাফিজ কারদার	অপরাজিত		৪৩
আনওয়ার হুসেন	লেগ-বিফোর	ব. গুলাম আমেদ	৪
ওয়াকার হাসান	ক. গুল মহম্মদ	ব. গুলাম আমেদ	৫
ফজল মামুদ		ক. ও ব. গুলাম আমেদ	২৭
খান মহম্মদ	স্টা. প্রবীর সেন	ব. মানকড়	৫
আমির ইলাহি	ক. রামচাঁদ	ব. মানকড়	০
অতিরিক্ত (বাই ৫)			৫
			১৫২

পতন : ২ (হানিফ) ; ১৭ (ইসরার আলি) ; ৪২ (নজর মহম্মদ) ; ৪৮ (মকসুদ) ; ৭৩ (ইমতিয়াজ) ; ৭৯ (আনওয়ার হুসেন) ; ৮৭ (ওয়াকার হাসান) ; ১২১ (ফজল) ; ১৫২ (খান মহম্মদ) ; ১৫২ (আমির ইলাহি)।

রামচাঁদ	১৪	৭	২৪	০	৬	১	২১	০
অমরনাথ	১৩	৯	১০	০	৫	২	১২	১
মানকড়	৪৭	২৭	৫২	৮	২৪·২	৩	৭৯	৫

গুলাম আমেদ	২৬.৩	৬	৫১	১	২৩	৭	৩৫	৪
হাজারে	৮	৫	৩	০	—	—	—	—
গুল মহম্মদ	২	২	০	০	—	—	—	—

দ্বিতীয় টেস্ট : লক্ষ্ণৌ ; অক্টোবর ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬, ১৯৫২

দেখা গেলো, জয়ের গৌরব অতীব অচিরস্থায়ী। পাঁচদিন পরে, যখন লক্ষ্ণৌতে ম্যাট-পাতা উইকেটে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হ'লো, তখন খেলার প্রথম দিনেই ভারত আবার ভির্মি খেলো। যদি কেউ বলেন যে হাজারে মানকড় ও অধিকারী দলে ছিলেন না—অতএব একে ভারতের পুরো দল বলা যায় না, তাছাড়া খেলা হয়েছিলো ম্যাট-পাতা উইকেটে, তবে, বলতেই হয়, আমরা মিথ্যেই সান্ত্বনা খুঁজছি। কারণ পাকিস্তান দল মোটেই অভিজ্ঞ বা প্রবীণ দল ছিলো না—কিন্তু তারা তাদের ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলো। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে অবশ্য ফজল মামুদ ও নজর মহম্মদের অবদান কখনও ভোলা সম্ভব হবে না। ফজল সবসুদ্ধ ৯৪ রানে ১২টি উইকেট পেয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে ম্যাটিং উইকেটে তিনি বিশ্বের সেরা বোলার। তাঁর লেগ-কাটারগুলো যখন ব্যাটসম্যানের দিকে ছোবল মেরে আড়াআড়ি এগিয়ে আসছিলো, তখন বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানেরাও হতভম্ব হ'য়ে উইকেট খুইয়ে চ'লে এসেছিলেন। আর নজর মহম্মদ যে পাকিস্তানের পক্ষে প্রথম সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করলেন, তা নয়—খেলা শুরু করতে এসে শেষপর্যন্ত রইলেন অপরাজিত। ৫১৭ মিনিট ব্যাট করেছিলেন তিনি সবসুদ্ধ—রান করেছিলেন অপরাজিত ১২৪। কিন্তু ভারতের ব্যাটিং ভির্মি খাবার পরে তাঁর এই অসীম দায়িত্বে ভরা আস্থাশীল ব্যাটিং প্রায় মহাকাব্যের বীরত্ব ব'লে বোধ হয়।

টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ১৭ থেকে ২২-এর মধ্যে ভারত যখন ৫ রানে ৪ উইকেট খুইয়ে বসলো, তখন ইংলণ্ড সফরের অরুচিকর বাস্তবতা আবার ফিরে এসেছিলো। মকসুদের বলে আউট হলেন, গায়কোয়াড় ও গুল মহম্মদ, আর ফজল দখল করলেন মঞ্জরেকার ও কিষেনচাঁদের উইকেট। ইংলণ্ডের ব্যর্থতার কৈফিয়ৎ দেয়া হয়েছিলো আবহাওয়া, বৃষ্টিভেজা উইকেট, আরো কত কী! কিন্তু এখানকার ব্যর্থতার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। এঁরা সবাই আগে ম্যাটপাতা উইকেটে বিস্তর রান করেছেন, অতএব সেটাকেও কৈফিয়ৎ হিশেবে দাঁড় করানো যায় না। পাকিস্তান উদ্দীপ্তভাবে বল করছিলো—নিশানা ছিলো

অব্যর্থ, লেংথ অবিচল, আর বল গুড লেংথ থেকে লাফিয়ে উঠছিলো। এই অবস্থায় পঙ্কজ রায় ব্যাট করলেন দায়িত্বের সঙ্গে—অসীম তাঁর ধৈর্য আর সাহস, তাছাড়া ইংলণ্ডের ব্যাটিং ব্যর্থতা ভোলবার এটা ছিলো দারুণ সুযোগ। কিন্তু ৩০ রান ক'রে তিনি যখন ফজলের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন, তখন আর ইনিংসটাকে বাঁচানো গেলো না। ১০৬ রানের মধ্যে ভারতের সবাই আউট হ'য়ে গেলো।

আর এটাই হ'লো সেই শোচনীয় সূচনা, যার ফলে শেষ অবধি ভারতকে হারতে হ'লো ইনিংস ও ৪৩ রানে। কারণ দ্বিতীয় দফাতেও ভারতের পক্ষে ফজলের বলের সামনে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	লেগ-বিফোর	ব. ফজল মামুদ	৩০
দাত্তু গায়কোয়াড়		ব. মকসুদ আহমেদ	৬
গুল মহম্মদ	লেগ-বিফোর	ব. মকসুদ আহমেদ	০
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. ফজল মামুদ	৩
জি. কিষেনচাঁদ	লেগ-বিফোর	ব. ফজল মামুদ	০
পলি উমরিগড়		ব. মামুদ হুসেন	১৫
* লালা অমরনাথ	ক. জুলফিকার আহমেদ	ব. মামুদ হুসেন	১০
† পি. জি. জোশি		ব. মামুদ হুসেন	৯
এইচ. জি. গায়কোয়াড়		ব. ফজল মামুদ	১৪
এস. নিয়ালচাঁদ	অপরাজিত		৬
গুলাম আমেদ	ক. হানিফ মহম্মদ	ব. ফজল মামুদ	৮
অতিরিক্ত (বাই ৫)			৫
			১০৬

পতন : ১৭ (দাত্তু গায়কোয়াড়) ; ১৭ (গুল মহম্মদ) ; ২০ (মঞ্জরেকার) ; ২২ (কিষেনচাঁদ) ; ৫৫ (পঙ্কজ রায়) ; ৬৫ (উমরিগড়) ; ৬৮ (অমরনাথ) ; ৮৫ (জোশি) ; ৯৩ (এইচ. জি. গায়কোয়াড়) ; ১০৬ (গুলাম আমেদ)।

মামুদ হুসেন	২৩	৭	৩৫	৩
কারদার	৩	২	২	০

ফজল মামুদ	২৪.১	৮	৫২	৫
মকসুদ আহমেদ	৫	১	১২	২

দিনের খেলা শেষ হবার আগে নজর আর হানিফ যখন দু-ঘণ্টায় মাত্র ৪৬ রান করলেন, তখন বোঝা গেলো পাকিস্তান কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নয়—প্রথম দফাতেই অনেক রানে এগিয়ে থাকবার পরিকল্পনা করেছে তারা। দ্বিতীয় দিনের শেষে পাকিস্তানের রান যখন দাঁড়ালো ৭ উইকেটে ২৩৯, তখনই তারা ১৩৩ রানে এগিয়ে গিয়েছিলো।

রানের বন্যা ব'য়ে যায়নি, সত্যি কথা ; ব্যাটিং হচ্ছিলো শম্বুক গতিতে, তাও সত্যি। কিন্তু ম্যাটপাতা উইকেটে যেখানে বল অনবরত লাফাচ্ছে ও মোচড় খাচ্ছে, সেখানে পাকিস্তানের এই ব্যাটিং আদর্শ ব'লে গণ্য হবে। নজর মহম্মদ দাঁড়িয়েছিলেন শক্ত খুঁটির মতো : চমৎকার মার ছিলো তাঁর হাতে, কিন্তু তিনি দাঁড়িয়েছিলেন যেন মূর্তিমান ধৈর্য। হানিফ সুন্দর খেলে তাঁর সঙ্গে প্রথম উইকেটে রান করলেন ৬৩। ওয়াকার হাসান অল্পক্ষণ খেললেন—কিন্তু তাঁর মারের জৌলুশে মাঠ আলো হ'য়ে গিয়েছিলো। ইমতিয়াজ আবারও ব্যর্থ হলেন। মকসুদের ৪১ রানের মধ্যে নানা ধরনের কেতাবি মার ছিলো। ফজল হুড়মুড় ক'রে ২৯ রান করলেন। ফাড়কার ও মানকড়ের অভাবে ভারতীয় বোলিং-এর ধার ছিলো না সত্যি, কিন্তু হ্যাটা নিয়ালচাঁদ আর গুলাম আমেদ একটানা আক্রমণ ক'রে গেলেন। অমরনাথের বলেও নিশানা ও লেংথ ছিলো—কিন্তু অন্যরা হতাশ করলেন।

তৃতীয় দিন সকালে নজর আর জুলফিকারের বড়ো জুটিটি ভেঙে যেতেই পাকিস্তানি ইনিংস হুড়মুড় ক'রে ৩৩১ রানে গুটিয়ে গেলো। নিয়ালচাঁদ আর গুলাম আমেদ যথাক্রমে ৯৭ রানে ৩ ও ৮৩ রানে ৩ উইকেট পেলেন, আর অমরনাথ পেলেন ৭৪ রানে ২ উইকেট। বাকি ২টি উইকেট দখল করেছিলেন গুল মহম্মদ।

পাকিস্তান : প্রথম দফা

নজর মহম্মদ	অপরাজিত		১২৪
† হানিফ মহম্মদ	ক. উমরিগড়	ব. গুলাম আমেদ	৩৪
ওয়াকার হাসান	লেগ-বিফোর	ব. অমরনাথ	২৩
ইমতিয়াজ আহমেদ	লেগ-বিফোর	ব. অমরনাথ	০

মকসুদ আহমেদ	লেগ-বিফোর	ব. নিয়ালচাঁদ	৪১
* আব্দুল হাফিজ কারদার	ক. গুলাম আমেদ	ব. নিয়ালচাঁদ	১৬
আনওয়ার হুসেন		ব. নিয়ালচাঁদ	৫
ফজল মামুদ	ক. জোশি	ব. গুল মহম্মদ	২৯
জুলফিকার আহমেদ	লেগ-বিফোর	ব. গুলাম আমেদ	৩৪
মামুদ হুসেন		ব. গুলাম আমেদ	১৩
আমির ইলাহি		ব. গুল মহম্মদ	৪
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৩, নো-বল ১)			৮
			৩৩১

পতন : ৬৩ (হানিফ) ; ১১৮ (ওয়াকার) ; ১২০ (ইমতিয়াজ) ; ১৬৭ (মকসুদ) ; ১৯৪ (কারদার) ; ২০১ (আনওয়ার) ; ২৩৯ (ফজল) ; ৩০২ (জুলফিকার) ; ৩১৮ (মামুদ হুসেন) ; ৩৩১ (আমির ইলাহি)।

অমরনাথ	৪০	১৮	৭৪	২
উমরিগড়	১	০	১	০
নিয়ালচাঁদ	৬৪	৩৩	৯৭	৩
এইচ. জি. গায়কোয়াড়	৩৭	২১	৪৭	০
গুলাম আমেদ	৪৫	১৯	৮৩	৩
গুল মহম্মদ	৭.৩	৩	২১	২

২২৫ রান পিছনে থেকে ভয়ে ভয়ে অস্থিরভাবে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলো ভারত। এবং সূচনাতেই সমূহ বিপদ। পঙ্কজ রায় আউট হলেন দলের রান যখন ৪, তারপরে আউট হলেন কিষেনচাঁদ—দলের রান ২১। ৪৩-এ আউট হলেন মঞ্জরেকার। ৭৩-এ দাত্তু গায়কোয়াড়। উমরিগড়ের কাছ থেকে সবাই একটা বড়ো ইনিংস আশা করছিলো—কিন্তু 'তিনি বেপরোয়া ব্যাট চালিয়ে উইকেট খুইয়ে ফিরে এলেন।

পুরো দৃশ্যটা আবার অনুধাবন করা যাক : রায়, কিষেনচাঁদ, মঞ্জরেকার, গায়কোয়াড়, গুল মহম্মদ ও উমরিগড় আউট। আর-কোনো ব্যাটসম্যান নেই। এই অবস্থায় একাই লড়াই চালিয়ে গেলেন অমরনাথ। পাকিস্তানের এগারোজন আর ভারতের একা অমরনাথ—ক্রিকেটের চেহারাটা তখন এই রকম দাঁড়িয়েছে। দিনের শেষে ভারতের রান ৯ উইকেটে ১৭০—অমরনাথ অপরাজিত ৫০।

চতুর্থ দিনের খেলা, অতএব, নিছকই নিয়মরক্ষা। ফজল মামুদ যখন নিয়ালচাঁদকে লেগ-বিফোর পেলেন, তখন ১৮২-তে ভারতীয় প্রতিরোধের অবসান হ'লো। অমরনাথ শেষ পর্যন্ত ৬১ রান ক'রে অপরাজিত রইলেন।

বিপর্যয় রোধ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন অমরনাথ। কিন্তু দলের প্রধান ব্যাটসম্যানেরা যেখানে দায়িত্বহীন, সেখানে যতই তেজি আর সাহসী হোন না কেন, ৪২ বছর বয়সী এই একরোখা মানুষটি একা আর কী করবেন?

ভারত : দ্বিতীয় দফা

দাত্তু গায়কোয়াড়	ক. নজর মহম্মদ	ব. ফজল মামুদ	৩২
পঙ্কজ রায়	ক. ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ব. মামুদ হুসেন	২
জি. কিষেনচাঁদ	ক. নজর মহম্মদ	ব. ফজল মামুদ	২০
বিজয় মঞ্জরেকার	লেগ-বিফোর	ব. ফজল মামুদ	৩
পলি উমরিগড়	লেগ-বিফোর	ব. ফজল মামুদ	৩২
গুল মহম্মদ	লেগ-বিফোর	ব. ফজল মামুদ	২
* লালা অমরনাথ	অপরাজিত		৬১
এইচ. জি. গায়কোয়াড়		ব. ফজল মামুদ	৮
† পি. জি. জোশি		ব. আমির ইলাহি	১৫
গুলাম আমেদ	ক. ইসরার আলি (বদলি)	ব. আমির ইলাহি	০
এস. নিয়ালচাঁদ	লেগ-বিফোর	ব. ফজল মামুদ	১
অতিরিক্ত	(বাই ৫, নো-বল ১)		৬
			১৮২

পতন : ৪ (পঙ্কজ রায়); ২৭ (কিষেনচাঁদ); ৪৩ (মঞ্জরেকার); ৭৩ (দাত্তু গায়কোয়াড়); ৭৭ (গুল মহম্মদ); ১০৩ (উমরিগড়); ১১৫ (এইচ. জি. গায়কোয়াড়); ১৭০ (জোশি); ১৭০ (গুলাম আমেদ); ১৮২ (নিয়ালচাঁদ)।

মামুদ হুসেন	১৯	৫	৫৭	১
ফজল মামুদ	২৭.৩	১১	৪২	৭
কারদার	১৩	৫	১৫	০

মকছুদ আহ্মদ	৫	০	২৫	০
আমির ইলাহি	৭	১	২০	২
জুলফিকার আহ্মেদ	৫	১	১৭	০

তৃতীয় টেস্ট : বম্বাই ; নভেম্বর ১৩, ১৪, ১৫, ও ১৬, ১৯৫২

দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তানের কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে যাবার পর নির্বাচক সমিতির টনক নড়লো। আমূল পরিবর্তন করা হ'লো দলের গঠনে : মানকড়, হাজারে ও অধিকারী দলে ফিরলেন ; দলে আরো নেয়া হ'লো, সুভাষ গুপ্তে, দানি ও মাধব আপ্তেকে। আর প্রবীর সেনকে এবারও দলে ফেরানো হ'লো না—তাঁর বদলে দলে ঢুকলেন নবাগত উইকেটরক্ষক রাজিন্দরনাথ। প্রবীর সেনের মতো উইকেটরক্ষক তখন ভারতে ছিলেন না—অথচ, এটা আশ্চর্য, নির্বাচক সমিতি তাঁকে যেভাবে অবহেলা বা তাচ্ছিল্য করেছেন, তার তুলনা সচরাচর মেলে না। এমন নয় যে তাঁর বদলে এমন উইকেটরক্ষকদের নেয়া হচ্ছিলো, যাঁরা তাঁর চেয়ে ভালো ব্যাট করতে জানেন। মন্ত্রী বা জোশি—কেউই সেদিক থেকে দলে স্থান পেতে পারতেন না। রাজিন্দরনাথ তো নয়ই। অতএব নির্বাচনের পিছনে ক্রীড়ানৈপুণ্য ছাড়াও অন্য-কিছু কাজ করছিলো, এটা সহজেই বোঝা যায়। তাঁরা যে অন্তত নতুন কোনো দল গড়বার চেষ্টা করছিলেন না, তার প্রমাণ মোদি, হাজারে, অধিকারী—এঁদের প্রত্যাবর্তন।

কিন্তু বম্বাইতে এই টেস্টে পাকিস্তান হারলো শোচনীয়ভাবে—দশ উইকেটে। খেলার ফলাফল ছিলো অপ্রত্যাশিত। ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়াম উইকেট ছিলো ব্যাটসম্যানদের অনুকূল, তাছাড়া মাত্র চারদিনের টেস্ট। লক্ষ্ণৌতে জিতে যাবার পর পাকিস্তানি দলের মনোবলও অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। তাছাড়া কয়েকদিন আগেই ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে বম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে পকিস্তান দুর্ধর্ষ খেলে ৪ উইকেটে ৫১৭ রান করেছিলো—হানিফ মহম্মদ ২০৩ রান ক'রে অপরাজিত ছিলেন। পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানদের তখন হাত খুলে গিয়েছিলো। অতএব তাদের এই পরাজয় অতীব বিস্ময়কর।

পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানদের এই ব্যর্থতার কারণ স্বয়ং অমরনাথ। ভারত যে সব দিক থেকেই পাকিস্তানের চেয়ে নিপুণ, এ-তথ্য প্রমাণ করবার জন্য অমরনাথ যেন তীব্রভাবে জেদ ধ'রে বসেছিলেন। সম্ভব হ'লে তিনি একাই যেন এ-তথ্য প্রমাণ করতেন—যদিও এ-টেস্টে ভারতীয় ব্যাটসন্যানেরা তাঁকে

নিরাশ করেননি। টসে হেরেছিলেন অমরনাথ, তবু যেভাবে তিনি চাপ সৃষ্টি করেছিলেন তার তুলনা হয় না। প্রথম থেকেই ফিল্ড সাজিয়েছিলেন আক্রমণাত্মক, ব্যাটসম্যানদের ঘিরে। তারপর তাঁর চতুর্থ ওভারে একটি দুর্দান্ত ও আচম্বিত ইনসুয়িঙ্গারে তিনি নজর মহম্মদের লেগ-স্টাম্প পেড়ে ফেললেন। সে-ই হ'লো শুরু। ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে এ-রকম আক্রমণাত্মক বোলিং টেস্টে এর আগে-পরে কদাচিৎ দেখা গেছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি পর-পর ফিরিয়ে দিলেন কারদার, ইমতিয়াজ ও মকসুদ আহ্‌মেদকে। সে-সময়ে তাঁর বলের হিশেব ছিলো ১২'৪-৬-১৯-৪, আর তাঁর বয়েস ৪২। আর সেই-যে পাকিস্তান কোণঠাশা হ'য়ে পড়লো, তারপর আর দৃঢ়ভাবে কখনও ভারতীয় বোলিং-এর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারলো না। তারপরে মানকড় যখন পর-পর হানিফ মহম্মদ ও তাঁর ভ্রাতা উজির মহম্মদকে ফিরিয়ে দিলেন, ততক্ষণে পাকিস্তানি ব্যাটিং-এর মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে। ৬০ রানে ৬-উইকেট—এই অবস্থায় পাকিস্তানের দাঁড়াবার সামর্থ্য ছিলো না। কিন্তু পর-পর তিন বার 'জীবন' পেলেন ফজল মামুদ, বার-বার অব্যাহতি পেলেন লোপ্পা ক্যাচ তুলে এবং সপ্তম উইকেটে ওয়াকার হাসানের সঙ্গে যোগ করলেন ৮৭ রান। ওয়াকার চমৎকার খেলছিলেন, তাঁর খেলার বাঁধুনি ছিলো আঁটো, কিন্তু তিনি তারই মধ্যে রগরগে ভঙ্গিতে ভারতীয় বোলিংকে আক্রমণ করছিলেন। প্রতিরোধে আর আক্রমণে মেশানো তাঁর এই ইনিংস সেই পর্যায়ের অন্যতম সেরা ব্যাটিং কীর্তি। কিন্তু একবার ওয়াকার-ফজল জুটি ভেঙে যেতেই পাকিস্তানি ইনিংস ১৮৬ রানে গুটিয়ে গেলো। পাকিস্তান যখন ৬০ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছিলো, আর ফজল খেলতে পারছিলেন না—তখন অবশ্য কল্পনাও করা যায়নি যে পাকিস্তানের পক্ষে ১০০ করাও সম্ভব হবে।

পাকিস্তান : প্রথম দফা

নজর মহম্মদ		ব. অমরনাথ	৪
† হানিফ মহম্মদ		ব. মানকড়	১৫
* আব্দুল হাফিজ কারদার	ক. দানি	ব. অমরনাথ	২০
ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ		ব. অমরনাথ	০
মকসুদ আহ্‌মেদ	ক. উমরিগড়	ব. অমরনাথ	৬
উজির মহম্মদ		ক. ও ব. মানকড়	৮

ওয়াকার হাসান	স্টা. রাজিন্দরনাথ	ব. মানকড়	৮১
ফজল মামুদ	ক. অমরনাথ	ব. হাজারে	৩৩
ইসরার আলি		ব. গুপ্তে	১০
মামুদ হুসেন	ক. রাজিন্দরনাথ	ব. গুপ্তে	২
আমির ইলাহি	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ২)			৭
			১৮৬

পতন : ১০ (নজর মহম্মদ) ; ৪০ (কারদার) ; ৪০ (ইমতিয়াজ) ; ৪৪ (হানিফ) ; ৫৮ (মকসুদ) ; ৬০ (উজির মহম্মদ) ; ১৪৭ (ফজল) ; ১৭৪ (ইসরার আলি) ; ১৮২ (মামুদ হুসেন) ; ১৮৬ (ওয়াকার)।

অমরনাথ	২১	১০	৪০	৪
দানি	৪	২	১০	০
হাজারে	৭	১	২১	১
মানকড়	২৫	১১	৫২	৩
গুলাম আমেদ	৭	১	১৪	০
গুপ্তে	৯	১	৪২	২

নবাগত মাধব আপ্তের সঙ্গে ভারতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামলেন বিনু মানকড়। মানকড় যথারীতি তাঁর খোলামেলা স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ব্যাট করছিলেন, ৪১ রান ক'রে তিনি যখন আউট হলেন, তখন জুটির রান ৫৫। দিনের শেষে ভারতের রান ১ উইকেট খুইয়ে ৯০।

পরদিন সকালে যখন আপ্তে আর মোদি পর-পর আউট হ'য়ে গেলেন, তখন একসময় ভারতের রান দাঁড়ালো ৩ উইকেটে ১২২। কিন্তু হাজারে আর উমরিগড় এর পরে সবেগে পাকিস্তানের ব্যাটিংকে আক্রমণ করলেন। অনেক দিন পর হাজারের খেলায় দেখা গেলো পুরোনো স্বাচ্ছন্দ্য, সেই সাবলীল কেতাবি ভঙ্গি। আর উমরিগড়, অবশেষে, নিজের মাঠে বেপরোয়া মরিয়া ভঙ্গিতে তাঁর প্রত্যাশিত বড়ো ইনিংসটি উপহার দিলেন। শোচনীয় ইংলণ্ড সফরের পর এই প্রথম তাঁর খেলায় আত্মবিশ্বাস দেখা গেলো। তিনি জানতেন, এই ইনিংসে ব্যর্থ হ'লে হয়তো টেস্ট খেলার সুযোগ আর জুটবে না। পঙ্কজ রায় বা বিজয় মঞ্জরেকারের দশা তো তিনি দেখেছেন—অতএব তাঁর খেলার ভঙ্গিতে

ছিলো 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'—এই কাব্যোক্তির প্রকাশ। চতুর্থ উইকেটে ১৮৩ রান যোগ হ'লো, তার মধ্যে উমরিগড় একাই করেছিলেন ১০২। উমরিগড় আউট হ'য়ে যাবার পর নামলেন অধিকারী। কিন্তু দিনের খেলা শেষ হবার আগে অমরনাথ ৪ উইকেটে ৩৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন, যাতে অন্তত আধঘণ্টা ব্যাট করতে হয় পাকিস্তানকে। আর তাঁর এই সাহসী সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ হ'লো, যখন দ্বিতীয় দফার শুরুতেই নজর মহম্মদ দানির বলে আউট হ'য়ে গেলেন।

ভারত : প্রথম দফা

বিনু মানকড়	ক. নজর মহম্মদ	ব. কারদার	৪১
মাধব আপ্তে	ক. ইমতিয়াজ আহমেদ	ব. মামুদ হুসেন	৩০
রুসি মোদি		ব. মামুদ হুসেন	৩২
বিজয় হাজারে	অপরাজিত		১৪৬
পলি উমরিগড়		ব. মামুদ হুসেন	১০২
হেমু অধিকারী	অপরাজিত		৩১
* লালা অমরনাথ	ব্যাট করেননি		—
এইচ. টি. দানি	ব্যাট করেননি		—
গুলাম আমেদ	ব্যাট করেননি		—
সুভাষ গুপ্তে	ব্যাট করেননি		—
† রাজিন্দরনাথ	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৪)			৫
		৪ উইকেটে ঘোষিত	৩৮৭

পতন : ৫৫ (মানকড়); ১০৩ (আপ্তে); ১২২ (মোদি); ৩০৫ (উমরিগড়)।

মামুদ হুসেন	৩৫	৫	১২১	৩
ফজল মামুদ	৩৯	১০	১১০	০
মকসুদ আহমেদ	৭	২	২০	০
কারদার	১৪	২	৫৪	১
আমির ইলাহি	১৪	০	৬৫	০
ইসরার আলি	৩	১	১১	০

দ্বিতীয় দিন খেলার শেষে নজর মহম্মদের উইকেট খুইয়ে পাকিস্তান রান করেছিলো ৬। পরদিন হানিফ আর ওয়াকার মরণপণ ব্যাট করছিলেন। অসীম ধৈর্য আর সাহসে ভরা তাঁদের খেলা—দলের জন্য খেলছিলেন তাঁরা, রানের দিকে দৃষ্টি ছিলো না, টিকে থাকাই ছিলো উদ্দেশ্য। মন্থর, কিন্তু উত্তেজনায় ভরা খেলা : দেয়ালে পিঠ ঠেকানো লড়াই—অন্তত ভারতীয়দের এ থেকে অনেক কিছুই শেখবার ছিলো। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা যোগ করলেন ১৬৫ রান, দিনের খেলা শেষ হ'তে তখনও আধঘণ্টা বাকি। কিন্তু হঠাৎ মানকড়ের বলে ক্যাচ তুললেন ওয়াকার হাসান, হাজারে লুফে নিতেই মানকড় কেবল যে টেস্ট ক্রিকেটে দ্রুততম 'ডাবল' করলেন, তা নয়—পাকিস্তানি ব্যাটিং-এ ভাঙনেরও সূচনা ক'রে দিলেন। পাঁচ মিনিট পরেই হানিফ—তাঁর সেঞ্চুরির তখন মাত্র চার রান বাকি—শর্টলেগে ক্যাচ তুললেন, আর বদলি খেলোয়াড় রামচাঁদ তাঁকে লুফে নিলেন।

হাতে আছে ৭ উইকেটে, ভারতের থেকে তখনও ২৫ রান পেছিয়ে—এই অবস্থায় চতুর্থ দিনের খেলা শুরু হ'লো। হানিফ আর ওয়াকারের অমন তীব্র ও দৃপ্ত লড়াইয়ের পরে সেদিনকার খেলা এতই অপ্রত্যাশিত হ'লো যে ভারতের সমর্থকেরা পর্যন্ত বিস্মিত। উইকেটে ভাঙন ধরেনি, পিচ বোলারদের সাহায্য করছিলো না—তবু মাত্র ৯০ মিনিটে শেষ ৭ উইকেট ৬৬ রান যোগ ক'রে হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেলো। আর তাতেই হানিফ আর ওয়াকারের ঐ ধৈর্য আর অধ্যবসায়ে ভরা মরণপণ খেলা আরো গৌরবময় হ'য়ে দেখা দিলে। মানকড় তাঁর ফ্লাইট আর স্পিনের চতুর মিশোলে পেলেন ১২ রানে ৫ উইকেট, আর গুপ্তে তাঁর অপ্রত্যাশিত গুগলি মেশানো দ্রুত লেগব্রেকে ১১ রানে ৩ উইকেট পেয়ে তাঁর ভাবী গৌরবের শুভ সূচনা করলেন। আগের বছর তাঁকে যখন কলকাতা টেস্টে নেয়া হয়েছিলো, তখন হাজারে তাঁকে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি, কিন্তু এবার অমরনাথ তাঁকে বিচক্ষণভাবে ব্যবহার ক'রে তাঁকে ভাবী অধিনায়কদের হাতের টেক্কা তৈরি ক'রে দিলেন।

জয়ের জন্য অল্প রানই দরকার ছিলো। লাঞ্চের আধঘণ্টা পরেই ভারত কোনো উইকেট না খুইয়ে জরুরি রানগুলি তুলে নিলে। ৪৫ রানের মধ্যে মানকড় একাই করলেন ৩৫।

পাকিস্তান : দ্বিতীয় দফা

† হানিফ মহম্মদ	ক. রামচাঁদ (বদলি)	ব. মানকড়	৯৬
নজর মহম্মদ	ক. উমরিগড়	ব. দানি	০
ওয়াকার হাসান	ক. হাজারে	ব. মানকড়	৬৫
ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ক. অধিকারী	ব. গুপ্তে	২৮
মকসুদ আহ্‌মেদ	ক. হাজারে	ব. মানকড়	৯
* আব্দুল হাফিজ কারদার	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	৩
উজির মহম্মদ	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	৪
ফজল মামুদ	স্টা. রাজিন্দরনাথ	ব. গুপ্তে	০
মামুদ হুসেন	অপরাজিত		২১
আমির ইলাহি	রান-আউট		১
ইসরার আলি	স্টা. রাজিন্দরনাথ	ব. গুপ্তে	৫
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৬)			১০
			২৪২

পতন : ১ (নজর মহম্মদ) ; ১৬৬ (ওয়াকার) ; ১৭১ (হানিফ) ; ১৮৩ (মকসুদ) ; ২০১ (কারদার) ; ২১৫ (ইমতিয়াজ) ; ২১৫ (ফজল মামুদ) ; ২১৫ (উজির মহম্মদ) ; ২৩২ (আমির ইলাহি) ; ২৪২ (ইসরার আলি)।

অমরনাথ	১৮	৯	২৫	০
দানি	৬	৩	৯	১
হাজারে	৬	২	১৩	০
মানকড়	৬৫	৩১	৭২	৫
গুলাম আমেদ	২১	৮	৩৬	০
গুপ্তে	৩৩.২	১০	৭৭	৩

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিনু মানকড়	অপরাজিত	৩৫
মাধব আপ্তে	অপরাজিত	১০
	কোনো উইকেট না-খুইয়ে	৪৫

মামুদ হুসেন	৬	২	২১	০
ফজল মামুদ	৭·২	২	২২	০
কারদার	২	১	২	০

চতুর্থ টেস্ট : মাদ্রাজ ; নভেম্বর ২৮, ২৯, ৩০ ও ডিসেম্বর ১, ১৯৫২

ভারত ২-১ খেলায় এগিয়ে আছে, আর সিরিজের আরো দুটি টেস্ট বাকি—এই অবস্থায় স্বভাবতই মাদ্রাজের চতুর্থ টেস্টের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেলো। ভারতীয় দলে অন্তর্ভূত হলেন ফাড়কার, দিভেচা ও রামচাঁদ—চীপকের সজীব উইকেটের কথা ভেবেই দ্রুত বলে আক্রমণ সাজাবার ব্যবস্থা করা হ'লো। উইকেটরক্ষক হিসেবে রাজিন্দরনাথের জায়গায় এলেন ই, এস, মাকা—প্রবীর সেন নয়। গুলাম আমেদকে—বলা হ'লো—বিশ্রাম দেয়া হচ্ছে। এছাড়া বাদ পড়লেন মোদি ও দানি।

কিন্তু এগুলো তো দেখা গেলো বাইরে থেকে। ভেতরে-ভেতরে তখন অমরনাথকে সরাবার চক্রান্ত চলছে। পরের মাসেই ভারত যাবে ওয়েস্ট-ইনডিজ সফরে—অতএব আবার অধিনায়ক কে হবেন এই নিয়ে শলাপরামর্শ সুতো টানাটানি শুরু হয়েছে। বিজয় হাজারে বম্বাইয়ে সেঞ্চুরি ক'রেই অধিনায়ক হবার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছেন—মাদ্রাজে তিনি অমরনাথের অধিনায়কত্বে খেলতে চাননি—যদিও শেষ মুহূর্তে তিনি রাজি হলেন, রান করলেন মাত্র ১; এবং কলকাতায় শেষ টেস্টে তিনি শেষ মুহূর্তে খেলতে নারাজ হলেন। ততদিনে অবশ্য তিনি জেনে গেছেন যে তিনিই সফরকারী দলের অধিনায়ক হবেন, অমরনাথ নন।

কোনো বিজয়ী দলের হয়তো অধিনায়ক দরকার হয় না। কিন্তু যে-দল খেলায় জিতে অভ্যস্ত নয়, তাদের দরকার একজন সুকৌশলী নেতার—যিনি খেলার মধ্যে অনবরত পরিস্থিতি অনুযায়ী আক্রমণের ভঙ্গি পাল্টাবেন। সে-কথা বিবেচনা করলে স্বভাবতই হাজারের চেয়ে অমরনাথ যোগ্য অধিনায়ক। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য আমাদের তথাকথিত নামজাদা খেলোয়াড়রা অনবরত অধিনায়কত্ব নিয়ে ঝামেলার সৃষ্টি করেছেন—অমুক অধিনায়ক হ'লে তমুক খেলবেন না, কিংবা খেললেও গা ছেড়ে দিয়ে খেলবেন—এই দৃষ্টান্তগুলোই বারে-বারে সৃষ্টি করা হচ্ছিলো। আর নির্বাচক সমিতি তাকে অবিরাম প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন—কেননা তাঁরাও তো আর কেউ ধোয়া তুলসীপাতা ছিলেন না।

এ-সব সুতো টানাটানির মধ্যে, সত্যি বলতে, কোনো খেলোয়াড়ের কাছ থেকে ভালো খেলা আশা করাই অন্যায়। তাছাড়া ভারতের খেলোয়াড়েরা চিরকালই দলের জন্য নয়—নিজের জন্য খেলতে অভ্যস্ত। যে-খেলোয়াড় পর-পর দায়িত্বহীন খেলছেন, বাজে খেলছেন, গা বাঁচিয়ে খেলছেন, যেই তাঁর বাদ প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, অমনি দেখা যায় তিনি দারুণ খেলে ফেললেন—ধৈর্য, মনোবল, দৃঢ়তা—কোনো-কিছুই আর অভাব নেই। এই ব্যাপার কে না দেখেছে? এর সব-কিছুকেই ভালো খেলোয়াড়ের দুঃসময় ব'লে ব্যাখ্যা করা যায় না—বলা যায় না যে কখনো না কখনো বাঘা-বাঘা খেলোয়াড়রাও আঙ্গিক হারিয়ে ফ্যালেন—সে-সময় যা-ই করেন না কেন, উলটো বিপত্তির সৃষ্টি করে। অমুক অধিনায়ক, তাই তমুক সে-সময় বাজে খেলছেন—এ-ব্যাপার ভারতীয় ক্রিকেটে এতবার ঘটেছে যে তাকে কাকতাল ব'লে উড়িয়ে দেয়া যায় না। অথচ আশ্চর্য, সে-সময় তমুক কিন্তু এ-কথা বলেন না যে, তিনি টেস্ট খেলবেন না—তিনি আরেকজন খেলোয়াড়ের জায়গা দখল ক'রে ব'সে থাকেন, ভারতের টুপি মাথায় পরেন, সে টুপি পরমুহূর্তেই ধুলোয় লুটিয়ে দেবার জন্য। ভারত এ-সব ক্ষেত্রে অনেক ভালো হ'তো এ-সব স্বার্থান্বেষী ক্রিকেটাররা যদি ভারতের জন্য না-খেলতেন।

মাদ্রাজে এই টেস্টের আগে আড়ালে এতসব ষড়যন্ত্র হচ্ছিলো যে অমরনাথ কী ক'রে তবু ঠাণ্ডা মাথায় দল পরিচালনা করছিলেন, এ-কথা ভাবলে তাজ্জব লাগে। টসে জিতে পাকিস্তান যখন ব্যাট করতে গেলো, তখন প্রথম দিনের খেলার শেষে ভারতীয় বোলিং-এরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত—৯ উইকেট হারিয়ে পাকিস্তান সেদিন ২৭৩ রান করেছিলো। ওয়াকার হাসান আর অধিনায়ক কারদার যদি রুখে না-দাঁড়াতেন তবে পাকিস্তানের অবস্থা শোচনীয় হ'তো।

পাকিস্তানের রান যখন ২৬, তখন হানিফ রান নিতে গিয়েও ফিরে গেলেন, আর তার ফলে রান আউট হলেন নজর মহম্মদ। তারপরেই হানিফ আর ইমতিয়াজ পর-পর আউট হ'য়ে গেলেন। ততক্ষণে ওয়াকারের আভিজাত্যে ভরা আস্থায় ভরা ব্যাটিং-এ চীপক মাঠ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু মানকড়ের সঙ্গে তাঁর দুর্ধর্ষ লড়াইতে শেষ পর্যন্ত জিতলেন মানকড়—যখন তিনি ওয়াকারকে ক্রিজ থেকে বার ক'রে আনলেন। তারপরেই আউট হলেন মকসুদ: পাকিস্তান ৫ উইকেটে ১১৫।

এই অবস্থায় আব্দুল হাফিজ কারদার অবশেষে আনওয়ার হুসেনকে জুটি

পেলেন। শুধু তাই নয়, দু'জনে উলটে ভারতীয় বোলিংকেই আক্রমণ করলেন। জুটির রান যখন ৮০, তখন কভারে গোপীনাথের বিদ্যুৎগতি ফিল্ডিং-এ আনওয়ার রান-আউট হ'য়ে গেলেন। আর ঐ রানেই রামচাঁদ পেলেন কারদারের উইকেট—কারদার ৭৯ রান করেছিলেন। তারপর ফজল আর জুলফিকার কিছু রান করলেন, তার সবই যে সেরা জাতের ব্যাটিং তা নয়—কিন্তু সে-সময় ভারতীয় ফিল্ডিং ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যেতে বসেছিলো। তবু অমরনাথের পরিচালনার নৈপুণ্যে ও ফাড়কারের বোলিংএ আরো দুটি উইকেট দখল করলো ভারত—দিনের শেষে পাকিস্তান ৯ উইকেটে ২৭৩, জুলফিকার আছেন অপরাজিত।

শেষ উইকেটে যে শেষ পর্যন্ত ১০৪ রান যোগ হবে এটা তখন কেউ ভাবতেও পারেনি। বিশেষ ক'রে জুলফিকার বা আমির ইলাহি যেহেতু কেতাবি ঢঙে ব্যাট করেন না, আনাড়ি মারেন, তাড়ু মারেন, তাতে তাঁদের পক্ষে এত রান করাই বিস্ময়কর। ফিল্ডিং তখন দারুণ বাজে হচ্ছিলো, ভারতীয় বলেও কোনো ধার ছিলো না। শেষ অবধি অমরনাথকেই ঐ জুটি ভাঙতে হ'লো : তিনি অবশেষে নিজেই তাঁর দারুণ ইনসুয়িঙ্গারে যখন আমির ইলাহিকে বোল্ড ক'রে দিলেন, তখন পাকিস্তানের রান ৩৪৪। যখন ১১৫ রানে পাকিস্তান ৫ উইকেট খুইয়ে বসেছিলো, তখন কেউই ভাবেনি যে এত রান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

পাকিস্তান : প্রথম দফা

নজর মহম্মদ	রান-আউট		১৩
হানিফ মহম্মদ	লেগ-বিফোর	ব. দিভেচা	২২
ওয়াকার হাসান	স্টা. মাকা	ব. মানকড়	৪৯
† ইমতিয়াজ আহ্মেদ	ক. মাকা	ব. দিভেচা	৬
* আব্দুল হাফিজ কারদার		ব. রামচাঁদ	৭৯
মকসুদ আহ্মেদ	ক. বদলি	ব. মানকড়	১
আনওয়ার হুসেন	রান-আউট		১৭
ফজল মামুদ	ক. মাকা	ব. ফাড়কার	৩০
জুলফিকার আহ্মেদ	অপরাজিত		৬৩
মামুদ হুসেন		ব. ফাড়কার	০

আমির ইলাহি	ব. অমরনাথ	৪৭
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেগ-বাই ৭, নো-বল ১)		১৭
		৩৪৪

পতন : ২৬ (নজর মহম্মদ) ; ৪৬ (হানিফ) ; ৭৩ (ইমতিয়াজ) ; ১১১ (ওয়াকার) ; ১১৫ (মকসুদ) ; ১৯৫ (আনওয়ার) ; ১৯৫ (কারদার) ; ২৪০ (ফজল মামুদ) ; ২৪০ (মামুদ হুসেন) ; ৩৪৪ (আমির ইলাহি)।

ফাড়কার	১৯	৩	৬১	২
দিভেচা	১৯	৪	৩৬	২
রামচাঁদ	২০	৩	৬৬	১
অমরনাথ	৬.৫	৩	৯	১
মানকড়	৩৫	৩	১১৩	২
গুপ্তে	৫	২	১৪	০
হাজারে	৬	০	২৮	০

৩৪৪-এর উত্তরে ব্যাট করতে নেমেই মানকড়, হাজারে আর গোপীনাথ যখন পর-পর আউট হ'য়ে গেলেন, তখন ভারতের রান মাত্র ৩০। কিন্তু আপ্তে ব্যাট করছিলেন ঠাণ্ডা মাথায়, ধীরে-সুস্থে দেখে শুনে, আর উমরিগড় বম্বাইয়ের ইনিংসের জের টেনে, পাকিস্তানি বোলিংকে সবেগে আক্রমণ করলেন। চতুর্থ উইকেটে যোগ হ'লো ৭৪ রান। উমরিগড় দারুণ ব্যাট করছিলেন, উইকেটের চারপাশে মেরে রান তুলছিলেন দ্রুতবেগে। কিন্তু আপ্তে আউট হ'তেই হঠাৎ তিনি হাত গুটিয়ে ফেললেন—আর তারপরেই ৬২ রান ক'রে আউট হ'য়ে গেলেন। অমরনাথও বেশিক্ষণ টিকলেন না। উইকেটে ফাড়কার আর রামচাঁদ জুটি হ'লো, রান পৌঁছোলো ৬ উইকেটে ১৭৫-এ। এর পর ব্যাট করতে বাকি দিভেচা, গুপ্তে ও মাকা—যাঁরা কেউই ব্যাটসম্যান নন। অর্থাৎ পাকিস্তান তখন পূর্ব পরাজয়ের শোধ নেবার জন্য বদ্ধপরিকর—এবং ভারতের সামনে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু ক্রিকেটে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছাড়া তৃতীয় আরেক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করতে হয়—সে হ'লো আবহাওয়া। তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে এত বৃষ্টি পড়লো যে আর খেলাই গেলো না—খেলাটা পরিত্যক্ত হ'লো। পাকিস্তানের বরাত খারাপ বলতেই হয়। না-হ'লে এখানে হয়তো তারা জিতে যেতো। ক্রিকেটে নিশ্চিত

ক'রে কিছু বলা যায় না সত্যি, কিন্তু মাদ্রাজ টেস্ট যে-অবস্থায় পরিত্যক্ত হ'লো, তাতে তাদেরই জয়ের সম্ভাবনা ছিলো।

ভারত : প্রথম দফা

বিন্নু মানকড়		ব. ফজল মামুদ	৭
মাধব আপ্তে	ক. মকসুদ আহ্‌মেদ	ব. কারদার	৪২
বিজয় হাজারে	ক. জুলফিকার আহ্‌মেদ	ব. মামুদ হুসেন	১
সি. ডি. গোপীনাথ	ক. নজর মহম্মদ	ব. মামুদ হুসেন	০
পলি উমরিগড়	ক. নজর মহম্মদ	ব. ফজল মামুদ	৬২
* লালা অমরনাথ	ক. ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ব. কারদার	১৪
দাত্তু ফাড়কার	অপরাজিত		১৮
জি. এস. রামচাঁদ	অপরাজিত		২৫
রমেশ দিভেচা	ব্যাট করেননি		—
সুভাষ গুপ্তে	ব্যাট করেননি		—
† ই. এস. মাকা	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ৪, নো-বল ২)			৬
		৪ উইকেটে	১৭৫

পতন : ২১ (মানকড়); ২৮ (হাজারে); ৩০ (গোপীনাথ); ১০৪ (আপ্তে); ১৩২ (উমরিগড়); ১৩৪ (অমরনাথ)। ১১

মামুদ হুসেন	২২	৪	৭০	২
ফজল মামুদ	২৭	১১	৫২	২
মকসুদ আহ্‌মেদ	৪	১	১০	০
কারদার	২৩	৭	৩৭	২

পঞ্চম টেস্ট : কলকাতা ; ডিসেম্বর ১২, ১৩, ১৪, ও ১৫, ১৯৫২

ওয়েস্ট-ইনডিজ সফর আসন্ন, অতএব আসল খেলা তখন হচ্ছিলো মাঠে নয় আড়ালে, নির্বাচক সমিতির বৈঠকে। সফরকারী দলে স্থান পাবার জন্য খেলোয়াড়দের মধ্যে স্বভাবতই ব্যগ্রতা ছিলো, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ব্যগ্রতা ছিলো কে অধিনায়ক হবেন—এই নিয়ে। কলকাতা টেস্টের আগেই অমরনাথ

জানতে পেলেন তিনি বরখাস্ত, এবং হাজারে পুনর্বাহাল। এবং আরো আশ্চর্য, হাজারে শেষ মুহূর্তে জানালেন যে তিনি কলকাতা টেস্টে খেলতে পারবেন না—তাঁর জায়গায় দলে ঢুকলেন ন্যাটা ব্যাটসম্যান দীপক শোধন। দীপক শোধন আক্রমণাত্মক ব্যাট করেন, তাঁর সময়জ্ঞান নিখুঁত, তাঁর অফড্রাইভ ও কভারড্রাইভ চোখে লেগে থাকে—এমন সুন্দর। তিনি অমরনাথের মতোই প্রথম টেস্টে খেলতে নেমে সেঞ্চুরি করেছিলেন—তাঁর সেঞ্চুরি আরো উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে তিনি খেলতে নেমেছিলেন আট নম্বরে, যখন ১৭৯ রানে ভারতের ছ-টি উইকেট প'ড়ে গিয়েছে।

এক সময় এমন হয়েছিলো যে অমরনাথের কলকাতা টেস্টে খেলবার সম্ভাবনা ছিলো না। বিশেষত নির্বাচক সমিতির কাছ থেকে অমন ব্যবহার পাবার পর তাঁর পক্ষে অভিমান করা সংগত ছিলো। কিন্তু খেলার আগের দিন তিনি খেলতে রাজি হলেন : এবং এটাই যে তাঁর শেষ টেস্ট হবে, এই কথা বুঝতে পেরে কলকাতা টেস্টের গুরুত্ব আরো বেড়ে গিয়েছিলো। তাছাড়া পাকিস্তান যদি এ-টেস্ট জেতে, তাহ'লে ভারত 'রাবারের' শরিক হবে—'রাবার' জিতবে না, এই কারণেও এই টেস্টের গুরুত্ব ছিলো।

এই অবস্থায় টসে জিতে অমরনাথ পাকিস্তানকে ব্যাট করতে আহ্বান করলেন। কিন্তু তাঁর চাল সফল হ'লো না : পাকিস্তান সারাদিন ব্যাট ক'রে ৫ উইকেটে ২৩০ রান করলে। হানিফ আর নজর মহম্মদ সাবধানে খেলে পাকিস্তানি ইনিংসের ভিত শক্ত ক'রে গড়লেন : প্রথম উইকেটে রান হ'লো ৯৪। ওয়াকার হাসান অপ্রত্যাশিত আস্তে খেলছিলেন, বোধহয় তাঁকে একদিকের উইকেট আগলে রাখবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু অবশেষে ইমতিয়াজের হাত খুলে গেলো। ব্যাকফুটে তিনি চমৎকার সব মার মেরে ইডেন উদ্যানকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখলেন। কী ক'রে যে আগের টেস্টগুলোয় তিনি অমন বাজে খেলছিলেন, তাঁর এদিনকার খেলা দেখে সেটাই তাজ্জব লাগলো।

শেষ পর্যন্ত ফাড়কার একটি দুর্ধর্ষ বলে ওয়াকারের প্রতিরোধ ভাঙলেন—শেষ মুহূর্তে বলটি বেঁকে গিয়ে ভিতরে ঢুকেছিলো—ওয়াকারকে পেয়েছিলো লেগ-বিফোর। ওয়াকার আউট হবার পর কারদারও ফাড়কারের ইনসুয়িঙ্গারে পরাস্ত হলেন। আর দিনের শেষে অমরনাথের বলে মকসুদ আহ্‌মেদকে চমৎকার তৎপরতার সঙ্গে লুফে নিলেন মঞ্জরেকার। দিনের খেলা শেষ হবার আগে ইমতিয়াজ তাঁর অর্ধশত রান করলেন। তখন তাঁর জুটি আনওয়ার হুসেন।

ফাড়কার প্রথম দিনে নিখুঁত নিশানায় উদ্দীপ্তভাবে বল করছিলেন। দ্বিতীয় দিন খেলা শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ইমতিয়াজ আর আনওয়ারের উইকেট দখল করলেন। পাকিস্তানি ইনিংস তারপরেই চট ক'রে শেষ হ'য়ে গেলো—শেষ ৫ উইকেটে মাত্র ৪২ রান হয়েছিলো। ফাড়কার পেলেন ৭২ রানে ৫ উইকেট আর রামচাঁদ ২০ রানে ৩ উইকেট। আর প্রবীর সেন যেভাবে চোখঝলশানো তৎপরতার সঙ্গে মামুদ হুসেনকে স্টাম্পড করেছিলেন, আর লেগ-স্লিপে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আমির ইলাহিকে লুফেছিলেন, তাতে সহজেই প্রমাণ হয়েছিলো যে তিনিই ভারতের সেরা উইকেটরক্ষক। কিন্তু, মজার ব্যাপার, প্রবীর সেনকে ওয়েস্ট-ইনডিজ নিয়ে যাওয়া হবে না—তাঁর বদলে ক্যারিবিয়নে যাবেন জোশি ও মাকা। সেদিক থেকে অমরনাথের মতো, এ-টেস্ট প্রবীর সেনেরও শেষ টেস্ট।

পাকিস্তান : প্রথম দফা

নজর মহম্মদ	ক. অমরনাথ	ব. গুলাম আমেদ	৫৫
হানিফ মহম্মদ	ক. রামচাঁদ	ব. ফাড়কার	৫৬
ওয়াকার হাসান	লেগ-বিফোর	ব. ফাড়কার	২৯
† ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ক. গায়কোয়াড়	ব. ফাড়কার	৫৭
* আব্দুল হাফিজ কারদার		ব. ফাড়কার	৭
মকসুদ আহ্‌মেদ	ক. মঞ্জরেকার	ব. অমরনাথ	১৭
আনওয়ার হুসেন	লেগ-বিফোর	ব. ফাড়কার	৯
ফজল মামুদ	ক. মানকড়	ব. রামচাঁদ	৫
জুলফিকার আহ্‌মেদ	অপরাজিত		৬
মামুদ হুসেন	স্টা. প্রবীর সেন	ব. রামচাঁদ	৫
আমির ইলাহি	ক. প্রবীর সেন	ব. রামচাঁদ	৪
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ৩, নো-বল ১)			৭
			২৫৭

পতন : ৯৪ (হানিফ); ১২৮ (নজর মহম্মদ); ১৬৯ (ওয়াকার); ১৮৫ (কারদার); ২১৫ (মকসুদ); ২৩৩ (ইমতিয়াজ); ২৪০ (আনওয়ার); ২৪২ (ফজল); ২৫৩ (মামুদ হুসেন); ২৫৭ (আমির ইলাহি)।

ফাড়কার	৩২	১০	৭২	৫
রামচাঁদ	১৩	৬	২০	৩
অমরনাথ	২১	৭	৩১	১
মানকড়	২৮	৭	৭৮	০
গুলাম আমেদ	২২	৬	৪৯	১

লাঞ্চের আগে ৫০ মিনিটে পঙ্কজ রায় আর দাত্তু গায়কোয়াড় সাবলীল ভঙ্গিতে খেলে ৩৭ রান করেছিলেন—আর তার ফলেই এটা বুঝে-ওঠা শক্ত লাঞ্চের পরে কেন ভারতীয় ব্যাটিং অমন নড়বড়েভাবে কোমর ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো। অথচ মানতেই হয়, সকলেই ব্যাট করছিলেন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। যে-কারু হাত থেকে একটা বড়ো ইনিংস বেরুতে পারতো। কিন্তু তারিফ করতে হয় পাকিস্তানি বোলিং-এর—বিশেষ ক'রে ফজল আর মামুদ হুসেন যেভাবে একটানা অবিচল ভঙ্গিতে আক্রমণ ক'রে যাচ্ছিলেন, কোনো প্রতিবেদনই তা ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম। ফজলের উৎসাহ যেমন অপরিসীম, তেমনি অনিঃশেষ তাঁর শক্তি। একটুও ক্লান্ত না-হ'য়ে তিনি সমানে আক্রমণ ক'রে গেলেন—না-তাঁর লেংথ নষ্ট হ'লো একতিল, না-বা গতি আর নিশানা। দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো ৫ উইকেটে ১৭৩—ফাড়কার আর অমরনাথ আছেন অপরাজিত—রায়, গায়কোয়াড়, মানকড়, মঞ্জরেকার, উমরিগড়, এঁরা চমৎকারভাবে খেলতে-খেলতে আচমকা অন্যমনস্ক মার মেরে আউট হ'য়ে ফিরে এসেছেন।

পরদিন সকালে ৬ রান যোগ হ'তে-না হ'তেই অমরনাথ আউট। এবং নবাগত দীপক শোধনের অকুস্থলে প্রবেশ। প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি—এই কৃতিত্ব কেবল অমরনাথেরই ছিলো এতকাল। তাই এটা খুব সুন্দর যোগাযোগ যে অমরনাথের জীবনের শেষ টেস্টে, তিনি আউট হ'য়ে যাবার পর, দীপক শোধন এসে সেই কৃতিত্ব অর্জন করবেন। শোধন দলে ঢুকেছিলেন শেষ মুহূর্তে—হাজারে খেলতে রাজি না-হওয়ায়। এবং ব্যাট করতে নেমেই দীপক শোধন সবেগে বোলিংকে আক্রমণ করলেন।

ফাড়কার আগলে আছেন একদিকের উইকেট, আর দীপক শোধনের ব্যাট থেকে চমকপ্রদ সব মার বেরিয়ে আসছে—ভারত চট ক'রে পাকিস্তানের রান পেরিয়ে গেলো। সপ্তম উইকেটের জুটিতে রান হ'লো ৮৬, তারপর কারদারের

বলে ফাড়কার ৫৭ রান ক'রে আউট হ'য়ে গেলেন। রামচাঁদ, প্রবীর সেন, গুলাম আমেদ—সবাই থেকে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দীপক শোধনের কভারড্রাইভ, অফড্রাইভ আর প্রচণ্ড পুল আস্ত খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলে। যখন তিনি ব্যাট করতে এসেছিলেন, দলের অবস্থা ছিলো বিপর্যস্ত। আর সকলের শেষে যখন তিনি আউট হলেন, তখন ভারত পাকিস্তানের চেয়ে ১৪০ রান এগিয়ে।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	ক. জুলফিকার আহ্‌মেদ	ব. আমির ইলাহি	২৯
দাত্তু গায়কোয়াড়		ব. মামুদ হুসেন	২১
বিন্নু মানকড়	লেগ-বিফোর	ব. ফজল মামুদ	৩৫
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. ফজল মামুদ	ব. মামুদ হুসেন	২৯
পলি উমরিগড়	ক. কারদার	ব. ফজল মামুদ	২২
দাত্তু ফাড়কার	ক. ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ব. কারদার	৫৭
* লালা অমরনাথ	ক. মকসুদ আহ্‌মেদ	ব. ফজল মামুদ	১১
দীপক শোধন	ক. ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ব. ফজল মামুদ	১১০
জি. এস. রামচাঁদ		ব. মামুদ হুসেন	২৫
† প্রবীর সেন		ব. আনওয়ার হুসেন	১৩
গুলাম আহমেদ	অপরাজিত		২০
অতিরিক্ত (বাই ৭, লেগ-বাই ১৬, নো-বল ২)			২৫
			৩৯৭

পতন : ৩৭ (গায়কোয়াড়) ; ৮৭ (পঙ্কজ রায়) ; ৯৯ (মানকড়) ; ১৩৫ (মঞ্জরেকার) ; ১৫৭ (উমরিগড়) ; ১৭৯ (অমরনাথ) ; ২৬৫ (ফাড়কার) ; ৩১৯ (রামচাঁদ) ; ৩৫৭ (প্রবীর সেন) ; ৩৯৭ (শোধন)।

মামুদ হুসেন	৪৬	১১	১১৪	৩
ফজল মামুদ	৬৪	১৯	১৪১	৪
মকসুদ আহ্‌মেদ	৮	২	২০	০
আমির ইলাহি	৬	০	২৯	১
কারদার	১৫	৩	৪৩	১
আনওয়ার হুসেন	৫	১	২৫	১

তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হবার আগেই রামচাঁদের বলে হানিফ আউট, অতএব এবার উলটে চাপ পড়লো পাকিস্তানের উপর। শেষ দিনের খেলা, অতএব, শুরু হ'লো দারুণ উত্তেজনার মধ্যে। নজর আর ওয়াকার নিরেট প্রতিরোধ সৃষ্টি ক'রে দাঁড়ালেন—ভারতীয় বোলাররা কিছুতেই জুটি ভাঙতে পারছিলেন না। শেষটায় লাঞ্চের ঠিক আগের মুহূর্তে মানকড় জুটি ভাঙলেন—নজরকে পেলেন লেগ-বিফোর—পাকিস্তান ২ উইকেটে ৯৬। তখনও পাকিস্তান ভারতের চেয়ে ৪৪ রান পেছিয়ে। লাঞ্চের পরেই মানকড় ইমতিয়াজকে বোল্ড ক'রে দিলেন—আর গুলাম আমেদ পর-পর তিনটি উইকেট দখল ক'রে বসলেন। ষষ্ঠ উইকেট পড়লো ১৫২ রানে, অর্থাৎ পাকিস্তান মাত্র ১২ রান এগিয়ে, হাতে চার উইকেট। সেই সময় ভারতের জয়ের সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু তখনও ওয়াকার আছেন, আর এবার ফজল মামুদের মধ্যেও অসাধারণ দৃঢ়তা দেখা গেলো। প্রতিটি বলে তখন উত্তেজনা, অমরনাথ ফিল্ড সাজিয়েছেন আক্রমণাত্মক। কিন্তু আস্তে-আস্তে পরাজয়ের সম্ভাবনা কেটে গেলো। এবার ওয়াকারের সেঞ্চুরি আসন্ন। কিন্তু যখন তাঁর রান ৯৭, তখন রামচাঁদ তাঁকে বোল্ড ক'রে দিলেন। ৩১৫ মিনিট ব্যাট ক'রে ১২টা বাউণ্ডারি সমেত এই রান করেছিলেন ওয়াকার। সেঞ্চুরি করেন নি সত্যি, কিন্তু পাকিস্তানকে নিশ্চিত হার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। পাকিস্তান সাত উইকেটে ২৩৬ রানে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলে, ভারত ব্যাট করবার সুযোগ পেলে ২০ মিনিট। অতএব উত্তেজনায় ভরা কলকাতা টেস্ট শেষ পর্যন্ত শেষ হ'লো অমীমাংসিত। অমরনাথ ভারতকে প্রথম 'রাবার' জিতিয়ে দিয়ে টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় নিলেন।

পাকিস্তান : দ্বিতীয় দফা

হানিফ মহম্মদ		ব. রামচাঁদ	১২
নজর মহম্মদ	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	৪৭
ওয়াকার হাসান		ব. রামচাঁদ	৯৭
† ইমতিয়াজ আহ্মেদ		ব. মানকড়	১৩
* আব্দুল হাফিজ কারদার	ক. রামচাঁদ	ব. গুলাম আমেদ	১
মকসুদ আহ্মেদ	ক. শোধন	ব. গুলাম আমেদ	৮
আনওয়ার হুসেন	ক.মানকড়	ব. গুলাম আমেদ	৩
ফজল মামুদ	অপরাজিত		২৮

জুলফিকার আহ্‌মেদ	অপরাজিত	৫
অতিরিক্ত (বাই ১৪, লেগ-বাই ৬, নো-বল ২)		২২
	সাত উইকেটে ঘোষিত	২৩৬

পতন : ১৮ (হানিফ) ; ৯৬ (নজর) ; ১২৬ (ইমতিয়াজ) ; ১৩১ (কারদার) ; ১৪১ (মকসুদ) ; ১৫২ (আনওয়ার) ; ২১৬ (ওয়াকার হাসান) ।

ফাড়কার	২১	৮	৩০	০
রামচাঁদ	১৬	৩	৪৩	২
অমরনাথ	৩	২	১	০
মানকড়	৪১	১৮	৬৮	২
গুলাম আমেদ	৩৩	১১	৫৬	৩
দীপক শোধন	২	১	৬	০
পঙ্কজ রায়	২	১	৪	০
মঞ্জরেকার	২	০	৬	০

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	অপরাজিত	৮
দাত্তু গায়কোয়াড়	অপরাজিত	২০
	কোনো উইকেট না খুইয়ে	২৮

আনওয়ার হুসেন	১	০	৪	০
নজর মহম্মদ	২	১	৪	০
হানিফ মহম্মদ	২	০	১০	০
ওয়াকার হাসান	১	০	১০	০

দশ : ক্যারিবিয়নে ভারতবর্ষ ১৯৫৩

মাদ্রাজে যখন ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট-ইনডিজের কাছে ইনিংস ও ১৯৩ রানে ভারত হেরেছিলো, তখন তার কৃতিত্বের অনেকখানিই বর্তেছিলো ওয়েস্ট-ইনডিজের পেস-বোলার প্রায়র জোন্‌স ও জন ট্রিমের উপর। তারপর ইংলণ্ডে শোচনীয় পরাজয়ের কারণও ছিলো বেডসার আর ট্রুম্যানের ফাস্টবল; এমনকি লক্ষ্মৌতে পাকিস্তানের কাছে ভারত ইনিংস ও ৪৩ রানে হেরেছিলো, তারও কারণ ছিলো ফজল মামুদ ও মামুদ হোসেনের দুর্দান্ত দ্রুত বল। দ্রুত বলের ভূত সেই-যে ভারতের কাঁধের উপর চেপে বসলো, তা আর সহজে দূর হ'লো না।

কিন্তু তবু ভারত যখন ১৯৫৩ সালে ক্যারিবিয়ন সফরে বেরুলো, তখন প্রায় সবাই ভেবেছিলো ভারতের জয় হবে। কারণ ওয়েস্ট-ইনডিজের তখন সত্যিকার কোনো ফাস্ট বোলার ছিলো না—তাদের অবস্থাও ছিলো ভারতের মতো। আক্রমণের প্রধান অস্ত্র রামাধীন ও ভ্যালেন্টাইন, যেমন ভারতের মানকড় ও গুপ্তে। তাছাড়া ভারত স্পিন বল খেলে অভ্যস্ত—অতএব দ্রুত বলের ভূতের হানা থেকে অন্তত ভয় ছিলো না। সত্যি-যে, ওই সিরিজে ওয়েস্ট-ইনডিজের ছিলো তিন 'ডাবলিউ'—ওরেল, উইক্‌স ও ওয়ালকট, ছিলো রে ও স্টোলমেয়ার—কিন্তু ভারতের স্পিন বলের শক্তিও নেহাৎ ফ্যালনা ছিলো না। তাছাড়া ওয়েস্ট-ইনডিজের উইকেট ছিলো স্পিন বলের অনুকূল—অতএব সেদিক থেকে ভারতের সুযোগ ছিলো অনেক। সফরকারী দলটি ছিলো তরুণ, উৎসাহে ভরা—সফর শেষ হবার পর ওয়েস্ট-ইনডিজ একবাক্যে বলেছিলো যে ও-রকম ভালো ফিল্ডিং দল তারা কখনও চোখে দ্যাখেনি।

কিন্তু সব সত্ত্বেও বিজয় হাজারের এই দল একটি টেস্টে হেরে আবার 'রাবার' খুইয়ে এলো—বাকি চারটে টেস্ট শেষ হ'লো অমীমাংসিত। তার একটা প্রধান কারণ অধিনায়ক হাজারের শোচনীয় ব্যাটিং ব্যর্থতা—তাঁর খেলায় না ছিলো আস্থা, না ছিলো শৈলী। আর গত এক বছরে মানকড় যেভাবে বিশ্ব ক্রিকেটে নিজেকে সেরা চৌকশ খেলোয়াড় হিশেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ব্যাটে-বলে কোথাও তাঁর সেই খেলা দেখা গেলো না। ফাড়কার প্রথম তিনটি টেস্টে দারুণ বল করেছিলেন, কিন্তু চতুর্থ টেস্টে ব্যাট করবার সময় আহত হ'য়ে গিয়ে সে-টেস্টে

তিনি বলই করতে পারেননি—আর পঞ্চম টেস্টের সময়ও সুস্থ হ'তে পারেননি ব'লে সে-টেস্টে খেলতেই পারেন নি।

আর দায়ী দল বাছাই। গুলাম আমেদ তখন পৃথিবীর অন্যতন শ্রেষ্ঠ অফ-স্পিনার—তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। প্রবীর সেন সে-মুহূর্তে ভারতের সের উইকেটরক্ষক—তিনি বাদ। দীপক শোধন সফরে গেলেন—কিন্তু কোনো কারণে তাঁকে মাত্র দুটি টেস্টে খেলানো হ'লো। প্রথম টেস্টে আবার পঙ্কজ রায় আর বিজয় মঞ্জরেকারও দলে স্থান পাননি।

অতএব ওভারের পর ওভার একটানা একঘেয়ে বল করলেন মানকড় আর গুপ্তে—আক্রমণে বৈচিত্র্য রইলো না—আর তাঁদের উপর চাপ পড়লো অতিরিক্ত। তবু যে সেই সফরে ওয়েস্ট-ইনডিজের দুর্দান্ত ব্যাটিং শক্তির উপর ছোটোখাটো সুভাষ গুপ্তে তাঁর প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন, সে কেবল তাঁর প্রতিভার বলে। আস্ত সফর ধ'রে নিখুঁত লেংথে বল করেছেন তিনি, চতুরভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন একেকটা আচম্বিত গুগলি, অনবরত বলের গতি পালটেছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছেন তিন 'ডাবলিউ'কে। কিন্তু আজ কল্পনা করা যায় যদি গুলাম আমেদ থাকতেন, তাহ'লে গুপ্তে আর মানকড় যে কেবল মাঝে-মাঝে বিশ্রাম পেতেন, তা নয়—আক্রমণেও বৈচিত্র্য হ'তো, আগাগোড়া চাপ বজায় রাখা যেতো। যে-টেস্টে ভারত হেরেছিলো, সে-টেস্টে উইকেট ছিলো স্পিন বলের সহায়ক—রামাধীন পুরো সিরিজে সেই একটি টেস্টেই সফল হয়েছিলেন—ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর অফস্পিনে পেয়েছিলেন ২৬ রানে পাঁচ উইকেট। সে-টেস্টে গুলাম আমেদ খেললে ফলাফল কী হ'তো, কে জানে!

সফরে মানকড়ের বল যে অমন সফল হয়নি, তারও একটা কারণ টেস্টের পর টেস্টে গত দেড় বছরে তাঁকে এত বল করতে হয়েছিলো, এবং এই সিরিজেও তাঁকে এত বল করতে হ'লো যে, তাঁর বলের ধার ক'মে গিয়েছিলো। অথচ একটু বিশ্রাম পেলে—অথবা তাঁকে বিচক্ষণভাবে ব্যবহার করা গেলে—তাঁর বোলিং যেমন অন্য রকম হ'তো, সিরিজের ফলাফলও হয়তো হ'তো একেবারেই ভিন্ন ধরনের।

পক্ষান্তরে, ওয়েস্ট-ইনডিজ তখন ইংলণ্ডের মাটিতে ইংলণ্ডকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দিয়ে আস্থায় ও মনোবলে পরাক্রান্ত। দারুণ দুর্দমনীয় ব্যাটিং শক্তি, উপরন্তু রামাধীন ও ভ্যালেন্টাইন—যাঁদের নিয়ে লর্ডস মাঠে ক্যালিপ্‌সো নাচ-

গানের উৎসব প'ড়ে গিয়েছিলো। তাছাড়া, অধিনায়ক স্টোলমেয়ার কয়েক বছর আগেই ভারত সফর ক'রে গেছেন ব'লে ভারতের দুর্বলতা তাঁর মোটেই অজ্ঞাত ছিলো না। তবু ভারতকে হারাতে তাদের বিস্তর বেগ পেতে হয়েছিলো। ইংলণ্ডে রামাধীন যেভাবে বিপক্ষকে সম্মোহিত ক'রে রেখেছিলেন, এই সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে একটি ইনিংসে ছাড়া আর কখনও সেভাবে বল করতে পারেননি।

প্রথম টেস্ট : পোর্ট অভ স্পেন, ত্রিনিদাদ ; জানুয়ারী ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৭, ও ২৮, ১৯৫৩

ভারত প্রথম টেস্ট শুরু করেছিলো অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসে ভারত রান তুলেছিলো ৪১৭। উমরিগড়ের ঝকঝকে সেঞ্চুরির পরেই ওয়েস্ট-ইনডিজের ব্যাটিং-এর সময়ে সুভাষ গুপ্তে দখল করে-ছিলেন সাতটি উইকেট। আর ভারতীয় ফিল্ডিং আগাগোড়া ছিলো রুদ্ধশ্বাস ও চমকপ্রদ—এর আগে কখনও ভারত এভাবে ফিল্ডিং করেনি। বিশেষত গাদকারি, গায়কোয়াড়, উমরিগড় ও দীপক শোধনও-টেস্টে যেভাবে ফিল্ডিং করেছিলেন, তার তুলনা বিরল, বল কুড়োনো, কব্জির এক মোচড়ে তৎক্ষণাৎ উইকেটরক্ষকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া, ছোঁ মেরে লাফিয়ে প'ড়ে উইক্সের মার থামিয়ে দেয়া—বিশেষত উইক্স যখন ডাবল সেঞ্চুরির দিকে ধাবমান—এর ফলে আস্ত খেলাটি আগাগোড়া রগরগে ও রোমাঞ্চকরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

প্রথম টেস্টে কেন যে পঙ্কজ রায় ও বিজয় মঞ্জরেকারকে দলে নেয়া হয়নি, সে-প্রহেলিকার কোনো নিষ্পত্তি আজও হয়নি। পরের টেস্টগুলোয় তাঁদের সফলতা দেখে এটাই প্রমাণ হয় যে সফরের নির্বাচনকর্তারা কতটা ভুল করেছিলেন। পঙ্কজ রায় দলে স্থান না পাওয়ায় ভারতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নেমেছিলেন বিনু মানকড় ও মাধব আপ্তে। বারবেডোজের পেস বোলার কিং প্রথমেই মানকড়ের দামি উইকেটটি দখল ক'রে তাঁর প্রথম টেস্টের শুভারম্ভ করলেন। বাম্পারপ্রিয় কিং-এর সেটা ছিলো চতুর্থ ওভার—ত্ব-ওভার আগেই আপ্তের উইকেটটিও তিনি পেতেন, যদি বিন্স তাঁকে উইকেটের পিছনে লুফতে পারতেন। টেস্ট সিরিজের সূচনা হিশেবে ভারতের পক্ষে একে মোটেই শুভারম্ভ বলা চলে না। মানকড় আউট হ'তে নামলেন রামচাঁদ—এবং আপ্তে

ও রামচাঁদ দেখেশুনে ধীরভাবে দু-একটা রগরগে মারের সঙ্গে নিরেট প্রতিরোধ মিশিয়ে স্কোরকে ১১০ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন, আর তারপর আপ্তে অধিনায়ক স্টোলমেয়ারের বলে বিন্‌সের হাতে ধরা পড়লেন। তাঁর ৬৪ রাণের মধ্যে এগারোটা চার মেরেছিলেন আপ্তে। রামচাঁদের রান যখন ৬১, আর দলের রান ১৫৭, তখন রামাধীনের বলে স্টোলমেয়ারের হাতে ধরা পড়লেন রামচাঁদ। আর, মাত্র ২৯ রান করেই, ভ্যালেণ্টাইনের বলে অপ্রত্যাশিতভাবে ওরেলের হাতে ধরা প'ড়ে অধিনায়ক হাজারেও বিদায় নিলেন—অথচ আগের সপ্তাহেই ত্রিনিদাদের বিরুদ্ধে তিনি ১৫৩ রান ক'রে অপরাজিত ছিলেন।

বিপর্যয় রোধ করলেন উমরিগড় ও ফাড়কার: দিনের শেষে ভারতের রান হ'লো চার উইকেটে ২০৮। পরদিন সকালবেলাতেই ফাড়কার চটপট আউট হ'য়ে গেলে উমরিগড়কে সাহায্য করলেন দাত্তু গায়কোয়াড়—অপর প্রান্তের উইকেট আগলে রেখে। গায়কোয়াড়ের সঙ্গে উমরিগড় ১১৮ রান যোগ করেছিলেন। কিং উপর্যুপরি বাম্পার নিক্ষেপ ক'রে বরোদার তরুণ খেলোয়াড়টিকে অস্বস্তিতে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গায়কোয়াড় নির্ভীকভাবে তাঁকে পর-পর হুক ক'রে দেখালেন যে এ-সব খাটো লেংথের ঠোকা বলে তাঁর কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য হয় না। অন্য দিকে রামাধীনের বলে এক ওভারে পর-পর চারটে চার মেরে উমরিগড় ঝলশে উঠেছিলেন। তাঁর একটা বিপুল পুল গোমেজের বলকে মস্ত ছক্কার আকারে মাঠ পার ক'রে দিয়েছিলো; আরেকটি ছক্কা মেরেছিলেন রামাধীনের বলে অনড্রাইভ ক'রে। কুইন্‌স পার্ক ওভাল সেদিন উমরিগড়ের তেজি ব্যাটিং-এ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিলো। অবশেষে ভ্যালেন্টাইনের বলে বিন্‌সের দস্তানায় তিনি যখন বন্দী হলেন, তখন বারোটা চার ও দুটি ছক্কা সহযোগে তাঁর সংগ্রহ ঝলমলে ১৩০ রান। উমরিগড়ের প্রস্থানের পর মসৃণ ও অভিজাত দীপক শোধনের বাঁ-হাতি ব্যাটিংএ ভারতীয় ব্যাটিং-এর সুষমা উদ্‌ঘাটিত হ'লো। উমরিগড়ের ইনিংস ছিলো জোরালো রগরগে ক্রিকেট, দীপক শোধনের খেলা তুলনায় অনেক সুচারু ও সুকুমার। দিনের শেষে যখন ভারতীয় ইনিংসের সমাপ্তি হ'লো, তখন ভারতের ভারতের সংগ্রহ ৪১৭ রান।

ভারত : প্রথম দফা

বিন্নু মানকড়	লেগ-বিফোর	ব. কিং	২
মাধব আপ্তে	ক. বিন্স	ব. স্টোলমেয়ার	৬৪
জি. এস. রামচাঁদ	ক. স্টোলমেয়ার	ব. রামাধীন	৬১
* বিজয় হাজারে	ক. ওরেল	ব. ভ্যালেণ্টাইন	২৯
পলি উমরিগড়	ক. বিন্স	ব. ভ্যালেণ্টাইন	১৩০
দাত্তু ফাড়কার		ব. গোমেজ	৩০
দাত্তু গায়কোয়াড়	ক. ওরেল	ব. স্টোলমেয়ার	৪৩
দীপক শোধন	ক. ওরেল	ব. গোমেজ	৪৫
সি. ভি. গাদকারি	ক. ওয়ালকট	ব. গোমেজ	৭
† পি. জি. জোশি	ক. বিন্স	ব. কিং	৩
সুভাষ গুপ্তে	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ২, নো-বল ১)			৩
			৪১৭

পতন : ১৬ (মানকড়) ; ১১০ (আপ্তে) ; ১৫৭ (রামচাঁদ) ; ১৫৮ (হাজারে) ; ২১০ (ফাড়কার) ; ৩২৮ (গায়কোয়াড়) ; ৩৭৯ (উমরিগড়) ; ৪১২ (গাদকারি) ; ৪১৭ (জোশি) ; ৪১৭ (শোধন)।

কিং	৪১·১	১০	৭৫	২
গোমেজ	৪২	১২	৮৪	৩
রামাধীন	৩৭	১৩	১০৭	১
ভ্যালেণ্টাইন	৫৬	২৮	৯২	২
স্টোলমেয়ার	১৬	২	৫৬	২

তৃতীয় দিন সারা দিন ব্যাট ক'রে ওয়েস্ট-ইনডিজ ভারতেরই মতো শম্বুক-মন্থর গতিতে রান তুললো চার উইকেটের বিনিময়ে ২০৫। এক সময়ে তাদের বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো, যখন মাত্র ৮৯ রানের মধ্যে তারা রে, স্টোলমেয়ার ও ওরেলের উইকেট খুইয়ে বসেছিলো। কিন্তু তারপরে যখন উইক্স আর ওয়ালকট, পুনর্বার, একযোগে উইকেটে খুঁটি গেঁড়ে বসলেন, তখন ভারতের সব আশা ধূলিসাৎ হ'য়ে গেলো।

অথচ স্কোরবোর্ডে যখন মাত্র ৩, রামচাঁদের বলে রে সরাসরি পরাস্ত হয়েছিলেন। সুভাষ গুপ্তের বল যখন ওরেলের প্যাড থেকে গড়িয়ে গিয়েউইকেটে লেগে টুক ক'রে বেল খশিয়ে দিলে, তখন ওয়েস্ট-ইনডিজের রান মাত্র ৩৬। আর, তারপরেই, গুপ্তের বলে ফাড়কার যখন স্লিপে দর্শনীয়ভাবে অধিনায়ক স্টোলমেয়ারকে ৮৯ রানের মাথায় লুফে নিলেন, তখন ভারত উৎসাহে লাফিয়ে উঠেছিলো। কিন্তু উইক্স আর ওয়ালকট এমনভাবে ব্যাট করতে লাগলেন যে মনে হ'লো মধ্যে হয়তো চার বছর কেটে যায়নি, আসলে এটা তাঁদের ভারত সফরেরই অনুবৃত্তি। অবশেষে মানকড় অবশ্য ওয়ালকটকে তাঁর ঝোলানো বলে ভুল করতে বাধ্য করলেন এবং স্লিপে দাঁড়িয়ে রামচাঁদ কোনোই ভুল করলেন না, কিন্তু ততক্ষণে চতুর্থ উইকেটে যোগ হয়েছে ১০১, আর ওয়ালকটের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ৪৭। এই অবস্থায় প্রথম টেস্ট খেলতে নামলেন পায়রদো। বাকি সময়টুকু উইক্স ও পায়রদো ভারতীয় আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখলেন—দিনের শেষে উইক্সের রান হ'লো অপরাজিত ৯২।

আরো প্রায় পুরো দিন ব্যাট করলো ওয়েস্ট-ইনডিজ। ক্রমেই হাত খুলতে লাগলেন উইক্স—অবশেষে গুপ্তের বলে গাদকারি যখন তাঁকে লুফে নিলেন, ততক্ষণে তিনি ২০৭ রান করেছেন—এবং ভারতের বিরুদ্ধে ছ-টি টেস্টে এটা তাঁর পঞ্চম শতাধিক রান—আট ইনিংসে তাঁর একারই উপার্জন হ'লো সব শুদ্ধু ৯৮৬। এই ২০৭ রানের জন্য তিনি উইকেটে ছিলেন মোটমাট ৪২৬ মিনিট, আর তাতে ছিলো উনিশটি চার। সেদিন, টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই, পায়রদোও সেঞ্চুরি করলেন—পঞ্চম উইকেটে উইক্স-পায়রদো জুটি সংগ্রহ করেছিলো ২১৯। অথচ উইক্স না থাকলে পায়রদো সেঞ্চুরি করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। গোড়ার দিকটায় উইক্স তাঁকে আগলে-আগলে খেলছিলেন, বিশেষত গুপ্তের বল থেকে তাঁকে আড়াল ক'রে রাখছিলেন।

উইক্সকে সরাতে পেরেই ভারত আবার নবোদ্যমে আক্রমণ রচনা করলে—সুভাষ গুপ্তে ৩২ বলে ১২ রান দিয়ে শেষ পাঁচটি উইকেট দখল ক'রে ১৬২ রানে সাত উইকেট পেলেন। প্রথম দফায় ওয়েস্ট-ইনডিজ ভারতের রান পেরিয়ে গেলো বটে, কিন্তু উইক্সের ডাবল সেঞ্চুরি আর পায়রদোর সেঞ্চুরি সত্ত্বেও রান হ'লো সব শুদ্ধু ৪৩৮—অর্থাৎ প্রথম দফায় ভারতের থেকে তারা মাত্র ২১ রান এগিয়ে থাকলো।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

অ্যালান রে		ব. রামচাঁদ	১
* জেফ স্টোলমেয়ার	ক. ফাড়কার	ব. গুপ্তে	৩৩
ফ্র্যাঙ্ক ওরেল		ব. গুপ্তে	১৮
এভারটন উইক্‌স	ক. গাদকারি	ব. গুপ্তে	২০৭
ক্লাইড ওয়ালকট	ক. রামচাঁদ	ব. মানকড়	৪৭
ব্রুস পায়রদো	স্টা. জোশি	ব. গুপ্তে	১১৫
গেরি গোমেজ	ক. মানকড়	ব. গুপ্তে	০
† এ. পি. বিন্‌স	রান-আউট		২
ফ্র্যাঙ্ক কিং	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	০
সোনি রামাধীন	অপরাজিত		৫
অ্যালফ ভ্যালেন্টাইন	স্টা. জোশি	ব. গুপ্তে	০
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ১, ওয়াইড ২, নো-বল ২)			১০
			৪৩৮

পতন : ৩ (রে) ; ৩৬ (ওরেল) ; ৮৯ (স্টোলমেয়ার) ; ১৯০ (ওয়ালকট) ; ৪০৯ (উইক্‌স) ; ৪০৯ (গোমেজ) ; ৪১৩ (বিন্‌স) ; ৪১৯ (কিং) ; ৪৩৮ (পায়রদো) ; ৪৩৮ (ভ্যালেন্টাইন) ।

ফাড়কার	১৩	৪	৩৮	০
রামচাঁদ	২২	৭	৫৬	১
গুপ্তে	৬৬	১৫	১৬২	৭
মানকড়	৬৩	১৬	১২৯	১
হাজারে	১২	১	৩০	০
শোধন	১	০	১	০
গাদকরি	৫	০	১২	০

ভারতের দ্বিতীয় দফায় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নেমেছিলেন আপ্তের সঙ্গে মানকড়ের বদলে জোশি। ৬৩ ওভার বল করার পর অবসন্ন মানকড়কে দিয়ে ইনিংস শুরু করার মানে হ'তো নৃশংসতা। উইকেটে তখনও ভাঙন ধরেনি—এত ভালো ব্যাটিং উইকেট সচরাচর মেলে না। আর তার ফলেই

গুপ্তের লেগস্পিনের মাহাত্ম্য আরো ভালো ক'রে বোঝা গেলো। জোশির নিজের রান যখন ৩২, আর দলের ৫৫, তখন জোশি হঠাৎ রান-আউট হ'য়ে গেলেন—না-হ'লে আপ্তে ও জোশির ব্যাট করার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিলো বুঝি-বা একটা মস্ত জুটির সূচনা হ'লো। জোশি আউট হ'য়ে যাবার পরেই চটপট আউট হ'য়ে গেলেন রামচাঁদ ও হাজারে—এবং কিমাশ্চর্য!—কি না ওয়ালকটের বলে। ইমতিয়াজ সত্ত্বেও হানিফ যেমন পাকিস্তানের প্রথম তিনটি টেস্টে উইকটরক্ষক হিশেবে খেলছিলেন, ওয়েস্ট-ইনডিজও তেমনি ওয়ালকট সত্ত্বেও বিন্‌সকে উইকেটরক্ষক হিশেবে দলে নিয়েছিলো—আর তার ফলেই ওয়ালকটকে এই নতুন ভূমিকায় দেখা গেলো। তারপরে আউট হলেন আপ্তে, ভ্যালেণ্টাইনের বলে সরাসরি বোল্ড, অথচ তাঁর এই ৫২ রান যথেষ্ট আস্থার সঙ্গে রচিত হয়েছিলো। ভারত চার উইকেটে ১০৬, খেলা শেষ হ'তে একদিনেরও বেশি সময় আছে, এই অবস্থায় ব্যাট করতে নামলেন দাত্তু ফাড়কার। বিপর্যয়ের যেটুকু সম্ভাবনা ছিলো, আক্রমণে আর প্রতিরোধে মেশানো উমরিগড়-ফাড়কার জুটির অপরাজিত ৭৩ রানে ক্রমে সে সম্ভাবনা দূর হ'য়ে গেলো। পঞ্চম দিনের শেষে ভারতের রান চার উইকেটে ১৭৯।

শেষ দিনের খেলার সব গৌরব এই জুটির উপর বর্তালো। ২৩৭ রান পর্যন্ত অটুট রইলো এই জুটি। কিন্তু দৃঢ়তা ও সাহসে ভরা তাঁদের এই জুটি ভেঙে যেতেই চটপট ভারতীয় ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো—শেষ পাঁচটা উইকেট পড়লো মাত্র ৫৮ রানে। গায়কোয়াড় আর গাদকারি ছাড়া আর কারু ব্যাট করার ভঙ্গিতেই আস্থা ছিলো না। শেষ উইকেটগুলোর এই বিপাক দেখেই উমরিগড়-ফাড়কার জুটির ১৩১ রান ভারতের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান হ'য়ে উঠেছিলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

মাধব আপ্তে		ব. ভ্যালেণ্টাইন	৫২
† পি. জি. জোশি	রান-আউট		৩২
জি. এস. রামচাঁদ	ক. বিন্‌স	ব. ওয়ালকট	১৭
* বিজয় হাজারে		ক. ও ব. ওয়ালকট	০
পলি উমরিগড়		ব. ওরেল	৬৯
দাত্তু ফাড়কার	ক. ওয়ালকট	ব. ওরেল	৬৫

বিন্নু মানকড়		ব. রামাধীন	১০
দাত্তু গায়কোয়াড়	লেগ-বিফোর	ব. কিং	২৪
দীপক শোধন		ব. রামাধীন	১১
সি. ভি. গাদকারি	অপরাজিত		১১
সুভাষ গুপ্তে	ক. ওয়ালকট	ব. রামাধীন	১
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ১, নো-বল ১)			২
			২৯৪

পতন : ৫৫ (জোশি) ; ৯০ (রামচাঁদ) ; ৯০ (হাজারে) ; ১০৬ (আপ্তে) ; ২৩৭ (উমরিগড়) ; ২৩৮ (ফাড়কার) ; ২৫৭ (মানকড়) ; ২৭৩ (শোধন) ; ২৯১ (গায়কোয়াড়) ; ২৯৪ (গুপ্তে) ।

কিং	২৪	১২	৩৫	১
গোমেজ	১৮	৫	৫১	০
রামাধীন	২৪.৫	৭	৫৮	৩
ভ্যালেণ্টাইন	২৮	১৩	৪৭	১
স্টোলমেয়ার	১১	১	৪৭	০
ওরেল	২০	৪	৩২	২
ওয়ালকট	১৬	১০	১২	২
উইক্স	২	০	১০	০

জয়ের জন্য ১৭০ মিনিটে চাই ২৭৪ রান, এই অবস্থায় ওয়েস্ট-ইনডিজ দ্বিতীয় দফা শুরু করলে। বলাই বাহুল্য, ও-রকম দুর্দান্ত ব্যাটিং অর্ডার সত্ত্বেও ওয়েস্ট-ইনডিজ ঐ রান তোলবার কোনো চেষ্টাই করলে না—যদিও স্টোলমেয়ার ও রে উইকেটের চারপাশে মেরে রানসংখ্যাকে ১৪২ অবধি নিয়ে গেলেন—কোনো উইকেট না-খুইয়েই। অবশ্য, গোড়ার দিকে খানিকটা সময় ছাড়া বাকি সময়টুকু যাঁরা বল করেছিলেন, তাঁরা কেউই স্বীকৃত বোলার নন, এবং শেষ দিকটায় আক্রমণে কোনোই ধার ছিলো না, তবু যেহেতু মারের জৌলুশ ফুটে বেরোলো, তাতে বোঝা গেলো পরের টেস্টগুলোয় ওয়েস্ট-ইনডিজকে কম রানে আউট করা বিষম শক্ত ব্যাপার হবে—বিশেষত এ-ধরনের উইকেটে।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

* জেফ স্টোলমেয়ার			অপরাজিত	৭৬
অ্যালান রে			অপরাজিত	৬৩
অতিরিক্ত (বাই ২, ওয়াইড ১)				৩
			কোনো উইকেট না-খুইয়ে	১৪২
ফাড়কার	৯	৪	১২	০
রামচাঁদ	১৩	২	৩১	০
মানকড়	১২	১	৩২	০
গুপ্তে	২	১	২	০
শোধন	৭	২	১৯	০
উমরিগড়	২	০	১৪	০
গাদকারি	৯	৩	২৫	০
গায়কোয়াড়	১	০	৪	০

দ্বিতীয় টেস্ট : ব্রিজটাউন, বারবেডোজ ;
ফেব্রুয়ারি ৭, ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩, ১৯৫৩

পুরো সিরিজে এই একটি টেস্টেই ছিলো বোলারদের প্রাধান্য, আর তার ফলে দু-দলেরই ব্যাটিং শক্তি দুর্দান্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনো পক্ষই তেমন একটা রান করতে পারেনি—আর এই টেস্টেই পঞ্চম দিনে ভারতকে ১৪২ রানে পরাস্ত ক'রে ওয়েস্ট-ইনডিজ 'রাবার' জিতে নিলে : বাকি তিনটে খেলার যেহেতু কোনো নিষ্পত্তি হয়নি, সেইজন্য এই খেলাটায় জিততে পারলে ভারতই হয়তো 'রাবার' উদ্ধার করতে পারতো—বিশেষত পঞ্চম দিন সকালবেলায় ভারতের হাতে ছিলো আট উইকেট; আর রান তোলবার কথা ছিলো মাত্র ২৫৪। সকলেই ভেবেছিলো, ভারত জিতে যাবে। কারণ এই পর্যায়ে দ্রুত বলের ভূত কাঁধে চাপেনি—আর রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইন ইংলণ্ডে কিংবদন্তি রচনা ক'রে এলেও ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কাছে আদৌ প্রহেলিকা ব'লে প্রতীয়মান হননি। ক্যারিবিয়নের উজ্জ্বল রোদে রামাধীনের ফোলানো-ফাঁপানো আস্তিনের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা বলগুলো শনাক্ত করতে কারুই বিশেষ অসুবিধে

হচ্ছিলো না। কেউ ভাবতেও পারেনি যে স্পিন বলে খেলতে অভ্যস্ত ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এই অদ্ভুতকর্মা মানুষটি হঠাৎ অতি মারাত্মক হ'য়ে উঠবেন। কিন্তু ক্রিকেট অপ্রত্যাশিতে ভরা—২৬ রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে, মাখনের মধ্যে ছুরির মতো, অনায়াসে বিদ্ধ হলেন রামাধীন। পরে দেখা গেলো মাত্র এই একটি টেস্টেই তিনি ভারতের বিরুদ্ধে সার্থক হয়েছেন—কিন্তু ঐ একটি উদ্যমই যথেষ্ট—তাতেই ভারত 'রাবার' খুইয়ে বসলো।

অথচ প্রথম থেকেই খেলাটি ছিলো ভারতের পক্ষে। টসে হারলেও লাঞ্চের মধ্যে মাত্র ৮১ রানের ভিতর স্টোলমেয়ার ও ওরেলের উইকেট দখল ক'রে ভারত টসে হারবার দুঃখ অনেকটাই ভুলে গিয়েছিলো। রামচাঁদ ক্যাচ না-ফশকালে পায়রদোও আগেই প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতেন: উদ্দীপ্ত ভারতীয় ফিল্ডিংএ এই একটা বিচ্যুতিই মস্ত কালির ছিটের মতো লেগে রইলো।

আক্রমণের প্রধান দায়িত্ব, যথারীতি, বর্তেছিলো মানকড় ও গুপ্তের উপর—আর প্রথম থেকেই তাঁরা একেবারে অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। উইকেট দুটি তাঁরাই নিয়েছিলেন ভাগাভাগি ক'রে—গুপ্তের বলে স্টোলমেয়ারকে লুফে নিয়েছিলেন মানকড়, আর ওরেলকে পেয়েছিলেন লেগ-বিফোর। লাঞ্চের পরে যখন পায়রদো আর উইক্স ব্যাট করছেন, তখন দু'জনে নিখুঁত লেংথে বল করছিলেন। মানকড় উইক্সের জন্য ফিল্ড সাজিয়েছিলেন অফে পর-পর পাঁচজনকে দাঁড় করিয়ে—আর তার ফলেই উইক্সের ব্যাট স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। অন্য দিক থেকে গুপ্তে বার-বার ঝোলানো লোপ্পা বল নিক্ষেপ ক'রে উইক্সকে ক্রিজ থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করছিলেন—আর দু'জনের এই ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে ক্রিকেট রোমাঞ্চকর হ'য়ে উঠেছিলো। এই অবস্থায় হঠাৎ হাজারে নিজে এলেন বল করতে, স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে পায়রদো যেই তাঁকে কাট করতে গেলেন, অমনি খোঁচা-লাগা বলটা জোশি চটপট লুফে নিলেন। তিন উইকেটে ১২৩—আক্রমণকে প্রেরণা দেবার পক্ষে এই তথ্যটাই যথেষ্ট ছিলো—কিন্তু তখন উইক্সের জুটি হয়েছেন ওয়ালকট। আবার যখন মানকড় ও গুপ্তের বলে উইক্স ও ওয়ালকটের দমবন্ধ হবার উপক্রম হ'লো, আবার বল করতে এলেন হাজারে—এবং আবারও হাজারের বলে জোশি উইকেটের পিছনে উইক্সকে লুফে নিলেন—ঠিক চায়ের বিরতির আগটায়।

কিন্তু হাজারের দ্রুত অফ স্পিনের এই সাফল্য গুলাম আমেদের অভাবটি খুবই ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিলে। উইকেট যখন স্পিনে সাড়া দিচ্ছে, তখন

গুলাম আমেদ কেমন সফল হতেন, তার প্রমাণ পরে রামাধীনেরই সাফল্য। আশ্চর্য, কোনো অফস্পিনার না নিয়ে সফরে বেরুবার কথা ভারতই ভাবতে পারতো—বিশেষত যখন স্পিন বলই ভারতের প্রধান সম্বল।

উইক্‌সকে আউট ক'রে ভারতীয় দলের উৎসাহ শত গুণ বেড়ে গেলো—আগে যতবারই ওয়েস্ট-ইনডিজকে কোণঠাশা করা গিয়েছে, ততবারই তাঁর চওড়া ও নির্দয় ব্যাট ভারতীয় আক্রমণকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছে। চায়ের পরে গোমেজ কি ক্রিস্টিয়ানি—কেউই বেশিক্ষণ টিকলেন না। কিন্তু ওয়ালকট ঐ স্পিনধরা উইকেটে উদ্দীপ্ত ভারতীয় বোলিং-এর বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেললেন—লেগাল ও রামাধীনের সহায়তায় ৬-উইকেটে ১৭৭ থেকে ৮ উইকেটে ২৬২ পর্যন্ত স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় দিনে সকালবেলাতেই নতুন বলে ওয়ালকটকে লেগ-বিফোর পেলেন ফাড়কার। ওয়ালকটের দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নেই—কারণ তখন তাঁর রান ছিলো ৯৮, আর আগাগোড়া চমৎকার ব্যাট করেছিলেন। এগিয়ে-পেছিয়ে—পেছিয়েই বেশি—যেভাবে তিনি গুপ্তে আর মানকড়কে খেলছিলেন, তাতে সাড়াদেয়া উইকেটে স্পিন বল কী ক'রে খেলতে হয় তার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিলো।

ভারতীয় দলের ফিল্ডিং ছিলো চমৎকার—বিশেষত পঙ্কজ রায়, উমরিগড় ও মঞ্জরেকার যেভাবে ফিল্ড করছিলেন, তাতে এমনকি উইক্‌স-ওয়ালকটের প্রচণ্ড মারগুলো থেকেও সহজে রান হচ্ছিলো না। বল কুড়োনো, হাতের এক ঝাঁকুনিতে উইকেটরক্ষকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া, বল আটকানো—সব দিকেই ভারতীয় ফিল্ডিং-এ নতুন উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

ব্রুস পায়রদো	ক. জোশি	ব. হাজারে	৪৩
* জেফ স্টোলমেয়ার	ক. মানকড়	ব. গুপ্তে	৩২
ফ্র্যাঙ্ক ওরেল	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	২৪
এভারটন উইক্‌স	ক. জোশি	ব. হাজারে	৪৭
ক্লাইড ওয়ালকট	লেগ-বিফোর	ব. ফাড়কার	৯৮
রবার্ট ক্রিস্টিয়ানি	স্টা. জোশি	ব. গুপ্তে	৪
গেরি গোমেজ	ক. গায়কোয়াড়	ব. গুপ্তে	০

† আর. লেগাল	ক. রামচাঁদ	ব. মানকড়	২৩
ফ্র্যাঙ্ক কিং	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	০
সোনি রামাধীন	অপরাজিত		১৬
অ্যাল্‌ফ ভ্যালেণ্টাইন		ব. ফাড়কার	৬
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৩)			৩
			২৯৬

পতন : ৫২ (স্টোলমেয়ার) ; ৮১ (ওরেল) ; ১২৩ (পায়রদো) ; ১৬৮ (উইক্‌স) ; ১৭৩ (ক্রিস্টিয়ানি) ; ১৭৭ (গোমেজ) ; ২২২ (লেগাল) ; ২২২ (কিং) ; ২৮০ (ওয়ালকট) ; ২৯৬ (ভ্যালেণ্টাইন)।

ফাড়কার	১১.৪	২	২৪	২
রামচাঁদ	৯	১	৩২	০
গুপ্তে	৪১	১০	৯৯	৩
মানকড়	৪৬	১৫	১২৫	৩
হাজারে	৯	২	১৩	২

২৯৬ রানে অমন দারুণ ব্যাটিং দলকে নামিয়ে দেয়া—বলতেই হয়, টসে হেরেও ভারত জিতবার মতো অবকাশ তৈরি ক'রে নিয়েছিলো। কিন্তু পঙ্কজ রায়—ঠিক এর আগেই বারবেডোজের বিরুদ্ধে চোখ ঝলশানো খেলে তিনি দলে স্থান ক'রে নিয়েছিলেন—অপ্রত্যাশিতভাবে হতাশ করলেন। সময়মতো কিং-এর বাম্পার থেকে ব্যাট সরিয়ে নিতে পারলেন না ; দলের রান যখন ৬, তখনই ফিরে এলেন প্যাভিলিয়নে। অনেকটা এই ব্যাপারই ঘটলো মঞ্জরেকারের বেলায় ; তিনিও বারবেডোজের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি ক'রে দলে ঢুকেছিলেন—কিন্তু ঝলমলে ২৫ রান ক'রে দলের ৪৪ রানের মাথায় তিনিও ফিরে এলেন প্যাভিলিয়নে। রান মাত্র ২৫, কিন্তু তাতেই তাঁর জাত বোঝা গেলো : ধ্রুপদী, অথচ তারুণ্যময়—চমৎকারভাবে এগিয়ে পেছিয়ে তিনি রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইনকে খেলছিলেন, আর মুচমুচে মারগুলো থেকে তাঁর শৈলী উদ্ভাসিত হচ্ছিলো।

অল্প রানে ছুটো উইকেট প'ড়ে গেলো ব'লেই আপ্তে আর হাজারে যেন শেকড় গেড়ে বসলেন—দিন শেষ হ'লো ছু-উইকেটে ১৫৫ রানে। হাজারের খেলা ছিলো অস্বস্তিতে ভরা—কেবল ক্বচিৎ কিরণ দীপ্ত একেকটা আকস্মিক মার তাঁর পুরোনো গৌরবকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। কিন্তু সে-সময় ও রকম

মন্থর না খেলে যদি আরো অভিযাত্রী হতেন, তাহ'লে, চতুর্থ ইনিংসে ভাঙন ধরা পিচে ভারতকে অমন নাস্তানাবুদ হ'তে হ'তো না। ৪৪ রানে দু উইকেট প'ড়ে যাওয়ায় সাবধানে খেলা উচিত ছিলো সত্যি, কিন্তু অতিরিক্ত সাবধানতার ফলে তাঁরা উইকেটে টিকে রইলেন বটে, কিন্তু রান তোলবার জন্য কোনো আগ্রহই দেখালেন না।

এবং তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হবার পনেরো মিনিটের মধ্যে হাজারের নীতির ভুলটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো : দিনের শেষে ক্লান্ত বোলারদের প্রাপ্যের বেশি মর্যাদা দিয়ে রান তোলেননি, এবার সকালবেলায় নতুন উদ্যমে আক্রমণ রচনা ক'রে কিং আর ভ্যালেণ্টাইন চটপট হাজারে ও আপ্তেকে আউট ক'রে দিলেন। আসলে হাজারের সাবধানতার পিছনে কোনো পরিকল্পনা ছিলো না—তাঁর রক্ষণাত্মক ভঙ্গি আসলে চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য।

সাময়িকভাবে বিপর্যয় ঠেকালেন উমরিগড় ও রামচাঁদ—পঞ্চম উইকেটে যোগ হ'লো ৪০। কিন্তু ২০৪ রানে পৌঁছে রামাধীনের বলে রামচাঁদ পরাস্ত হবামাত্র ব্যাটসম্যানদের শোভাযাত্রা শুরু হ'য়ে গেলো। শেষ পাঁচটা উইকেট পড়লো মাত্র ৪৯ রানে। এই অবস্থায় উমরিগড়ের ৫৬ রান নিশ্চয়ই অত্যন্ত মূল্যবান ছিলো—কিন্তু রামচাঁদ ও গায়কোয়াড় আউট হবামাত্র উমরিগড়ও হঠাৎ কুলুপ এঁটে দিয়েছিলেন। অথচ গোড়ার দিকে তিনি বোলারদের উলটে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেননি।

ওয়েস্ট-ইনডিজ ৪৩ রানে এগিয়ে দেখে মনস্তাত্ত্বিক সুবিধে পেলে—বিশেষত উইকেটে স্পিন ধরছে, এই কথা জানবার পরে প্রথম ইনিংসে ৪৩ রান পেছিয়ে থেকে চতুর্থ ইনিংস ব্যাট করতে হবে ভারতকে—এই বোধ ভারতের খেলাকে আড়ষ্ট ক'রে তুলেছিলো। আসলে ভাঙা উইকেট নয়, মনের বাঘই ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের সর্বনাশ করেছিলো—কিন্তু সেটা আমরা যথাসময়ে দেখতে পাবো।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	ক. ওরেল	ব. কিং	১
মাধব আপ্তে	ক. ওরেল	ব. ভ্যালেণ্টাইন	৬৪
বিজয় মঞ্জরেকার	লেগ-বিফোর	ব. রামাধীন	২৫
* বিজয় হাজারে	ক. উইক্স	ব. কিং	৬৩

পলি উমরিগড়	ক. ক্রিস্টিয়ানি	ব. ভ্যালেণ্টাইন	৫৬
জি. এস. রামচাঁদ		ব. রামাধীন	১৭
দাত্তু গায়কোয়াড়		ক. ও ব. ভ্যালেণ্টাইন	০
দাত্তু ফাড়কার		ব. ওরেল	১৭
† পি. জি. জোশি	ক. ওরেল	ব. ভ্যালেণ্টাইন	০
সুভাষ গুপ্তে	রান-আউট		২
বিন্নু মানকড়	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৫, নো-বল ১)			৮
			২৫৩

পতন : ৬ (পঙ্কজ রায়); ৪৪ (মঞ্জরেকার); ১৫৬ (আপ্তে); ১৬৪ (হাজারে); ২০৪ (রামচাঁদ); ২০৫ (গায়কোয়াড়); ২৪২ (ফাড়কার); ২৪৩ (জোশি); ২৫০ (গুপ্তে); ২৫৩ (উমরিগড়)।

কিং	২৮	৭	৬৬	২
গোমেজ	১৭	৯	২৭	০
রামাধীন	৩০	১৩	৫৯	২
ওরেল	১৩	৪	২৫	১
ভ্যালেন্টাইন	৪১	২১	৫৮	৪
স্টোলমেয়ার	৫	২	১০	০

চমকপ্রদভাবে ভারতীয় আক্রমণের সূচনা করলেন ফাড়কার ; তাঁর ইনস্যুয়িঙ্গার তৃতীয় বলেই পায়রদোকে পেলো লেগ-বিফোর, আর ২৫ রানের মাথায় ওরেলের উইকেট ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলো। তারপরেই উইক্‌সের রান যখন মাত্র ১৫, মানকড় তাঁকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করলেন : ওয়েস্ট-ইনডিজ ৩ উইকেটে ৪৭। ভারত তখন আবার খেলায় ফিরে এসেছে। স্টোলমেয়ার আর গোমেজ বিপর্যয় ঠেকাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু গুপ্তে-মানকড়ের বলে স্বস্তি কই ? এই অবস্থায় গুপ্তে গোমেজকে হাতে পেয়েও লুফতে পারলেন না। সেদিনকার খেলা যখন শেষ হ'লো ওয়েস্ট-ইনডিজের রান ৩ উইকেটে ৯১। পরদিন সকালে আবার ফাড়কার দুর্দান্ত বল করলেন। প্রথমেই পেলেন গোমেজের উইকেট, স্টোলমেয়ার ধরা পড়লেন মানকড়ের চাতুরীতে, আর তারপরেই ফাড়-কারের বলে ওয়ালকটেরও উইকেট ছিটকে গেলো। ক্রিস্টিয়ানি কিছুক্ষণ

ঠেকাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গুপ্তের বলে অবশেষে জোশি তাঁকে স্টাম্পড করলেন—চায়ের সময় ২২৮ রানে ওয়েস্ট-ইনডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো। আগাগোড়া উইকেট লক্ষ্য ক'রে নিভুর্ল নিশানায় বল করেছিলেন ফাড়কার—তাঁর ৬৪ রানে ৫ উইকেট আরো স্মরণীয় এই জন্যে যে উইকেটে তখন একটু-একটু স্পিন ধরেছিলো।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

* জেফ স্টোলমেয়ার	ক. গুপ্তে	ব. মানকড়	৫৪
ব্রুস পায়রদো	লেগ-বিফোর	ব. ফাড়কার	০
ফ্র্যাঙ্ক ওরেল		ব. ফাড়কার	৭
এভারটন উইক্স		ব. মানকড়	১৫
গেরি গোমেজ	লেগ-বিফোর	ব. ফাড়কার	৩৫
ক্লাইড ওয়ালকট		ব. ফাড়কার	৩৪
রবার্ট ক্রিস্টিয়ানি	স্টা. জোশি	ব. গুপ্তে	৩৩
† আর. লেগাল		ব. গুপ্তে	১
ফ্র্যাঙ্ক কিং	ক. মঞ্জরেকার	ব. রামচাঁদ	১৯
সোনি রামাধীন		ব. ফাড়কার	১২
অ্যাল্‌ফ ভ্যালেণ্টাইন	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ১১, নো-বল ১)			১৮
			২২৮

পতন : ০ (পায়রদো) ; ২৫ (ওরেল) ; ৪৭ (উইক্স) ; ১০৫ (গোমেজ) ; ১৭৫ (স্টোলমেয়ার) ; ১৯০ (ওয়ালকট) ; ২০৫ (লেগাল) ; ২২৮ (ক্রিস্টিয়ানি) ; ২২৮ (রামাধীন)।

ফাড়কার	২৯.৩	৪	৬৪	৫
রামচাঁদ	৪	১	৯	১
হাজারে	২	১	১	০
গুপ্তে	৩৬	১২	৮২	২
মানকড়	২৯	৩	৫৪	২

জিততে হ'লে চাই ২৭২ রান, সময় আছে অঢেল। তাছাড়া স্পিন বলে ভালো খেলে সুনাম আছে ভারতের, কাজেই এটা মোটেই তাদের সাধ্যের বাইরে নয়। কিন্তু দিনের খেলা শেষ হবার আগেই ভারতের টনক ন'ড়ে গেলো। মানকড় ও আপ্তে আউট, ভারতের রান ২ উইকেটে ১৭।

ব্যাটিং-এর পুরো ভিতটাই নড়বোড়ে, কিন্তু আছেন হাজারে, পঙ্কজ রায়, মঞ্জরেকার, উমরিগড়, ফাড়কার ও রামচাঁদ—জোশি বা গুপ্তে নির্ভরযোগ্য নন সত্যি, কিন্তু দরকার হ'লে কি ঠেকা দিতে পারবেন না? এক, মুশকিল এই যে, গায়কোয়াড় আহত, হয়তো ব্যাট করতে পারবেন না। কিন্তু, তবু, জেতা কি একেবারেই অসম্ভব—অমন যখন ব্যাটিং শক্তি?

ছোট্ট জিজ্ঞাসাটার উত্তর এলো রামাধীনের প্রহেলিকাময় অফব্রেকে। স্পিন-ধরা উইকেটে তাঁর এই জটিল, ঘূর্ণ্যমান ও ভেঙে-পড়া বলগুলিকে ভারত কিছুতেই ঠেকাতে পারলে না। অপর প্রান্তে ভ্যালেণ্টাইন আছেন, চশমাপরা মাস্টারমশাই, সমান দুর্বোধ্য। আর স্টোলমেয়ার দু'জনকেই অত্যন্ত চতুরভাবে ব্যবহার করেছিলেন। হাজারে ব্যাটিং-এর পর্যায় আমূল বদলে ফেলেছিলেন, মঞ্জরেকার ব্যাট করতে নেমেছিলেন সাত নম্বরে। তাতে ভালো হয়েছিলো কি মন্দ হয়েছিলো, আজকে সে বিষয়ে গবেষণা করার অর্থ হয় না। বিশেষত সকালবেলায় রামচাঁদ, উমরিগড় ও হাজারে—তিনজনেই যখন পর-পর রামাধীনের বলে পরাস্ত হলেন, তখন বুঝতে দেরি হয়নি যে ভারতের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। রায় ধরা পড়লেন ভ্যালেণ্টাইনের বলে লেগালের হাতে, তারপর ফাড়কারকে পেলেন রামাধীন। অথচ রামচাঁদ ও পঙ্কজ রায় যখন সকালে এক-সঙ্গে ব্যাট করছিলেন, তখন মনে হয়েছিলো ভারতের আশা হয়তো অমূলক নয়। কিন্তু জুটি ভেঙে যাবার পরই শীতের শুকনো পাতার মতো উইকেট ঝ'রে গেলো। এই অবস্থায় আশ্চর্য খেললেন মঞ্জরেকার—স্পিন বলে যে তিনি সুঠাম সুন্দর খেলেন, তার প্রমাণ আবার পাওয়া গেলো এই খেলায়। তাঁর পায়ের কাজ, বলের লাইনে গিয়ে দাঁড়ানো, দুরন্ত কভারড্রাইভ—ভারতের এই বিপর্যয়ের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা হ'য়ে রইলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

বিন্নু মানকড়		ব. গোমেজ	৩
মাধব আপ্তে		ব. কিং	৯
জি. এস. রামচাঁদ		ব. রামাধীন	৩৪
পঙ্কজ রায়	ক. লেগাল	ব. ভ্যালেণ্টাইন	২২
* বিজয় হাজারে		ব. রামাধীন	০
পলি উমরিগড়		ব. রামাধীন	৬
বিজয় মঞ্জরেকার	অপরাজিত		৩২
দাত্তু ফাড়কার	ক. ভ্যালেণ্টাইন	ব. রামাধীন	৮
† পি. জি. জোশি	ক. ওরেল	ব. ভ্যালেণ্টাইন	০
সুভাষ গুপ্তে	লেগ-বিফোর	ব. রামাধীন	৫
দাত্তু গায়কোয়াড়	আহত ; অনুপস্থিত		—
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ২)			১০
			১২৯

পতন : ৯ (মানকড়) ; ১৩ (আপ্তে) ; ৭০ (রামচাঁদ) ; ৭২ (হাজারে) ; ৮৯ (উমরিগড়) ; ৮৯ (পঙ্কজ রায়) ; ১০৭ (ফাড়কার) ; ১১০ (জোশি) ; ১২৯ (গুপ্তে)।

কিং	৯	৩	১৮	১
গোমেজ	৫	২	৯	১
ওরেল	৬	০	১৩	০
রামাধীন	২৪.৫	১১	২৬	৫
ভ্যালেণ্টাইন	৩৫	১৬	৫৩	২

তৃতীয় টেস্ট : পোর্ট অভ স্পেন, ত্রিনিদাদ ;
ফেব্রুয়ারী ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪ ও ২৫, ১৯৫৩

তৃতীয় টেস্ট হবার কথা ছিলো ব্রিটিশ গিয়ানার (এখন গিয়ানা) জর্জটাউনে, আর চতুর্থ টেস্ট ত্রিনিদাদের পোর্ট অভ স্পেন-এ। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ আগে জর্জটাউনে একটা ভীষণ বন্যা হ'য়ে গেলো—সেইজন্য সফরসূচিতে পরিবর্তন করা হ'লো : তৃতীয় টেস্ট হ'লো পোর্ট অভ স্পেন-এ, ম্যাট পাতা উইকেটে। কারণ,

ব্রিটিশ গিয়ানা ত্রিনিদাদ, বারবেডোজ বা জ্যামেকার মতো ছোটো দ্বীপ নয়, দক্ষিণ আমেরিকারই সম্প্রসারণ—একেবারে সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ফলে বন্যার জল সরতে যেমন দেরি হ'লো, তেমনি উইকেট তৈরি করতেও সময় লাগলো : চতুর্থ টেস্ট যখন মার্চ মাসে শুরু হ'লো, তখনও উইকেটে ঘাসের চিহ্ন ছিলো না, উইকেট প্রথম থেকেই স্পিন নিয়েছিলো।

তৃতীয় টেস্ট খেলা হ'লো ম্যাট পাতা উইকেটে, কিন্তু উইকেট ব্যাটসম্যানদের অনুকূল। আর ওয়েস্ট-ইনডিজেও ফজল মামুদের মতো কোনো বোলার নেই। টসে জিতে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পেয়েও ভারত কিন্তু অবিলম্বেই সব সুযোগ সুবিধে হারিয়ে বসলো। ভারতীয় দলে দুটি পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিলো : উইকেটরক্ষক হিশেবে দলে এসেছিলেন ই. এস. মাকা—কিন্তু মাকা ব্যাট করবার সময় আহত হ'য়ে পড়ায় পুরো সময়টাই উইকেট রেখেছিলেন মঞ্জরেকার। আর গায়কোয়াড়ের জখম তখনও সারেনি ব'লে তাঁর জায়গায় দলে ঢুকলেন জয়ন্ত ঘোরপাড়ে। ঘোরপাড়ে চমকপ্রদ ফিল্ডসম্যান সন্দেহ নেই, এ-টেস্টে বিপর্যয়ের মুখে তিনি রানও করেছিলেন ৩৫, তবু হয়তো দীপক শোধন-কেই তাঁর জায়গায় নামানো উচিত ছিলো। শোধন তখন পর্যন্ত টেস্টে মাত্র তিনটি ইনিংস খেলেছেন—১১০, ৪৫ ও ১১। কাজেই তাঁকে না খেলাবার কোনো কারণ আজও ভেবে ওঠা যায়নি। সম্ভবত হাজারে-মানকড় এই ধাঁধার জট খুলতে পারবেন।

দ্বিতীয় টেস্টে হারবার ফলেই হয়তো ভারতীয় দলের মনোবল পাতাল স্পর্শ করেছিলো, অন্তত তাদের ব্যাট করবার নমুনা দেখে তা-ই মনে হ'লো—যেভাবে গোড়ার দিকে পর-পর উইকেট পড়লো, আর সারা দিন ব্যাট ক'রে রান উঠলো ৫ উইকেটে মাত্র ১৬৭, তাতে ব্যাটিংএ আস্থার বা আত্মবিশ্বাসের কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি। রামচাঁদ, মঞ্জরেকার ও পঙ্কজ রায় হঠাৎ যেভাবে বাইরের বল তাড়া ক'রে উইকেট খোয়ালেন, তাতে হতাশার ভাবটাই প্রবলভাবে ফুটে উঠেছিলো। বিশেষ ক'রে পঙ্কজ রায় এত চমৎকার ব্যাট করছিলেন যে হঠাৎ নিজস্ব ৪৯ রানে তাঁকে অমন বেপরোয়া ব্যাট চালিয়ে উইকেট খোয়াতে দেখে তাজ্জব না-হ'য়ে উপায় ছিলো না। বিজয় হাজারেকে হঠাৎ অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন মনে হ'লো, যেন এবার অবসর পেলে তিনি বেঁচে যান। আপ্তে এর আগে যতবারই ব্যাট করতে নেমেছেন, গোড়াতেই এক আধটা খোঁচা দিয়ে পার পেয়ে গেছেন—ওয়েস্ট-ইনডিজের শোচনীয় ফিল্ডিংই তাঁকে সব সময় বাঁচিয়ে

রেখেছে, আর এইজন্য তাঁর নামও দেয়া হয়েছিলো 'মিস্টার স্নিক'—'খোঁচাবাবু'। এবারও কিং-এর প্রথম ওভারেই তিনি যথারীতি ক্যাচ তুলেছিলেন, স্টোলমেয়ার লুফতে পারেননি—কিন্তু ভাগ্যের বদান্যতা ওখানেই শেষ—দলের রান তখন ৬, আপ্তে মস্ত একটি গোল্লা পকেটে ক'রে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন—গোমেজের বলে সরাসরি পরাস্ত। রামচাঁদ নেমে 'সতর্কতার সঙ্গে' চমকপ্রদভাবে বেপরোয়া ব্যাট চালিয়ে পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে যোগ করলেন ৮১, আর তার মধ্যে রামচাঁদের নিজেরই সংগ্রহ ছিলো ৬২ : পঙ্কজ রায় যে কত আস্তে ব্যাট করছিলেন, এই তথ্য থেকেই তা অনুধাবন করা যাবে। রামচাঁদ আউট হবার পর ওরেলের বলে পর-পর আউট হলেন পঙ্কজ রায় ও হাজারে। মঞ্জরেকার স্পর্শ করলেন কিং-এর ঠোকা বল, আর প্যাভিলিয়ন তাঁকে গিলে খেলো। শেষে উমরিগড় আর মানকড় সাবধানে—এবং অতীব মন্থরভাবে রান তুলে—বিপর্যয় রোধ করবার চেষ্টা করলেন।

পরদিন সকালেও অবস্থার কোনো ইতর বিশেষ হ'লো না। কিং পেলেন মানকড়কে লেগ-বিফোর, পায়রদো লুফে নিলেন ফাড়কারকে—কিং-এর বলেই। উমরিগড়ও অবশেষে কিং-এর বলে উইকেট খুইয়ে ফিরে গেলেন। এই অবস্থায় ঘোরপাড়ে চমৎকার খেললেন ; মাকা কিং-এর বলে হাতে চোট পেয়ে বিদায় নেবার পর ঘোরপাড়ে ও গুপ্তে শেষ উইকেটে কিছু রান তুললেন ব'লেই ভারত শেষ পর্যন্ত ২৭৯ রান করতে পারলো।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	ক. উইক্স	ব. ওরেল	৪৯
মাধব আপ্তে		ব. গোমেজ	০
জি. এস. রামচাঁদ	ক. লেগাল	ব. কিং	৬২
* বিজয় হাজারে	ক. রে	ব. ওরেল	১১
পলি উমরিগড়	ক. গোমেজ	ব. কিং	৬১
† বিজয় মঞ্জরেকার	ক. উইক্স	ব. কিং	৩
বিনু মানকড়	লেগ-বিফোর	ব. কিং	১৭
দাত্তু ফাড়কার	ক. পায়রদো	ব. কিং	১৩
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে	ক. ওয়ালকট	ব. ভ্যালেন্টাইন	৩৫
ই. এস. মাকা	আহত ; অবসৃত		২

সুভাষ গুপ্তে	অপরাজিত	১৭
	অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৫, ওয়াইড ২, নো-বল ২)	৯
		২৭৯

পতন : ৬ (আপ্তে) ; ৮৭ (রামচাঁদ) ; ১১৭ (পঙ্কজ রায়) ; ১২৪ (হাজারে) ; ১৩৬ (মঞ্জরেকার) ; ১৭৭ (মানকড়) ; ২১১ (ফাড়কার) ; ২২৫ (উমরিগড়) ; ২৭৯ (ঘোরপাড়ে)।

কিং	৩১	৯	৭৪	৫
গোমেজ	১৬	৫	২৬	১
ওরেল	২৬	৯	৪৭	২
ভ্যালেণ্টাইন	৩৭.২	১৮	৬২	১
রামাধীন	২১	৭	৬১	০

ভারত যখন ফিল্ড করতে নামলো, তখন আহত মাকার বদলে উইকেট রাখলেন মঞ্জরেকার, আর বদলি খেলোয়াড় নামলেন তরুণ গাদকারি। সূচনাতেই পায়রদোকে পরাস্ত করলেন রামচাঁদ, আর রে গুপ্তের বলে অন্ধের মতো ঝাঁটা চালিয়ে ধরা পড়লেন গাদকারির হাতে। কিন্তু উইক্স-ওয়ালকট জুটি আর কোনো অঘটন ঘটতে দিলে না—দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হ'লো ২ উইকেটে ৭৮ রানে।

তৃতীয় দিনের খেলার প্রধান আকর্ষণ ছিলো উইক্সের সেঞ্চুরি : ভারতের বিরুদ্ধে এই ষষ্ঠ সেঞ্চুরি যখন তিনি হাঁকালেন, তখন কারুই ক্ষমতা হ'লো না সেই প্রবল রানের বন্যাকে দমিত করে। অথচ এমন নয় যে গুপ্তে বা মানকড়কে তিনি আদ্যোপান্ত প'ড়ে ফেলেছিলেন। ভালো বল করলেই যে সব সময় উইকেট পাওয়া যায়, তা নয়। সারা দিনে গুপ্তে ও মানকড় বহুবার উইক্সকে ফ্লাইট ও স্পিনে ঠকিয়েছিলেন, তবু এই উইকেটটি তাঁরা দখল করতে পারেননি। তাছাড়া ৭৪ রান ক'রে গুপ্তের বলে তিনি লোপ্পা একটা ক্যাচও তুলেছিলেন, কিন্তু রামচাঁদ তাঁকে লুফতে পারেননি। দ্বিতীয় লোপ্পা ক্যাচ তুলেছিলেন ১৫২ ক'রে, কিন্তু সে-বারও অব্যাহতি পেলেন। অতএব দিনের শেষে তাঁর রান দাঁড়ালো অপরাজিত ১৫৯, দলের রান ৫ উইকেটে ২৮০। সারা দিনে ৩ উইকেট খুইয়ে ওয়েস্ট-ইনডিজ যোগ করেছিলো মাত্র ২০২ রান—সেটা অবশ্য তথাকথিত উজ্জ্বল ক্রিকেটের নিদর্শন নয় ; কিন্তু উইক্সের অবিচল সেঞ্চুরি না-হ'লে ভারত

হয়তো দলসুদ্ধ সবাইকে আউট ক'রে দিতে পারতো। বলা যায়, একা উইক্‌সই ভারতীয় আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখলেন।

তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হ'তেই গুপ্তের বলে ওয়ালকটকে স্টাম্পড করেছিলেন মঞ্জরেকার। আর ওরেলও—উইক্‌সের সঙ্গে ৯৬ রান যোগ করার পর—গুপ্তের বলে ফিরে গিয়েছিলেন। আর বিকেলবেলায় ফাড়কারের বলে গোমেজকে দুর্দান্তভাবে লুফে নিয়েছিলেন হাজারে। এছাড়া উইক্‌স যে-দুটো সুযোগ দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছিলেন, তা তো আগেই বলেছি।

চতুর্থ দিনের সূচনায় বৃষ্টির জন্যে ২৫ মিনিট খেলা বন্ধ ছিলো। আর খেলা শুরু হ'তেই উইক্‌স আর লেগাল পর-পর রান-আউট হ'য়ে গেলেন—দুটো রান-আউটেরই নায়ক গাদকারি—তাঁর বিদ্যুৎক্ষিপ্র তৎপরতাতেই ভারত আবার খেলায় ঢুকে পড়লো। উইক্‌স সবশুদ্ধ ব্যাট করেছিলেন ৩৩৮ মিনিট, ১৬১-র মধ্যে বাইশটি চার মেরেছিলেন। আর উইক্‌স আউট হ'তেই ৩১৫ রানে ওয়েস্ট-ইনডিজ চটপট আউট হ'য়ে গেলো।

ক্রিকেট অপ্রত্যাশিতে ভরা থাকে, সত্যি। তবু উইক্‌স ৭৪ রানে আউট হ'লে খেলার ফলাফল একেবারে অন্যরকম হ'য়ে যেতো। আর গুপ্তেরও বোলিং-এর খতিয়ান হ'তো অন্যরকম: ১০৭ রানে পাঁচ উইকেট পেয়েছিলেন তিনি—কিন্তু রামচাঁদ ও ক্যাচটা না ফশকালে তাঁর বলের হিশেব আরো ভালো হ'তো। অথচ এটা মনে রাখতে হবে, এই ভারতীয় দলের ফিল্ডিং তবু সকলের সাধুবাদ পেয়েছিলো।

কিন্তু, খেলা জেতায় ক্যাচ—এ-কথা কে না জানে!

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

অ্যালান রে	ক. গাদকারি (বদলি)	ব. গুপ্তে	১৫
ব্রুস পায়রদো		ব. রামচাঁদ	৮
ক্লাইড ওয়ালকট	স্টা. মঞ্জরেকার	ব. গুপ্তে	৩০
এভারটন উইক্‌স	রান-আউট		১৬১
ফ্র্যাঙ্ক ওরেল		ব. গুপ্তে	৩১
গেরি গোমেজ	ক. হাজারে	ব. ফাড়কার	১৫
† আর. লেগাল	রান-আউট		১৭
* জেফ স্টোলমেয়ার	অপরাজিত		২০

ফ্র্যাঙ্ক কিং	ক. বদলি	ব. গুপ্তে	১২
সোনি রামাধীন	ক. মঞ্জরেকার	ব. ফাড়কার	১
অ্যাল্‌ফ ভ্যালেণ্টাইন	ক. ঘোরপাড়ে	ব. গুপ্তে	০
অতিরিক্ত (বাই ৩, ওয়াইড ২)			৫
			৩১৫

পতন : ১২ (পায়রদো) ; ৪১ (রে) ; ৮২ (ওয়ালকট) ; ১৭৮ (ওরেল) ; ২১৫ গোমেজ) ; ২৮১ (উইক্‌স) ; ২৮৬ (লেগাল) ; ২৯৯ (কিং) ; ৩০৪ (রামাধীন) ; ৩১৫ (ভ্যালেণ্টাইন) ।

ফাড়কার	৪৩	১৪	৮৫	২
রামচাঁদ	১৫	৩	৪৮	১
গুপ্তে	৪৮	১৪	১০৭	৫
মানকড়	৩৩	১৬	৪৭	০
হাজারে	২	০	৬	০
ঘোরপাড়ে	৫	০	১৭	০

মাত্র ৩৬ রান পেছিয়ে ছিলো ভারত, কিন্তু এই ব্যবধানই ক্রমে অতিকায় হ'য়ে উঠলো যখন ১০ রানের মধ্যে পর-পর পঙ্কজ, রায়, রামচাঁদ ও মঞ্জরেকার নিজেদের উইকেট খুইয়ে এলেন। এই অবস্থায় আপ্তে আর উমরিগড় এম্পার ওম্পার করার ভঙ্গিতে বেপরোয়াভাবে বোলিংকে সবেগে আক্রমণ করলেন। চায়ের সময় ভারতীয় ড্রেসিংরুমে ছিলো হতাশা ও শোকের ছায়া, কিন্তু দিনের খেলা শেষ হবার সময় আবার সহর্ষ উদ্দীপনা জেগে উঠলো, কেননা আপ্তে ও উমরিগড় তখনও অপরাজিত, আর ভারতের রান ৩ উইকেটে ১১৮—এক সময়ে এ অবস্থা কল্পনার বাইরে ছিলো। আসলে ক্রিকেটে আত্মরক্ষার একটা প্রধান উপায় যে আক্রমণ—সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত আক্রমণ—এ-কথা মোটেই অলীক নয়।

পরদিন সকালেও উমরিগড়ের খেলায় ছিলো বেপরোয়াভাব—অবশেষে ১৪৫ রানে, ৬৭ রান ক'রে, ভ্যালেণ্টাইনের বলে স্টাম্পড হলেন উমরিগড়। হাজারে নামতেই কিং পর-পর ঠোকা বল পাঠিয়ে সম্ভাষণ জানালেন, কিন্তু শেষ অবধি যিনি হাজারের উইকেট পেলেন, তিনি কিং নন—ওরেল। ৩৩০ মিনিট ব্যাট ক'রে আপ্তে ক্রমে তাঁর একমাত্র টেস্ট-সেঞ্চুরী অর্জন করলেন—তারপরেই রান-

আউট হলেন ঘোরপাড়ে। দিনের খেলা যখন শেষ হ'লো তখন মানকড়ের খেলায় হারানো জৌলুশ ফিরে এসেছে : ভারতের রান ৬ উইকেটে ২৮৭, আপ্তে ও মানকড়-যথাক্রমে ১৪১ ও ৪৩ ক'রে অপরাজিত।

অর্থাৎ ভারত দ্বিতীয় দফায় ২৫১ রান এগিয়ে আছে—হাতে আছে ৪ উইকেট—অবশ্য মাকা আহত ব'লে হরে-দরে সেটা তিন উইকেটই দাঁড়ালো। উইকেটে তখনও রান আছে অজস্র ; হাজারে ইনিংস ঘোষণা করলেন না। মানকড়ের খেলা তখন খুলে গিয়েছে, তিনি প্রায় পবনবেগে তাঁর সেঞ্চুরির দিকে এগিয়ে এলেন। কিন্তু যখন তাঁর রান ৯৬, মানকড় রান-আউট হ'য়ে গেলেন—এবং হাজারে ইনিংস ঘোষণা করে দিলেন—সেদিন সকালে ১১০ মিনিট ব্যাট করে ভারত রান করলো ৭৫। কিন্তু খেলার শেষ দিনে ওয়েস্ট-ইনডিজকে তিন ঘণ্টায় ৩২৭ রান করতে আহ্বান করার কোনো মানে হয় না। জেতবার জন্য উদ্যোগী হ'লে হাজারে ২৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দিয়ে ঝুঁকি নিতে পারতেন।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	ক. বদলি	ব. গোমেজ	০
মাধব আপ্তে	অপরাজিত		১৬৩
জি, এস রামচাঁদ	ক. উইক্স	ব. কিং	১
† বিজয় মঞ্জরেকার	ক. লেগাল	ব. ওরেল	২
পলি উমরিগড়	স্টা. লেগাল	ব. ভ্যালেণ্টাইন	৬৭
* বিজয় হাজারে	লেগ বিফোর	ব. ওরেল	২৪
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে	রান-আউট		০
বিনু মানকড়	রান-আউট		৯৬
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৪, ওয়াইড ৩, নো বল ২)			৯
		৭ উইকেটে ঘোষিত	৩৬২

পতন : ১ (পঙ্কজ রায়) ; ৪ (রামচাঁদ) ; ১০ (মঞ্জরেকার) ; ১৪৫ (উমরিগড়) ; ২০৯ (হাজারে) ; ২০৯ (ঘোরপাড়ে) ; ৩৬২ (মানকড়)।

কিং	২২	৯	২৯	১
গোমেজ	৪৬·১	২০	৪২	১

ওরেল	৩১	৭	৬২	২
ভ্যালেণ্টাইন	৫০	১৭	১০৫	১
রামাধীন	২৮	১৩	৪৭	০
স্টোলমেয়ার	১৫	৩	৫৪	০
ওয়ালকট	৭	২	১৩	০
উইক্স	১	০	১	০

মাত্র তিন ঘণ্টা ব্যাট করবার সুযোগ পেয়েছিলো ওয়েস্ট-ইনডিজ, কিন্তু ৬৫ রান হ'তে না হ'তেই পায়রদো ও ওরেলকে হারাতে হ'লো তাদের, তারপরে অবশ্য স্টোলমেয়ার আর উইক্স উজ্জীবন্তভাবে ব্যাট ক'রে অসমাপ্ত তৃতীয় উইকেটে যোগ করলেন ১২৭ রান—শেষ পর্যন্ত স্টোলমেয়ার রইলেন ১০৪ অপরাজিত, আর উইক্স করলেন স্বভাবসিদ্ধ অপরাজিত ৫৫। কিন্তু ভারতীয় বোলিং ছিলো কেবলমাত্র নিয়মরক্ষা—কারণ ফাড়কার ও গুপ্তে বল করলেন সামান্যই, আর মানকড় আদৌ বল করলেন না।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

* জেফ স্টোলমেয়ার	অপরাজিত		১০৪
ক্রস পায়রদো	ক. ঘোরপাড়ে	ব. গুপ্তে	২৯
ফ্রাঙ্ক ওরেল	ক. মঞ্জরেকার	ব. রামচাঁদ	২
এভারটন উইক্স	অপরাজিত		৫৫
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ১)			২
			২ উইকেটে ১৯২

পতন : ৪৭ (পায়রদো) ; ৬৫ (ওরেল)।

ফাড়কার	৭	৫	৭	০
রামচাঁদ	২০	৩	৬১	১
গুপ্তে	৭	০	১৯	১
হাজারে	২	০	১২	০
ঘোরপাড়ে	১১	০	৫৩	০
পঙ্কজ রায়	৬	০	৩৫	০
আপ্তে	১	০	৩	০

চতুর্থ টেস্ট : জর্জটাউন ; ব্রিটিশ গিয়ানা ;
মার্চ ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬ ও ১৭, ১৯৫৩

উইকেটে কোনো ঘাস ছিলো না, স্পিন নেবে-সন্দেহ নেই ; অতএব হাজারে যখন টসে জিতে ব্যাট বেছে নিলেন, তখন ভারত মনস্তাত্ত্বিকভাবে চাপ সৃষ্টি করলে। কিন্তু ৪৭ রানে পঙ্কজ রায় আউট হবার পরেই বিপর্যয় ; রামচাঁদ ও মঞ্জরেকার কোনো রান না ক'রেই পর-পর রান-আউট। মঞ্জরেকারের রান-আউট বিশেষ দুঃখের, কেননা আগের খেলাতেই তিনি দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করে-ছিলেন। আর এই দুটি রান-আউটের জন্য দায়ী আপ্তে—তৃতীয় টেস্টেও ঘোর-পাড়ে আর মানকড় তাঁর জন্য রান-আউট হয়েছিলেন, এর পরে হাজারে যথেষ্ট চেষ্টা করলেন বিপর্যয় রোধ করবার, কিন্তু ৩০ রান ক'রেই তিনিও আউট হ'যে গেলেন—ভারতের রান ৬ উইকেট ১২০। এক সময়ে অবশ্য ৫ উইকেটে ৬৪ ছিলো।

শেষ পর্যন্ত মানকড় আর ফাড়কার অবস্থা কথঞ্চিৎ আয়ত্তে আনলেন—দিনের শেষে মানকড় রইলেন অপরাজিত ৬৫ আর ফাড়কার অপরাজিত ২৫। ভারত ৬ উইকেট ১৮২। মানকড়ের খেলায় ছিলো সাহস আর স্বভাবসুলভ খোলামেলা ভঙ্গিমা। আর ফাড়কার দৃঢ়ভাবে তাঁর উইকেট আগলে রাখলেন। যদিও মিলারের বলে তিনি দারুণ চোট পেয়েছিলেন। উইকেটে স্পিন ধরতেই ভ্যালেন্টাইন ও রামাধীন দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠেছিলেন। এই অবস্থায় মানকড় ফাড়কার জুটির এই সাহসী প্রতিরোধ অতীব প্রশংসনীয়।

রাত্রে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই দারুণ ঝড়বৃষ্টি হ'লো, কিন্তু সকালবেলায় আকাশ আবার নির্মেঘ ও প্রসন্ন ; সমুদ্রের ধারালো জোরালো কনকনে হাওয়া আসছে বটে, কিন্তু আকাশ দেখে বোঝবার জো নেই যে রাতে অমন দারুণ বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। আকাশে ঝড়বাদলের কোনো চিহ্ন ছিলো না বটে, কিন্তু মাঠে ছিলো—আউটফিল্ড শুকোয়নি একটুও—অথচ মাঠে তিল ধারণের স্থান নেই। স্টোলমেয়ার-হাজারে মাঠ দেখে গেলেন, আম্পায়াররাও বার বার মাঠ দেখে যাচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিলো হয়তো লাঞ্চের পর খেলা শুরু করা যাবে। কিন্তু হঠাৎ আবার মেঘে ঢাকা প'ড়ে গেলো সূর্য, আর ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হ'লো।

দর্শকরা হাল ছেড়ে দিলে, কিন্তু প্রকৃতিঠাকরুণের বিরুদ্ধে কোনো নালিশ চলে না। তবে ভারতীয় দল সম্বন্ধে তারা নানা কিংবদন্তি শুনেছে—এই প্রথম

দেখতে পাচ্ছে রনজি-দলীপ-পাতৌদি-অমরনাথের দেশের লোককে, অতএব তারা কিছুতেই মাঠ ছেড়ে যেতে রাজী হ'লো না।

তাদের ধৈর্য দেখে বৃষ্টিও বোধহয় লজ্জা পেলে ; আবার হঠাৎ সূর্য উঠলো, প্রখর রোদ, আর তেমনি জোরালো হাওয়া। খালি চোখে মাঠে জল দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু হাজারে ও স্টোলমেয়ার দেখলেন মাঠ পিছল ও বিপজ্জনক।

তিনটের সময় আবার মাঠ পরিদর্শন করা হ'লো, কিন্তু ততক্ষণে দর্শকরা ক্ষেপে গিয়েছে। তাদের দাবি, তারা টিকিট কেটে খেলা দেখতে এসেছে, এতক্ষণ চুপচাপ ব'সে থেকেছে—এখন কোনো ওজর ওজুহাত শুনবে না, তারা খেলা দেখতে চায়। মাঠে ঘোড়সোয়ার বাহিনী ঢুকলো, কিন্তু ক্ষিপ্ত মানুষের চীৎকারে ও উত্তেজনায়, ঘোড়ার খুরের খটাখট আওয়াজে সে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের উপক্রম। শেষটায় দু-দলের অধিনায়ক জানালেন চায়ের পরে খেলা শুরু হবে। ক্রিকেটের ইতিহাসে এই অভূতপূর্ব ঘটনাকে বর্ণনা ক'রে 'উইসডেন' লিখেছিলো : 'দ্বিতীয় দিনে এক সময় জানানো হয়েছিলো যে আম্পায়াররা স্থির করেছেন (বৃষ্টির জন্য সে দিন) খেলা হবে না, কিন্তু দর্শকরা এত অধীর হ'য়ে উঠেছিলো যে পরে সে সিদ্ধান্ত পালটানো হ'লো।'

হাজারে দর্শকদের উত্তেজনা দেখে ভদ্রতা ক'রে খেলা শুরু করতে রাজি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই এক ঘণ্টার খেলাতেই যা হবার তা হ'য়ে গেলো ; পর-পর আউট হ'য়ে গেলেন মানকড়, ফাড়কার ও জোশি। অবস্থা আরো বিষম হ'তো, যদি-না চমৎকার খেলে তরুণ গাদকারি সেদিন ওয়েস্ট-ইনডিজকে ঠেকাতেন। পুরো সময়টা ভ্যালেণ্টাইন—সেই চশমাপরা হাসিখুশি মাস্টারমশাই—দারুণ বল ক'রে গেলেন। এই অবস্থায় গাদকারির খেলা আরো ঝলমলে হ'য়ে ওঠে—বিশেষ ক'রে অবলীলাক্রমে তিনি যখন ভ্যালেণ্টাইন ও রামাধীনকে বারে বারে সীমানা পার ক'রে দিতে লাগলেন, তখন দর্শকরা তাঁর কেনা হ'য়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এমন আনন্দ কখনই বেশিক্ষণ টেকে না—শেষ উইকেটে ২৬ রান যোগ হবার পর গুপ্তে রান-আউট হ'য়ে যেতেই ২৬২ রানে ভারতীয় ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো। গাদকারি ৫০ রান ক'রে আপরাজিত রইলেন।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	লেগ-বিফোর	ব. ভ্যালেণ্টাইন	২৮
মাধব আপ্তে	লেগ-বিফোর	ব. রামাধীন	৩০
জি. এস. রামচাঁদ	রান-আউট		০
বিজয় মঞ্জরেকার	রান-আউট		০
পলি উমরিগড়	ক. ওয়ালকট	ব. ভ্যালেণ্টাইন	১
* বিজয় হাজারে	ক. ওয়ালকট	ব. ভ্যালেণ্টাইন	৩০
বিন্নু মানকড়	ক. লেগাল	ব. ভ্যালেণ্টাইন	৬৬
দাত্তু ফাড়কার	ক. লেগাল	ব. ভ্যালেণ্টাইন	৩০
সি. ভি. গাদকারি	অপরাজিত		৫০
† পি. জি. জোশি	লেগ-বিফোর	ব. রামাধীন	৭
সুভাষ গুপ্তে	রান-আউট		১২
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ২, নো-বল ২)			৮
			২৬২

পতন : ৪৭ (পঙ্কজ রায়) ; ৪৭ (রামচাঁদ) ; ৫৬ (মঞ্জরেকার) ; ৬২ (উমরিগড়) ; ৬৪ (আপ্তে) ; ১২০ (হাজারে) ; ১৮৩ (মানকড়) ; ২১১ (ফাড়কার) ; ২৩৬ (জোশি) ; ২৬২ (গুপ্তে)।

কিং	৬	৩	৪	০
মিলার	১৬	৮	২৮	০
ভ্যালেণ্টাইন	৫৩.৫	২০	১২৭	৫
রামাধীন	৪১	১৮	৭৪	২
স্টোলমেয়ার	১	০	১	০
ওয়ালকট	৩	০	৮	০
ওরেল	৪	১	১২	০

পায়রদো আর স্টোলমেয়ার চটপট আউট হ'য়ে যেতেই সবাই ভেবেছিলো গুপ্তে ও মানকড় বুঝি ওয়েস্ট-ইনডিজকে অল্প রানেই নামিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু মানকড় ও গুপ্তের অসীম অধ্যবসায় সত্ত্বেও তিন 'ডাবলিউ' যখন পর-পর অনায়াসে রান ক'রে যেতে লাগলেন, তখন ভারতীয় দল হতাশ হ'য়ে পড়েছিলো। এদিকে হাঁটুতে চোট লাগায় ফাড়কার বল করতে পারছিলেন না।

এ-পর্যন্ত একবারও ওরেল বড়ো রান করতে পারেননি, কিন্তু এদিন তাঁর খেলা সুঠাম সুন্দর ছন্দোময় হ'য়ে উঠেছিলো। ৫৬ ক'রে তিনি যখন আউট হলেন, তখন দলের রান ১০১। বাকি সময়টা উইকেটে রাজত্ব করলেন উইক্স ও ওয়ালকট—তিন উইকেটের বিনিময়ে তাঁরা ১৯৩ পর্যন্ত রান টেনে নিয়ে গেলেন।

ওয়ালকট পরদিন সেঞ্চুরি করলেন, উইক্স ৮৬তে রামচাঁদের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে অল্পের জন্য সেঞ্চুরিটা আর করতে পারলেন না। দু'জনে মিলে চতুর্থ উইকেটে যোগ করেছিলেন ১৩০ রান। সেঞ্চুরি ক'রেই ওয়ালকট দ্রুত রান তোলবার চেষ্টায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন, শেষটায় হাজারের বলে ১২৫ রানে লেগ-বিফোর হ'য়ে তিনি ফিরে যেতেই ৩৬৪ রানে পুরো দল আউট হ'য়ে গেলো।

ওয়েস্ট ইনডিজ : প্রথম দফা

ব্রুস পায়রদো		ব. রামচাঁদ	২
* জেফ স্টোলমেয়ার	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	১৩
ফ্র্যাঙ্ক ওরেল		ব. মানকড়	৫৬
এভারটন উইক্স	লেগ-বিফোর	ব. রামচাঁদ	৮৬
ক্লাইড ওয়ালকট	লেগ-বিফোর	ব. হাজারে	১২৫
এল. ওয়াইট		ব. মানকড়	২১
† আর. লেগাল	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	৮
আর. মিলার	ক. আপ্তে	ব. গুপ্তে	২৩
ফ্র্যাঙ্ক কিং		ব. গুপ্তে	২
সোনি রামাধীন	অপরাজিত		৬
অ্যাল্‌ফ ভ্যালেন্টাইন	ক. হাজারে	ব. গুপ্তে	১৩
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগবাই ৪, ওয়াইড ১)			৯
			৩৬৪

পতন : ২ (পায়রদো) ; ৪৪ (স্টোলমেয়ার) ; ১০১ (ওরেল) ; ২৩১ (উইক্স) ; ৩০২ (ওয়াইট) ; ৩১১ (লেগাল) ; ৩৪৩ (ওয়ালকট) ; ৩৪৫ (মিলার) ; ৩৪৫ (কিং) ; ৩৬৪ (ভ্যালেন্টাইন)।

রামচাঁদ	১৭	৪	৪৮	২
হাজারে	১২	৩	২২	১
গাদকারি	৩	১	৮	০
গুপ্তে	৫৬·২	১৯	১২২	৪
মানকড়	৬৮	২৩	১৫৫	৩

পুরো পঞ্চম দিন ব্যাট ক'রে পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে ভারত রান তুলেছিলো ১৬৭—হরে-দরে সে-রানের অর্থ ৫ উইকেটে ৬৫, কারণ ভারত প্রথম ইনিংসে ১০২ পেছিয়ে ছিলো। দলের ৬৬ রানে, লাঞ্চের ঠিক আগটায়, আউট হলেন আপ্তে। লাঞ্চের পরে রামচাঁদ ও হাজারেও চটপট ফিরে এলেন। পঙ্কজ রায় চমৎকার খেলছিলেন, আভিজাত্যে ভরা, ব্যাকরণমানা কিন্তু সাবলীল ; কিন্তু আচমকা তিনি আউট হ'য়ে যাবার পর মঞ্জরেকারের জুটি হলেন উমরিগড়। মঞ্জরেকারও ঝকঝকে খেলছিলেন, কিন্তু ৩১ রান ক'রে ভ্যালেণ্টাইনের একটি ঝোলানো বলে অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি পরাস্ত হলেন। শেষ সময়টুকু উমরিগড়ের সঙ্গে সাবধানে খেলে কাটিয়ে দিলেন মানকড়।

শেষ দিনে আবার বৃষ্টি। লাঞ্চের আগে খেলাই শুরু হ'লো না। খেলাটি বোধহয় প্রথম থেকেই প্রকৃতির বিষনজরে পড়েছিলো। আগে গেলো বন্যা, এখন বৃষ্টির জন্য তিরিশ ঘণ্টার মধ্যে এগারো ঘণ্টা তো কোনোক্রমেই খেলা সম্ভব হয়নি। শেষ দিনে বৃষ্টির মধ্যে বহু কষ্টে মাত্র আধ ঘণ্টা খেলা সম্ভব হ'লো—আর সেই আধঘণ্টায় আর-কোনো উইকেট না-খুইয়ে উমরিগড় ও মানকড় ১৯০ পর্যন্ত রান টেনে নিয়ে গেলেন। পাঁচ উইকেট খুইয়ে বস্তুত হাতে ছিলো ৮৬ রান, এবং ফাড়কার ছিলেন আহত। এই অবস্থায় বৃষ্টিই হয়তো ভারতকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে দিলে।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	ক. ওরেল	ব. ভ্যালেণ্টাইন	৪৮
মাধব আপ্তে	হিট-উইকেট	ব. স্টোলমেয়ার	৩০
জি. এস. রামচাঁদ		ব. ভ্যালেণ্টাইন	২
* বিজয় হাজারে	লেগ-বিফোর	ব. কিং	৯
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. ভ্যালেণ্টাইন	৩১

পলি উমরিগড়	অপরাজিত	৪০
বিন্নু মানকড়	অপরাজিত	২০
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৫, নো-বল ১)		১০
	৫ উইকেটে	১৯০

পতন : ৬৬ (আপ্তে) ; ৭২ (রামচাঁদ) ; ৯১ (হাজারে) ; ১১৭ (পঙ্কজ রায়) ; ১৬১ (মঞ্জরেকার)।

কিং	১৭	৬	৩২	১
ওরেল	১৩	২	২৪	০
স্টোলমেয়ার	৮	২	১৫	১
ভ্যালেন্টাইন	৩৪	১৫	৭১	৩
রামাধীন	২৬	১৪	৩৮	০

পঞ্চম টেস্ট : কিংসটন জ্যামেকা ;

মার্চ ২৮, ৩০, ৩১, এপ্রিল ১, ২, ৪, ১৯৫৩

জ্যামেকায় পঞ্চম ও শেষ টেস্টে জয়লাভের জন্য ভারতের সর্বস্ব পণ করা উচিত ছিলো। জেতার চেষ্টা করলেই হারের ভয় থাকে—কিন্তু আরেকটা হারে ভারতের অবস্থার তেমন উনিশ-বিশ হ'তো না—কারণ দ্বিতীয় টেস্টে জিতে গিয়েছে ব'লে বাকি সবগুলো টেস্ট অমীমাংসিত থাকলেও ওয়েস্ট-ইনডিজ 'রাবার' পেয়ে যাবে। কিন্তু ভারত যদি শেষ টেস্ট জিততে পারে, তাহ'লে এবার অন্তত 'রাবার' ভাগাভাগি ক'রে নেয়া যাবে—এবং কিংসটন টেস্টই তার শেষ সুযোগ।

কিন্তু হাজারে—মানতেই হয় অমরনাথ নন। আর, স্টোলমেয়ারও রক্ষণশীল অধিনায়ক—কোনো ঝুঁকি না নিয়েই একটি টেস্ট তিনি জিতেছেন, মিথ্যে কেন শেষ টেস্টে ঝুঁকি নিয়ে অপরাজেয় গৌরব খোয়াবেন? একে দু'দলেরই অধিনায়ক রক্ষণমূলক খেলার পক্ষপাতী, তার উপর ত্রিনিদাদের অতি নিষ্প্রাণ উইকেটে খেলা হয়েছিলো দুটো টেস্ট। আসলে হাজারে ও স্টোলমেয়ার পুরো সিরিজেই গা বাঁচিয়ে খেলবার চেষ্টা করেছিলেন ; কোনো সামান্যতম সিঁদুরে মেঘ

দেখলেই তাঁরা হয় কুলুপ এঁটে দিয়েছেন, নয়তো অতিভাবে লেগস্টাম্পের বাইরে দিয়ে বল করিয়েছেন। এমনকি টেস্ট খেলার প্রথম দিনেও এ-সব নেতিমূলক পন্থা অবলম্বন করতে তাঁদের একটুও আটকায়নি। টসে জিতে চারটে টেস্টে ভারত প্রথম ব্যাট করেছিলো—অতএব এই নেতিমূলক বল করানোর জন্য স্টোলমেয়ারের দায়িত্ব নেহাৎ কম ছিলো না। কী জন্য পরে আমরা ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের কাছে কেনা হ'য়ে গিয়েছিলুম, তা আর কাউকে ব'লে দিতে হয় না। যুদ্ধের পরেকার মরা, ঝরা, বিগতশ্রী ক্রিকেটের মধ্যে ওরেলই এনেছিলেন প্রাণের সাড়া।

ভারতীয় ক্রিকেটে হাজারের নেতৃত্ব একটি অতীব দুঃখের স্মৃতি। দুঃখের এইজন্য যে হাজারের মতো ব্যাটসম্যান যে-কোনো দেশেই দুর্লভ। কিন্তু তিনি দল গড়তে পারেননি, তরুণ খেলোয়াড়দের প্রেরণাও দিতে পারেননি, বরং তাঁর রক্ষণমূলক মনোভাব পরবর্তী বছরগুলোয় ভারতের কাঁধে ভূতের মতো চেপে বসেছিলো। যতদিন-না নরি কনট্র্যাকটর ভারতের অধিনায়ক হবেন, ততদিন এই নিস্তেজ মনোভাব ভারতীয় ক্রিকেট থেকে দূর হবে না।

এই সফরে কি ভারত কিছুই পায়নি? নিশ্চয়ই পেয়েছে। গুপ্তে আবিষ্কৃত হয়েছেন; প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন উমরিগড়; পঙ্কজ রায় ও বিজয় মঞ্জরেকার অবশেষে সফরের শেষ টেস্টে নিজেদের প্রমাণ করেছেন; ফাড়কারের মতো চৌকশ খেলোয়াড়কে যে সচরাচর দেখা যায় না—এ-তথ্যও আবার প্রমাণ হয়েছে। কিন্তু হাজারের নিজের খেলার দিন যে ফুরিয়েছে, এ তথ্যও এই সফরে প্রমাণ হ'লো। মানকড়কে দিয়ে অনবরত, অবিশ্রান্ত বল করিয়ে তাঁকে যে অবসন্ন ক'রে তোলা গেছে, এই দুঃখের সত্যও প্রকাশিত হ'লো। গুপ্তে—অতএব—সাবধান! আর কোনো রহস্যময় কারণে দীপক শোধন প্রথম আবির্ভাবেই টেস্টে সেঞ্চুরী করা সত্ত্বেও আর মাত্র দুটি টেস্ট খেলতে সুযোগ পেলেন—কিংসটন টেস্টের পরে তাঁকে আর কখনও খেলানো হবে না—কিন্তু কী সেই রহস্য, তার সমাধান আর হ'লো না। আর এই তথ্যগুলো ভালো ক'রে লক্ষ্য করলেই পরবর্তী কয়েক বছরের ভারতীয় ক্রিকেট কীভাবে এগুবে, তার কিছুটা হদিশ পাওয়া যাবে। ভারতের দ্বিতীয় ক্যারিবিয়ন সফর রগরগে সব দুর্ঘটনায় ভরা, জোর খবরে ভরা; কিন্তু এই সফরে মাত্র একটি টেস্টে হারলেও এই সফরের প্রভাব ঐ দুর্ঘটনায় ভরা সফরের চেয়েও অনেক দূরপ্রসারী হয়েছিলো।

শেষ টেস্টে হাজারে আবার টসে জিতলেন, চমৎকার উইকেটে প্রথম ব্যাট

করবার সুযোগ পেলো ভারত। প্রথম দফায় ভারত ৩১২ রান করেছিলো, নগণ্য রান নয়, কিন্তু উত্তরে ওয়েস্ট-ইনডিজ করেছিলো ৫৭৬—তিন 'ডাবলিউ'-এর ব্যাটিং-এর পরাকাষ্ঠা ঘটলো এখানে—ওরেল অবশেষে তাঁর বড়ো ইনিংসটি উপহার দিলেন—রান করলেন ২৩৭। উইক্‌স-ওয়ালকটও সেঞ্চুরি করলেন। দ্বিতীয় দফায় ভারত করেছিলো ৪৪৪, তারপর ৯২ রানের মধ্যে ওয়েস্ট-ইনডিজের চারজন ব্যাটসম্যানকে আউট ক'রে দিয়েছিলো—আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন ওরেল ও উইক্‌স। উইকেটে তখন ভাঙন ধরেছিলো ; কিন্তু সময়ের জন্যই ভারত কিছুতেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি।

সময় না-পাবার অনেকটা দায়িত্ব ভারতের নিজের উপরেই বর্তাবে। কারণ পঙ্কজ রায় ও মাধব আপ্তে ব্যাট করতে নেমে এতই রক্ষণমূলকভাবে খেলছিলেন যে ৯০ মিনিটে রান হয়েছিলো মাত্র ৩০। সম্ভবত অধিনায়কের নির্দেশ ছিলো সাবধানে খেলবার, কিন্তু তবু এই মন্থর খেলার কোনো মানে হয় না। বিশেষত আপ্তে, যিনি সফরের অন্যতম সফলতা, তাঁর এভাবে খেলার অর্থ বোঝা মুশকিল। আপ্তে আউট হ'য়ে যাবার পর রামচাঁদ হাত খুলে মারবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তিনি লেগ-বিফোর হ'য়ে গেলেন। হাজারের খেলায় আগেকার আস্থা বা সুষমা ছিলো না—আস্ত সফর ধ'রে তিনি নিজের খেলা পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন, এবারও তিনি অল্প রানেই আউট হ'য়ে গেলেন—ভারত তিন উইকেটে ৮০। কিন্তু এতক্ষণ পরে পঙ্কজ রায় হাত খুললেন, আর উমরিগড় প্রথম বল থেকেই দ্রুত রান তোলবার চেষ্টা করলেন। আর পরবর্তী ১২৮ মিনিট রুদ্ধশ্বাসে কাটলো, যখন তাঁরা অবলীলাক্রমে ১৩৬ রান যোগ ক'রে দিলেন। দিনের শেষে ভারতের রান তিন উইকেটে ২১৬—পঙ্কজ রায় অপরাজিত ৮১।

পঙ্কজ রায়ের কাছ থেকে ভালো খেলা অবশ্যম্ভাবী ছিল। আগেকার সবগুলো ইনিংসই, চমৎকারভাবে শুরু ক'রে আচমকা তিনি আউট হ'য়ে গেছেন। অথচ তাঁর অভিনিবেশ অবিস্মরণীয়, তাঁর সাহস বা দৃঢ়তাও অবহেলার যোগ্য নয়—একেবারে কোণঠাশা অবস্থায় দাঁত চেপে বিপক্ষের আক্রমণকে তিনি প্রতিরোধ করতে পারেন। তাঁর খেলার বাঁধুনী ধ্রুপদী—সাবলীল ও ছন্দোময়, সুঠাম কিন্তু প্রশান্ত। পক্ষান্তরে, উমরিগড়ের খেলায় আছে তেজ, আছে রগরগে ভঙ্গি। আর এই দুই ক্রিকেটার সেদিন বিকেলবেলায় ভারতীয় ক্রিকেটের ব্যাটিং সৌন্দর্যের মূল চরিত্রটিকেই উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন।

পঙ্কজ রায় কিন্তু সেঞ্চুরি করলেন না, দ্বিতীয় দিন সকালে আর মাত্র চার

রান ক'রেই তিনি আউট হ'য়ে গেলেন। কে না জানে ইনিংসের সূচনায় অফষ্টাম্পের বাইরের দ্রুত বল তাঁকে চুম্বকের মতো টানে! রায় আউট হ'তেই উমরিগড় বোলিংকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলেন, অন্য দিকে মঞ্জরেকারের ব্যাট থেকে সপ্রতিভ, ছিমছাম, ঝকঝকে রান নিঃসৃত হ'তে লাগলো। কিন্তু লাঞ্চের পরেই ভ্যালেণ্টাইনের একটি অপ্রত্যাশিত লেগব্রেক উমরিগড়কে পরাস্ত করলো; ১৬টা চার সহযোগে ১১৭ রান ক'রে তিনি প্রস্থান করলেন। এই সফরের প্রথম টেস্টে তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন, শেষ টেস্টেও তিনি আরেকটি সেঞ্চুরি করলেন। আর উমরিগড় ফিরে যেতেই বাকি উইকেটগুলো হুমদাম প'ড়ে গেলো। সেই সময় ভ্যালেণ্টাইন ২৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট দখল করেছিলেন।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	ক. লেগাল	ব. কিং	৮৫
মাধব আপ্তে	রান-আউট		১৫
জি. এস. রামচাঁদ	লেগ-বিফোর	ব. ভ্যালেণ্টাইন	২২
* বিজয় হাজারে	ক. ভ্যালেণ্টাইন	ব. কিং	১৬
পলি উমরিগড়		ব. ভ্যালেণ্টাইন	১১৭
† বিজয় মঞ্জরেকার	ক. উইক্স	ব. ভ্যালেণ্টাইন	৪৩
বিন্নু মানকড়	লেগ-বিফোর	ব. ভ্যালেণ্টাইন	৬
সি. ভি. গাদকারি	ক. লেগাল	ব. ভ্যালেণ্টাইন	০
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে	ক. লেগাল	ব. গোমেজ	৪
সুভাষ গুপ্তে	অপরাজিত		০
দীপক শোধন	অসুস্থ ; অনুপস্থিত		—
অতিরিক্ত (বাই ১, ওয়াইড ৩)			৪
			৩১২

পতন : ৩০ (আপ্তে); ৫৭ (রামচাঁদ); ৮০ (হাজারে); ২৩০ (পঙ্কজ রায়); ২৭৭ (উমরিগড়); ২৯৫ (মানকড়); ৩১২ (গাদকারি); ৩১২ (ঘোরপাড়ে); ৩১২ (মঞ্জরেকার)।

কিং	৩৪	১৩	৬৪	২
গোমেজ	২৮	১৩	৪০	১
ওরেল	১৬	৬	৩১	০
স্কট	৩১	৭	৮৮	০
ভ্যালেণ্টাইন	২৭.৫	৯	৬৪	৫
স্টোলমেয়ার	৪	০	২০	০
ওয়ালকট	১	০	১	০

স্টোলমেয়ারকে অল্প রানে আউট ক'রে ফেলে ভারতীয় দল অত্যন্ত উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছিলো, কিন্তু পায়রদো আর ওরেল তারপর ১০৩ অবধি স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন ; উইকেট যেন রানে ঠাশা, আউটফিল্ডও দ্রুত ; তার উপর আহত ফাড়কারের অনুপস্থিতিতে ভারতীয় আক্রমণ আরো দুর্বল হ'য়ে পড়েছিলো। আর, সবচেয়ে বড়ো কথা, এতদিনে ওরেলের হাত খুলে গিয়েছে। চিক্কণমসৃণ মুচমুচে মারগুলিতে তিনি ভারতীয়দের মনে করিয়ে দিলেন কমনওয়েল্‌থ দলের হ'য়ে তিনি যখন ভারত সফরে এসেছিলেন। ওরেলের খেলায় উইক্‌সের মতো দাপট নেই, আছে জাদু। মনে হয় যেন কোনো চেষ্টা নেই পিছনে, এত সহজ, এত অনায়াস, এত স্বতঃস্ফূর্ত। যেন সম্মোহন আছে তাঁর খেলায়, এত লাবণ্যময়।

পরের দিন সারা সময় ব্যাট করলেন ওরেল, তেমনি ছিপছিপে, তেমনি রেশমের মতো মসৃণ। তৃতীয় দিনের শেষে তাঁর রান দাঁড়ালো ২৫টা চার সহযোগে ১৭১ অপরাজিত। পায়রদো আউট হয়েছিলেন ওয়েস্ট-ইনডিজের রান যখন ১৩৩। তাঁর পরেই নেমেছিলেন উইক্‌স। আর খেলা হ'য়ে উঠেছিলো অতীব রোমাঞ্চকর, তখন কে কার চেয়ে ভালো খেলেন এই চাপা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় বোলিং ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেলো। ১৭০ মিনিটে দু'জনে রান তুললেন ১৯৭—উইক্‌স ততক্ষণে ১০৯ রান ক'রে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় বোলারদের আশান্বিত হবার কোনো কারণ ছিলো না, কারণ তখন উইক্‌সের শূন্যস্থান পূরণ করেছেন ওয়ালকট। দিনের শেষে ওয়েস্ট-ইনডিজের রান উঠলো তিন উইকেটে ৪০০।

রানের প্লাবন পরদিনও প্রমাণিত হয়নি। ওরেল সবসুদ্ধ করলেন ২৩৭, আর ওয়ালকট ১১৮, আর দু'জনে মিলে চতুর্থ উইকেটে যোগ করলেন ২১৩।

লাঞ্চের একটু পরেই মানকড়ের বলে গাদকারি যেই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চমকপ্রদভাবে ওয়ালকটকে লুফে নিলেন, অমনি ওয়েস্ট-ইনডিজের ইনিংস চট ক'রে শেষ হ'য়ে গেলো। ৪৭ মিনিট ও ৩৩ রান পরে শেষ উইকেটটি যখন পড়লো, তখন ওয়েস্ট-ইনডিজের সংগ্রহ ৫৭৬। অবশেষে মানকড়ই ওরেলের উইকেট দখল ক'রেছিলেন, ক্যাচ লুফেছিলেন হাজারে, ২৩৭ রানের মধ্যে ৩৫টি চার হাঁকিয়েছিলেন ওরেল—আর যখন এই তিন 'ডাবলিউ' পূর্ণ প্রভায় প্রকাশমান, তখন আশ্চর্য ফিল্ড করছিলেন গাদকারি, পঙ্কজ রায় ও উমরিগড়। এমনকি উইকেটরক্ষক হিশেবে খেলতে নেমে মঞ্জরেকারও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন—কিংকে নিপুণভাবে স্টাম্পড করা ছাড়া এত বড়ো ইংনিসে বাই দিয়েছিলেন মাত্র ৪, আর লেগ-বাই ৭।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

ক্রুস পায়রদো		ব. গুপ্তে	৫৮
* জেফ স্টোলমেয়ার		ব. মানকড়	১৩
ফ্র্যাঙ্ক ওরেল	ক. হাজারে	ব. মানকড়	২৩৭
এভারটন উইক্‌স	ক. গাদকারি	ব. গুপ্তে	১০৯
ক্লাইড ওয়ালকট	ক. গাদকারি	ব. মানকড়	১১৮
রবার্ট ক্রিস্টিয়ানি	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	৪
গেরি গোমেজ	ক. হাজারে	ব. মানকড়	১২
† আর. লেগাল	ক. বদলি	ব. গুপ্তে	১
ফ্র্যাঙ্ক কিং	স্টা. মঞ্জরেকার	ব. গুপ্তে	০
এ. পি. এইচ. স্কট		ক. ও ব. গুপ্তে	৫
অ্যালফ ভ্যালেন্টাইন	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৭, ওয়াইড ৪)			১৫
			৫৭৬

পতন : ৩৬ (স্টোলমেয়ার); ১৩৩ (পায়রদো); ৩৩০ (উইক্‌স); ৫৪৩ (ওরেল); ৫৫৪ (ওয়ালকট); ৫৫৪ (ক্রিস্টিয়ানি); ৫৬৭ (লেগাল); ৫৬৭ (কিং); ৫৬৯ (গোমেজ); ৫৭৬ (স্কট)।

রামচাঁদ	৩৬	৯	৮৪	০
হাজারে	১৭	২	৪৭	০
গুপ্তে	৬৫'১	১৪	১৮০	৫
মানকড়	৮২	১৭	২২৮	৫
ঘোরপাড়ে	৬	১	২২	০

ব্যবধান ২৬৪। কিন্তু এবার পঙ্কজ রায় আর আপ্তে ইনিংস শুরু করলেন ঝড়ের বেগে। এক ঘণ্টায় রান উঠলো ৬৩—কোনো উইকেট না-খুইয়ে। পরের দিন সকালবেলাতেও খেলার ভঙ্গি ঝলমলে, ইতিবাচক, যেন সমস্ত তাড়ার পিছনে কোনো পরিকল্পনা আছে। ৮০ রানে পৌঁছে আপ্তে যখন ভ্যালেণ্টাইনের বলে হঠাৎ লেগ-বিফোর হ'য়ে গেলেন, নামলেন মঞ্জরেকার; আর তারুণ্যের তেজে আর ফুর্তিতে সারা মাঠ উপচে গেলো। পঙ্কজ রায় আর মঞ্জরেকারের খেলা দেখে বোঝাই গেলো না যে এরা দু'জনে সফরে আগাগোড়া অল্প রান ক'রে আউট হ'য়ে গেছেন। বেগতিক দেখে, গডার্ডের মতো, স্টোলমেয়ারও অনসাইডে কড়া পাহারা বসিয়ে লেগটাম্পের বাইরে দিয়ে বল করতে লাগলেন। কিন্তু এত ক'রেও রায় কি মঞ্জরেকারকে দমানো গেলো না। মজবুত, জোরালো, ছিপ-ছিপে মার মঞ্জরেকারের—ঠিক দু'জন ফিল্ডারের মধ্যে ফাঁক খুঁজে পায়। আর পঙ্কজ রায় সূক্ষ্ম, সুকুমারভাবে ফিল্ডারের নাগালের বাইরে বল পাঠিয়ে দিয়ে ফিল্ড ভেঙে দিতে চিরকালই ওস্তাদ। জ্যামেকার বিপুল দর্শক তিন 'ডাবলিউ'র অবিশ্বাস্য কীর্তির পর কোণঠাশা দলের কাছ থেকে এমন সজীব, সতেজ, অসংবৃত ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। রায় আর মঞ্জরেকার ক্রিকেটের ব্যাকরণকে কখনওই লঙ্ঘন করলেন না, কিন্তু তবু তাঁদের সানন্দ উৎসাহ ও মসৃণ শিল্পতায় ক্রিকেটের যাবতীয় অনুশাসন যেন আনন্দে হিল্লোলিত হ'য়ে উঠলো।

এই সিরিজে অতিরিক্ত রানের মধ্যে ওয়াইড বলের প্রাচুর্য নিছকই আপতিক নয়। অধিনায়কদের নির্দেশে বোলাররা উইকেটের এত বাইরে দিয়ে বল করিয়েছেন যে আম্পায়ারকে বাধ্য হ'য়ে ওয়াইড নির্দেশ করতে হয়েছে। অতএব রায় আর মঞ্জরেকার সেই প্রতিশ্রুতি রাখলেন, অমনি ওয়েস্ট-ইনডিজের আক্রমণ নেতিবাচক হ'য়ে উঠলো। দিনের শেষে, তাই রায়-মঞ্জরেকারের দ্রুত রান তোলবার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও, ভারতের রান উঠলো এক উইকেটে ২৪৯। অর্থাৎ তখনও ওয়েস্ট-ইনডিজের চেয়ে ১৫ রান পেছিয়ে।

পরদিন এই জুটি আবার দ্রুত রান তোলবার চেষ্টায় তৎপর হ'য়ে উঠেছিলেন, যেহেতু সময় একটা মস্ত ফাঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। জুটির রান যখন ৩১৭, উইক্‌স মঞ্জরেকারকে স্লিপে লুফে নিলেন, আর মঞ্জরেকার চ'লে যেতেই রায়ও হঠাৎ ভ্যালেন্টাইনের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে গেলেন। তিন উইকেটে ৩২১—কিন্তু আসলে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত মাত্র ৬৩ রান এগিয়ে।

কিং পর-পর খাটো লেংথের ঠোকা বল নিক্ষেপ করলেন, আর এ-রকম একটা বলই উমরিগড়ের উইকেট পেলে। উমরিগড় সফরে সবসুদ্ধ রান করে-ছিলেন ৫৬০—১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধে রুসি মোদি ঠিক এই রানই করেছিলেন। উমরিগড়ের পর হাজারে, মানকড় আর গাদকারিও বেশি-ক্ষণ টিকলেন না—ভারতের রান তখন সাত উইকেটে ৩৬৮। এ সময় এমনকি ভারতের পরাজয়ও অসম্ভব ছিলো না। সেই সময়ে রামচাঁদ বেপরোয়া ব্যাট চালালেন, ঘোরপাড়ের সহায়তায় যোগ করলেন ৪০ রান। অবশেষে রোগ শয্যা থেকে উঠে এলেন ল্যাটা দীপক শোধন—শেষ পর্যন্ত রইলেন ১৫ রান ক'রে অপরাজিত। গুপ্তে যখন ৪৪৪ রানে সবশেষে আউট হলেন, ভারত তখন মাত্র ১৮০ রান এগিয়ে।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	লেগ-বিফোর	ব. ভ্যালেন্টাইন	১৫০
মাধব আপ্তে	লেগ বিফোর	ব. ভ্যালেন্টাইন	৩৩
‡ বিজয় মঞ্জরেকার	ক. উইক্‌স	ব. গোমেজ	১১৮
পলি উমরিগড়	ক. উইক্‌স	ব. কিং	১৩
* বিজয় হাজারে	ক. উইক্‌স	ব. ভ্যালেন্টাইন	১২
বিনু মানকড়	ক. উইক্‌স	ব. গোমেজ	৯
সি. ভি. গাদকারি	ক. স্টোলমেয়ার	ব. গোমেজ	০
জি. এস. রামচাঁদ	ক. পায়রদো	ব. ভ্যালেন্টাইন	৩৩
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে		ব. কিং	২৪
সুভাষ গুপ্তে		ব. গোমেজ	৮
দীপক শোধন	অপরাজিত		১৫
অতিরিক্ত (বাই ১৮, লেগ-বাই ১০, ওয়াইড ১)			২৯
			৪৪৪

পতন : ৮০ (আপ্তে); ৩১৭ (মঞ্জরেকার); ৩২৭ (পঙ্কজ রায়); ৩৪৬ (উমরিগড়); ৩৬০ (হাজারে); ৩৬০ (গাদকারি); ৩৬৮ (মানকড়); ৪০৮ (রামচাঁদ); ৪২১ (ঘোরপাড়ে); ৪৪৪ (গুপ্তে)।

কিং	২৬	৬	৮৩	২
গোমেজ	৪৭	১৪	৭২	৪
ওরেল	৬	২	১৭	০
স্কট	১৩	২	৫২	০
ভ্যালেন্টাইন	৬৭	২২	১৪৯	৪
স্টোলমেয়ার	১১	৩	২৮	০
ওয়ালকট	৮	২	১৪	০

১৪০ মিনিটে ১৮১ রান করলে জিতবে, এই অবস্থায় দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলে ওয়েস্ট-ইনডিজ। মোটেই অসম্ভব কাজ নয়, কিন্তু স্টোলমেয়ার চেষ্টাই করলেন না। একটি টেস্টে জিতেছেন, বাকি তিনটি শেষ হয়েছে অমীমাংসিত —এই টেস্টে, তাঁর মনে হ'লো, ঝুঁকি নেবার কোনো মানেই হয় না। অথচ এটা ঝুঁকি নেয়াও নয়। সময় এতই কম, বেগতিক দেখলে যে কোনো সময় কুলুপ এঁটে দিয়ে খেলা বাঁচানো যেতো। কিন্তু স্টোলমেয়ার সেদিক দিয়েই গেলেন না। কোনো রকমে নিয়ম রক্ষা করে বাকি সময়টুকু কাটিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। আর তারই মধ্যে ওয়েস্ট-ইনডিজ খোয়ালো চার উইকেট— প্রথম ইনিংসের নায়কদের মধ্যে ওরেল আর উইক্‌সও আউট। আসলে সময় পেলে ভারত হয়তো জিতে যেতো। উইকেট তখন স্পিন বলে সাড়া দিচ্ছে, আর গুপ্তে আর মানকড় স্পিন বলের বুকচাপা জাল বিস্তার করেছেন। কিন্তু মিথ্যেই শেষ মুহূর্তে এই জয়ের চেষ্টা—ভারত ততক্ষণে বড্ড দেরি ক'রে ফেলেছে, আর দ্বিতীয় টেস্টে জিতে গিয়ে স্টোলমেয়ার 'রাবার' দখল ক'রে নিয়েছেন।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

* জেফ স্টোলমেয়ার		ব. রামচাঁদ	৯
ব্রুস পায়রদো	রান-আউট		২
ফ্র্যাঙ্ক ওরেল	ক. আপ্তে	ব. মানকড়	২৩
এভারটন উইক্‌স	ক. ঘোরপাড়ে	ব. রামচাঁদ	৩৬

ক্লাইড ওয়ালকট	অপরাজিত	৫
রবার্ট ক্রিস্টিয়ানি	অপরাজিত	১
অতিরিক্ত (বাই ১৫, ওয়াইড ১)		১৬
	চার উইকেটে	৯২

পতন : ১১ (পায়রদো) ; ১৫ (স্টোলমেয়ার) ; ৮২ (ওরেল) ; ৯১ (উইক্স)।

রামচাঁদ	১৫	৬	৩৩	২
হাজারে	২	১	১	০
গুপ্তে	৮	২	১৬	০
মানকড়	২২	১১	২৬	১

এগারো : পাকিস্তানে ভারতবর্ষ ১৯৫৪-৫৫

কে দায়ী ক্রিকেটকে বধ করবার জন্য—মানকড়, না কারদার? না কি পাকিস্তানের মরা পিচ? ঢাকা, বাহাওয়ালপুর, করাচির নিষ্প্রাণ ম্যাট-পাতা উইকেট, আর লাহোর ও পেশোয়ারের মন্থর তৃণহীন উইকেট—এরাই কি দায়ী ৫৪-৫৫ সালের একঘেয়ে ও বিরক্তিকর টেস্টগুলোর জন্য? যাঁরা বলবেন চার দিনের টেস্ট না-হ'য়ে পাঁচদিন ব্যাপী টেস্ট হ'লে অন্তত তিনটি টেস্টে হারজিত নির্ধারিত হ'তো, তাঁরা ভুল বলবেন। কারন, তাহ'লে পুরো খেলার ধারাই অন্য রকম হ'তো—আরো বিরক্তিকর হ'তো, আরো অরুচিকর হ'তো পাঁচটি টেস্টের অতিরিক্ত পাঁচ দিন। কারণ প্রথম থেকেই এটা বোঝা যাচ্ছিলো যে দু-দলের অধিনায়কই টেস্টগুলো অমীমাংসিত রাখতে পারলেই খুশি হবেন। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মাঝ থেকে মারা পড়লো বেচারি ক্রিকেট।

হয়তো এটা ছিলো যুগেরই বৈশিষ্ট্য। কে না জানে পঞ্চাশের দশক বিশ্ব ক্রিকেটের মলিন, বিবর্ণ, হতশ্রী দিন। জিততে হ'লে হারবার জন্যও তৈরি থাকতে হয়—কিন্তু পঞ্চাশের দশকে রাজত্ব করেছেন ট্রেভর বেইলি, কেন ম্যাকাই, জ্যাকি ম্যাকগ্ল্—পঞ্চাশের দশকেই বিজয় হাজারে ভারতের অধিনায়ক হ'তে পেরেছিলেন, উত্থান ঘটেছিলো হানিফ মহম্মদের। এ-কথা মনে করবার কারণ নেই যে তাঁরা বাজে ক্রিকেটার—আসলে গণ্ডগোল ছিলো তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। কাজেই, হয়তো, মানকড়-কারদারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারদার পাকিস্তানি ক্রিকেটের মুকুটহীন রাজা—সদ্য ফিরেছেন ইংলণ্ড থেকে, ওভাল টেস্টে ইংলণ্ডকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দিয়ে রাবারের শরিক হ'য়ে—ভারত তখনও পর্যন্ত ইংলণ্ডকে ইংলণ্ডের মাঠে হারাতে পারে নি। কেন ঝুঁকি নেবেন তিনি—ঝুঁকি নিয়ে হারতে চাইবেন 'মিথ্যে মিথ্যি'! আর মানকড়—তিনি তখন জগতের সেরা চৌকশ খেলোয়াড় ব'লে শিরোপা পেয়েছেন—এখন যে তিনি ভারতের অধিনায়ক হয়েছেন, সে তো তাঁরই দক্ষতা ও অক্লান্ত চেষ্টারই স্বীকৃতি। তিনি কেন 'মিথ্যে' ঝুঁকি নিয়ে এই নামডাক খোয়াবেন। তাছাড়া 'রাবার' তো ভারতেরই হাতে। ভুল যুক্তি—আজ ভাবা যায়। অবাক হ'তে হয় এই ভেবে যে মানকড় কী ক'রে ভুলে গিয়েছিলেন ঐ 'রাবার' প্রধানত তাঁর দুর্দান্ত বলই আদায় ক'রে দিয়েছিলো। শুধু পুরো সফর বিশ্রী তিক্ত স্মৃতি হ'য়ে রইলো।

তাছাড়া ভারত-পাকিস্তান কি খেলার মাঠে সত্যি ক্রিকেট খেলতে চাচ্ছিলো ? এক সময় ছিলো একই দেশ, কিন্তু এখন ভিন্ন—আর ভাইয়ে-ভাইয়ে ভেদ হ'লে খেলাও পালটে যায়, হ'য়ে ওঠে রাজনীতির অংশ, কূটচালের অংশ। তাই আস্ত সিরিজ ধ'রে দুই রাগি বেড়ালের মতো গোঁফ পাকিয়ে ল্যাজ নামিয়ে মানকড় আর কারদার কেবল গর্‌র্‌র্ ক'রে আস্ফালন ক'রে গেলেন—কিন্তু আক্রমণ করবার সাহস কারুই ছিলো না। অথচ কারদার উদ্যোগী হ'লে দুটি টেস্ট জিততে পারতেন—পেশোয়ারে চতুর্থ টেস্টে মানকড়ের হাতেও এসেছিলো সুবর্ণ সুযোগ। নেতি, নেতি, নেতি—এই দৃষ্টিভঙ্গি খেলাগুলোকে অর্থহীন পাঁয়-তাড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলে।

প্রথম টেস্ট : ঢাকা ; জানুয়ারি ১, ২, ৩ ও ৪, ১৯৫৫

টসে জিতে কারদার ব্যাট বেছে নিয়েছিলেন। পাকিস্তান নতুন বছরের প্রথম দিনে সারা সময় ব্যাট ক'রে পাঁচ উইকেটে ২০৭ রান তুলেছিলো। উইকেট ছিলো ব্যাটসম্যানদের সহায়ক—তাই সাড়ে-পাঁচ ঘণ্টায় এই রান মন্থর ক্রিকেটেরই নজির ছিলো ব'লে গণ্য হবে। অথচ পাকিস্তান লাঞ্চের পরে ২১০ মিনিটে ১৭২ রান তুলে দেখিয়ে দিয়েছিলো যে তারা ইচ্ছে করলে তাড়াতাড়ি রান তুলতে পারে। কিন্তু লাঞ্চের আগে দু-ঘণ্টায় আলিমুদ্দিনের উইকেট খুইয়ে পাকিস্তান রান করেছিলো মাত্র ৩৫। এই মন্থরতার পিছনে কোনো পরিকল্পনা ছিলো কী ? যদি থেকে থাকে, তাহ'লে, বলতেই হয়, তেমন পরিকল্পনা যেন আর কখনও ক্রিকেট মাঠে হানা না-দেয়। কিন্তু ঐ দু-ঘণ্টাতেই পুরো সিরিজের সুরটা বাঁধা হ'য়ে গিয়েছিলো।

এরই মধ্যে দু-দলের দু'জন ক্রিকেটার সকল বামনাবতারদের মধ্যে অতিকায় হ'য়ে দেখা দিলেন—পাকিস্তানের ওয়াকার হাসান, ভারতের 'পুনরধিষ্ঠিত' গুলাম আমেদ। ইনিংসের গোড়াতেই উইকেটরক্ষকের হাতে ক্যাচ দিয়েছিলেন ওয়াকার, কিন্তু অব্যাহতি পেয়ে উইকেটের চারপাশে মেরে অবলীলাক্রমে রান করেছিলেন ৫২—আর আভিজাত্যে ও শিল্পিতায় তাঁর খেলায় ক্রিকেটেরই শ্রেষ্ঠ রূপ অভিব্যক্ত হয়েছিলো। আর উইকেট যেখানে নিষ্প্রাণ, কোনো বলে কোনো সাড়া দেয় না, সেখানে গুলাম আমেদ বুদ্ধি খাটিয়ে অনবরত ফ্লাইট পালটে, গতি বদল ক'রে বল ক'রে পেয়েছিলেন চার উইকেট—হানিফ,

আলিমুদ্দিন, মকসুদ ও ওয়াকার—পাকিস্তানের এই সেরা চারজন ব্যাটসম্যানকে পেয়েছিলেন গুলাম আমেদ। বাকি উইকেটটি—উজির মহম্মদকে—পেয়েছিলেন গুপ্তে। চায়ের পরেই পাকিস্তানের রান দাঁড়িয়েছিলো পাঁচ উইকেটে ১৫৭, কিন্তু ইমতিয়াজ আর কারদার সাবধানে ব্যাট ক'রে দিনের শেষে আবার সংকট কাটিয়ে উঠেছিলেন।

পরদিন আর মাত্র ৫০ রান যোগ ক'রেই যে পাকিস্তান বাকি উইকেটগুলো খুইয়ে বসেছিলো, তা নয়—ভারতও দিনের শেষে পাঁচ উইকেট খুইয়ে রান করেছিলো ১১৫। সারা দিনে ১৬৫ রান—এই থেকেই খেলার ধরণ অনেকটা আন্দাজ করা যাবে।

দ্বিতীয় দিন সকালেই ফাড়কার তাঁর লেগ-কাটারে কোনো রান যোগ হবার আগেই ইমতিয়াজকে বোল্ড ক'রে দিয়েছিলেন। আর নতুন বলে রামচাঁদ পর-পর দু-বলে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কারদার ও ফজল মামুদকে। শেষটায় শুজাউদ্দিন সাহসে ভর ক'রে ২৫ রান না-করলে পাকিস্তানের অবস্থা আরো খারাপ হ'তো।

পাকিস্তান : প্রথম দফা

হানিফ মহম্মদ	ক. তামানে	ব. গুলাম আমেদ	৪১
আলিমুদ্দিন	ক. ফাড়কার	ব. গুলাম আমেদ	৭
ওয়াকার হাসান		ক. ও ব. গুলাম আমেদ	৫২
মকসুদ আহ্‌মেদ	ক. তামানে	ব. গুলাম আমেদ	১১
উজির মহম্মদ	ক. ফাড়কার	ব. গুপ্তে	২৩
‡ ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ		ব. ফাড়কার	৫৪
* আব্দুল হাফিজ কারদার		ব. রামচাঁদ	২৯
এস. শুজাউদ্দিন	স্টা. তামানে	ব. মানকড়	২৫
ফজল মামুদ	ক. তামানে	ব. রামচাঁদ	০
মামুদ হুসেন		ব. গুলাম আমেদ	৯
খান মহম্মদ	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ১)			২
			২৫৭

পতন : ২১ (আলিমুদ্দিন); ৭৪ (হানিফ); ৮৮ (ওয়াকার); ১২৫ (মকসুদ); ১৫৭ (উজির); ২০৭ (ইমতিয়াজ); ২২৭ (কারদার); ২২৭ (ফজল); ২৪০ (মামুদ হুসেন); ২৫৭ (শুজাউদ্দিন)।

ফাড়কার	১৮	১১	২৪	১
রামচাঁদ	১৫	৭	১৯	২
গুলাম আমেদ	৪৫	৮	১০৯	৫
গুপ্তে	৪৬	১৩	৭৯	১
মানকড়	১২.২	৩	২৪	১

পাকিস্তানকে ব্যাটসম্যানদের স্বর্গে ওভাবে আউট ক'রে দিয়ে ভারত ব্যাট করলো শোচনীয়তরভাবে। ইনিংসের সূচনায় পঙ্কজ রায়কে মনে হয়েছিলো নির্ভরতার প্রতিমূর্তি, কিন্তু হঠাৎ কাট করতে গিয়ে বলটাকে তিনি উইকেটে টেনে নিয়ে এলেন। মন্ত্রী তো আউট হবার আগে বারংবার পরাস্ত হচ্ছিলেন। তারপর পঙ্কজ রায়ের মতোই পাঞ্জাবিও কাট করতে গিয়ে উইকেটে বল টেনে নিয়ে এলেন। মঞ্জরেকার খান মহম্মদকে ড্রাইভ করতে গিয়ে মাথা তুলে ফেললেন—উইকেট ছিটকে গেলো। অবস্থা আরো খারাপ হ'তো, কিন্তু জোড়াতালি দিলেন উমরিগড় ও ফাড়কার। ফাড়কারের সাহস আর দৃঢ়তা চিরকালই অনুকরণযোগ্য। উমরিগড় খেলছিলেন আস্থার সঙ্গে। কিন্তু সবচেয়ে দায়িত্বহীন রামচাঁদের বেপরোয়া ব্যাট চালানো—দিনের খেলা শেষ হবার আগে অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল তিনি তাড়া ক'রে গেলেন, এবং ইমতিয়াজ দু-বারের চেষ্টায় ক্যাচটাকে লুফে নিলেন।

উমরিগড় আর ফাড়কার যেভাবে খেলছিলেন, তাতে ভারতের পক্ষে সংকট কাটানো অপ্রত্যাশিত ছিলো না। কিন্তু তৃতীয় দিনে মাত্র ৩৩ রানে ভারতের শেষ ছ-টা উইকেট প'ড়ে গেলো। মামুদ হুসেন আর খান মহম্মদ আগাগোড়া চমৎকার বল করেছিলেন—মামুদ হুসেন পেয়েছিলেন ৬৭ রানে ছ-উইকেট, আর খান মহম্মদ ৪২ রানে চার। কিন্তু কোনো উইকেট না-পেলেও ফজল মামুদ বল করেছিলেন দৈত্যের মতো—নিশানা ছিলো অব্যর্থ, লেংথ অবিচল—পঁচিশ ওভারে মাত্র ১৮ রান দিয়েছিলেন, উনিশ ওভারে কোনো রানই দেননি।
—ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা আগাগোড়াই ভুল রীতিতে খেলছিলেন। হাত খুলে মারবার চেষ্টা না-ক'রে তাঁরা উইকেটে আগলে থাকবার চেষ্টা করছিলেন,

তারপরে ধৈর্য হারিয়ে যখন মারতে গেছেন, তখনই উইকেট পড়েছে। ইমতিয়াজ চমৎকার উইকেট রেখেছিলেন—তিনটে ক্যাচ ধরেছিলেন তাজ্জব করা। বিশেষত যে-ক্যাচটায় ফাড়কার আউট হয়েছিলেন, সেটা গল্পের বইতেই মানায়। লেগ স্লিপের পাশ দিয়ে বিদ্যুৎবেগে বলটা বেরিয়ে যাচ্ছিলো—ইমতিয়াজ ঝাঁপিয়ে প'ড়ে প্রায় মাটি থেকে বল তুলে নিয়েছিলেন। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের ফিল্ডিং ভালো হয়েছিলো। চতুরভাবে বোলার পরিবর্তন করছিলেন কারদার এবং খেলাটা প্রায় পকেটে পুরে ফেলেছিলেন।

কিন্তু আবারও আস্তে ব্যাট ক'রে পাকিস্তান খেলাটা নাগালের বাইরে চ'লে যেতে দিলে।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়		ব. মামুদ হুসেন	০
পি. এল. পাঞ্জাবি		ব. খান মহম্মদ	২৬
† মাধব মন্ত্রী		ব. মামুদ হুসেন	০
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. খান মহম্মদ	১৮
পলি উমরিগড়	ক. কারদার	ব. মামুদ হুসেন	৩২
জি. এস. রামচাঁদ	ক. ইমতিয়াজ	ব. মামুদ হুসেন	৩৭
দাত্তু ফাড়কার	ক. ইমতিয়াজ	ব. মামুদ হুসেন	১১
* বিনু মানকড়	ক. ইমতিয়াজ	ব. মামুদ হুসেন	২
† নরেন তামানে		ব. খান মহম্মদ	৫
গুলাম আমেদ		ব. খান মহম্মদ	২
সুভাষ গুপ্তে	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ১২, নো-বল ২)			১৪
			১৪৮

পতন : ১৭ (পঙ্কজ রায়); ১৯ (মন্ত্রী); ৪৫ (পাঞ্জাবি); ৫৬ (মঞ্জরেকার); ১১৫ (রামচাঁদ); ১২৯ (উমরিগড়); ১৩১ (মানকড়); ১৪৩ (ফাড়কার); ১৪৫ (তামানে); ১৪৮ (গুলাম আমেদ)।

মামুদ হুসেন	২৭	৬	৬৭	৬
ফজল মামুদ	২৫	১৯	১৮	০

খান মহম্মদ	২৬·৫	১২	৪২	৪
শুজাউদ্দিন	৪	২	৭	০

পাকিস্তান যখন আবার ব্যাট করতে গেলো, মানকড় প্রথম থেকেই ফিল্ড সাজালেন রক্ষণাত্মক। শুধু তা-ই নয়, লেগ-স্টাম্পের চারপাশে পর-পর লোক দাঁড় করিয়ে বল করালেন, লেগ-স্টাম্পের বাইরে দিয়ে। আরো তাজ্জব, প্রথম দফায় গুলাম আমেদ দুর্দান্ত বল ক'রে পাঁচ উইকেট পেয়েছিলেন—পাকিস্তানের দ্বিতীয় দফায় তাঁকে এক ওভারও বল করতে দেয়া হ'লো না। পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময়; ধাঁধার মতো। কবে কোন্ গোয়েন্দা এ ধাঁধার জট খুলবেন, কে জানে!

হানিফ তারই মধ্যে রান করতে গিয়ে ২৪-এ আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আলিমুদ্দিন আর ওয়াকার দিনের শেষে ৯৭ পর্যন্ত রান টেনে নিয়ে গেলেন। ইনিংসের সূচনায় পাকিস্তানের জিতবার সুযোগ ছিলো কিন্তু মানকড় তাঁদের আউট করবারও চেষ্টা করলেন না, রানও তুলতে দিলেন না। অর্থাৎ জিততে হ'লে পাকিস্তানকে শেষদিনে এক সময় ইনিংস ঘোষণা করতেই হবে আর তার জন্য তাদের চাই দ্রুত রান। শেষ দিন খেলা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান দ্রুত রান তোলবার চেষ্টা করলে। আর তখন মানকড় উমরিগড়কে দিয়ে একদিকে বল করালেন—ফন্দিটা এই, উমরিগড় লেগ-স্টাম্পের বাইরে নেতিমূলক বল করবেন, অন্য দিকে গুপ্তে লোপ্পা বল দিয়ে লোভ দেখাবেন। এ-সব কৌশলই দিবালোকের মতো স্বচ্ছ ছিলো, কিন্তু তবু পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানেরা জিতবার চেষ্টায় গুপ্তের বলে মারতে গিয়ে পর-পর উইকেট খোয়ালো। ৫২ মিনিটে ৯ উইকেট খুইয়ে তারা যোগ করলে ৬১। অর্থাৎ, জিততে হলে ভারতকে ২৬৮ মিনিটে ২৬৮ রান তুলতে হবে। কিন্তু মানকড়ের এই ফন্দিকেই কি বলে ক্রিকেট?

পাকিস্তান : দ্বিতীয় দফা

আলিমুদ্দিন	ক. বদলি (গাদকারি)	ব. গুপ্তে	৫১
হানিফ মহম্মদ	ক. উমরিগড়	ব. ফাড়কার	১৪
ওয়াকার হাসান	স্টা. তামানে	ব. গুপ্তে	৫১
মকসুদ আহ্মেদ	ক. মন্ত্রী	ব. গুপ্তে	১৬

† ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ক. উমরিগড়	ব. গুপ্তে	৫
এস. শুজাউদ্দিন	রান-আউট		১
উজির মহম্মদ	রান-আউট		০
* আব্দুল হাফিজ কারদার	ক. মন্ত্রী	ব. মানকড়	৩
ফজল মামুদ	অপরাজিত		১৫
মামুদ হুসেন	ক. পাঞ্জাবি	ব. গুপ্তে	০
খান মহম্মদ	রান-আউট		০
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ২)			২
			১৫৮

পতন : ২৪ (হানিফ) ; ১১৬ (ওয়াকার) ; ১২২ (আলিমুদ্দিন) ; ১৩৭ (ইমতিয়াজ) ; ১৩৯ (শুজাউদ্দিন) ; ১৪০ (উজির মহম্মদ) ; ১৪০ (মকসুদ); ১৪৮ (কারদার) ; ১৫৬ (মামুদ হুসেন) ; ১৫৮ (খান মহম্মদ)।

ফাড়কার	২৮·২	১	৫৭	২
রামচাঁদ	১৯	১০	৩০	০
উমরিগড়	১৫	৮	১৭	০
মানকড়	১৮	৬	৩৪	০
গুপ্তে	৬	০	১৮	৫

স্বভাবতই, ভারত যদি মিনিটে এক রান ক'রে এ-টেস্টে জিতে যেতো, তা'হলে এই জয়ে গৌরবের চেয়ে লজ্জাই হ'তো বেশি। কিন্তু এ-দল যে অমন চেষ্টাই করবে না, সে তো স্পষ্ট। বিশেষত পাঞ্জাবি আর মন্ত্রী যখন চট ক'রে আউট হ'য়ে গেলেন। পঙ্কজ রায় ও মঞ্জরেকার সাবধানে খেলে আক্রমণের প্রথম চোটটাকে সামলে নিলেন ; তারপর যখন পরাজয়ের ভীতি দূরে চ'লে গেলো, তখন দু'জনে হাত খুললেন। দু'জনে অসমাপ্ত তৃতীয় উইকেটে যোগ করলেন ১২৯ রান—আস্থায় ভরপুর ঝকঝকে মার বেরুতে থাকলো দু'জনের ব্যাট থেকে। কিন্তু তখন ক্রিকেটের আর কোনো অর্থ নেই। বিশেষত শেষের ওভারগুলোতে বল করছিলেন ব্যাটসম্যানেরা। খেলা যখন শেষ হ'লো তখন ২৬৮ মিনিটে ভারতের রান দু-উইকেটে ১৪৬।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	অপরাজিত		৬৭
পি. এল. পাঞ্জাবি	লেগ-বিফোর	ব. খান মহম্মদ	৩
† মাধব মন্ত্রী	ক. ইমতিয়াজ	ব. খান মহম্মদ	২
বিজয় মঞ্জরেকার	অপরাজিত		৭৪
		দু-উইকেটে	১৪৬

পতন : ১৫ (পাঞ্জাবি) ; ১৭ (মন্ত্রী)।

মামুদ হুসেন	৭	২	২১	০
ফজল মামুদ	২৩	১১	৩৪	০
খান মহম্মদ	১২	৫	১৮	২
শুজাউদ্দিন	১৪	৬	২৫	০
কারদার	১২	৪	১৭	০
হানিফ মহম্মদ	৫	১	১৪	০
আলিমুদ্দিন	৫	০	১৩	০
ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	১	১	০	০
মক্‌সুদ আহ্‌মেদ	৩	১	৪	০

দ্বিতীয় টেস্ট : বাহাওয়ালপুর ;
জানুয়ারী ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮, ১৯৫৫

বাহাওয়ালপুরের দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ভারতীয় দলে দুটি পরিবর্ত্তন করা হ'লো : এক, ফাড়কার আহত ব'লে তাঁর জায়গায় এলেন গোপিনাথ ; আর ঢাকায় ভারতীয় দলে একই সঙ্গে দু'জন উইকেটরক্ষক খেলেছিলেন—মন্ত্রী ও তামানে ; এবার মন্ত্রীকে বসিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় নেয়া হ'লো গাদকারিকে। গাদকারি অন্তর্ভূর্ত হওয়ায় ফিল্ডিং-এর অন্তত উন্নতি হবে, আর গোপিনাথ ব্যাটিংকে জোরালো ক'রে তুলবেন।

ভালো ব্যাটিং উইকেট, তার উপর মানকড় টসে জিতলেন। কিন্তু তাসের ঘরের মতো ভারতীয় ব্যাটিং ভেঙে পড়লো। ফজলের ইনস্যুয়িঙ্গারে পঙ্কজ রায় যখন বোল্ড হলেন, তখন স্কোর বোর্ডে আঁচড়ও পড়েনি। তারপরেই মানকড়

অফস্টাপের বাইরের বলে খোঁচা মেরে ইমতিয়াজকে ক্যাচ দিলেন : ভারত দু-উইকেটে ১৬। পাঞ্জাবি মঞ্জরেকারের সঙ্গে লাঞ্চ পর্যন্ত কোনোক্রমে টিকে রইলেন, লাঞ্চের সময় স্কোর ছিলো দু-উইকেটে ৬১। কিন্তু লাঞ্চের পরেই খান মহম্মদ পাঞ্জাবিকে বোল্ড ক'রে দিলেন। উমরিগড় উইকেটে টিকে রইলেন দু-ঘণ্টারও উপর, আর রান করলেন মাত্র ২০। তাঁর ব্যাট করার ভঙ্গি দেখে চেনাই যাচ্ছিলো না—অস্বস্তিতে-ভরা, থতমত-খাওয়া, স্নায়ুকাতর উমরিগড় ১২৫ মিনিট পাকিস্তানের বোলারদের বল বোঝবার চেষ্টা করলেন ; কী ক'রে যে অতক্ষণ টিকে রইলেন, তা-ই আশ্চর্য। মঞ্জরেকার অবশ্য আগাগোড়া চমৎকার খেলে যাচ্ছিলেন। মুচমুচে সপ্রতিভ তাঁর মারগুলো তাঁর খেলার জাত বুঝিয়ে দিচ্ছিলো। ৫০ রান ক'রে মঞ্জরেকার আউট হ'য়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গাদকারি ও উমরিগড় তাঁকে ড্রেসিংরুমে অনুসরণ করলেন। চায়ের আগের ওভারটিতেই পর-পর উইকেটগুলো নিয়ে খান মহম্মদ ভারতকে কোণঠাশা ক'রে দিলেন। চায়ের পরেই আউট হলেন গোপিনাথ। ভারতের স্কোর সাত উইকেটে ১০৭। এই অবস্থায় রামচাঁদ ও তামানে জুটি প্রতিরোধ গ'ড়ে দাঁড়ালেন। তামানে যখন একদিকের উইকেট আগলে রাখলেন, রামচাঁদ তখন স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়া ভঙ্গিতে বোলিংকে আক্রমণ করলেন। দিনের শেষে, রান দাঁড়ালো সাত উইকেটে ১৫৭।

রামচাঁদ-তামানে জুটি কিন্তু পরদিন বেশিক্ষণ টিকলো না। কিন্তু এই জুটির ৮২ রান না-হ'লে ভারতের অবস্থা কী-রকম হ'তো ভাবাও যায় না। গুপ্তে এলোমেলো ব্যাট চালিয়ে কিছু রান তুললেন, কিন্তু তামানে শেষ পর্যন্ত রইলেন ৫৪ অপরাজিত। ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হ'লো ২৩৫ রানে। ফজল মামুদ পেলেন ৮৬ রানে ৪ উইকেট, আর খান মহম্মদ ৭৪ রানে ৫।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়		ব. ফজল মামুদ	০
পি. এল. পাঞ্জাবি		ব. খান মহম্মদ	১৮
† বিনু মানকড়	ক. ইমতিয়াজ আহমেদ	ব. ফজল মামুদ	৬
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. মামুদ হুসেন	ব. খান মহম্মদ	৫০
পলি উমরিগড়		ব. খান মহম্মদ	২০
জি. এস. রামচাঁদ		ব. মামুদ হুসেন	৫৩

সি. ভি. গাদকারি	লেগ-বিফোর	ব. খান মহম্মদ	২
সি. ডি. গোপিনাথ	ক. ওয়াকার হাসান	ব. ফজল মামুদ	০
* নরেন তামানে	অপরাজিত		৫৪
সুভাষ গুপ্তে		ব. খান মহম্মদ	১৫
গুলাম আমেদ		ব. ফজল মামুদ	৮
অতিরিক্ত (লেগবাই ৪, নো-বল ৫)			৯
			২৩৫

পতন : ০ (পঙ্কজ রায়); ১৬ (মানকড়); ৬১ (পাঞ্জাবি); ৯৩ (মঞ্জরেকার); ৯৫ (উমরিগড়); ১০০ (গাদকারি); ১০৭ (গোপিনাথ); ১৮৯ (রামচাঁদ); ২০৫ (গুপ্তে); ২৩৫ (গুলাম আমেদ)।

ফজল মামুদ	৬২·৫	২৩	৮৬	৪
মামুদ হুসেন	২৫	৮	৫৬	১
খান মহম্মদ	৩৩	৭	৭৪	৫
শুজাউদ্দিন	৯	৪	১০	০

পাকিস্তানের ইনিংস শুরু হবামাত্র ফাড়কারের অভাব স্পষ্টভাবে অনুভব করা গেলো। উমরিগড়ের বলে গতি ছিলো না, আর রামচাঁদ প্রথম থেকেই উইকেটের অনেক বাইরে দিয়ে বল করতে শুরু করলেন। তাতে হয়তো রান আটকানো যায়, কিন্তু উইকেট পাওয়া যায় না। হানিফ আর আলিমুদ্দিন অনায়াসে সাবলীলভাবে রান তুলতে লাগলেন। দিনের খেলা যখন শেষ হ'লো পাকিস্তানের রান কোনো উইকেট না-খুইয়ে ৯১, হানিফ অপরাজিত ৪০, আর আলিমুদ্দিন অপরাজিত ৪৩। পরদিন সকালে হানিফ-আলিমুদ্দিন জুটিতে ১২৭ রান যোগ হবার পর গুলাম আমেদ অবশেষে আলিমুদ্দিনকে বোল্ড করলেন। আলিমুদ্দিন চমৎকার খেলেছিলেন। তাঁর ৬৪ রান অর্জিত হয়েছিলো অনায়াসে, সহজে, চেষ্টাহীন শিল্পিতার সঙ্গে। ওয়াকারও আবার চমৎকার খেললেন, দ্বিতীয় উইকেটে যোগ করলেন ৭৩ রান, তাতে তাঁর নিজের অবদান ছিলো ৪৮। তারপরে অবশ্য একা হানিফই অসামান্য খেললেন। অটুট তাঁর অভিনিবেশ ও ধৈর্য, অভেদ্য তাঁর প্রতিরোধ, আর তাঁর সময়জ্ঞান যেন স্বজ্ঞাপ্রসূত। সবশুদ্ধ ৫১০ মিনিট ব্যাট করেছিলেন তিনি, হাঁকিয়েছিলেন সতেরোটি চার ও একটি ছক্কা। কেন যে তাঁর নাম 'খুদে ওস্তাদ', এই ইনিংসটি তার প্রজ্বলন্ত প্রমাণ। তাঁকে আউট

করা অসম্ভব ছিলো ; তুলে মেরেছিলেন তিনি উমরিগড়কে, সেখানে কোনো ফিল্ডারও ছিলো না। কিন্তু ঝড়ের বেগে দৌড়ে এলেন গাদকারি, একেবারে সীমানার ধারে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পড়তি বলটাকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে লুফে নিলেন। দিনের শেষে পাকিস্তানের রান ন-উইকেটে ৩১২, কারদার ঐ রানেই ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। উমরিগড় একটানা নিখুঁত লেংথে বল ক'রে পেলেন ৭৪ রানে ৬ উইকেট।

পাকিস্তান : প্রথম দফা

হানিফ মহম্মদ	ক. গাদকারি	ব. উমরিগড়	১৪২
আলিমুদ্দিন		ব. গুলাম আমেদ	৬৪
ওয়াকার হাসান	ক. গুপ্তে	ব. উমরিগড়	৪৮
মকসুদ আহ্‌মেদ	ক. গাদকারি	ব. উমরিগড়	১০
† ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	স্টা. তামানে	ব. গুপ্তে	৩
* আব্দুল হাফিজ কারদার	ক. পাঞ্জাবি	ব. উমরিগড়	১৩
ফজল মামুদ		ব. উমরিগড়	৯
মামুদ হুসেন	ক. গাদকারি	ব. উমরিগড়	০
শুজাউদ্দিন	রান-আউট		৭
উজির মহম্মদ	অপরাজিত		৪
খান মহম্মদ	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ৫)			১১
		ন-উইকেটে ঘোষিত	৩১২

পতন : ১২৭ (আলিমুদ্দিন) ; ২০০ (ওয়াকার) ; ২২৬ (মকসুদ) ; ২২৯ (ইমতিয়াজ) ; ২৫৮ (কারদার) ; ২৮৬ (ফজল) ; ২৮৬ (মামুদ হুসেন) ; ৩০১ (শুজাউদ্দিন) ; ৩১২ (হানিফ মহম্মদ)।

রামচাঁদ	১৩	৫	২৬	০
উমরিগড়	৫৮	২৫	৭৪	৬
গুপ্তে	১৭	৮	৪৯	১
গুলাম আমেদ	৩৬	৪	৬৩	১
মানকড়	৪০	১৯	৮৯	০

৭৭ রান পিছনে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলো ভারত, কিন্তু সেটা চতুর্থ দিন সকাল—অতএব ভারতের শোচনীয় বিপর্যয় না-হ'লে খেলা যে অমীমাংসিত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ ছিলো না। রায় আর পাঞ্জাবি প্রথম উইকেটে ৫৮ রান করলেন, তারপর পাঞ্জাবি আউট হবার সঙ্গে সঙ্গেই মানকড় আবার অফস্টাম্পের বাইরের বল খোঁচা দিয়ে আউট হ'য়ে গেলেন। তারপরেই পঙ্কজ রায় ও মঞ্জরেকারের চমৎকার ফলপ্রসূ জুটির সূচনা হ'লো। তৃতীয় উইকেটে তাঁরা যোগ করলেন ১২৩ রান—কিন্তু রানের সংখ্যার চেয়েও খেলবার ধরন অনেক বেশি স্মরণীয় হ'লো। ১৮৩ মিনিটে ১২৩ রান করেছিলেন পঙ্কজ রায় ও মঞ্জরেকার—সেই সফরে ঢিমে তেতালায় যেভাবে খেলা হচ্ছিলো, সে-তুলনায় এ যথেষ্ট দ্রুত রান। পঙ্কজ রায়ের খেলা ছিলো নির্ভরতার প্রতীক—আর তাঁর কেতাবি মারগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো স্বল্পতম চেষ্টায়, সাবলীলভাবে। মঞ্জরেকারের খেলা ছিলো টগবগে, টাটকা, কিন্তু ব্যাকরণ মানা। এই জুটির জন্যই ভারত অনায়াসে খেলা বাঁচাতে পারলে। খেলা যখন শেষ হ'লো, তখন ভারতের রান ছিলো পাঁচ উইকেটে ২০৯।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	ক. কারদার	ব. খান মহম্মদ	৭৭
পি. এল. পাঞ্জাবি	ক. মকসুদ আহ্‌মেদ	ব. মামুদ হুসেন	৩৩
* বিনু মানকড়	ক. ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ব. ফজল মামুদ	২
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ব. ফজল মামুদ	৫৯
সি. ডি. গোপিনাথ	ক. মকসুদ আহ্‌মেদ	ব. খান মহম্মদ	৮
সি. ভি. গাদকারি	অপরাজিত		৮
† নরেন তামানে	অপরাজিত		৯
অতিরিক্ত (বাই ১২, লেগ-বাই ১, নো-বল ১)			১৪
		পাঁচ উইকেটে	২০৯

পতন : ৫৮ (পাঞ্জাবি); ৬২ (মানকড়); ১৮৫ (মঞ্জরেকার); ১৮৯ (পঙ্কজ রায়); ১৯৩ (গোপিনাথ)।

ফজল মামুদ	২৮	৬	৫৮	২
মামুদ হুসেন	১৭	৩	৪৭	১

খান মহম্মদ	২২	৬	৫০	২
শুজাউদ্দিন	৮	৬	২	০
মকসুদ আহ্‌মেদ	৭	৩	১৯	০
কারদার	৭	০	১৯	০

তৃতীয় টেস্ট : লাহোর ;
জানুয়ারী ২৯, ৩০, ৩১, ও ফেব্রুয়ারী ১, ১৯৫৫

ঢাকা ও বাহাওয়ালপুরের মাদুরঢাকা উইকেটের পর লাহোরের চমৎকার বাগ-ই-জিন্নাহ্ মাঠে যখন তৃতীয় টেস্ট শুরু হ'লো, অনেকেই বৃথা ভেবেছিলেন যে হয়তো এ-টেস্টে হারজিতের নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু তৃতীয় টেস্টও আগেকার টেস্টগুলোর মতোই বহ্বারম্ভ ও লঘু ক্রিয়ায় সমাপ্ত হ'লো—আগাগোড়াই পাকিস্তানের আধিপত্য ছিলো এ-টেস্টে, আর মানকড় পুনরায় তাঁর নেতিমূলক ক্রিকেটের অবতারণা ক'রে ক্রিকেটের অন্ত্যেষ্টির যথোচিত ব্যবস্থা করেছিলেন।

সত্যি-যে ফাড়কারের জখম তখনও তাঁকে ভোগাচ্ছিলো ব'লে তিনি টেস্ট দলে স্থান না-পাওয়ায় ভারতীয় দল দুর্বল হ'য়ে পড়েছিলো—বিশেষত ঘাসের উইকেটে ফাড়কার চিকরালই ম্যাট-পাতা উইকেটের চেয়ে ভালো বল করতেন। কিন্তু পাকিস্তানের নির্বাচকেরা তাজ্জব ক'রে দিলেন যখন ঘোষণা করা হ'লো যে খান মহম্মদ এ-টেস্টে নির্বাচিত হননি। ভারতের বিরুদ্ধে খান মহম্মদ ছিলেন পাকিস্তানের সফলতম বোলার—দুটি টেস্টে তিনি পেয়েছিলেন তেরোটি উইকেট। ১৯৫২ সালেও খান মহম্মদকেই বেশি ভয় পেয়েছিলো ভারত—কিন্তু সেবার আহত থাকায় দুটির বেশি টেস্ট তিনি খেলতে পারেননি। কিন্তু এবার খান মহম্মদ যখন দারুণ বল করছেন আর ভারতীয়রা তাঁকে স্বস্তির সঙ্গে খেলতে পারছেন না, তখন তাঁকে দল থেকে বাদ দিয়ে দেয়া কেবল পাকিস্তান বা ভারতের নির্বাচকদের পক্ষেই সম্ভব।

পাকিস্তান টসে জিতে প্রথম দিন সারা সময় ব্যাট করেছিলো। দিনের খেলা শেষ হবার পনেরো মিনিট আগে তাদের রান ছিলো ৩ উইকেটে ১৯৮। একসময় অবশ্য ৬২ রানে ৩ উইকেট প'ড়ে গিয়েছিলো পাকিস্তানের, ৩২-এ গুপ্তে পেয়েছিলেন হানিফের উইকেট—ক্যাচ ধরেছিলেন উইকেটরক্ষক ; এক ঘণ্টা অস্বস্তির সঙ্গে ব্যাট ক'রে ওয়াকার ঠ'কে গিয়েছিলেন গুপ্তের অতর্কিত

গুগলিতে—শর্ট ফাইন লেগে ক্যাচ লুফেছিলেন মানকড়; তারপর দলের রান যখন ৬২, আলিমুদ্দিন রান-আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন। এ সময় গুপ্তে দারুণ বল করছিলেন, আর গুলাম আমেদের বল ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অনবরত অস্বস্তির সৃষ্টি করছিলো। এই অবস্থা থেকেই মকসুদ আর কারদার আস্তে-আস্তে পাকিস্তানকে সংকটের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে দিয়েছিলেন।

কারদার যখন ব্যাট করতে নেমেছিলেন, তখন বেলা সোয়া একটা। মকসুদ তখন ব্যাট করছেন আস্থার সঙ্গে, তাঁর মারগুলোয় ছিলো স্বাচ্ছন্দ্য, ও স্বতঃস্ফূর্তি। কারদার তাঁর উইকেট আগলে রাখলেন, আর মকসুদ ক্রমেই এগিয়ে এলেন তাঁর সেঞ্চুরির দিকে। কিন্তু খেলা শেষ হবার পনেরো মিনিট আগে, মকসুদ যখন ৯৯, মানকড়ের বল এগিয়ে গিয়ে ঠেলে দিতে গেলেন —কিন্তু গুপ্তে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার পুরো সুযোগ নিলেন। একটু চেপে আটকে রেখে বল করলেন গুপ্তে, মকসুদ দেখলেন তিনি ক্রিজের বাইরে অসহায় দাঁড়িয়ে, তামানে বেল তুলে নিতে মুহূর্তও দেরি করেননি। মকসুদের সত্যি দুর্ভাগ্য—ভারতের বিরুদ্ধে এটাই যে তাঁর সর্বোচ্চ রান, তা নয়—প্রথমত তিনি দলকে বাঁচিয়েছেন বিপর্যয় থেকে, আর দ্বিতীয়ত তাঁর খেলার ভঙ্গি ছিলো সাবলীল, ও উদ্দীপক। কিন্তু কোনো বড়ো জুটি ভেঙে গেলে যেমন হয়, এতক্ষণ কারদার খেলছিলেন অধিনায়কের দৃঢ়তা নিয়ে, নিরেট ও একরোখা, কিন্তু মকসুদ ওভাবে আউট হ'য়ে যেতেই তিনিও স্লিপে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফিরে গেলেন। পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত দিনের শেষে রান তুললো ৫ উইকেটে ২০২।

পরদিন সকালে ইমতিয়াজ আর উজির মহম্মদ কিন্তু আবার পাকিস্তানের ব্যাটিং-এ মনোবল ফিরিয়ে আনলেন। উজির যখন তাঁর উইকেট আগলে রাখলেন, ইমতিয়াজ জোরালো মারে পর-পর কভার ও মিড অফ দিয়ে চোখ ঝলশানো ভঙ্গিতে রান তুলতে লাগলেন। দু'জনে মিলে যোগ করেছিলেন ৮৪। হয়তো ইমতিয়াজ রান-আউট না হ'লে সেদিন তাঁকে আউট করাই সম্ভব হ'তো না। আবারও ইমতিয়াজ আউট হবার সঙ্গে সঙ্গে মানকড় উজির মহম্মদকে আউট ক'রে দিলেন—আর তারপরেই ৩২৮ রানে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো। গুপ্তে শেষ অবধি পেলেন ১৩৩ রানে ৫ উইকেট।

পাকিস্তান : প্রথম দফা

হানিফ মহম্মদ	ক. তামানে	ব. গুপ্তে	১২
আলিমুদ্দিন	রান-আউট		৩৮

ওয়াকার হাসান	ক. মানকড়	ব. গুপ্তে	৯
মকসুদ আহ্‌মেদ	স্টা. তামানে	ব. গুপ্তে	৯৯
* আব্দুল হাফিজ কারদার	ক. রামচাঁদ	ব. মানকড়	৪৪
উজির মহম্মদ	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	৫৫
† ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	রান-আউট		৫৫
এস. শুজাউদ্দিন	ক. মানকড়	ব. গুলাম আমেদ	৩
ফজল মামুদ	স্টা. তামানে	ব. গুপ্তে	১২
মামুদ হুসেন		ব. গুপ্তে	০
মিরান বক্স	অপরাজিত		১
			৩২৮

পতন : ৩২ (হানিফ) ; ৫৫ (ওয়াকার) ; ৬২ (আলিমুদ্দিন) ; ১৯৮ (মকসুদ) ; ২০২ (কারদার) ; ২৮৬ (ইমতিয়াজ) ; ৩০২ (শুজাউদ্দিন) ; ৩২৭ (উজির মহম্মদ) ; ৩২৭ (ফজল মামুদ) ; ৩২৮ (মামুদ হুসেন)।

উমরিগড়	১৪	৪	২৩	০
রামচাঁদ	১০	৫	১২	০
গুলাম আমেদ	৪৬	১১	৯৫	১
গুপ্তে	৭৩.৫	৩২	১৩৩	৫
মানকড়	৪৪	২৫	৬৫	২

ভারতের ইনিংস শুরু হ'তে না হ'তেই, যথারীতি বিপর্যয়—আর এই বিপর্যয় ঘটালেন পাকিস্তানের অফ স্পিনার মিরান বক্স, যখন তিনি পর-পর দু-ওভারে পাঞ্জাবি আর মঞ্জরেকারকে ফিরিয়ে দিলেন। মিরান বক্সের এটা প্রথম টেস্ট, আর তাঁর বয়স তখন প্রায় আটচল্লিশ—৪৭ বছর ২৭৬ দিন। অথচ পঙ্কজ রায় আর পাঞ্জাবি শুরু করেছিলেন চমৎকার; কিন্তু যখন ৫২ রানে পঙ্কজ রায় মামুদ হুসেনের বলে উইকেট খোয়ালেন, তখনই সংকটের সূচনা হ'লো। মিরান বক্স অবিলম্বে দখল করলেন পাঞ্জাবির উইকেট, আর পরের ওভারেই মঞ্জরেকারকেও ঝোলানো বলে পরাস্ত করলেন, ভারতের রান ৩ উইকেটে ৫৮। গাদকারি আর উমরিগড় সাবধানে খেলে সেদিনটা কোনো রকমে কাটালেন—দিনের শেষে ভারত ৩ উইকেটে ৮০।

রাতে হঠাৎ তুমুল বৃষ্টি, আর সকালবেলায় বৃষ্টি থামতেই প্রখর রোদ। যাঁরা ভেবেছিলেন উইকেট চটচটে ও আঠালো হ'য়ে উঠবে, তাঁরা ভুল ভেবেছিলেন। কারণ রাতে উইকেটের উপরে ঢাকা ছিলো—এবং আশ্চর্য কারদার বা মানকড় এ-সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। টেস্ট-ক্রিকেটে যে এ-রকম হ'তে পারে, অধিনায়কদের অগোচরেই যে উইকেট রাতে ঢেকে রাখা যায়, তা কদাপি জানা ছিলো না। তাছাড়া বৃষ্টি হ'লে উইকেট ঢেকে রাখা হবে, এমন কোনো শর্ত বা ব্যবস্থাও ছিলো না। তবু—আরো তাজ্জব—খেলা সময় মতো শুরু হ'তে পেলো না, কেননা মানকড় গোঁ ধরলেন অফস্টাম্পের কাছে গুড-লেংথে যে-একটু অংশ ভিজে গিয়েছে, তা না-শুকোনো অবধি তিনি ব্যাট করবেন না। ঢাকার আড়াল দিয়ে একটু জল চুইয়ে ঢুকেছিলো ওখানে। আশ্চর্য, উইকেট ঢেকে রাখার কোনো ব্যবস্থাই ছিলো না, সারা উইকেটই আঠালো হ'য়ে যেতে পারতো, তবু মানকড় একফোঁটা জায়গা ভিজে ব'লে সময়মতো খেলা শুরু করতে রাজি হলেন না।

একঘণ্টা পরে খেলা শুরু হ'তেই ফজল মামুদ চটপট গাদকারি আর রামচাঁদের উইকেট দখল ক'রে নিলেন—ভারত ৫ উইকেটে ১১৭। এই অবস্থায় গোপিনাথ অবশেষে তাঁর দক্ষতা ও বিশিষ্টতা প্রমাণ করলেন। উইকেট যত খারাপ হয়, গোপিনাথের খেলাও তত খোলে। উমরিগড় যখন নিরেট প্রতিরোধ গ'ড়ে নিজের উইকেট আগলে রাখলেন, গোপিনাথ তখন পাকিস্তানি বোলিংকে আক্রমণ করলেন। ঐ অবস্থাতেও পর-পর চোখ ঝলশানো মার বেড়িয়ে এলো তাঁর ব্যাট থেকে। অবশেষে শুজাউদ্দিন যখন গোপিনাথের উইকেট পেলেন, ততক্ষণে জুটির ৬২ রানের মধ্যে গোপিনাথ একাই করেছেন ৪১। তারপর উমরিগড়-মানকড় জুটিতে রান উঠলো ৬৪, কিন্তু মানকড়ের হাত যখন জ'মে গিয়েছে, তখন আবার অফস্টাম্পের বাইরের বল খোঁচা দিয়ে তিনি ইমতিয়াজের হাতে ধরা পড়লেন। মানকড় আউট হ'তেই ভারতীয় ইনিংস চট ক'রে গুটিয়ে গেলো—সব শেষে আউট হলেন উমরিগড়। উমরিগড় অসীম ধৈর্য ও অভিনিবেশের সঙ্গে ব্যাট করেছিলেন—তিনি ও-রকম দেওয়াল তুলে না দাঁড়ালে ভারতের পক্ষে শেষ পর্যন্ত ২৫১ রান তোলা হয়তো সম্ভব হ'তো না। মামুদ হুসেন আগাগোড়া নির্ভুল নিশানায় বল ক'রে পেলেন ৭০ রানে ৪ উইকেট, আর ফজল ৬২ রানে ৩। মিরান বক্স সেই-যে পাঞ্জাবি ও মঞ্জরেকারকে পর-পর দু-ওভারে আউট ক'রে দিয়েছিলেন, তারপর আর কোনো উইকেট পাননি।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়		ব. মামুদ হুসেন	২৩
পি. এল. পাঞ্জাবি		ব. মিরান বক্স	২৭
সি. ভি. গাদকারি		ব. ফজল মামুদ	১৩
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. মিরান বক্স	০
পলি উমরিগড়	ক. হানিফ মহম্মদ	ব. মামুদ হুসেন	৭৮
জি. এস. রামচাঁদ	ক. মকসুদ আহ্‌মেদ	ব. ফজল মামুদ	১২
সি. ডি. গোপিনাথ	ক. ফজল মামুদ	ব. শুজাউদ্দিন	৪১
* বিনু মানকড়	ক. ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ব. মামুদ হুসেন	৩৩
† নরেন তামানে	ক. ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ব. মামুদ হুসেন	০
গুলাম আমেদ	ক. ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ব. ফজল মামুদ	০
সুভাষ গুপ্তে	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ১২, লেগ-বাই ১০, নো-বল ২)			২৪
			২৫১

পতন : ৫২ (পঙ্কজ রায়) ; ৫৬ (পাঞ্জাবি) ; ৫৮ (মঞ্জরেকার) ; ৯১ (গাদকারি) ; ১১৭ (রামচাঁদ) ; ১৭৯ (গোপিনাথ) ; ২৪৩ (মানকড়) ; ২৪৩ (তামানে) ; ২৫১ (গুলাম আমেদ) ; ২৫১ (উমরিগড়)।

ফজল মামুদ	৪৭	২৪	৬২	৩
মামুদ হুসেন	২৬.১	৫	৭০	৪
মিরান বক্স	৪৮	২০	৮২	২
শুজাউদ্দিন	৭	১	১৩	১

পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামলেন শুজাউদ্দিন ও আলিমুদ্দিন, উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি রান তোলা। তৃতীয় দিন খেলার শেষে পাকিস্তান দশ মিনিট ব্যাট ক'রে ৯-রান করেছিলো, পরদিন শুজা আর আলিমুদ্দিন প্রথম থেকে আক্রমণাত্মক খেলে প্রথম উইকেটে ৮৩ রান তুললেন। কিন্তু তারপরে দ্রুত রান তোলার অর্থহীন চেষ্টায় পাকিস্তান পর-পর উইকেট খুইয়ে শেষকালে ৫ উইকেটে ১৩৬ রানে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলে। অর্থহীন এইজন্য যে সেদিন ছিলো খেলার শেষ দিন—আর উইকেট ছিলো

অটুট, প্রথম দিনের মতোই ব্যাটসম্যানদের স্বপক্ষে। অতএব আড়াই ঘণ্টায় ভারতকে আউট ক'রে দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। ভারত বস্তুত ২-উইকেট খুইয়ে ৭৪ রান তুলেছিলো। সারা দিনের খেলা তাই ছিলো নিছকই নিয়মরক্ষা মাত্র।

পাকিস্তান : দ্বিতীয় দফা

আলিমুদ্দিন		ব. মানকড়	৫৮
এস. শুজাউদ্দিন	ক. বদলি	ব. গুপ্তে	৪০
ওয়াকার হাসান	ক. তামানে	ব. মানকড়	১২
মকসুদ আহ্‌মেদ	ক. পাঞ্জাবি	ব. মানকড়	১৫
† ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ক. তামানে	ব. গুপ্তে	৯
হানিফ মহম্মদ	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ২)			২
		পাঁচ উইকেটে ঘোষিত	১৩৬

পতন : ৮৩ (শুজাউদ্দিন); ১০৯ (ওয়াকার); ১১২ (আলিমুদ্দিন); ১৩৫ (মকসুদ); ১৩৬ (ইমতিয়াজ)।

রামচাঁদ	৬	১	২০	০
গুলাম আমেদ	১৪	২	৪৭	০
গুপ্তে	৩৬.৩	১১	৩৪	২
মানকড়	২৮	১৭	৩৩	৩

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পি. এল. পাঞ্জাবি	ক. মকসুদ আহ্‌মেদ	ব. কারদার	১
পঙ্কজ রায়	ক. ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ব. কারদার	২৩
সি. ডি. গাদকারি	অপরাজিত		২৭
বিজয় মঞ্জরেকার	অপরাজিত		২২
অতিরিক্ত (নো-বল ১)			১
		দু-উইকেটে	৭৪

পতন : ৩ (পাঞ্জাবি); ৪০ (পঙ্কজ রায়)।

ফজল মামুদ	১	০	২	০
মামুদ হুসেন	১	০	১	০
কারদার	১২	৩	২০	২
শুজাউদ্দিন	৬	১	২০	০
মকসুদ আহ্‌মেদ	৪	২	৪	০
আলিমুদ্দিন	৩	০	১২	০
হানিফ মহম্মদ	৩	০	৯	০
উজির মহম্মদ	২	০	৫	০

চতুর্থ টেস্ট : পেশোয়ার

ফেব্রুয়ারি ১২, ১৩, ১৪ও ১৫, ১৯৫৫

এই হচ্ছে সিরিজের একমাত্র টেস্ট যেখানে ভারতের জয়লাভের সম্ভাবনা ছিলো। ভারত যে কেবল প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান থেকে এগিয়ে ছিলো, তা নয়—খেলছিলোও জয়ী দলের মতো। কিন্তু মানকড় দুই দফায় বল করলেন ৬১ ও ৫৪ ওভার—লেংথ নিখুঁত ছিলো, রান দিচ্ছিলেন না, দ্বিতীয় দফায় উইকেটও পেয়েছিলেন—কিন্তু-না ফ্লাইট, না-স্পিন কিছুতেই তিনি ব্যাটসম্যান-দের পরাস্ত করতে পারছিলেন না। এই অবস্থায় গুলাম আমেদ প্রথম দফায় ১৩ ওভার বল ক'রে এক উইকেট পেয়েছিলেন ১২ রানে, আর দ্বিতীয় দফাতেও ১৩ ওভার বল ক'রে ৯ রানে এক উইকেট পেয়েছিলেন। উইকেট সাড়া দিচ্ছিলো তাঁর বলে, বল করতে এসেই দ্বিতীয় দফায় আলিমুদ্দিনকে যখন তিনি আউট করেছিলেন তখন পাকিস্তানের রান ছিলো মাত্র ১০। শেষ দিনে গুলাম আমেদকে বলই করতে দেয়া হয়নি। কেন, এই ধাঁধার জট খোলা মুশকিল। অথচ সেই ধুলোওড়া ভেঙে-পড়া পিচে গুলাম আমেদ পাকিস্তানি ব্যাটিংকে অনায়াসেই উচ্ছেদ করতে পারতেন। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ইমতিয়াজ ও উজির মহম্মদ স্মরণীয় খেলে হারের হাত থেকে দলকে বাঁচিয়েছিলেন।

ফাড়কার সুস্থ হ'য়ে দলে যোগ দিলেন গোপিনাথের বদলে। পাকিস্তান দলে খান মহম্মদ ফিরে এলেন, কিন্তু ফজল মামুদ পায়ে চোট পেয়ে এ-টেস্ট খেলতে না পারায় দল তেমনি দুর্বল থেকে গেলো। পাকিস্তানের ইচ্ছে ছিলো মাদুর পাতা উইকেটে খেলবার, কিন্তু দলের ম্যানেজার লালা অমরনাথ পূর্ব শর্ত অনুযায়ী ঘাসের উইকেটে খেলা হবে ব'লে জেদ ধ'রে রইলেন। মাদুর পাতা

উইকেটে খেলা হ'লো না বটে, কিন্তু উইকেটে একটিও ঘাস ছিলো না। এ-উইকেট যে দেখতে-না-দেখতে ভেঙে যাবে, তাতে সন্দেহ ছিলো না। অতএব পাকিস্তান টসে জিতে সুবিধেই পেয়েছিলো। কিন্তু এ-উইকেটে প্রথম ব্যাট করবার কোনো সুযোগই পাকিস্তান নিতে পারেনি। প্রথম দিন সারা সময় ব্যাট ক'রে পাকিস্তান ৬ উইকেটে মাত্র ১২৯ রান তুলেছিলো।

মানকড় ও গুপ্তের বলে ধার ছিলো কি না তা স্কোর কার্ডই বলবে, কিন্তু লেংথ আর নিশানা ছিলো নির্ভুল—অতএব পাকিস্তানের পক্ষে রান তোলা সম্ভব হয়নি। তার উপর ইনিংসের সূচনাতেই রামচাঁদ আলিমুদ্দিনকে বোল্ড ক'রে দিয়ে প্রথম আঘাত হেনেছিলেন। দলের রান যখন ৩১, তখন গুপ্তের বলে ফাড়কার হানিফ মহম্মদকে দর্শনীয়ভাবে লুফে নিতেই পাকিস্তানি ব্যাটিং-এর মনোবল ভেঙে গিয়েছিলো। ওয়াকার ও মকসুদ তবু আস্থার সঙ্গে ব্যাট ক'রে ৫০ রান যোগ করেছিলেন, কিন্তু ইমতিয়াজের হাত জ'মে যাবার আগেই ফাড়কার তাঁর উইকেট দখল ক'রে বসেছিলেন। উজির মহম্মদ, অতএব সাবধানে নিজের উইকেট আগলে রেখে প্রতিরোধ গ'ড়ে দাঁড়ালেন।

পরদিন সকালে উজির আর শুজাউদ্দিন আস্থার সঙ্গে ব্যাট করেছিলেন, তারপরেই উজির মানকড়কে মিড-উইকেটের উপর দিয়ে ছক্কা মারবার লোভ সামলাতে না পেরে হিট উইকেট হ'য়ে গেলেন। তার পরেই ১৮৮ রানে পাকিস্তানের ইনিংস গুটিয়ে গেলো। গুপ্তে ৪১'৩ ওভার বল ক'রে ৬৩ রান দিয়ে পেলেন পাঁচ উইকেট।

পাকিস্তান : প্রথম দফা

হানিফ মহম্মদ	ক. ফাড়কার	ব. গুপ্তে	২১
আলিমুদ্দিন		ব. রামচাঁদ	০
ওয়াকার হাসান		ক ও ব. গুপ্তে	৪৩
মকসুদ আহ্‌মেদ	ক. পাঞ্জাবি	ব. ফাড়কার	৩১
* ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ		ব. ফাড়কার	০
উজির মহম্মদ	হিট-উইকেট	ব. মানকড়	৩৪
† আব্দুল হাফিজ কারদার		ব. গুপ্তে	১১
এস. শুজাউদ্দিন	ক. তামানে	ব. গুপ্তে	৩৭
খান মহম্মদ	ক. মানকড়	ব. গুলাম আমেদ	৪

মামুদ হুসেন	অপরাজিত		৫
মিরান বক্স	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	০
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৪, নো-বল ১)			১০
			১৮৮

পতন: ২ (আলিমুদ্দিন); ৩১ (হানিফ); ৮১ (মকসুদ); ৮১ (ইমতিয়াজ); ৯৬ (ওয়াকার); ১১১ (কারদার); ১৭১ (উজির); ১৭৬ (খান মহম্মদ); ১৮৮ (শুজাউদ্দিন); ১৮৮ (মিরান বক্স)।

ফাড়কার	২১	১৪	১৯	২
রামচাঁদ	৭	২	১৩	১
গুপ্তে	৪১·৩	২২	৬৩	৫
মানকড়	৬১	৩৪	৭১	১
গুলাম আমেদ	১৩	৭	১২	১

এই প্রথম ভারতীয় দলে রান তোলবার তাড়া দেখা গেলো। প্রথম বল থেকেই পঙ্কজ রায়, পাঞ্জাবি, মঞ্জরেকার সবেগে পাকিস্তানি বোলিংকে আক্রমণ করলেন। আর তাই দু-উইকেট খোয়ালেও ৫০ রান হ'লো এক ঘণ্টায়, আর ১০০ রান ১০৭ মিনিটে। রানের হার ঐ বিদ্ঘুটে সফরের বাকি খেলাগুলোর তুলনায় অবিশ্বাস্য দ্রুত। কিন্তু তার পরের ১১৫ মিনিটে মাত্র ৬২ রান যোগ হ'লো—যদিও তখন উমরিগড়ের হাত জ'মে গিয়েছিলো। কিন্তু ঠিক চায়ের বিরতির আগে কারদার মানকড়ের ঋণ শোধ করলেন—মানকড়েরই ওষুধ ফিরিয়ে দিলেন মানকড়কে। কারদার হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে কী বললেন মামুদ হুসেনকে, তারপরেই ফিল্ড সাজানো হ'লো নতুন ভাবে, শুধু একজন রইলেন মিড-অফে, আরেকজন থার্ড-অনে, সীমানার ধারে—বাকি সবাই অনের দিকে ব্যাটসম্যানকে দুই পাল্লায় ঘিরে দাঁড়ালেন। আর মামুদ হুসেন আর খান মহম্মদ বল করতে লাগলেন লেগ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে। বেচারা ইমতিয়াজের খাটুনি বেড়ে গেলো শতগুণ, আম্পায়ার যদিও একবার মাত্র ওয়াইড ডাকলেন। মানকড় অবশ্যই এ-ব্যাপার শিখে এসেছিলেন ওয়েস্ট-ইনডিজে গিয়ে—হাজারে ও স্টোলমেয়ার, বলতেই হয়, ছিলেন উঁচুদরের শিক্ষক। এবার কারদারও দেখালেন যে পর-পর তিনটি টেস্টের অভিজ্ঞতা থেকে তিনিও এই কৌশল হাতেকলমে শিখে ফেলেছেন—ছাত্র হিশেবে তিনিও নেহাৎ ফ্যালনা নন।

দিনের শেষে ভারতের রান—অতএব—দাঁড়ালো ৩ উইকেটে ১৬২—উমরিগড় ৯৪ অপরাজিত।

পরদিন সকালেও কারদার এই একই পদ্ধতিতে বল করালেন। অথচ এই মামুদ হুসেন আর খান মহম্মদই এতকাল ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের টেস্টের পর টেস্টে নাকাল ক'রে এসেছেন। আর এখন তাঁরা বল করছেন যেন উইকেট পাবার কোনোই আশা নেই। উমরিগড় তাঁর সেঞ্চুরিতে পৌঁছুলেন ৭৫ মিনিট পরে—ইতিমধ্যে অবশ্য গাদকারিকে খুইয়েছেন তিনি। তারপরে উমরিগড় রান-আউট হ'য়ে গেলেন, নিজেরই দোষে—যেমন আগের দিন বিকেলে চমৎকার খেলতে খেলতে মঞ্জরেকার নিজের ছটফটে স্বভাবের জন্য রান-আউট হয়েছিলেন, উমরিগড় তাঁর সেঞ্চুরির জন্য সব শুদ্ধু ব্যাট করেছিলেন ২৮৫ মিনিট, আর তাতে ছিলো তেরোটা চার। উমরিগড় আউট হ'তেই ২৪৫ রানে ভারতের ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো—ভারত এগিয়ে রইলো মাত্র ৫৭ রানে।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	রান-আউট		১৬
পি. এল. পাঞ্জাবি		ব. খান মহম্মদ	৪৪
পলি উমরিগড়	রান-আউট		১০৮
বিজয় মঞ্জরেকার	রান-আউট		৩২
সি. ভি. গাদকারি	ক. মকসুদ	ব. মামুদ হুসেন	১৫
জি. এস. রামচাঁদ	ক. শুজাউদ্দিন	ব. খান মহম্মদ	১৮
* ভিনু মানকড়	অপরাজিত		৩
† নরেন তামানে	রান-আউট		০
দাত্তু ফাড়কার		ব. খান মহম্মদ	১৩
সুভাষ গুপ্তে	ক. ওয়াকার হাসান	ব. মামুদ হুসেন	২
গুলাম আমেদ		ব. খান মহম্মদ	৮
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৪, ওয়াইড ১, নো-বল ৪)			১৪
			২৪৫

পতন : ৩০ (পঙ্কজ রায়) ; ৪৪ (পাঞ্জাবি) ; ১৩৫ (মঞ্জরেকার) ; ১৮২ (গাদকারি) ; ২১০ (উমরিগড়) ; ২১৮ (রামচাঁদ) ; ২১৯ (তামানে) ; ২৩২ (ফাড়কার) ; ২৩৫ (গুপ্তে) ; ২৪৫ (গুলাম আমেদ)।

খান মহম্মদ	৩৬	১৪	৭৯	৪
মামুদ হুসেন	৩৮	১১	৭৮	২
মিরান বক্স	৮	২	৩০	০
কারদার	১৯	৬	৩৪	০
মকসুদ আহ্‌মেদ	৭	৩	১০	০

পঁচানব্বুই মিনিট ব্যাট করবার সুযোগ পেয়ে পাকিস্তান দিনের শেষে এক উইকেট খুইয়ে ৪৪ রান করলে। ইনিংসের একেবারে সূচনাতেই আলিমুদ্দিন গুলাম আমেদের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গিয়েছিলেন; তারপর ৮০ মিনিট চুপচাপ রক্ষণাত্মক ব্যাটিং-এর পাঠ দিলেন হানিফ আর ওয়াকার। কেমন ক'রে বাঁ পা বাড়িয়ে মাথা নিচু ক'রে বলের শেলাই দেখতে-দেখতে আলগোছে ব্যাট নামিয়ে দিতে হয়, কিংবা কেমন ক'রে পেছিয়ে এসে শিথিল ব্যাট পেতে বলকে নিস্তেজ ও নির্বিষ ক'রে দিতে হয়, আর বাঁ হাতের কনুই কতটা ওঠানো থাকবে, চোখ থাকবে কেমন অপলকে বলের উপর—তারই পাঠ। আর এই শেখাতে-শেখাতেই খেলা শেষ দিনের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালো—পাকিস্তান তখনও ১৩ রান পেছিয়ে, হাতে আছে ন-উইকেট, খেলা শেষ হ'তে বাকি ৩৩০ মিনিট।

শেষ দিন দু-ঘণ্টা খেলবার পর যখন লাঞ্চের বিরতি হ'লো, তখন পাকিস্তান ৪ উইকেটে ৭০। অর্থাৎ ১২০ মিনিটে মাত্র ২৬ রান যোগ করেছেন পাকিস্তানের সেরা ব্যাটসম্যানেরা—উইকেট খুইয়েছেন তিনটে। এ-অবস্থায় লাঞ্চের পরে ইমতিয়াজ খেলার তালই বদলে দিলেন। উইকেটের চারপাশে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভারতীয় বোলিংকে তিনি মেরে পাট ক'রে দিলেন, দেখালেন যে কারদার অতটা ভয় না পেলেও পারতেন। সমান তারিফ পাবেন মকসুদ—৪ উইকেটে ৭০ থেকে ইমতিয়াজের সঙ্গে তিনি স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন ১৫৩ অবধি, তারপর যখন একটা লোপ্পা ক্যাচ তুলে তিনি ফিরে গেলেন, তখন পাকিস্তানের আর হারবার ভয় নেই। ঐ জুটি ভেঙে যেতেই পাকিস্তান ১৮২ রানে সবাই আউট হ'য়ে গেলো। কিন্তু তখন খেলা শেষ হ'তে বাকি মাত্র ৬৫ মিনিট, আর জিততে হ'লে ভারতকে ঐ সময়ে করতে হবে ১২৬ রান। ভারত অবশ্যি ধুঁকতে ধুঁকতে ঐ ৬৫ মিনিটে এক উইকেট খুইয়ে রান তুলেছিলো মাত্র ২৩।

দু-দলের অধিনায়কই যে ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রিকেটের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁরা খেলা জিততে চাননি, হার বাঁচাতে চেয়েছিলেন। অতএব মাঝখান থেকে বধ হ'লো ক্রিকেট—আর দর্শকেরা তিক্ত স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন।

এ থেকে কিছু কি শিখেছিলো ভারত? অন্তত উমরিগড় যে রক্ষণাত্মক, নেতিমূলক ক্রিকেটের অ আ ক খ থেকে চন্দ্রবিন্দু অবধি সব শিখে বসেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো যখন ইয়ান জনসনের হতাশ অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে উমরিগড় অধিনায়ক হিশেবে খেললেন। সেখানে মাদ্রাজ টেস্টের প্রথম দিনে ভারত প্রথম দিনে ব্যাট ক'রে ৫ উইকেটে করেছিলো ১১৭, আর কলকাতা টেস্টে সারা দিন ব্যাট ক'রে করেছিলো ১২০ রান—কোনো উইকেট না-খুইয়ে ১৫ রান থেকে ৮ উইকেটে ১৩৫। ভারতীয় ক্রিকেটকে এই মরণদশা থেকে অবশেষে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন নরি কনট্রাক্টার, কিন্তু এতদিন ধ'রে যে-অভ্যাস সৃষ্টি হ'লো, তা পালটাতে গিয়ে কনট্রাক্টারকেও অনবরত হিমশিম খেতে হবে—তাঁকে বিপক্ষের সঙ্গে নয়, ঐতিহ্যের সঙ্গে লড়তে হচ্ছিলো তো।

পাকিস্তান : দ্বিতীয় দফা

আলিমুদ্দিন	লেগ-বিফোর	ব. গুলাম আমেদ	৪
হানিফ মহম্মদ		ক. ও ব. মানকড়	২১
ওয়াকার হাসান	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	১৬
মকসুদ আহ্মেদ		ক. ও ব. মানকড়	৪৪
উজির মহম্মদ		ব. মানকড়	০
† ইমতিয়াজ আহ্মেদ	ক. পাঞ্জাবি	ব. মানকড়	৬৯
* আব্দুল হাফিজ কারদার		ব. ফাড়কার	০
শুজাউদ্দিন	রান-আউট		১১
খান মহম্মদ	ক. বদলি	ব. মানকড়	২
মামুদ হুসেন	স্টা. তামানে	ব. ফাড়কার	৩
মিরান বক্স	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ বাই ৪)			১২
			১৮২

পতন : ১০ (আলিমুদ্দিন); ৫০ (ওয়াকার); ৬৮ (হানিফ); ৭০ (উজির); ১৫৩ (মকসুদ); ১৫৬ (কারদার); ১৭৬ (শুজাউদ্দিন); ১৭৭ (ইমতিয়াজ); ১৮২ (মামুদ হুসেন); ১৮২ খান মহম্মদ)।

ফাড়কার	১৮	২	৪২	২
রামচাঁদ	২	১	৩	০
গুপ্তে	৩৫	১৬	৫২	১
মানকড়	৫৪˙১	২৬	৬৪	৫
গুলাম আমেদ	১৩	৯	৯	১

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পি. এল. পাঞ্জাবি		ব. হানিফ মহম্মদ	৬
পঙ্কজ রায়	অপরাজিত		১৩
পলি উমরিগড়	অপরাজিত		৩
অতিরিক্ত (নো-বল ১)			১
		টু-উইকেটে	২৩

পতন : ১৯ (পাঞ্জাবি)।

খান মহম্মদ	৪	০	১০	০
মামুদ হুসেন	২	১	২	০
মিয়ান বক্স	২	০	৩	০
কারদার	১	১	০	০
মকসুদ আহ্মেদ	৬	২	৬	০
হানিফ মহম্মদ	৪	৩	১	১

পঞ্চম টেস্ট : করাচি

ফেব্রুয়ারি ২৬, ২৭, ২৮ ও মার্চ ১, ১৯৫৫

করাচি টেস্টের প্রথম দিনের খেলার নায়ক রামচাঁদ। টসে হেরেও ভারত দিনের শেষে ১৬২ রান দিয়ে পাকিস্তানের ন-উইকেট দখল ক'রে বসেছিলো। রামচাঁদ তাঁর মিডিয়াম-পেস বলে পেয়েছিলেন ৪৯ রানে পাঁচ উইকেট, আর জাগু প্যাটেল, গুলাম আমেদের জায়গায় খেলতে নেমে, পেয়েছিলেন তিন উইকেট।

পাকিস্তানি ইনিংসের সূচনাই হয়েছিলো বিপর্যয়ের মধ্যে। ফাড়কারের বলে ইনিংস শুরু হবামাত্র উইকেটরক্ষকের হাতে ক্যাচ দিলেন হানিফ; তারপরেই, ওয়াকার রামচাঁদের বলে চমৎকার অফড্রাইভ মেরে যেই হাত খুলেছেন, অমনি পরের বলে উমরিগড়ের হাতে লোপ্পা ক্যাচ তুলে দিলেন। এই অবস্থায় আলিমুদ্দিন ব্যাট করেছিলেন এক ঘণ্টা; অবশেষে ৭ রান ক'রে তিনিও তামানের হাতে ক্যাচ দিয়ে বিদায় নিলেন। মকসুদ আর ইমতিয়াজ বিপর্যয় রোধ করবার জন্য যেই রুখে দাঁড়িয়েছেন, অমনি তামানে দিনের সেরা ক্যাচে মকসুদের অবসান ঘটালেন—ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যাচটা নিয়েছিলেন তামানে। পাকিস্তান তখন ৪ উইকেটে ৬৬। এরপর নিয়মিতভাবে উইকেট প'ড়ে চললো। নবম উইকেট পড়লো ১৩৫ রানে। আর ওখান থেকেই খান মহম্মদ আর মামুদ হুসেন স্কোরকে দিনের শেষে ১৬২ অবধি টেনে নিয়ে গেলেন।

শেষ উইকেটে এই অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধ যেমন খান মহম্মদ আর মামুদ হুসেনের লড়াই করার শক্তি প্রমাণ করে, তেমনি প্রমাণ করে যে সাবধানে খেললে নামজাদা ব্যাটসম্যানেরা রামচাঁদের বলে অমনভাবে নাকাল হতেন না।

ক্রিকেট অপ্রত্যাশিত দিয়ে ভরা থাকে। প্রথম দিন বিকেলে ভারতের কোনো বোলারই খান মহম্মদ বা মামুদ হুসেনের উপর প্রভাব ফেলতে পারেননি—কিন্তু দ্বিতীয় দিন চার বলেই রামচাঁদ মামুদ হুসেনকে ফিরিয়ে দিলেন। শেষ অবধি তাঁর বলের হিশেব দাঁড়ালো ২৭·৪ ওভার, ৪৯ রান, ৬ উইকেট।

রামচাঁদের এই সাফল্যে কিন্তু উৎফুল্ল হবার কারণ ছিলো না। কারণ নতুন বলে দ্রুত পিচে আক্রমণ সাজাবার ক্ষমতা পাকিস্তানের বেশি—ফজল মামুদ, খান মহম্মদ ও মামুদ হুসেন করাচির এই সজীব উইকেট থেকে আরো বেশি সাহায্য আদায় ক'রে নিতে পারবেন। অতএব পাকিস্তানের এই ১৬২ রান নীরক্ত সংখ্যা হিশেবে ভয়াবহ না-হ'লেও দ্রুত বলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটিং-এর যোঝবার ক্ষমতার কথা ভাবলে অতিকায় আকার নিয়ে দাঁড়ায়।

এবং যে-আশঙ্কা করা গিয়েছিলো, তাই ঘটলো। ভারত অবিলম্বেই ১৪৫ রানে সবাই আউট হ'য়ে গেলো। দ্রুত বলের ভূত ভারতের কাঁধ থেকে তখনও অবশ্যই নামেনি। এই সিন্ধুবাদের বোঝা কবে যে নামানো যাবে, কে জানে!

পাকিস্তান : প্রথম দফা

হানিফ মহম্মদ	ক. তামানে	ব. ফাড়কার	২
আলিমুদ্দিন	ক. তামানে	ব. রামচাঁদ	৭
ওয়াকার হাসান	ক. উমরিগড়	ব. রামচাঁদ	১২
মকসুদ আহ্‌মেদ	ক. তামানে	ব. রামচাঁদ	২২
† ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	ক. রামচাঁদ	ব. প্যাটেল	৩৭
উজির মহম্মদ	ক. ফাড়কার	ব. প্যাটেল	২৩
* আব্দুল হাফিজ কারদার	ক. তামানে	ব. রামচাঁদ	১৪
এস. শুজাউদ্দিন	ক. মানকড়	ব. রামচাঁদ	০
ফজল মামুদ	লেগ-বিফোর	ব. প্যাটেল	৩
খান মহম্মদ	অপরাজিত		১৫
মামুদ হুসেন	ক. ফাড়কার	ব. রামচাঁদ	১৪
অতিরিক্ত (বাই ১০, নো-বল ৩)			১৩
			১৬২

পতন : ২ (হানিফ) ; ১৯ (ওয়াকার) ; ৩৭ (আলিমুদ্দিন) ; ৬৬ (মকসুদ) ; ৮৮ (ইমতিয়াজ) ; ১১৯ (কারদার) ; ১২২ (শুজাউদ্দিন) ; ১৩৫ (উজির) ; ১৩৫ (ফজল) ; ১৬২ (মামুদ হুসেন) ।

ফাড়কার	১০	৬	৭	১
রামচাঁদ	২৭·৪	৯	৪৯	৬
প্যাটেল	৩৩	১২	৪৯	৩
গুপ্তে	১৫	৩	২৪	০
মানকড়	৫	০	১৬	০
উমরিগড়	৫	৩	৪	০

খান মহম্মদ আর ফজল মামুদ উইকেটের সাড়া পাবামাত্র দৈত্যের মতো বল করলেন। বিশেষত খান মহম্মদ গুডলেংথ থেকে অতর্কিতে বুকে তুলছিলেন বল, আর ব্যাটসম্যানের চারপাশ ঘিরে থাপ পেতে দাঁড়িয়েছিলেন উৎসুক ফিল্ডসম্যানেরা। আর ফজল মামুদ চাবুকের মতো শপাং ক'রে কেটে আনতে লাগলেন বল, আড়াআড়ি। আর ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা এতদিন পরে সত্যিকার দ্রুত বলের মুখে প'ড়ে ঝড়ের মুখে কুটোর মতো উড়ে গেলেন।

পাঞ্জাবি আর উমরিগড় যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন, মনে হচ্ছিলো প্রতি বলেই বুঝি আউট হ'য়ে যান। দ্রুত বলের সামনে কীভাবে খেলতে হয়, কিছু তাঁরা জানেন না।

পঙ্কজ রায়ের অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে প্রমাণ করবার কথা ছিলো। ইংলণ্ডের সেই পর পর পাঁচটি শূন্যের তিক্ত স্মৃতি কার না মনে আছে? এই অবস্থায় পঙ্কজ রায় বইয়ের পাতা থেকে আদর্শ ব্যাটসম্যানের মতো উঠে এলেন যেন। কিন্তু লাঞ্চের পরে অতর্কিতে মঞ্জরেকার আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যয় ঠেকানো গেলো না। একমাত্র পঙ্কজ রায় আর মঞ্জরেকারই দ্রুত বল খেলবার যোগ্যতা দেখিয়েছিলেন। মানকড়ের কাছ থেকে কিছুই আশা করবার ছিলো না। সফরে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি অফস্টাম্পের বাইরের বলের প্রণয়ে প'ড়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন। এবারও তার ব্যত্যয় হ'লো না। ফজল মামুদ আর খান মহম্মদ উইকেটগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা ক'রে নিলেন। দিনের শেষে পাকিস্তান করলো, কোনো উইকেট না খুইয়ে, এক রান।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	ক. কারদার	ব. খান মহম্মদ	৩৭
পি. এল. পাঞ্জাবি	লেগ-বিফোর	ব. খান মহম্মদ	১২
পলি উমরিগড়		ব. ফজল মামুদ	১৩
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. কারদার	ব. খান মহম্মদ	১৪
* বিনু মানকড়	ক. মকসুদ আহমেদ	ব. ফজল মামুদ	৬
জি. এস. রামচাঁদ	ক. হানিফ মহম্মদ	ব. ফজল মামুদ	১৫
† নরেন তামানে		ব. ফজল মামুদ	৯
প্রকাশ ভাণ্ডারী		ব. খান মহম্মদ	১৯
দাত্তু ফাড়কার	অপরাজিত		৬
জাশু প্যাটেল	লেগ-বিফোর	ব. খান মহম্মদ	০
সুভাষ গুপ্তে	ক. শুজাউদ্দিন	ব. ফজল মামুদ	১
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৭, নো-বল ৩)			১০
			১৪৫

পতন : ২২ (পাঞ্জাবি) ; ৪৫ (উমরিগড়) ; ৬৮ (মঞ্জরেকার) ; ৮৯

(মানকড়) ; ৯৫ (পঙ্কজ রায়) ; ১১০ (তামানে) ; ১৩১ (রামচাঁদ) ; ১৪৪ (ভাণ্ডারী) ; ১৪৪ (প্যাটেল) ; ১৪৫ (গুপ্তে) ।

খান মহম্মদ	৩০	৫	৭২	৫
মামুদ হুসেন	৭	০	১৪	০
ফজল মামুদ	২৭.৩	৬	৪৯	৫

দ্বিতীয় দিনের শেষে পাকিস্তান এগিয়ে ছিলো ১৮ রান, কিন্তু খেলা শেষ হ'তে বাকি আছে দু-দিন। অতএব তৃতীয় দিনে তাড়াতাড়ি রান তুলে দান ছেড়ে দিলে ভারতকে আউট করবার জন্য একদিনেরও বেশি সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু ক্রিকেটে তৃতীয় আরেকটি শক্তি কম প্রভাব ফ্যালে না—সে হ'লো আবহাওয়া। রাতে, অতর্কিতে, অসময়ে, মুষলধারে বৃষ্টি নামলো। এমনিতেই করাচিতে সচরাচর বৃষ্টি হয় না, শুকনো খটখটে দেশ ; তারপর এটা অকাল। কিন্তু এমনই বৃষ্টি হ'লো, যে, বেলা দুটো কুড়ি মিনিটের আগে খেলাই শুরু করা গেলো না। অর্থাৎ সব শুদ্ধু ১৯০ মিনিট নষ্ট হ'লো। বাকি ১৪০ মিনিটে আলিমুদ্দিন আর হানিফ ৬৮ রান করলেন। নিশ্চয়ই ব'লে দিতে হবে না যে তাঁদের মন্থর রানের জন্য তাঁদের চেয়েও বেশি দায়ী কে ছিলেন। কিন্তু মাত্র ৮৬ রান এগিয়ে আছে পাকিস্তান। কারদার শেষ দিনে কখন ইনিংস ঘোষণা করবেন ?

কারদার যখন ৫ উইকেটে ২৪১ রানে ইনিংস ঘোষণা করলেন, তখন খেলার বারোটা বেজে গিয়েছে—বেলা বারোটা নয়। এই অবস্থাতেও শেষ দিনের খেলা একটি কারণেই স্মরণীয়—সেটি আলিমুদ্দিনের অপরাজিত সেঞ্চুরি। সিরিজে আগাগোড়া তিনি নিপুণভাবে ব্যাট করেছেন—কিন্তু এই ইনিংসে তাঁর খেলা বিশেষ স্মরণীয় তাঁর দুর্দান্ত ড্রাইভগুলোর জন্য। ঐ নেতিমূলক অবস্থায় আগাগোড়া তিনি বোলিংকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছেন।

লাঞ্চের আগে এক সময় আলিমুদ্দিন আর কারদারের ব্যাট করার ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিলো, ইনিংস ঘোষণা বুঝি আসন্ন। লাঞ্চের সময় পাকিস্তানের রান ছিলো ৪ উইকেটে ১৫৫। কিন্তু লাঞ্চের পরে ইনিংস টেনে নিয়ে যাওয়া মাত্র বোঝা গেলো খেলার হারজিতের চেয়েও সেঞ্চুরিকে বেশি দাম দিচ্ছেন কারদার। পঞ্চম উইকেটে আলিমুদ্দিন-কারদার ১৫০ মিনিটে যোগ করেছেন ১৫৫ ; যখন কারদার ব্যাট করতে নেমেছিলেন তখন পাকিস্তান ছিলো ৪

উইকেটে ৮১। কিন্তু কারদার শেষ পর্যন্ত আর সেঞ্চুরিতে পৌঁছুতে পারলেন না —৯৩তে পৌঁছে গুপ্তের বলে ছক্কা মারতে গিয়ে তিনি স্টাম্পড হ'য়ে গেলেন। আলিমুদ্দিন অবশ্য পরক্ষণেই সেঞ্চুরিতে পৌঁছুলেন—আর সঙ্গে সঙ্গে কারদার পাঁচ উইকেটে ২৪১ রানে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন।

পাকিস্তান : দ্বিতীয় দফা

আলিমুদ্দিন	অপরাজিত		১০৩
এস. শুজাউদ্দিন		ব. রামচাঁদ	৮
হানিফ মহম্মদ	ক. তামানে	ব. উমরিগড়	২৮
মকসুদ আহ্‌মেদ	ক. ভাণ্ডারী	ব. উমরিগড়	২
† ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ	রান-আউট		১
* আব্দুল হাফিজ কারদার	স্টা. তামানে	ব. গুপ্তে	৯৩
ওয়াকার হাসান	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৩, নো-বল ১)			৫
		পাঁচ-উইকেটে ঘোষিত	২৪১

পতন : ২৫ (শুজাউদ্দিন) ; ৬৯ (হানিফ) ; ৭৭ (মকসুদ) ; ৮১ (ইমতিয়াজ) ; ২৩৬ (কারদার)।

ফাড়কার	৩৪	৬	৯৪	০
রামচাঁদ	১১	৪	২৭	১
উমরিগড়	২৮	৩	৬৬	২
প্যাটেল	৭	১	২২	০
গুপ্তে	৬	০	২৪	১
মানকড়	১	০	৩	০

অতএব ১০০ মিনিটে ভারত ৬৯ রান করলো দু-উইকেট খুইয়ে, আর ঐ দুঃখের সফর শেষ হ'য়ে গেলো। দুঃখের এইজন্য যে, এই সফর থেকে কারুই কোনো লাভ হয়নি। আর সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ক্রিকেটের—ভারতীয় ক্রিকেটের। যদিও পরের শীতেই নিউ-জিলাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারত 'রাবার' জিতবে, তৈরি হবে এমনকি ব্যাটিং-এ বিশ্বরেকর্ড, কিন্তু ও-সব তথ্য থেকে গর্ব করার মতো কিছু ছিলো না, যখন দেখা গেলো এত সব আহামরি ব্যাপার সম্ভব

হ'লো নিউ-জিলাণ্ডের বিরুদ্ধে, যে দল বিশ্বক্রিকেটে তখন সবচেয়ে দুর্বল ব'লে গণ্য। নিউ-জিলাণ্ডকে ঐ সফরে পাকিস্তানও হারিয়েছিলো—তিনটি টেস্টের মধ্যে দুটিতে। ইমতিয়াজও হাঁকিয়েছিলেন ডাবল সেঞ্চুরি। কিন্তু ভারতের সব বড়াই সব জারিজুরি অস্ট্রেলিয়া আসবার সঙ্গে সঙ্গে খতম। অস্ট্রেলিয়া এসেছিলো ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত—জিম লেকারের বলে তাদের সব মনের জোর হারিয়ে গিয়েছিলো, ভারতে আসবার আগে পাকিস্তানেও তারা হেরে এসেছিলো। কিন্তু তারাই ভারতকে তিনটি টেস্টের দুটিতে হারিয়ে দিয়েছিলো। আর হারের চেয়েও বড়ো কথা—উমরিগড়ের নেতৃত্বে ভারত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, এমনকি স্বদেশের মাঠে, এমন খেলেছিলো যে মনে হয়েছিলো তুলনায় ১৯৫২-র ইংলণ্ড সফরও বুঝি-বা ভালো। সেখানে লিডসে মঞ্জরেকার-হাজারে ফাড়কার অন্তত লড়াই করেছিলেন, লর্ডসে মানকড় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন স্বমহিমায়। কিন্তু ১৯৫৬ সালের টেস্টগুলোয় কলকাতায় গুলাম আমেদের বল, আর বম্বাইতে রামচাঁদ-পঙ্কজ রায়ের ব্যাটিং, আর সারা সিরিজে বিজয় মঞ্জরেকারের ব্যাটিং ছিলো আশা জাগানো।

আসলে, পাকিস্তানে ভারত টেস্টে হারেনি বটে, কিন্তু হারিয়ে এসেছিলো ক্রিকেটের মর্যাদা।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পি. পাঞ্জাবি	ক. ইমতিয়াজ	ব. ফজল মামুদ	২২
পঙ্কজ রায়	লেগ-বিফোর	ব. মকসুদ আহ্‌মেদ	১৬
পলি উমরিগড়	অপরাজিত		১৪
জি. এস. রামচাঁদ	অপরাজিত		১২
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ২, নো-বল ৩)			৫
		দু-উইকেটে	৬৯

পতন: ৩৪ (পাঞ্জাবি); ৪৯ (পঙ্কজ রায়)

খান মহম্মদ	৭	৫	৪	০
মামুদ হুসেন	৩	০	১৬	০
ফজল মামুদ	৯	৪	২২	১
হানিফ মহম্মদ	৬	১	১৭	০
মকসুদ আহ্‌মেদ	৫	২	৫	১

বারো : ভারতে নিউ-জিলাণ্ড ১৯৫৫-৫৬

নিউ-জিলাণ্ড এ-দেশে পৌঁছুবার আগেই বার্ট সাটক্লিফ আর জন রীডের খ্যাতি এসে পৌঁছেছিলো। সাটক্লিফ তখন জগতের ন্যাটা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সেরাদের একজন—তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নীল হার্ভে—কিন্তু হার্ভে ব্যাট করেন এক অসীম শক্তিশালী দলের পক্ষে, আর সাটক্লিফ দুর্বল নিউ-জিলাণ্ড দলের স্তম্ভস্বরূপ। আর জন রীড তখন জগতের সেরা চৌকশ খেলোয়াড়দের একজন—ব্যাটে-বলে-ফিল্ডিং-এ তিনি নিউ-জিলাণ্ডের কাছে দৃঢ়তা ও সাহসের নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর, নিউ-জিলাণ্ড যখন এ-দেশে এলো, তখন দেখা গেলো এঁদের সম্বন্ধে এতকাল যা বলা হয়েছে, তার কিছুই অতিরঞ্জন নয়। নিউ-জিলাণ্ড দুটি টেস্টে হেরে 'রাবার' খুইয়ে গেলো বটে, কিন্তু সাটক্লিফ, রীড, আর নবাগত ন্যাটা ব্যাটসম্যান জন গাইয়ের অনবদ্য ব্যাটিং পুরো সিরিজকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলেছিলো। নিউ-জিলাণ্ড যে হেরেছিলো, তার প্রধান কারণ তাদের বোলিং। নিউ-জিলাণ্ডের মাঠে সবুজ-সজীব উইকেটে দ্রুত বল ক'রে তারা অভ্যস্ত—এদেশের মন্থর, নিষ্প্রাণ উইকেটে তাদের বল তাই কার্যকর হয়নি—বিশেষত যে-উইকেটে মন্থরভাবে স্পিন ধরে, সেখানে তাদের ফাস্টমিডিয়াম ও মিডিয়াম পেস বল সার্থক হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। তাছাড়া এ-দলে ছিলো উৎকৃষ্ট স্পিনারের অভাব। কেবল একটি টেস্টে, কলকাতায়, সজীব উইকেটে ভারতকে পেয়েছিলো তারা—আর সেখানে ভারত ঐ লম্বা চওড়া আহামরি রানের সিরিজে ১৩২ রানে শোচনীয়ভাবে সব উইকেট খুইয়ে বসেছিলো—পরে দ্বিতীয় দফায় অবশ্য ভারত আবার চারশোর উপর রান করেছিলো, কিন্তু সে-সময় উইকেটে ঐ তাৎক্ষণিক প্রাণের সাড়া আর ছিলো না।

আরো একটা কারণে এই নিউ-জিলাণ্ড দলের ভারত সফর স্মরণীয়। তারা জানতো তারা দুর্বল দল, তারা জানতো সাটক্লিফ বা রীড ব্যর্থ হ'লে তাদের পক্ষে হার ঠেকানো অসম্ভব—কিন্তু কখনও তারা নেতিমূলক রক্ষণাত্মক ক্রিকেট খেলবার চেষ্টা করেনি। সেই পঞ্চাশের দরিদ্র দশকে এই নিউ-জিলাণ্ড দল, ক্রিকেটের হারানো সৌন্দর্যকেই উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছিলো। কিন্তু যেহেতু তারা দুর্বল দল, যেহেতু তারা খেলায় জেতে না, অতএব তাদের খেলার ভঙ্গি কারুরই মনঃপূত হয়নি। কিন্তু তাদের এই আক্রমণাত্মক ক্রিকেটই দশ বারো

বছরের মধ্যে তাদের অন্যতম শক্তিশালী দলে পরিণত ক'রে দেবে। বিশেষত পরে জন রীডের নেতৃত্বে গ'ড়ে উঠবে একটি দুর্দান্ত দলের কাঠামো—গ্র্যাহাম ডাউলিং-এর প্রখর চেষ্টায় যা সার্থকতার স্বপ্ন দেখবে।

ভারত—অন্তত তখন নিউ-জিলাণ্ডের চেয়ে খেলার সব বিভাগেই দক্ষ ছিলো। বম্বাইতে দ্বিতীয় টেস্টে এবং মাদ্রাজে পঞ্চম ও শেষ টেস্টে ভারত ইনিংসে জিতেছিলো—সব টেস্টেই রান করেছিলো চারশোর বেশি (যদিও কলকাতায় প্রথম ইনিংসের শোচনীয় ব্যর্থতা ভুলে যাবার নয়), আর মাদ্রাজে ভারত যখন তিন উইকেটে ৫৩৭ রান তুলে দান ছেড়ে দিয়েছিলো, তখন মানকড় আর পঙ্কজ রায় প্রথম উইকেটে ৪১৩ রান তুলে ইতিহাস রচনা করেছিলো। গুপ্তে পেয়েছিলেন ৩৪টি উইকেট—১৯৫১-৫২ সালে মানকড়ও ইংলেণ্ডের বিরুদ্ধে ৩৪টি উইকেট দখল করেছিলেন।

প্রথম টেস্ট : হায়দ্রাবাদ

নভেম্বর ১৯, ২০, ২২, ২৩ ও ২৪, ১৯৫৫

প্রথম টেস্ট খেলা হয়েছিলো হায়দ্রাবাদে। আর ও-টেস্টে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন গুলাম আমেদ, যাঁর জন্ম হায়দ্রাবাদে, ক্রিকেট জীবনের বিকাশও হায়দ্রাবাদে। গুলাম আমেদ টসে জিতে ফতেহ ময়দানের চমৎকার উইকেটে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পেলেন। দলে ছিলেন দু'জন নবাগত, কৃপাল সিং—চৌকশ খেলোয়াড়, আর. ভি. এন. স্বামী—ফাস্টবোলার। কৃপাল সিং টেস্ট-ক্রিকেটে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে অমরনাথ ও দীপক শোধনের কৃতিত্বের অংশিদার হলেন, কিন্তু স্বামীর বলে না ছিলো গতি, না-ছিলো নিশানা।

৪৮ রানে যখন দু-উইকেট প'ড়ে গিয়েছিলো, তখন কেউই ভাবতে পারেনি যে ভারত ৪ উইকেটে ৪৯৮ ঘোষিত তুলবে। দলের রান যখন ১, পঙ্কজ রায় হেইস্‌-এর আউট সুয়িঙ্গার ঠুকরে উইকেটরক্ষক পেট্রিকে ক্যাচ দিলেন। তার পরে মানকড়ও ৪৮ রানে অফস্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা মেরে আউট হ'য়ে গেলেন। হেইস আর ম্যাকগিবন তখনও ভারতীয় উইকেটের হতাশ-করা পরিচয় পাননি, তাই যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে ঐ নির্দয় পিচ থেকেও সাড়া পাবার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু মঞ্জরেকার নামবার সঙ্গে-সঙ্গে খেলার ধারা পাল্টে গেলো। এতক্ষণ

উমরিগড় মন্থরভাবে ব্যাট করছিলেন—কেবল মাঝে-মাঝে তাঁর জোরালো পুলগুলো ফিল্ডসম্যানদের পরাস্ত করছিলো। কিন্তু মঞ্জরেকারের ব্যাট করার ভঙ্গিতে কোনো গায়ের জোর ছিলো না—ছিলো নিখুঁত সময়জ্ঞান, বলগুলোকে তিনি যেন আলগোছে ছুঁয়ে দিচ্ছিলেন, আর বিদ্যুৎবেগে তারা সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছিলো। উমরিগড় পরে ২২৩ রান করবেন এই ইনিংসে, কিন্তু তবু মঞ্জরেকারের ব্যাটিং-এর সৌষ্ঠব উমরিগড়ের কৃতিত্বকে ছাপিয়ে গিয়েছিলো। কামারের সঙ্গে স্যাকরার যা তফাৎ—কেউ-কেউ হয়তো বলবেন। উমরিগড়ের মারগুলো ছিলো বিস্ফোরক, শক্তির উদ্গার, কিন্তু মঞ্জরেকারের খেলা সূক্ষ্ম, সুকুমার, আয়াসহীন। অধিনায়ক কেভ বার-বার বোলার বদল করলেন, কিন্তু তবু তাঁদের ব্যাটিং-এর উপর কোনো প্রভাবই পড়লো না। দিনের একেবারে শেষে ম্যাকগিবনের টিপ না-ফশকালে মঞ্জরেকার হয়তো রান-আউট হ'য়ে যেতেন, কিন্তু ঐ রান-আউটের সুযোগ ছাড়া নিউ-জিলাণ্ড এই জুটি ভাঙবার আর-কোনো সুযোগই পায়নি। দিনের শেষে ভারতের রান দু-উইকেটে ২৫৬, উমরিগড় অপরাজিত ১১২ আর মঞ্জরেকার অপরাজিত ১০২।

দ্বিতীয় দিন খেলা শেষ হবার কুড়ি মিনিট আগে পর্যন্ত ভারত ব্যাট ক'রে গেলো, আর রান উঠলো ৪ উইকেটে ৪৯৮। উমরিগড়-মঞ্জরেকার জুটি অবশ্য সকালেই ভেঙে গিয়েছিলো, যখন কুড়িটি চার সমেত ১১৮ রান ক'রে মঞ্জরেকার হেইস-এর বলে ম্যাকগিবনের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফিরে গেলেন। তৃতীয় উইকেটে রান উঠেছিলো ২৩৮।

কিন্তু নিউ-জিলাণ্ড দল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার অবসর পাবার আগেই কৃপাল সিং-এর কাট আর ড্রাইভগুলো বুঝিয়ে দিলো যে আজ তাঁকে আউট করা মুশকিল। উমরিগড় যখন তাঁর দ্বিতীয় শতরানের উদ্দেশে ধাবমান, তখন কৃপাল সিংও তাঁর পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন। চায়ের আগে অবশ্য পেট্রি খ্যাপা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে প'ড়ে দ্রুত ধাবমান বলটিকে ধ'রে ফেললেন—অতএব ৫১০ মিনিটে ২২৩ রান ক'রে উমরিগড় ফিরে গেলেন—লর্ডস টেস্টে মানকড় যে ১৮৪ রান করেছিলেন, তাকে পেরিয়ে গিয়ে তিনি ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ টেস্ট-স্কোর করবার কৃতিত্বের অধিকারী হলেন। কৃপাল সিং আর উমরিগড় চতুর্থ উইকেটে ১৭১ রান যোগ করেছিলেন। আর কৃপাল সিং-এর নিজের রান ছিলো ৮৩। কী করবেন গুলাম আমেদ—চায়ের সময় ইনিংস ঘোষণা ক'রে দেবেন, না কৃপাল সিংকে সেঞ্চুরি করবার সুযোগ দেবেন?

গুলাম আমেদ কৃপাল সিংকে সুযোগ দিতেই মনস্থ করলেন। চায়ের বিরতির পর কৃপাল সিং সেঞ্চুরি করতেই গুলাম আমেদ ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। কৃপাল সিং সবসুদ্ধ ২৪৬ মিনিটে বারোটা চার সমেত অপরাজিত ১০০ করেছিলেন।

ভারত : প্রথম দফা

বিনু মানকড়	ক. অ্যালাবাস্টার	ব. ম্যাকগিবন	৩০
পঙ্কজ রায়	ক. পেট্রি	ব. হেইস	০
পলি উমরিগড়	ক. পেট্রি	ব. হেইস	২২৩
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. ম্যাকগিবন	ব. হেইস	১১৮
এ. জি. কৃপাল সিং	অপরাজিত		১০০
জি. এস. রামচাঁদ	অপরাজিত		১২
দাত্তু ফাড়কার	ব্যাট করেননি		—
† নরেন তামানে	ব্যাট করেননি		—
সুভাষ গুপ্তে	ব্যাট করেননি		—
* গুলাম আমেদ	ব্যাট করেননি		—
ভি. এন. স্বামী	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ৪, নো-বল ৩)			১৫
		চার উইকেটে ঘোষিত	৪৯৮

পতন : ১ (পঙ্কজ রায়); ৪৮ (মানকড়); ২৮৬ (মঞ্জরেকার); ৪৫৭ (উমরিগড়)।

হেইস	২৬	৫	৯১	৩
ম্যাকগিবন	৪৩·১	১৫	১০২	১
রীড	১৬	২	৬৩	০
কেভ	৪১	২০	৫৯	০
অ্যালাবাস্টার	৩০	৫	৯৪	০
পুওর	৯	২	৩৬	০
সাটক্লিফ	১০	১	৩৮	০

সাটক্লিফ আর পুওর নতুন বল খেললেন অতি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে, কিন্তু একবার গুপ্তে বল করতে শুরু করবামাত্র সাটক্লিফের সঙ্গে গুপ্তের চমকপ্রদ লড়াই শুরু হ'লো। সাটক্লিফ গুপ্তেকে প্রতি বলেই হাঁকিয়ে লেংথ নষ্ট ক'রে দেবার মতলব করেছিলেন, কিন্তু গুপ্তে প্রতি বলেই ফ্লাইট পালটাচ্ছিলেন, গতিও কখনও মন্থর কখনও দ্রুত। সাটক্লিফের ড্রাইভ সময়মতো পড়লো না, সোজা ক্যাচ দিয়ে সাটক্লিফ প্রথম রাউণ্ডে হার মেনে ফিরে গেলেন। তারপরেই গুপ্তের বল পেট্রির প্যাডের ফাঁক দিয়ে গ'লে গিয়ে উইকেটে লাগলো: নিউ-জিলাণ্ড দু-উইকেটে ৩৬। সাটক্লিফ আউট হ'তেই দ্বিতীয় হ্যাটা ব্যাটসম্যান গাই নেমেছিলেন, তিনি দৃঢ়ভাবে উইকেট আগলে দাঁড়ালেন, আর রীড রগরগে সব মারের তুবড়ি ছোটালেন। জোরালো সব মার, জোরালো আর চমকপ্রদ, সংরক্ত আর আবেগময়। গাই কেতাবি ঢঙে উইকেট আগলে রেখেই খুশি তখন। দু-ঘণ্টায় তৃতীয় উইকেটে ৮৩ রান যোগ হবার পর রামচাঁদ রীডকে পেলেন লেগ-বিফোর, রীড তখন ৫৪ রান করেছিলেন। আবার গুপ্তে নতুন ব্যাটসম্যানদের হাত জ'মে যাবার আগেই পর-পর ম্যাকগ্রেগর আর হারফোর্ডকে ফিরিয়ে দিলেন। দিনের শেষে নিউ-জিলাণ্ড পাঁচ উইকেটে ১৭০—গাই ৫৭ অপরাজিত।

নিউ-জিলাণ্ড অসীম মনোবল আর সাহসের সঙ্গে সারাদিন ভারতীয় বোলিংকে ঠেকিয়ে রাখলো—প্রথম ইনিংসের শেষ উইকেট পড়লো চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হবার আট মিনিট আগে। গাই ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি ক'রে বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হলেন, সন্দেহ নেই—কিন্তু তাঁর সেঞ্চুরি শুধু এই কারণেই স্মরণীয় নয়—একমাত্র তিনিই লড়াইটাকে জীইয়ে রেখেছিলেন, কখনো হাল ছাড়েননি। অটুট তাঁর অভিনিবেশ, সারা খেলায় একটাই ভুল মার মেরেছিলেন—কিন্তু ততক্ষণে তিনি ব্যাট করেছেন ৪৩৫ মিনিট, তেরোটা বাউণ্ডারি সমেত রান করেছেন ১০২। ষষ্ঠ উইকেটে তাঁর জুটি হয়েছিলেন ম্যাকগিবন—দৃঢ়তার প্রতিমূর্তি—আর দু'জনে যোগ করেছিলেন ৮৭ রান। ঐ জুটি ভেঙে যেতেই গুপ্তের বলে চটপট বাকি উইকেটগুলো প'ড়ে গেলো—গুপ্তে পেলেন সাত উইকেট ১২৮ রানে।

যাঁরা ভেবেছেন, নিউ-জিলাণ্ড বুঝি মন্থর ক্রিকেট খেলেই অভ্যস্ত, তাঁদের ধারণা যে বিষম ভুল এটাকে প্রমাণ ক'রেই শেষদিনে নিউ-জিলাণ্ড ফলো-অন করতে এসে দু-উইকেটে ২১২ রান তুলে দিলে। সাটক্লিফ আর গুপ্তের

চমকপ্রদ লড়াইতে দ্বিতীয় দফায় হার মানতে হ'লো গুপ্তেকে। চোখ ঝলশানো খেললেন সাটক্লিফ, নিখুঁত, কেতাবি, কিন্তু আগাগোড়াই তাঁর স্বাতন্ত্র্যের প্রোজ্জ্বল ছাপ প্রত্যেকটি মারে। বিশেষ ক'রে মানকড়ের বলে যেভাবে তিনি ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এসে বারে-বারে ডাইনে-বাঁয়ে হাঁকাচ্ছিলেন, তার সঙ্গে তুলনা করবার মতো দারুণ খেলেছিলেন কয়েকমাস পরে, আরো একজন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান—তিনিও দক্ষিণ গোলার্ধের মানুষ—নীল হার্ভে। ১০৪এ গাই আউট হ'য়ে যাওয়ায় সাটক্লিফের সঙ্গী হয়েছিলেন রীড—তাঁরা দু'জনে তৃতীয় উইকেটে যোগ করেছিলেন অপরাজিত ১০৮, তাতে রীডের দান ছিলো দুটি ছক্কা সমেত অপরাজিত ৪৫।

যাঁরা বলবেন, দ্বিতীয় দিন চায়ের সময় উমরিগড় আউট হ'য়ে যাবার পর গুলাম আমেদ ইনিংস ঘোষণা না-ক'রে ভুল করেছিলেন, তাঁরা অবিবেচক। ও-রকম উইকেটে, আর ৭০ মিনিটে, নিউ-জিলাণ্ডের আটটি উইকেট দখল করবার কথা যাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন, তাঁদের ক্রিকেটের জ্ঞান কতটুকু, সেই সম্বন্ধেই প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু নির্বাচকদের ধারণা বোধহয় ঐ রকমই কিছু ছিলো। তাঁরা আর কোনো টেস্টেই গুলাম আমেদকে খেলাননি, তাঁকে অধিনায়ক করা তো দূরের কথা।

নিউ-জিলাণ্ড : প্রথম দফা

বার্ট সাটক্লিফ	ক. উমরিগড়	ব. গুপ্তে	১৭
† ই. সি. পেট্রি		ব. গুপ্তে	১৫
জন গাই	ক. গুলাম আমেদ	ব. মানকড়	১০২
জন রীড	লেগ-বিফোর	ব. রামচাঁদ	৫৪
এস. এন. ম্যাকগ্রেগর	স্টা. তামানে	ব. গুপ্তে	১৯
এন. এস. হারফোর্ড	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	৪
এ. আর. ম্যাকগিবন	ক. কৃপাল সিং	ব. গুলাম আমেদ	৫৯
এম. বি. পুওর	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	২৩
* হ্যারি কেভ	স্টা. তামানে	ব. গুপ্তে	১৪
জ্যাক অ্যালাবাস্টার	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	১১
জে. এ. হেইস	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৫)			৭
			৩২৬

দ্বিতীয় দফা

বার্ট সাটক্লিফ	অপরাজিত		১৩৭
† ই. সি. পেট্রি	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	৪
জন গাই	ক. গুলাম আমেদ	ব. মানকড়	২১
জন রীড	অপরাজিত		৪৫
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ২, নো-বল ১)			৫
		দু-উইকেটে	২১২

পতন : প্রথম দফা—২৭ (সাটক্লিফ); ৩৬ (পেট্রি); ১১৯ (রীড); ১৫৪ (ম্যাকগ্রেগর); ১৬৬ (হারফোর্ড); ২৫৩ (গাই); ২৯২ (পুওর); ৩০৫ (ম্যাকগিবন); ৩২৫ (কেভ); ৩২৬ (অ্যালাবাস্টার)। দ্বিতীয় দফা—৪২ (পেট্রি); ১০৪ (গাই)।

ফাড়কার	২৫	১১	৩৪	০	১২	২	২৫	০
স্বামী	৮	২	১৫	০	১০	৩	৩০	০
গুপ্তে	৭৬.৪	৩৫	১২৮	৭	১৮	৭	২৮	১
গুলাম আমেদ	৩৯	১৫	৫৬	১	১৩	২	৩৬	০
মানকড়	৩৬	১৬	৪৮	১	২৫	৭	৭৪	১
রামচাঁদ	২০	১২	৩৩	১	১৪	৭	১৪	০
কৃপাল সিং	১	০	৫	০	—	—	—	—
উমরিগড়	৪	৪	০	০	—	—	—	—

দ্বিতীয় টেস্ট : বম্বাই

ডিসেম্বর ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭, ১৯৫৫

কেউ ভাবেনি যে ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামের নিষ্প্রাণ উইকেটে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব, কাজেই ভারত যখন বম্বাইতে দ্বিতীয় টেস্টে ইনিংস ও ২৭ রানে জিতে গেলো, তখন বিস্ময়ের পরিমাণ নেহাৎ কম ছিলো না—বিশেষত নিউ-জিলাণ্ড হায়দ্রাবাদে যেভাবে ব্যাট করেছিলো, তাতে বম্বাইতে তাদের ব্যর্থতা ছিলো অনেকাংশেই অপ্রত্যাশিত। কিন্তু গুপ্তে আর মানকড় বল করেছিলেন উদ্দীপ্তভাবে, আর ভারতের ফিল্ডিং হয়েছিলো দুর্দান্ত। গুলাম আমেদের নাকি পায়ের পেশিতে টান পড়েছিলো, অতএব উমরিগড়ের উপর

পড়লো নেতৃত্বের দায়িত্ব—পরে অবশ্য গুলাম আমেদ ঐ সিরিজে আর কোনো টেস্টেই খেলবেন না, এবং উমরিগড়ই বাকি টেস্টগুলোয় দল পরিচালনা করবেন। এ-টেস্টে ভারতীয় দলে তিনজন নতুন খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন—বাদ পড়লেন পঙ্কজ রায় ও স্বামী—দলে ঢুকলেন বিজয় মেহরা—তাঁর বয়েস মাত্রই ১৭ তখন, আর পাতিল। তৃতীয়জন নরি কনট্র্যাকটর—গুজরাটের ন্যাটা ব্যাটসম্যান—যিনি প্রথম শ্রেণীর খেলায় প্রথম আবির্ভাবেই দু-ইনিংসে সেঞ্চুরি ক'রে অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা ব্যাটসম্যান আর্থার মরিসের সঙ্গে যুগ্মভাবে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী হয়েছিলেন। নিউ-জিলাণ্ড দলে ম্যাকগ্রেগর ও হারফোর্ডের জায়গায় নির্বাচিত হলেন হ্যারিস ও ময়ের।

আবার ভারতের মুদ্রাভাগ্য ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামের ঐ ব্যাটিং উইকেটে ভারতকে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ দিলে। নবাগত মেহরার সঙ্গে গোড়াপত্তন করতে নামলেন মানকড়—এবং প্রথম বল থেকেই তিনি রগরগে ব্যাট করতে লাগলেন। যথারীতি অফস্টাম্প ও অফস্টাম্পের বাইরের বলগুলোর উদ্দেশে তাঁর ব্যাট চাবুকের মতো নেমে আসছিলো। মেহরা খেলছিলেন শান্ত ও বিচক্ষণ —যদিও দলের ৩৬ রানে তিনি হ্যারিসকে ক্যাচ দিয়ে আউট হ'য়ে গেলেন। উমরিগড় এবার আর বেশিক্ষণ টিকলেন না—অধিনায়ক কেভ তাঁকে বোল্ড ক'রে দিলেন—ভারত দু-উইকেটে ৬১। আর মঞ্জরেকারও কেভ-এর বলে ক্যাচ তুলে ফিরে এলেন—তাঁর রান গোল্লা, আর ভারত তিন উইকেটে ৬৩। এই অবস্থায় নামলেন কৃপাল সিং। হায়দ্রাবাদে কৃপাল যখন ব্যাট করতে নেমেছিলেন তখন ভারতের রান ছিলো তিন উইকেটে ২৮৬।

কিন্তু এবার দলের অবস্থা কোনঠাশা। এই অবস্থায় কৃপাল তাঁর নিজের উইকেট বিচক্ষণভাবে আগলে রাখলেন, তাঁর মনোবল ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেলো যখন হাততালির লোভ শামলে মানকড়কেই রান তোলবার প্রধান দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন—যদিও তিনি আলগা বলে রান তুলতে দ্বিধা করেননি। দিনের শেষে মানকড় অপরাজিত ১০২, কৃপাল সিং অপরাজিত ৫৯, ও ভারত তিন উইকেটে ২২৩।

দ্বিতীয় দিনে খেলা শুরু হবামাত্র কৃপাল অবশ্য কেভ-এর বলে আর মাত্র চার রান যোগ ক'রে বোল্ড হ'য়ে গেলেন। কিন্তু মানকড় আবারও তাঁর খোলামেলা ডাকাবুকো ভঙ্গিতে ব্যাট করতে লাগলেন—ভারতের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ টেস্টস্কোরের গৌরব এতকাল তাঁরই ছিলো যখন লর্ডসে তিনি ১৮৪

করেছিলেন—কিন্তু হায়দ্রাবাদে উমরিগড় ২২৩ ক'রে তাঁর সেই রেকর্ড ছিনিয়ে নিয়েছিলেন—এবার মানকড় ২২৩ রান ক'রে উমরিগড়ের সঙ্গে আবার যুগ্মভাবে সেই রেকর্ডের অধিকারী হলেন। ৪৭২ মিনিট ব্যাট করেছিলেন মানকড়, বাইশটি চার হাঁকিয়েছিলেন—প্রধানত রুদ্ধশ্বাস স্কোয়ার কাট ও লেট কাটেই বেশির ভাগ চার হাঁকিয়েছিলেন তিনি। চতুর্থ উইকেটে কৃপাল সিং-এর সঙ্গে যোগ করেছিলেন ১৬৭ রান। আট উইকেটে ৪২১ রান ওঠবার পর উমরিগড় ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন।

ভারত : প্রথম দফা

ভিন্নু মানকড়	ক. ম্যাকগিবন	ব. পুওর	২২৩
বিজয় মেহরা	ক. হ্যারিস	ব. হেইস	১০
* পলি উমরিগড়		ব. কেভ	১৫
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. অ্যালাবাস্টার	ব. কেভ	০
এ. জি. কৃপাল সিং		ব. কেভ	৬৩
জি. এস. রামচাঁদ		ব. ম্যাকগিবন	২২
নরি কনট্র্যাকটর	ক. পেট্রি	ব. ম্যাকগিবন	১৬
দাত্তু ফাড়কার	অপরাজিত		৩৭
† নরেন তামানে		ব. পুওর	১০
এস. আর. পাতিল	অপরাজিত		১৪
সুভাষ গুপ্তে	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৩, নো-বল ৮)			১১
		আট উইকেটে ঘোষিত	৪২১

পতন : ৩৬ (মেহরা); ৬১ (উমরিগড়); ৬৩ (মঞ্জরেকার); ২৩০ (কৃপাল সিং); ২৮১ (রামচাঁদ); ৩৪৭ (কনট্র্যাকটর); ৩৬৫ (মানকড়); ৩৭৭ (তামানে)।

হেইস	২৬	৪	৭৯	১
ম্যাকগিবন	২৩	৬	৫৬	২
কেভ	৪৮	২৩	৭৭	৩
রীড়	৩	২	৬	০

অ্যালাবাস্টার	২৫	৪	৮৩	০
ময়ের	১২	২	৫১	০
পুওর	১৯	৩	৪৯	২
সাটক্লিফ	২	০	৯	০

দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হবার আগে গুপ্তে পেট্রিকে পেলেন লেগ-বিফোর, নিউ-জিলাণ্ড এক উইকেট খুইয়ে ২১। অতএব সাটক্লিফের কাঁধে অতিরিক্ত দায়িত্ব এসে পড়লো। কিন্তু দায়িত্বের ভারে কাতর হবার পাত্র তিনি নন—তাছাড়া মানকড় ও গুপ্তের সঙ্গে হায়দ্রাবাদ থেকেই তাঁর রোমাঞ্চকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিলো—তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হবামাত্র সাটক্লিফের সুষ্ঠু ও চিক্কণ মারগুলিতে বোঝা গেলো তিনি যতক্ষণ আছেন গুপ্তে-মানকড়ের কোনো আশা নেই। অন্যপ্রান্তে জন গাই আবার উইকেট আগলে রেখেই খুশি। গাই প্রথম থেকেই রক্ষণাত্মক খেলবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন—তাঁর ব্যাট যেন চীনের প্রাচীরের মতো দুর্ভেদ্য। কিন্তু যখন নিউ-জিলাণ্ড আস্থায় ভরপুর, তখন রামচাঁদের বলে স্লিপে গুপ্তের হাতে ধরা পড়লেন সাটক্লিফ—দলের রান দু-উইকেটে ৯৪, তার মধ্যে সাটক্লিফ একাই করেছিলেন ৭৩। কিন্তু আউট হবার জন্য দায়ী বম্বাইয়ের দর্শক; রামচাঁদ বল করবার সঙ্গে-সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে থেকে জ্বলন্ত পটকা ছুঁড়ে মারা হয়েছিল মাঠে—আর, পটকার শব্দে চমকে যেতেই, সাটক্লিফের ব্যাট ন'ড়ে গিয়েছিলো। বম্বাইয়ের দর্শক কি না ক্রীড়ামোদী, তাই এটা সম্ভব হ'লো—বম্বাই-ই তো ভারতীয় ক্রিকেটের প্রধান ঘাঁটি! রীড স্কোয়ারলেগ দিয়ে গুপ্তেকে ছক্কা মেরে তাঁর ইনিংস শুরু করেছিলেন, কিন্তু অবিলম্বে ৩৯ রান ক'রে পাতিলের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে তিনি ফিরে গেলেন। তাঁর আগেই অবশ্য রামচাঁদের বলে স্লিপে গুপ্তের হাতে ধরা পড়েছেন জন গাই। অবশেষে হ্যারিস যখন গুপ্তের বলে লেগ বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন, তখন নিউ-জিলাণ্ডের স্কোর পাঁচ উইকেটে ১৬৬। ম্যাকগিবন পুনর্বার সঙিন অবস্থা থেকে দলকে উদ্ধার করলেন—এবার তাঁর জুটি ছিলেন পুওর। দিনের শেষে নিউ-জিলাণ্ডের স্কোর পাঁচ উইকেটে ২০৮।

চতুর্থ দিনে কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যেই ৫০ রান যোগ ক'রে নিউ-জিলাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো। ফাড়কারের বলে স্কোয়ারলেগে মানকড়ের হাতে ম্যাকগিবন ধরা পড়বামাত্র নিউ-জিলাণ্ডের ইনিংস অপ্রত্যাশিতভাবে ধ্ব'সে পড়লো।

নিউ-জিলাণ্ড আবার ফলো-অন করতে বাধ্য হ'লো ; কিন্তু, এবার প্রতিরোধ গ'ড়ে তোলবার আগেই নিউ-জিলাণ্ড দেখতে পেলো পেট্রি ও গাই আউট—দলের রান দু-উইকেটে ২২। তারপর তেত্রিশে যখন রীড আউট হ'য়ে গেলেন, তখনও সাটক্লিফ আছেন—অর্থাৎ তখনও ভরসা আছে। সাটক্লিফ চমৎকার খেলছিলেন, কিন্তু দলের ৬৭ রানে ৩৭ রান ক'রে গুপ্তের বলে তিনি মানকড়ের হাতে ক্যাচ তুলে দিলেন—নিউ-জিলাণ্ডের সেরা পাঁচটি উইকেট প'ড়ে গিয়েছে, অথচ নিউ-জিলাণ্ড তখনও ৯৭ রান পেছিয়ে। খেলা শেষ হ'তে এক দিনেরও উপর সময় আছে। আবারও ম্যাকগিবন দায়িত্বের সঙ্গে খেলে ২৪ রান তুললেন, কিন্তু চতুর্থ দিনের শেষে নিউ-জিলাণ্ড সাত উইকেটে ৯৯—ভারতকে আবার ব্যাট করাতে হ'লে এখনও ৬৫ রান তুলতে হবে।

কেভ আর ময়ের শেষ দিনেও কিন্তু হাল ছাড়েননি—তাঁরা দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে লড়াই ক'রে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গুপ্তে আর মানকড়ের বলে এক ঘণ্টার মধ্যেই ৩৭ রান যোগ ক'রে বাকি তিনটি উইকেট প'ড়ে গেলো। গুপ্তে এবারে পেলেন ৪৫ রানে ৫ উইকেট আর মানকড় ৫৭ রানে ৩ উইকেট। গুপ্তের গুগলি মেশানো লেগব্রেক ততক্ষণে নিউ-জিলাণ্ডের খেলোয়াড়দের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে—অনবরত ফ্লাইট আর গতি বদলেছেন গুপ্তে—কিন্তু তাও যদি-বা শামলানো যেতো, তাঁর গুগলি তখনও শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছিলো না। পুরো সিরিজটা তাই গুপ্তে সাটক্লিফের লড়াইতে স্মরণীয় হ'য়ে উঠেছিলো। সাটক্লিফ যে ন-টি ইনিংসে সে-সফরে ৬১১ তুলেছিলেন, তাই নয়—অবশেষে গুপ্তের মধ্যেও আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—এরপর থেকে গুপ্তে কখনোই ন্যাটা ব্যাটসম্যানদের স্বস্তির সঙ্গে বল করতে পারেননি।

নিউ-জিলাণ্ড : প্রথম দফা

বার্ট সাটক্লিফ	ক. গুপ্তে	ব. রামচাঁদ	৭৩
† ই. সি. পেট্রি	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	৪
জন গাই	ক. গুপ্তে	ব. রামচাঁদ	২৩
জন রীড	লেগ-বিফোর	ব. পাতিল	৩৯
পি. জি. জেড. হ্যারিস	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	১৯
এ. আর. ম্যাকগিবন	ক. মানকড়	ব. ফাড়কার	৪৬
এম. বি. পুওর	ক. উমরিগড়	ব. ফাড়কার	১৭

* হ্যারি কেভ	রান-আউট		১২
এ. এম. ময়ের	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	০
জ্যাক অ্যালাবাস্টার		ব. মানকড়	১৬
জে. এ. হেইস	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ২, ওয়াইড ৪)			৯
			২৫৮

নিউ-জিলাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

বার্ট সাটক্লিফ	ক. মানকড়	ব. গুপ্তে	৩৭
† ই. সি. পেট্রি	ক. গুপ্তে	ব. ফাড়কার	৪
জন গাই	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	২
জন রীড	ক. ফাড়কার	ব. পাতিল	৪
পি. জি. জেড. হ্যারিস	ক. তামানে	ব. মানকড়	৭
এ. আর. ম্যাকগিবন	ক. পাতিল	ব. গুপ্তে	২৪
এম. বি. পুওর		ব. মানকড়	০
* হ্যারি কেভ	ক. উমরিগড়	ব. মানকড়	২১
এ. এম. ময়ের	ক. মঞ্জরেকার	ব. গুপ্তে	২৮
জ্যাক অ্যালাবাস্টার		ব. গুপ্তে	৪
জে. এ. হেইস	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৪)			৫
			১৩৬

পতন : প্রথম দফা—২১ (পেট্রি) ; ৯৪ (সাটক্লিফ) ; ১৩৩ (গাই) ; ১৫৬ (রীড) ; ১৬৬ (হ্যারিস) ; ২১৮ (ম্যাকগিবন) ; ২৩১ (পুওর) ; ২৩২ (ময়ের) ; ২৫৮ (কেভ) ; ২৫৮ (অ্যালাবাস্টার)। দ্বিতীয় দফা—১৩ (পেট্রি) ; ২২ (গাই) ; ৩৩ (রীড) ; ৪৫ (হ্যারিস) ; ৬৭ (সাটক্লিফ) ; ৬৮ (পুওর) ; ৮৬ (ম্যাকগিবন) ; ১১৭ (কেভ) ; ১৩৬ (ময়ের) ; ১৩৬ (অ্যালাবাস্টার) ।

ফাড়কার	২৮	১০	৫৩	২	৬	৪	৫	১
পাতিল	১৪	৩	৩৬	১	৯	৪	১৫	১
গুপ্তে	৫১	২৬	৮৩	৩	৩২'৪	১৯	৪৫	৫

রামচাঁদ	৩১	১৫	৪৮	২	৬	৪	৯	০
মানকড়	১০১	৩	২৯	১	২৭	৮	৫৭	৩

তৃতীয় টেস্ট : নতুন দিল্লী
ডিসেম্বর ১৬, ১৭, ১৮, ২০ ও ২১, ১৯৫৫

ফিরোজ শাহ্ কোটলার মসৃণ উইকেটে খেলার হার-জিৎ নিষ্পত্তি হবার কোনোই সম্ভাবনা ছিলো না। পাঁচ দিনে সবশুদ্ধ ১০৯৩ রান হয়েছিলো এ টেস্টে, উইকেট পড়েছিলো মাত্র ১০ টি—এ থেকেই এ-খেলা সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা জন্মাবে। নিউ-জিলাণ্ড টসে জিতেই দু-উইকেটে ৪৫০ তুলেছিলো ; আর তাতেই বোঝা গেলো যে প্রথম দুটি টেস্টেও প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পেলে তারাও হয়তো মস্ত রান তুলে দিতো। বিশেষত সাটক্লিফ এ-টেস্টে অপরাজিত ২৩০ রান ক'রে যে উমরিগড় ও মানকড়ের রানই পেরোলেন, তা নয়—মার্টিন ডনেলি ১৯৪৯ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে লর্ডসে ২০৯ রান ক'রে নিউ-জিলাণ্ডের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ রান করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন—সাটক্লিফ সেই রেকর্ড অতিক্রম ক'রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। নিউ-জিলাণ্ড দ্বিতীয় দিন চা পর্যন্ত ব্যাট ক'রে দান ছেড়ে দিয়েছিলো—প্রথম দিনে তারা এক উইকেট খুইয়ে তুলেছিলো ২১৬ রান। সাটক্লিফ প্রথম বল থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন তাঁর খেলার মেজাজ কি-রকম—যখন সুন্দরমের প্রথম যে-বল তিনি খেললেন, সেটা তাঁর ব্যাকফুট কভারড্রাইভে—তাঁর অভিজাত মারাটির পরবির্তন শেষ হবার আগেই—সীমানার বাইরে চ'লে গেলো। লেগাট-এর খেলা হয়তো তুলনায় পরিশীলিত ছিলো না, কিন্তু ছিলো উদ্দেশ্যময়, পরিকল্পনাসম্মত, দু'জন ফিল্ডারের মধ্যে বল ঠেলে-ঠেলে তিনি রান নিচ্ছিলেন। গুপ্তের বলে মঞ্জরেকার যখন লেগাটকে লুফে নিলেন, তখন তাঁর নিজের স্কোর মাত্র ৩৭ হ'লেও জুটির রান ৯৮। এর পরে বাকি দিনটা গাই রইলেন সাটক্লিফের জুটি।

দ্বিতীয় দিন সকালেই গাই ৫২ রান ক'রে আউট—দ্বিতীয় উইকেটের ১৩০ রানের মধ্যে গাইয়ের নিজের অবদান ছিলো ৫২। তারপরে চায়ের বিরতি পর্যন্ত ব্যাট ক'রে গেলেন সাটক্লিফ আর রীড—আর অপরাজিত ২২২ রানের জুটির মধ্যে রীডের দান হ'লো ১১৯। সাটক্লিফ তাঁর অপরাজিত ২৩০ রানের জন্য উইকেটে ছিলেন ৪৫০ মিনিট, আর হাঁকিয়েছিলেন তিরিশটি চার। পক্ষান্তরে রীড তাঁর অপরাজিত ১১৯ রানের জন্য উইকেটে ছিলেন ২১৭ মিনিট,

হাঁকিয়েছিলেন দশটি চার ও একটি ছক্কা। নাদকার্নি—এটা তাঁর প্রথম টেস্ট—প্রথম থেকে স্থির নিশানায় বল ক'রে গিয়েছিলেন—যদিও কোনো উইকেট পাননি। আর গুপ্তে পেয়েছিলেন ৯৮ রান দিয়ে একটি উইকেট। সাটক্লিফ বা রীড—কারু উপরেই কোনো বোলার কোনো প্রভাব ফেলতে পারেননি। সাটক্লিফ রীডের চেয়ে বেঁটেখাটো, রীডের মারে কব্জির জোর এমন, যেন বারুদ ফাটানো, কাউকেই কোনো তোয়াক্কা নেই এমন ভঙ্গি, অথচ তাঁর খেলার প্রথম পাঠ অত্যন্ত শাস্ত্রসম্মত—চট ক'রে বলের লাইনে গিয়ে দাঁড়ান, একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্যাট নেমে আসে চাবুকের মতো। তাঁর ইনিংস সব সময়েই তেজে ভরা, সাহসে আর তারুণ্যে পরিপূর্ণ। উলটো দিকে সাটক্লিফ ব্যাট করেন বাঁহাতে—লঘু ক্ষিপ্র পায়ে ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে যেতে তাঁর ভয় নেই বটে। কিন্তু বেশির ভাগ সময় পেছিয়ে গিয়ে খেলেন। নিখুঁত আর সূক্ষ্ম তাঁর মার, আর ব্যাট বলের উপর নেমে আসে ঠিক সময়ে—আলগোছে। পরিশীলিত ও অভিজাত—কিন্তু তাঁর মারের চাকচিক্য, মারের জৌলুশ থাকে লুকোনো ; কোথাও কোনো দেখানোপনা নেই, অথচ তাঁর প্রত্যেকটি মার এত সাবলীল ও অনায়াস যে বোঝা যায় কত যত্ন ও কত অভ্যাসের ফলে এই শিল্পিতা লুকোনো শিল্প তিনি আয়ত্ত করেছেন তাঁর রক্তের মধ্যে, মজ্জার মধ্যে। যাবতীয় কারিগরি যেন মেশানো ছিলো। একজন ডানহাতে খেলেন, একজন বাঁহাতে,—হয়তো দু'জনের খেলায় কোনো তুলনা সম্ভব নয় ; একজনের মার জোরালো, সবল, সশব্দ, আরেকজনের মারের মধ্যকার জোর চোখেই পড়ে না। কিন্তু তবু, মনে হয়, সাটক্লিফই বোলারদের বেশি মুষড়ে দিয়েছিলেন। এই হতাশাজাগানো স্বাচ্ছন্দ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভারতীয় বোলারদের কোনো ভরসা ছিলো না। কেভ যদি দু-উইকেটে ৪৫০ রানে ইনিংস ঘোষণা না-করতেন, তবে সে-ইনিংসে সাটক্লিফকে কখনো আউট করা সম্ভব হ'তো না। সত্যি-যে, মানকড় ছিলেন না গুপ্তের জুটি। সত্যি নয়, সাটক্লিফ মানুষ মাত্র—হয়তো এক সময় ক্লান্ত হ'য়ে পড়তেন। কিন্তু যে-ন-ঘণ্টা তিনি উইকেটে ছিলেন, তিনি কাউকে কোনো সুযোগ দেননি।

নিউ-জিল্যাণ্ড ঃ প্রথম দফা

জে. জি. লেগাট	ক. মঞ্জরেকার	ব. গুপ্তে	৩৭
বার্ট সাটক্লিফ	অপরাজিত		২৩০
জন গাই	ক. মেহরা	ব. সুন্দরম	৫২

জন রীড	অপরাজিত	১১৯
এস. এন. ম্যাকগ্রেগর	ব্যাট করেননি	—
এ. আর. ম্যাকগিবন	ব্যাট করেননি	—
এম. বি. পুওর	ব্যাট করেননি	—
* হ্যারি কেভ	ব্যাট করেননি	—
জ্যাক অ্যালাবাস্টার	ব্যাট করেননি	—
† টি. জি. ম্যাকমেহন	ব্যাট করেননি	—
জে. এ. হেইস	ব্যাট করেননি	—
অতিরিক্ত (বাই ৭, লেগ-বাই ৫)		১২
	দু-উইকেটে ঘোষিত	৪৫০

পতন : ৯৮ (লেগাট) ; ২২৮ (গাই)।

সুন্দরম	৩৯	৫	৯৯	১
রামচাঁদ	৩৮	১১	৮২	০
গুপ্তে	৩৯	১০	৯৮	১
নাদকার্নি	৫৪	১৩	১৩২	০
ভাণ্ডারী	৬	০	২৭	০

ভারতের ইনিংসের গোড়াপত্তন করলেন নতুন জুটি : নরি কনট্র্যাকটর ও বিজয় মেহরা। কনট্র্যাকটর বাঁ হাতে ব্যাট করেন : সাটক্লিফের উত্তর। তাঁরও খেলা পরিশীলিত ও অভিজাত্যমণ্ডিত, পরিচ্ছন্ন ও আস্থাশীল। মেহরাও ভালোই খেলছিলেন, আউট হলেন হেইসের বলে বাজে ক্যচ তুলে, জুটির রান ৬৮, তাঁর নিজের ৩২। উমরিগড় আবারও কোনো সুবিধে করতে পারলেন না। কিন্তু কনট্র্যাকটর ক্রমেই ফুটে উঠলেন। ক্রমে যখন সবাই তাঁর কাছ থেকে বড়ো ইনিংস আশা করছে, তখন রীডের বলে ৬২ রান ক'রে কনট্র্যাকটর আউট হ'য়ে গেলেন—দলের রান তখন ১১৯। আবারও কৃপাল সিং যখন নামলেন, তখন দলের ভিত নড়বোড়ে ঠেকছে। কেবল মঞ্জরেকার ব্যাট করছেন চোখ-ঝলশানো।

তার মানে এই নয় যে তাঁরা রানের তুবড়ি ছুটিয়েছিলেন। তৃতীয় দিনের খেলা যখন শেষ হ'লো, তখন ৪২০ মিনিটে তিন উইকেটে মাত্র ১৮৭ রান তুলেছে। এই মন্থর খেলার পিছনে নিশ্চয়ই অধিনায়কের নির্দেশ ছিলো,

কিন্তু চতুর্থ দিন সকালে হেইসের বলে যখন কৃপাল সিং-এর অফস্টাম্প ছিটকে বেরিয়ে গেলো, তখন দলের রান চার উইকেটে ২০৮। রামচাঁদ নেমেই খেলার ধরন পালটে দেবার চেষ্টা করলেন। লেগস্পিনার অ্যালাবাস্টারকে এক ওভারে তিনি দুটি চার ও একটি ছক্কা মেরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, মঞ্জরেকারের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে যে-১২৭ রান উঠেছিলো তার মধ্যে একাই করলেন ৭২। রামচাঁদের খেলায় সব সময় শাস্ত্রের অনুশাসন যে বজায় থাকতো তা নয়—কিন্তু রামচাঁদের বিশ্বাস ছিলো হাতে ব্যাট থাকে বল ঠেকাবার জন্য নয়, বল মারার জন্য।

রামচাঁদ আউট হ'তেই নামলেন নাদকার্নি—তাঁর প্রথম টেস্টে ব্যাট করতে। নাদকার্নির দাঁড়াবার ভঙ্গি অলবড্যে, কুঁজোমতো ; ধনুকের ছিলার মতো বাঁকানো। এই ধনুকের ছিলার উপমা নিছক কল্পনার বিলাস নয়—নাদকার্নির জেদ, একগুঁয়ে ভঙ্গি, অবিশ্রাম লেগে-থাকা—পরে তাঁকে ভারতীয় দলের অন্যতম জরুরি চৌকশ খেলোয়াড়ে পরিণত করবে। মঞ্জরেকারের সঙ্গে মিলে নাদকার্নি ১২৩ রান যোগ করবার পরে মঞ্জরেকারের চমৎকার ইনিংসটির অবসান হ'লো। মঞ্জরেকারও ব্যাট করেছিলেন ৫৪০ মিনিট—১৭৭ রানের মধ্যে হাঁকিয়েছিলেন ২০টি চার। সাটক্লিফের চেয়ে আস্তে খেলেছিলেন, সত্যি, কিন্তু খেলার ধরন তেমনি ধ্রুপদী ও আভিজাত্যময় ; তেমনি স্বাচ্ছন্দ্যভরা, তেমনি কৌশল লুকোনো কৌশলের খেলা। আর আস্ত ইনিংসটির শক্ত ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি—নিউ-জিলাণ্ডের রান পেরুবার আগে তিনি কোনো ভুল করেননি। উমরিগড় অবশ্যি তখনও ইনিংস ঘোষণা করলেন না। ভাণ্ডারী নেমে রগরগে খেলে দ্রুত ৩৯ রান তুলে আউট হ'য়ে যাবার পর, নাদকার্নির রান যখন দায়িত্বে ভরা পরিচ্ছন্ন ৬৮, সাত উইকেটে ৫৩১ রানে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন—খেলা শেষ হ'তে তখন ১৪৫ মিনিট বাকি, অর্থাৎ দুই ইনিংসের মধ্যবর্তী ১০ মিনিট সময় ছেড়ে দিলে, নিউ-জিলাণ্ড দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করবার সুযোগ পাবে মাত্র ১৩৫ মিনিট।

অতএব, অর্থহীন এই ইনিংস ঘোষণা। এই নির্দয় উইকেটে ১৩৫ মিনিটে কোনো দলকে আউট করার কথা যে ভাবে, সে হয় পাগল, নয় ক্রিকেট বোঝে না। এটা নেহাৎই সৌজন্য—অভ্যাগত দলকে দু'দিনের উপর মাঠে ছুটোছুটি করিয়ে বিশ্রামের সুযোগ দেয়া। না-হ'লে উমরিগড় ইনিংস ঘোষণা না-করলে, নাদকার্নিও তাঁর প্রথম টেস্টেই হয়তো সেঞ্চুরি করতেন। অন্তত

যে-রকম নিশ্চিত ও অনিবার্য গতিতে তিনি রান তুলছিলেন, তাতে এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেবার মতো ছিলো না।

খেলায় তখন কোনো আকর্ষণ নেই। নিউ-জিলাণ্ড ইনিংস স্চনা করতে লেগাট-এর সঙ্গে পাঠালো ম্যাকগ্রেগরকে—সাটক্লিফকে নয়। আর লেগাট আর ম্যাকগ্রেগর অনায়াস নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রথম উইকেটে ১০১ রান তুলে দেবার পর ম্যাকগ্রেগর মঞ্জরেকারের বলে আউট হ'য়ে গেলেন। বাকি কয়েক মিনিট জন গাই লেগাট-এর সঙ্গে কাটিয়ে দিলেন।

এই খেলা থেকে এটা অন্তত স্পষ্ট বোঝা গেলো যে নিউ-জিলাণ্ড ভারতীয় উইকেটে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পেলে তাদের সহজে আউট করা মুশকিল হবে, তারাও ভারতেরই মতো বড়ো-বড়ো রান তুলতে সক্ষম।

ভারত : প্রথম দফা

বিজয় মেহরা	ক. ম্যাকগ্রেগর	ব. হেইস	৩২
নরি কনট্রাকটর		ব. রীড	৬২
* পলি উমরিগড়		ব. ম্যাকগিবন	১৮
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. ম্যাকমেহন	ব. কেভ	১৭৭
এ. জি. কৃপাল সিং		ব. হেইস	৩৬
জি. এস. রামচাঁদ	স্টা. ম্যাকমেহন	ব. পুওর	৭২
রঘুনাথ নাদকার্নি	অপরাজিত		৬৮
প্রকাশ ভাণ্ডারী		ব. ম্যাকগিবন	৩৯
† নরেন তামানে	ব্যাট করেননি		—
জি. এস. সুন্দরম	ব্যাট করেননি		—
সুভাষ গুপ্তে	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ১৬, লেগ-বাই ৪, নো-বল ৭)			২৭
		সাত-উইকেটে ঘোষিত	৫৩১

পতন : ৬৮ (মেহরা) ; ১১১ (উমরিগড়) ; ১১৯ (কনট্রাকটর) ; ২০৮ (কৃপাল সিং) ; ৩৩৫ (রামচাঁদ) ; ৪৫৮ (মঞ্জরেকার) ; ৫৩১ (ভাণ্ডারী)।

ম্যাকগিবন	৫০.৫	১৬	১২২	২
কেভ	৫১	২৯	৬৭	১
হেইস	৪৪	৯	১০৫	২

রীড	৪১	১৪	৮৬	১
অ্যালাবাস্টার	২৪	৯	৯০	০
পুওর	১৫	৪	২৬	১
সাটক্লিফ	৩	০	৮	০

নিউ-জিলাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

জে. জি. লেগাট	অপরাজিত		৫০
এস. এন. ম্যাকগ্রেগর	ক. তামানে	ব. মঞ্জরেকার	৪৯
জন গাই	অপরাজিত		১০
অতিরিক্ত (বাই ৩)			৩
		এক-উইকেটে	১১২

পতন : ১০১ (ম্যাকগ্রেগর)।

সুন্দরম	৩	০	৬	০
রামচাঁদ	৩	০	১১	০
গুপ্তে	৬	১	২২	০
নাদকার্নি	৩	১	১১	০
ভাণ্ডারী	৭	২	১২	০
মঞ্জরেকার	২০	১৩	১৫	১
কৃপাল সিং	৭	৩	১০	০
কনট্র্যাকটর	৬	১	১৯	০
মেহরা	৩	০	৩	০

চতুর্থ টেস্ট : কলকাতা

ডিসেম্বর ২৮, ২৯ ৩১, ১৯৫৫ ও জানুয়ারি ১, ২, ১৯৫৬

নিউ-জিলাণ্ডের সঙ্গে টেস্টগুলো এমনিতে চিত্তাকর্ষক হচ্ছিলো—কারণ আক্রমণ রচিত হচ্ছিলো লেগ-স্পিন ও বাঁ-হাতি স্পিন বলে, আর ব্যাটিংও, উত্তরে, নতুন শিখরে আরোহণ করছিলো। কিন্তু সিরিজের সবচেয়ে উদ্দীপক ও উত্তেজক খেলা হয়েছিলো কলকাতায়। খেলার একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় ছিলো উত্তেজনা—নিউ-জিলাণ্ড ও ভারত—দু'দলেরই সম্ভাবনা ছিলো জিতবার। শেষে যে খেলাটি অমীমাংসিত হ'লো, সেটাই সবচেয়ে মানালো। অবশ্য এটা ঠিক যে প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং বিপর্যয় ভারতীয় ব্যাটিং-এর বাস্তব

অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলেছিলো—অত-সব বড়ো-বড়ো স্কোর সম্ভব ব্যাটসম্যানদের স্বর্গেই, কিন্তু যেখানে উইকেট মিডিয়াম পেস বলে একটু সাড়া দেয়, সেখানে ভারতীয় ব্যাটিং-এর দুর্বলতা পরিতাপজনকভাবে উদঘাটিত হ'য়ে যায়। পুরো সিরিজে কেবল কলকাতার পিচই ছিলো তুলনায় সজীব—তাছাড়া প্রথম দিন যখন খেলা হচ্ছিলো গঙ্গার হাওয়া আসছিলো ইডেন উদ্যানে। আর তাতেই সাড়ে তিন ঘণ্টায় ১৩২ রানে ভারত আউট হ'য়ে গেলো। নিউ-জিলাণ্ড যে ২০৪ রানে এগিয়ে থেকেও জিততে পারেনি তার কারণ উইকেট ক্রমেই ব্যাটসম্যানদের অনুকূল হ'য়ে উঠছিলো, আর নিউ-জিলাণ্ডের বোলিং শক্তি ছিলো যৎসামান্য। প্রথম দফায় ভারতের ঐ বিপর্যয় সম্ভব হয়েছিলো প্রেরণাময় মিডিয়াম পেস বলে আর উদ্দীপক ফিল্ডিং-এ।

অথচ টসে জিতে মানকড় আর কনট্র্যাকটর যখন ব্যাট করতে নেমেছিলেন, আসন্ন সংকটের কোনো পূর্বাভাসই তখন ছিলো না—বিশেষত মানকড় যেভাবে স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়াভাবে ব্যাট চালাচ্ছিলেন, তাতে পরবর্তী ঘটনাগুলোর জন্য কেউই তৈরি ছিলো না। হেইস অবশ্য ১৩ রানে কনট্র্যাকটরকে বোল্ড ক'রে দিলেন, তারপরে নামলেন দলে প্রত্যাবর্তিত পঙ্কজ রায়। পঙ্কজ রায়ের খেলায় ছিলো ধ্রুপদী নৈপুণ্য, যেভাবে তিনি বলের লাইনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন, এবং পরিচ্ছন্ন কভারড্রাইভ কি অফড্রাইভ মারছিলেন ব্যাকফুটে, তাতে মনে হচ্ছিলো তাঁর কাছ থেকে অন্তত বড়ো ইনিংস পাওয়া যাবে। কিন্তু ম্যাকমেহন যেই ডিগবাজি খেয়ে মানকড়ের চিরাচরিত খোঁচা থেকে রীডের বলে ৪১ রানের মাথায় তাঁকে লুফে নিলেন, অমনি গণ্ডগোল শুরু হ'য়ে গেলো। মঞ্জরেকার পা বাড়িয়ে কেভের বলে রক্ষণাত্মক খেললেন, কিন্তু ইনসুয়িঙ্গারটি ব্যাটের কানা ছুঁয়ে লেগস্লিপে রীডের হাতে ঢুকে পড়লো। উমরিগড় অস্বস্তির সঙ্গে কয়েক মিনিট কাটিয়ে রান আউট হ'য়ে গেলেন। রামচাঁদ যেভাবে খেলেন, তাতে প্রতিকূল পরিবেশে হয়তো বেশিক্ষণ টিকে থাকাই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—অতএব রামচাঁদ যখন প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন তখন ভারতের রান পাঁচ উইকেটে ৪৯, পঙ্কজ রায় ও ঘোরপাড়ের জুটিতে অবস্থা যখন শামলে ওঠা যাচ্ছে, তখন দিনের দ্রুততম বলে হেইস পঙ্কজ রায়কে পরাস্ত করলেন। ঘোরপাড়ে ভালো খেলছিলেন, দায়িত্বময় ও নিপুণ, কিন্তু অন্য কারু কাছ থেকেই কোনো সহায়তা পাওয়া গেলো না। অবশেষে ভারত যখন ১৩২ রানে বিধ্বস্ত হ'লো, তখন রীড ১৬ ওভার বল ক'রে ১৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

ভারত : প্রথম দফা

বিনু মানকড়	ক. ম্যাকমেহন	ব. রীড	২৫
নরি কনট্র্যাকটর		ব. হেইস	৬
পঙ্কজ রায়		ব. হেইস	২৮
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. রীড	ব. কেভ	১
* পলি উমরিগড়	রান-আউট		১
জি. এস. রামচাঁদ		ব. রীড	১
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে		ব. অ্যালাবাস্টার	৩৯
দাত্তু ফাড়কার	রান-আউট		০
† সি. টি. পতঙ্কর		ব. রীড	১৩
জি. আর. সুন্দরম	অপরাজিত		৩
সুভাষ গুপ্তে		ব. অ্যালাবাস্টার	৪
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ২, নো-বল ৫)			১১
			১৩২

পতন : ১৩ (কনট্র্যাকটর) ; ৪১ (মানকড়) ; ৪২ (মঞ্জরেকার) ; ৪৭ (উমরিগড়) ; ৪৯ (রামচাঁদ) ; ৮৭ (পঙ্কজ রায়) ; ৮৮ (ফাড়কার) ; ১২৫ (পতঙ্কর) ; ১২৫ (ঘোরপাড়ে) ; ১৩২ (গুপ্তে)।

হেইস	১৪	৩	৩৮	২
ম্যাকগিবন	১৩	৩	২৭	০
কেভ	১৪	৬	২৯	১
রীড	১৬	৯	১৯	৩
অ্যালাবাস্টার	২·৩	০	৮	২

ভারতকে অল্পরানে নামিয়ে দিয়ে নিউ-জিলাণ্ড প্রথমটায় আস্তে খেলে ইনিংসটাকে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করাতে চাচ্ছিলো। সেদিন বাকি সময়ে লেগাটের উইকেট খুইয়ে ৩৫ রান তুলেছিলো তারা : মন্থর খেলার উদ্দেশ্য ছিলো স্পষ্ট, তারা প্রথম দফায় ভারত থেকে অনেক রানে এগিয়ে থাকতে চায়।

কিন্তু পরদিন খেলা শুরু হ'তেই, হাত জমবার আগেই, সাটক্লিফ রামচাঁদের বল সুইপ করতে গিয়ে পতঙ্করকে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন। এবার জুটি হলেন গাই আর রীড। যেভাবে তাঁরা ভারতীয় বোলিং-এর সম্মুখীন হলেন,

তাতে আর সন্দেহ রইলো না যে অনায়াসেই তাঁরা বড়ো রান তুলতে পারবেন। বিশেষত গাই যখন একদিকের উইকেট আগলে রাখলেন, রীড একের পর এক জোরালো মারে ভারতীয় বোলিং-এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করলেন। পতঙ্কর না-ফশকালে ৬৪ রান ক'রে রীড হয়তো আউট হ'য়ে যেতেন, কিন্তু সেদিন সারা সময়ে তিনি দ্বিতীয় বার আর ভুল করলেন না তাঁর সেঞ্চুরি এলো ২৩৮ মিনিটে; কিন্তু গাই এতক্ষণ গুপ্তের সমস্ত ফ্লাইট ও গতির পরিবর্তনকে নিপুণ-ভাবে প্রতিহত ক'রে ৯১ রান করেছেন—এবার তিনি গুপ্তের বল পুল করতে গিয়ে ফশকালেন; ৩০২ মিনিট ব্যাট ক'রে লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন গাই—অথচ যে দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সঙ্গে তিনি খেলছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিলো সেঞ্চুরি তাঁর করায়ত্ত। তৃতীয় উইকেটে যোগ হয়েছিলো ১৮৪ রান। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হবার আগে ম্যাকগ্রেগরও আউট হ'য়ে গেলেন—দিন শেষ হ'লো যখন নিউ-জিলাণ্ড চার উইকেটে ২৬২।

তৃতীয় দিন সকালে সুন্দরমের শেষ মুহূর্তে মোচড় খাওয়া ইনসুয়িঙ্গারে রীড আউট হবার পরেই গুপ্তে ৩৫ রান দিয়ে শেষ চারটি উইকেট দখল ক'রে নিলেন—সবশুদ্ধু তিনি পেয়েছিলেন ৯০ রানে ছ-উইকেট। পাঁচ উইকেটে ৩০০ থেকে আকস্মিকভাবে ৩৩৬ রানে নিউ-জিলাণ্ডের সবাই আউট হ'য়ে গেলেন।

নিউ-জিলাণ্ড : প্রথম দফা

জে. জি. লেগাট	ক. পতঙ্কর	ব. সুন্দরম	৮
বার্ট সাটক্লিফ	ক. পতঙ্কর	ব. রামচাঁদ	২৫
জন গাই	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	৯১
জন রীড		ব. সুন্দরম	১২০
এস. এন. ম্যাকগ্রেগর		ব. গুপ্তে	৬
এ. আর. ম্যাকগিবন	স্টা. পতঙ্কর	ব. গুপ্তে	২৩
এন. এস. হারফোর্ড	ক. মানকড়	ব. রামচাঁদ	২৫
* হ্যারি কেভ	ক. উমরিগড়	ব. গুপ্তে	৫
জ্যাক অ্যালাবাস্টার	ক. পতঙ্কর	ব. গুপ্তে	১৮
জে. এ. হেইস		ব. গুপ্তে	১
† টি. জি. ম্যাকমেহন	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ২, নো-বল ৩)			১৩
			৩৩৬

পতন : ২৫ (লেগাট); ৫৫ (সাটক্লিফ); ২৩৯ (গাই); ২৫৫ (ম্যাকগ্রেগর); ২৬২ (রীড); ৩০০ (ম্যাকগিবন); ৩১০ (কেভ); ৩১৮ (হারফোর্ড); ৩৩৩ (হেইস); ৩৩৬ (অ্যালাবাস্টার)।

ফাড়কার	৩৫	৯	৭৬	০
সুন্দরম	২১	৬	৪৬	২
গুপ্তে	৩৩.৫	৭	৯০	৬
রামচাঁদ	৩৭	১৫	৬৪	২
মানকড়	১	০	৯	০
ঘোরপাড়ে	১	০	১৭	০
উমরিগড়	১৭	৭	২১	০

২০৪ রান পেছিয়ে আছে প্রথম ইনিংসে, আর খেলা শেষ হ'তে বাকি আড়াই দিনের উপর। খেলা বাঁচাতে হ'লে ভারতকে কেবল যে ব্যবধান ঘোচাতে হবে তা-ই নয়, বড়ো রান তুলে এগিয়েও যেতে হবে। এই অবস্থায় যথারীতি খোঁচা দিয়ে যখন আউট হলেন, ভারতের রান ৪০। কিন্তু কনট্র্যাকটর আর পঙ্কজ রায় আস্থার সঙ্গে খেলে দিনের শেষে এক উইকেটে ১০৭ রান তুললেন। অতীব আস্তে খেলছিলেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু দলের ঐ অবস্থায় হয়তো ওভাবে না-খেলে উপায় ছিলো না। তাছাড়া কনট্র্যাকটর টেস্টে নতুন, আর পঙ্কজ রায় পুনরাগত-দলের এই সংকটের সময়েই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার এটা চমৎকার সুযোগ। অসীম দায়িত্ববোধ আর অপরিসীম মনোবল—তাছাড়া খেলার রীতি ধ্রুপদী—অর্থাৎ তাঁরা শম্বুক গতিতে রান তুললেন সত্যি, কিন্তু প্রতিটি রান হ'লো সুঠামশোভন, আভিজাত্যমণ্ডিত, লালিত্যময়।

পঙ্কজ রায় নববর্ষ উদ্‌যাপন করলেন চমৎকার একটি সেঞ্চুরি দিয়ে। কলকাতায় এটাই তাঁর একমাত্র টেস্ট সেঞ্চুরি—কিন্তু দলের যে-সংকটের সময় এই সেঞ্চুরিটি তিনি যে-রকম সুন্দর খেলে উপার্জন করেছিলেন তাতে কলকাতার বন্ধুদের এর চেয়ে যোগ্য উপহার তিনি দিতে পারতেন না।

চতুর্থ দিন সকালেই অবশ্য কনট্র্যাকরকে হারাতে হয়েছিলো রায়কে, কিন্তু তারপরে মঞ্জরেকারের সঙ্গে মিলে তিন ঘণ্টায় পঙ্কজ রায় যোগ করেছিলেন ১৪৪ রান। রায়-মঞ্জরেকারের অনেক রোমাঞ্চকর যোগাযোগের মধ্যে বিশিষ্ট ও উদ্দীপক এই জুটি সেদিন ভারতীয় ব্যাটিং-এর সৌষ্ঠবকে প্রকাশ করেছিলেন।

পঙ্কজ রায়ের ১০০ রানের মধ্যে ছিলো পনেরোটা চার—প্রধানত ব্যাকফুটেই উইকেটের চারপাশে তিনি নানা ধরনের মার মেরে তাঁর প্রতি নির্বাচকদের আস্থাকে যুক্তিসংগত ব'লে প্রমাণ করেছিলেন। উমরিগড় কিন্তু মোটেই ভালো খেললেন না—অবশেষে ম্যাকগিবনের বলে তিনি আউট হ'য়ে গিয়ে তাঁর সব যন্ত্রণার অবসান হ'লো।

মঞ্জরেকার চতুর্থ দিনে ৭৬ রান ক'রে অপরাজিত ছিলেন, কিন্তু পঞ্চম দিন সকালে আর ১৪ রান যোগ ক'রেই অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি আউট হ'য়ে গেলেন। মঞ্জরেকারের প্রত্যাশিত সেঞ্চুরির বদলে সেদিন সেঞ্চুরি করেছিলেন রামচাঁদ—২২০ মিনিটে তেরোটা চার মেরে তিনি ১০৬ রান করেছিলেন। এবং তাঁর খেলা ছিলো স্বভাবসিদ্ধ—সব সময়ে যে ব্যাকরণ মেনে খেলেছেন, তা নয়, কিন্তু তাঁর মারগুলোর মধ্যে ছিলো একটা বেপরোয়া জোরালো ভাব আর প্রখর আত্মবিশ্বাস। এমন নয় যে তাঁর হাতে কেতাবি মার ছিলো না—কিন্তু তাঁর ছটফটে একরোখা স্বভাব তাঁর খেলায় সব সময়েই এক ধরনের উৎফুল্ল ছেলেমানুষি এনে দিতো—যেন ব্যাকরণ না-মানাতেই সব মজা লুকিয়ে আছে। এটা ঠিক যে পঙ্কজ রায় ও মঞ্জরেকারের স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও শাস্ত্রসম্মত দীর্ঘ ইনিংসগুলো নিউ-জিলাণ্ডের বোলারদের হতাশ ক'রে না তুললে রামচাঁদের পক্ষে অমন বেপরোয়া রগরগে খেলা সম্ভব হ'তো না—কিন্তু তবু তাঁর খেলা সতেজ খোলা হাওয়ার মতো মনে হয়েছিলো।

চায়ের সময় উমরিগড় সাত উইকেটে ৪৩৮ রানে ভারতীয় ইনিংসের ঘোষণা ক'রে দিলেন। প্রথম দফায় অমন শোচনীয় খেলার পর দ্বিতীয় ইনিংসের এই সাফল্য ক্রিকেটের অনিশ্চয়তাকেই ফুটিয়ে তুলেছিলো সত্যি—কিন্তু চায়ের পরে নব্বুই মিনিটে যে-অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটলো, তার তুলনায় ভারতের এই ব্যাটিং সাফল্য কখনো অমন উত্তেজনায় ভরা ছিলো না।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

নরি কনট্র্যাকটর		ব. হেইস	৬১
বিনু মানকড়	ক. ম্যাকগিবন	ব. রীড	১৭
পঙ্কজ রায়	লেগ-বিফোর	ব. কেভ	১০০
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. ম্যাকগিবন	ব. রীড	৯০
† পলি উমরিগড়		ব. ম্যাকগিবন	১৫

জি. এস. রামচাঁদ	অপরাজিত		১০৬
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে	ক. সাটক্লিফ	ব. কেভ	৪
দাত্তু ফাড়কার		ব. হেইস	১৭
† সি. টি. পতঙ্কর	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (গাই ৯, লেগ-বাই ১০, নো-বল ৮)			২৭
		সাত-উইকেটে ঘোষিত	৪৩৮

পতন : ৪০ (মানকড়); ১১৯ (কনট্রাকটর); ২৬৩ (পঙ্কজ রায়); ২৮৭ (উমরিগড়); ৩৩১ (মঞ্জরেকার); ৩৭০ (ঘোরপাড়ে); ৪২৪ (ফাড়কার)।

হেইস	৩০	৪	৬৭	২
ম্যাকগিবন	৪৩	১৬	৯২	১
কেভ	৫৭	২৪	৮৫	২
রীড	৪৫	২১	৮৭	২
অ্যালাবাস্টার	২৭	৭	৫২	০
সাটক্লিফ	৭	০	২৮	০

নব্বুই মিনিটে ২৩৫ রান তোলা কোনো দলের পক্ষেই হয়তো সম্ভব নয়—অতএব খেলা যে নিরুত্তাপ ও অনুত্তোজিতভাবে অমীমাংসিত শেষ হবে, সে-বিষয়ে কারুই কোনো সংশয় ছিলো না। কিন্তু, সকলের সব প্রত্যাশাকে ডিগবাজি খাইয়ে, পরের নব্বুই মিনিটে যা ঘটলো, তা পুরো সিরিজের সবচেয়ে রগরগে ও সাড়াজাগানো বিপর্যয়। হড়মুড় ক'রে ৫৫ রানে ছ-উইকেট প'ড়ে গেলো নিউ-জিলাণ্ডের—খেলা যখন শেষ হ'লো, ম্যাকগিবন আর কেভ খেলা বাঁচাবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা ক'রে যাচ্ছেন। আসলে এমন যে হ'তে পারে, সেটা নিউ-জিলাণ্ডও কল্পনা করেনি। আর তাতেই তারা অতিরিক্ত খোলামেলাভাবে ব্যাট করতে নেমেছিলো। খেলার আর কিছুই নেই, ভারত পরাজয় এড়াবার পরেই বাকি খেলা কেবল নিয়মরক্ষা—এ-কথাই নিউ-জিলাণ্ড ভেবেছিলো। তাছাড়া আড়াই দিন মাঠে খেটে তারা ক্লান্ত, ভারত যে হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গেছে—এই বোধে হতাশ ও বিষণ্ণ—আর এই মনস্তাত্ত্বিক অবসাদের ফলেই তারা অমন ঝুপঝুপ ক'রে উইকেটগুলো খুইয়েছিলো। যখন বিষম ধাক্কা খেয়ে ঘোর থেকে জেগে উঠলো, তখন উলটে শেষ আধঘণ্টা তাদেরই লড়তে হ'লো পরাজয়

ঠেকাবার জন্য। সত্যি বলতে, প্রথম ইনিংসে অমন শোচনীয় ব্যাট ক'রে ভারত যদি শেষ পর্যন্ত জিতে যেতো, তা হ'লে ক্রিকেটের মর্যাদা বজায় থাকতো না।

নিউ-জিল্যাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

জে. জি. লেগাট	ক. মানকড়	ব. ফাড়কার	৭
এস. এন. ম্যাকগ্রেগর		ব. মানকড়	২৯
জন গাই		ব. ফাড়কার	০
এ. আর. ম্যাকগিবন	অপরাজিত		২১
বার্ট সাটক্লিফ	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	৫
জন রীড		ব. মানকড়	৫
এন. এস. হারফোর্ড	ক. ফাড়কার	ব. গুপ্তে	১
* হ্যারি কেভ	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ১, নো-বল ১)			২
		ছ-উইকেটে	৭৪

পতন : ৮ (লেগাট) ; ৯ (গাই) ; ৩৭ (ম্যাকগ্রেগর) ; ৪২ (সাটক্লিফ) ৪৭ (রীড) ; ৫৫ (হারফোর্ড)।

ফাড়কার	৪	১	১১	২
সুন্দরম	৩	১	১৩	০
রামচাঁদ	১	০	৪	০
গুপ্তে	১৪	৮	৩০	২
মানকড়	১২	৮	১৪	২

পঞ্চম টেস্ট : মাদ্রাজ

জানুয়ারী ৬, ৭, ৮, ১০ ও ১১, ১৯৫৬

মাদ্রাজে শেষ টেস্টে ইনিংস ও ১০৯ রানে বিপুল ব্যবধানে নিউ-জিলাণ্ডকে হারিয়ে দিয়ে ভারত ২-০ খেলায় জিতে (বাকি তিনটি টেস্ট অমীমাংসিত) 'রাবার' পেলে। সব দিক থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এ-টেস্ট স্মরণীয় হ'য়ে আছে। সব চেয়ে স্মরণীয় অবশ্যই প্রথম উইকেটে বিনু মানকড় ও পঙ্কজ রায়ের ৪১৩ রান : ১৯৪৮-৪৯ সালে লেন হাটন ও সিরিল ওয়াশব্রুক দক্ষিণ

আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩৫৯ করেছিলেন—মানকড় ও রায় তাকেও ছাপিয়ে গেলেন। এর পরে কেবল একবার ববি সিমসন ও বিল লরি, মানকড় ও রায়ের এই রানের কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন, যখন ১৯৬৫ সালে তাঁরা দু'জনেই ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের রানের বিরুদ্ধে ব্রিজটাউনে ডাবল-সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন, প্রথম উইকেটে তুলেছিলেন ৩৮২ রান। এ-টেস্টে ভারত তিন উইকেটে ৫৩৭ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলো—এটাই এখন পর্যন্ত ভারতের সর্বোচ্চ টেস্ট স্কোর। আর গুপ্তে এ-টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট পেয়ে ৩৪টি উইকেট পেয়ে মানকড়ের সঙ্গে কোনো টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট পাবার কৃতিত্ব অর্জন করলেন—মানকড় ১৯৫১-৫২ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ঠিক ৩৪টি উইকেট পেয়েছিলেন। তাছাড়া মানকড় এ-টেস্টে ২৩১ রান হাঁকিয়ে কেবল যে সেই সিরিজেই কোনো ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের নজির প্রতিষ্ঠিত করলেন, তা নয়—এখনও পর্যন্ত তার ঐ ২৩১ রান ভারতীয়দের ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ রানের নজির হ'য়ে আছে।

উমরিগড় যখন আবারও মাদ্রাজের চমৎকার উইকেটে টসে জিতলেন, তখন কলকাতার ঐ ধ্রুপদী সেঞ্চুরির পরে স্বভাবতই মানকড়ের সঙ্গে ভারতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করবার ভার পড়লো পঙ্কজ রায়ের উপর। আর এ-জুটি ভাঙলো দ্বিতীয় দিন লাঞ্চের পর। এতক্ষণ উইকেটে থাকাও বিপুল সহনশক্তির পরিচায়ক—নতুন দিল্লিতে সাটক্লিফ ও মঞ্চরেকার দু'জনেই ন-ঘণ্টা ব্যাট করেছিলেন। এখানে মানকড় ও রায় উইকেটে ছিলেন আট ঘণ্টা। প্রথম সেঞ্চুরিতে পৌঁছুলেন পঙ্কজ রায়, তারপর ম্যানচেস্টারে মার্চেণ্ট ও মুস্তাক আলি ১৯৩৬ সালে ২০৩ রান ক'রে যে নজির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা তাঁরা পেরিয়ে গেলেন। তারপর, দিনের খেলা শেষ হবার আগে, মানকড়ও পৌঁছুলেন তাঁর সেঞ্চুরিতে। এমন নয় যে তাঁদের ব্যাটিং সেদিন খুব ভালো হয়েছিলো ; দু'জনেই এর চেয়ে ভালো ব্যাট করেছেন অন্য সময়—কিন্তু চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মনোবলের দ্বারা সেদিন দু'জন নিউ-জিলাণ্ডের সমস্ত চেষ্টাকেই প্রতিহত করেছিলেন। অবশ্যই, মাঝে মাঝে যখন হাত খুলে মারছিলেন তখন দু'জনেরই সেরা মারগুলো ঝলশে উঠছিলো। মানকড়ের লেটকাট ও অনড্রাইভ, বা পঙ্কজ রায়ের স্কোয়ার-কাট বা কভারড্রাইভ যেন বইয়ের পাতা থেকে জীবন্ত হ'য়ে বেরিয়ে আসছিলো, তবু প্রথম দিনের খেলা তাঁদের গভীর অভিনিবেশ আর দৃঢ়তার জন্য স্মরণীয়। নিউ-জিলাণ্ডের দুর্ভাগ্য যে রীড় সেদিন পায়ে আঘাত পেয়ে বেশিক্ষণ বল করতে পারেননি—

নইলে হেইস আর কেভ দু'জনেই নিখুঁত নিশানায় নির্ভুল লেংথে ঐ নিষ্প্রাণ উইকেটে অক্লান্ত ভাবে বল ক'রে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিন সকালে রায়-মানকড় চমৎকার খেললেন—প্রথম দিনের চেয়ে অনেক ভালো। লাঞ্চের একটু পরে যখন পুওরের স্পিন-বলে রায় বোল্ড হ'য়ে গেলেন তখন তাঁর নিজের রান ১৭৩, জুটির ৪১৩। মানকড়ও একটু পরেই ময়েরকে ছক্কা মারতে গিয়ে লোপ্পা ক্যাচ তুলে ফিরে গেলেন। তারপর উমরিগড় আর রামচাঁদ ক্লান্ত বোলিং-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দিনের শেষে উমরিগড় ছিলেন অপরাজিত ৭৯, আর ভারত তিন উইকেটে ৫৩৭। ঐ রানেই উমরিগড় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে দিলেন।

এটা সত্যি আশ্চর্য যে উমরিগড়ের ঐ ৭৯ রানও তাঁর সেরা খেলার নিদর্শন ছিলো না। অনেক সময়েই নীরক্ত ও নিরুত্তাপ স্কোর কার্ড সত্যি কথা বলে না —শীতলভাবে ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেক বড়ো-বড়ো ইনিংসের চেয়েও প্রতিকূল পরিবেশে, দলের বিপন্ন অবস্থায়, দুরন্ত ও উদ্দীপিত বোলিং, সাড়া-জাগানো ফিল্ডিং, প্রতিকূল আবহাওয়া ও উইকেটে একটি ছোটো ইনিংস ক্রিকেটের মহান গৌরবকে প্রকাশ ক'রে দেয়। কিন্তু স্কোরবোর্ডে থাকে অপরিবর্তনীয় তথ্য—রান বেশি নয়। আবার, উইকেট ব্যাটসম্যানের অনুকূল, বোলিং ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত, ফিল্ডার হতাশ—সেখানে একটি বড়ো ইনিংস স্কোর-বোর্ডে বড়ো ইনিংস হিশেবেই থেকে যায় চিরকাল। পরিসংখ্যান তথ্য দেয়, কিন্তু সত্যকে উদ্‌ঘাটন করে না। এ কথা তো এখন চর্বিতচর্বন, বহুব্যবহারে জরাজীর্ণ। কিন্তু এই 'ব্যবহৃত… ব্যবহৃত….ব্যবহৃত' হ'য়ে যাওয়া কথার ভিতরে তবু হয়তো সত্যের আভাস আছে। যাকে বলে নজির, রেকর্ড, পরিসংখ্যানের মারপ্যাচ—তার সঙ্গে ভালো খেলবার সম্পর্ক অনেক সময়েই থাকে না। মেলবোর্ন বা লর্ডসের সেঞ্চুরির চেয়ে মানকড়ের এই ২৩১ রান কোনোক্রমেই উৎকৃষ্টতর খেলার নিদর্শন নয়, পঙ্কজ রায় এই ১৭৩এর চেয়ে অনেক বেশি ভালো খেলে কলকাতায় করেছিলেন ১০০, কিংসটনে ১৫০, মাদ্রাজে চার বছর আগেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৪০। কিন্তু তবু পঙ্কজ রায়ের সর্বোচ্চ টেস্টস্কোর ঐ ১৭৩, মানকড়ের—ঐ ২৩১, আর জুটির ৪১৩ রান বিশ্বরেকর্ড। একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য : এর পরে মানকড় বা রায়—কেউই টেস্টে আর সেঞ্চুরি করেননি।

ভারত : প্রথম দফা

বিনু মানকড়	ক. কেভ	ব. ময়ের	২৩১
পঙ্কজ রায়		ব. পুওর	১৭৩
* পলি উমরিগড়	অপরাজিত		৭৯
জি. এস. রামচাঁদ	লেগ-বিফোর	ব. ম্যাকগিবন	২১
বিজয় মঞ্জরেকার	অপরাজিত		০
এ. জি. কৃপাল সিং	ব্যাট করেননি		—
নরি কনট্র্যাকটর	ব্যাট করেননি		—
দাত্তু ফাড়কার	ব্যাট করেননি		—
† নরেন তামানে	ব্যাট করেননি		—
জাশু প্যাটেল	ব্যাট করেননি		—
সুভাষ গুপ্তে	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ১৮, লেগ-বাই ১১, নো-বল ৪)			৩৩
		তিন উইকেটে ঘোষিত	৫৩৭

পতন : ৪১৩ (পঙ্কজ রায়) ; ৪৪৯ (মানকড়) ; ৫৩৭ (রামচাঁদ)।

হেইস	৩১	২	৯৪	০
ম্যাকগিবন	৩৮	৯	৯৭	১
কেভ	৪৪	১৬	৯৪	০
রীড	৭	৩	১০	০
ময়ের	২৬	১	১১৪	১
পুওর	৩১	৫	৯৫	১

সাটক্লিফ আর লেগাট তৃতীয় দিনে সকালে নিউ-জিলাণ্ডের প্রথম ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামলেন, ফিল্ড সাজানো আক্রমণাত্মক : ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে ফিল্ডসম্যানেরা ; উমরিগড় অনবরত বোলার বদল করছেন। কিন্তু সাটক্লিফ বা লেগাট-এর অভিনিবেশের উপর কোনো আঁচড়ই পড়লো না। লাঞ্চের সময় নিউ-জিলাণ্ডের রান ৫১—কোনো উইকেট না-খুইয়ে। একটা বড়ো ইনিংসের বুঝি শক্ত বুনিয়াদ। কিন্তু লাঞ্চের পরেই ফাড়কারের অতর্কিত ইনসুয়িঙ্গার লেগাট-এর জেদি প্রতিরোধ ভেঙে দিলে—লেগাট ৩১, লেগ-বিফোর, দলের রান ৭৫। সাটক্লিফ আর রীড জুটি হবামাত্র খেলার ধারা পালটে

গেলো। এতক্ষণ নিউ-জিলাণ্ডের ব্যাট করার ভঙ্গি ছিলো রক্ষণাত্মক,—ফিল্ডসম্যানেরা ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো। রীড নামতেই চক্ষের পলকে কিন্তু ছত্রভঙ্গ—দূরে-দূরে সীমানার কাছে চ'লে গিয়েও জোরালো মারগুলো আটকানো সম্ভব হচ্ছে না। এতক্ষণ বোলাররা খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন ; এবার সাটক্লিফ আর রীড লেংথ আর নিশানা ভেঙে দিলেন।

যখন এই জুটির কাছ থেকে বড়ো স্কোর প্রায় অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠেছে, তখন মুহূর্তে খেলার ধারা পালটে গেলো। জাশু প্যাটেলের বলে সজোরে অনড্রাইভ করেছেন সাটক্লিফ, বুঝি ছক্কা হয়, কারণ মিড-উইকেটে কোনো ফিল্ডার নেই—কিন্তু মিড-অন থেকে দৌড়ে এলেন উমরিগড়, আর একটি অবিশ্বাস্য ও অপ্রত্যাশিত ক্যাচে আস্ত খেলাটি নিউ-জিলাণ্ডের হাত গ'লে বেরিয়ে গেলো। তার পরেই উমরিগড়ই আবার স্লিপে ঝট ক'রে গাইকে লুফে নিলেন—৪৬ রানের মধ্যে তিন উইকেট প'ড়ে গেলো।

অবশ্য রীডের তাতে তোয়াক্কা নেই—অন্তত তিনি যতক্ষণ উইকেটে আছেন, ততক্ষণ তিনিই প্রভু—গুপ্তে বা মানকড় নন। কিন্তু অতর্কিতে প্যাটেলের বল অফস্টাম্পের বাইরে তীব্র গতিতে ভেঙে ঢুকে পড়লো—বিস্মিত হতচকিত রীড প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতেই অনিবার্যভাবে নিউ-জিলাণ্ডের ইনিংস মাত্র ২০৯ রানে গুটিয়ে গেলো। ময়ের সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট ক'রে ৩০ রান না হাঁকালে হয়তো দুশোও পেরোনো সম্ভব হ'তো না। গুপ্তেই আবারও সেরা বোলার— বিশেষত সাটক্লিফ বা রীড না থাকলে তাঁর বলের ধরনই পালটে যায় —তিনি এবার পেলেন ৭২ রানে পাঁচ উইকেট, কিন্তু আসলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলো উমরিগড়ের ঐ দুর্দান্ত ক্যাচ।

ফলো-অন ক'রে নিউ-জিলাণ্ড দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলেছিলো। লেগাট আর সাটক্লিফ চতুর্থ দিন চায়ের সময় দ্বিতীয় দফায় ৮৯ রান করেছেন, এমন সময় সাটক্লিফ গুপ্তের বলে গুপ্তেরই হাতে ধরা পড়লেন। জুতোর দাগে ক্রিজে যে গর্ত হয়েছিলো, তাতে প'ড়ে বলটা লাফিয়ে উঠেছিলো, সাটক্লিফের ড্রাইভ লোপ্পা ক্যাচে পরিণত হ'লো। কিন্তু যতক্ষণ সাটক্লিফ উইকেটে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি ছিলেন দায়িত্বের ভারে মোহমান নন, মহীয়ান। গাই আবারও জেদিভাবে ব্যাট করতে লাগলেন—চতুর্থ দিনের শেষে নিউ-জিলাণ্ড দ্বিতীয় দফায় এক উইকেটে ১১৪।

পরদিন খেলা শুরু হবার দশ মিনিটের মধ্যেই খেলার ফলাফল নির্ধারিত

হ'য়ে গেলো, যখন গাই গুপ্তের বলে স্টাম্পড হলেন আর লেগাট মানকড়ের বলে তামানের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন। হেইস অসুস্থ—প্রথম ইনিংসেও ব্যাট করেননি এবারও করবেন না—অতএব নিউ-জিলাণ্ডের রান আসলে তখন চার উইকেটে ১১৬। ১রান পরেই আউট হলেন ম্যাকগিবন। তারপরে ভারত আর জয়ের মুহূর্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেবল জন রীড। কেভ যতক্ষণ বলের পর বল মাথা নিচু ক'রে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আটকালেন, রীড রাজার মতো আক্রমণ করলেন ভারতীয় বোলিং। রগরগে সব মার বেরোচ্ছে তাঁর ব্যাট থেকে—যেখানে দল পরাজয়ের সম্মুখীন, উইকেটে ভাঙন ধরেছে, প্রতিপক্ষ জয়ের প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব ও উদ্দীপ্ত, সেখানে রীডের এই ইনিংস মরিয়া স্নায়ুপীড়া থেকে রচিত হয়নি—প্রবল আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধ থেকেই গ'ড়ে উঠেছিলো—কেননা তাঁর একটা মারও ছিলো না ব্যাকরণ অসম্মত, বরং ব্যাকরণকেও তিনি যেন তাঁর আত্মপ্রকাশকে সমর্থন করার জন্য নতুনভাবে তৈরি করছিলেন। কিন্তু অবশেষে গুপ্তের বলেই কাট করতে গিয়ে স্লিপে ক্যাচ তুললেন রীড—উমরিগড় লুফে নিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে নিউ-জিলাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ২১৯ রানে শেষ হ'য়ে গেলো। অধিনায়ক কেভ রইলেন ২২ অপরাজিত। মানকড় আর গুপ্তে পেলেন যথাক্রমে ৬৫ রানে চার ও ৭৩ রানে চার উইকেট। উমরিগড় অধিনায়ক হবার পর এ-টেস্টের আগে অবধি এমন-কিছুই করেননি, যা অন্য খেলোয়াড়দের কাছে দৃষ্টান্ত বা প্রেরণা হিশেবে উপস্থাপিত করা যেতো। কিন্তু এ-টেস্টে তাঁর চারটে ক্যাচই অন্যদের উদ্দীপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো। বলতেই হয়, প্রথম ইনিংসে সাটক্লিফকে যে দুর্ধর্ষ ক্যাচে তিনি আউট করেছিলেন, তাতেই খেলার মোড় একেবারে ঘুরে গিয়েছিলো।

নিউ-জিলাণ্ড : প্রথম দফা

জে. জি. লেগাট	লেগ-বিফোর	ব. ফাড়কার	৩১
বার্ট সাটক্লিফ	ক. উমরিগড়	ব. প্যাটেল	৪৭
জন রীড		ব. প্যাটেল	৪৪
জন গাই	ক. উমরিগড়	ব. গুপ্তে	৩
এস. এন. ম্যাকগ্রেগর	ক. ফাড়কার	ব. গুপ্তে	১০
এ. আর. ম্যাকগিবন	ক. ফাড়কার	ব. গুপ্তে	০
এম. বি. পুওর	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	১৫

এ. এম. ময়ের	ক. উমরিগড়	ব. প্যাটেল	৩০
* হ্যারি কেভ	ক. পঙ্কজ রায়	ব. গুপ্তে	৯
† টি. জি. ম্যাকমেহন	অপরাজিত		৪
জে. এ. হেইস	অসুস্থ; অনুপস্থিত		—
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ১০, নো-বল ২)			১৬
			২০৯

নিউ-জিলাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

জে. জি. লেগাট	ক. তামানে	ব. মানকড়	৬১
বার্ট সাটক্লিফ	ক. ও ব. গুপ্তে		৪৩
জন রীড	ক. উমরিগড়	ব. গুপ্তে	৬৩
জন গাই	স্টা. তামানে	ব. গুপ্তে	৯
এস. এন. ম্যাকগ্রেগর	ক. গুপ্তে	ব. মানকড়	১২
এ. আর ম্যাকগিবন	লেগ-বিফোর	ব. প্যাটেল	০
এম. বি. পুওর		ব. মানকড়	১
এ. এম. ময়ের	ক. রামচাঁদ	ব. মানকড়	১
* হ্যারি কেভ	অপরাজিত		২২
† টি. জি. ম্যাকমেহন		ব. গুপ্তে	০
জে. এ. হেইস	অসুস্থ ; অনুপস্থিত		—
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৮, নো-বল ১)			১০
			২১৯

পতন : প্রথম দফা—৭৫ (লেগাট) ; ১০৯ (সাটক্লিফ) ; ১২১ (গাই) ; ১৪১ (ম্যাকগ্রেগর) ; ১৪৪ (ম্যাকগিবন) ; ১৪৫ (রীড) ; ১৯০ (পুওর) ; ২০১ (ময়ের) ; ২০৯ (কেভ)। দ্বিতীয় দফা—৮৯ (সাটক্লিফ) ; ১১৪ (গাই) ; ১১৬ (লেগাট) ; ১১৭ (ম্যাকগিবন) ; ১৪৭ (ম্যাকগ্রেগর) ; ১৪৮ (পুওর) ; ১৫১ (ময়ের) ; ২১৯ (রীড) ; ২১৯ (ম্যাকমেহন)।

ফাড়কার	১৫	৪	২৫	১	২৮	১৩	৩৩	০
রামচাঁদ	৪	৩	১	০	৮	৫	১০	০
গুপ্তে	৪৯	২৬	৭২	৫	৩৬.৩	১৪	৭৩	৪
প্যাটেল	৪৫	২৩	৬৩	৩	১৮	৭	২৮	১
মানকড়	১৭	১০	৩২	০	৪০	১৪	৬৫	৪

ারতে অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৬

কে জানতো নিউ-জিলাণ্ডের সঙ্গে অমন বিপুলভাবে জয়লাভের পর দশ মাসের মধ্যেই, ১৯৫৬ সালেই, ভারতের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার কাছে শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করতে হবে? যোগ্য দলের কাছে হার স্বীকার করায় লজ্জা নেই; কিন্তু ইয়ান জনসনের অস্ট্রেলীয় দলে বাঘা-বাঘা খেলোয়াড় থাকলেও তাঁরা ইংলণ্ডে লক-লেকারের বলে নাস্তানাবুদ হ'য়ে মনোবল হারিয়ে বসেছিলেন। ইংলণ্ড থেকে ফেরবার পথে, ভারতে আসবার আগে, পাকিস্তানের সঙ্গে পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে হেরেছিলেন তাঁরা। কিন্তু ভারত তিনটি টেস্টের সিরিজে এই হতাশ দলের কাছেই নাজেহাল হ'য়ে গেলো—মাদ্রাজ আর কলকাতায় হারলো, আর বম্বাইয়ে অমীমাংসিত টেস্টেও অস্ট্রেলিয়ারই প্রাধান্য বজায় ছিলো আগাগোড়া।

ভারত যদি লড়াই ক'রে হার স্বীকার করতো, তবে কোনো কথা ছিলো না। কিন্তু পুরো সিরিজে ভারত এমনভাবে খেললো—এমন শোচনীয়, হতাশ, প্রাণহীন খেললো যে পরাজয়ের চেয়েও খেলার এই ধরনই অধিকতর গ্লানিময় স্মৃতি হ'য়ে রইলো।

'শক্তের ভক্ত, নরমের যম'—এই প্রাকৃত প্রবচনই আসলে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রকৃত পরিচয়। নইলে যে-মাদ্রাজে জানুয়ারি মাসে ভারত তিন উইকেটে ৫৩৭ রান তুলেছিলো, প্রথম উইকেটে বিশ্বরেকর্ড করেছিলো, সেখানে প্রথম টেস্টে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে সারাদিন খেলে পাঁচ উইকেটে তুলেছিলো ১১৭ রান। বিশ্বক্রিকেটে মন্থর ও বিরক্তিকর ক্রিকেটের যে-ক'টি নজির আছে, এটা তারই একটা—কলকাতায় তৃতীয় টেস্টে সারাদিন খেলে আট উইকেট খুইয়ে ভারত রান তুলেছিলো ১২০। অতএব এটা মনে করবার কারণ নেই যে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের খেলা ছিলো আকস্মিক, দৈবাৎ ঘটেছিলো। আসলে, এটাই ছিলো পরিকল্পনা—এই মন্থর বিরক্তিকর রান-তোলা। না-হ'লে প্রথম দিনের খেলায় টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে কোন দল এভাবে খেলে? উইকেট ছিলো মন্থর, হয়তো হাত খুলে মারবার পক্ষে অনুপযোগী। কিন্তু ভারত তো এ-রকম উইকেটে খেলেই অভ্যস্ত। এ-রকম উইকেটেই তো নিউ-জিলাণ্ডের সঙ্গে খেলেছিলো ভারত। আর অস্ট্রেলিয়া—স্পিনবলের মুখোমুখি পড়লেই যাদের তখন আতঙ্ক উপস্থিত হয়—যাদের মনোবল তখন পাতালস্পর্শী—তারা পর্যন্ত ও-রকম শম্বুক গতিতে রান তোলেনি।

ভারতের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন উমরিগড়—স্বভাবতই নিউ-জিলাণ্ডের কাছ থেকে 'রাবার' জিতে নেবার পর উমরিগড়কে অধিনায়কের দায়িত্ব থেকে সরাবার কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু উমরিগড় কেবল যে একটি ইনিংস বাদে বাকি সব ইনিংসেই ব্যাট করতে পারেননি তা নয়, অধিনায়ক হিশেবে তিনি কোনোরকম যোগ্যতাই দেখাতে পারেননি। যেমন প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া একটি ভাঙাচোরা দল নামিয়েছিলো—কীথ মিলার, রন আর্চার, অ্যালান ডেভিডসন কেউই সে টেস্টে খেলেননি, ভারতের ১৬১ রানের উত্তরে ব্যাট করতে নেমে একসময় অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়িয়েছিলো আট উইকেটে ২০০ —আর তার পরেই খেলা হাতছাড়া হ'য়ে গেলো, যখন ইয়ান জনসন আর পিটার ক্রফোর্ড ৭০ মিনিটে হাঁকিয়েছিলেন ৮৭ রান—হ্যাঁ, জনসন আর ক্রফোর্ড। শেষ অবধি অস্ট্রেলিয়া করেছিলো ৩১৯—আর ভারত হেরেছিলো ইনিংস ও ৫ রানে। জনসন-ক্রফোর্ডের জুটি যখন মরিয়া ও বেপরোয়া ব্যাট করছেন, তখন উমরিগড় কোনোরকম পরিকল্পনা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেননি। আর সেই ৭০ মিনিটেই পুরো সিরিজের ফলাফল নির্ধারিত হ'য়ে গিয়েছিলো।

প্রথম টেস্ট : মাদ্রাজ
অক্টোবর ১৯, ২০, ২২ ও ২৩, ১৯৫৬

মাদ্রাজের ব্যাটিং উইকেটে যখন টসে জিতে ভারতের গোড়াপত্তন করতে নামলেন পঙ্কজ রায় ও বিনু মানকড়, তখন কে ভেবেছিলো লাঞ্চের আগে দু-ঘণ্টায় এই জুটি—যাঁরা কয়েকমাস আগে এই উইকেটে ৪১৩ রান তুলে বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন—মাত্র ৩৬ রান তুলবে। তাও যখন মানকড়ের পরম শত্রু লিণ্ডওয়াল পাঁচ ওভার বল ক'রেই অসুস্থ হ'য়ে মাঠ পরিত্যাগ করেছেন। এমন নয় যে এঁদের হাতে কোনোরকম মার ছিলো না—এমন নয় যে এঁরা অনভিজ্ঞ জীবনের প্রথম টেস্টে খেলতে নেমে স্নায়ুপীড়ায় কাতর বোধ করছেন! বিশেষত লিণ্ডওয়াল মাঠ ছেড়ে চ'লে যাবার পরও যদি তাঁরা হাত খুলতেন, খেলার ফল হয়তো অন্যরকম হ'তো, অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের উপর তখনও প্রাধান্য বিস্তার করা যেতো। কিন্তু তাঁদের হাত-পা যেন শেকল বাঁধা, এমন ভাবে তাঁরা খেললেন। যেন কারু মানা আছে, বারণ আছে রান তোলার। কিন্তু একে আর যা-ই বলুক, ক্রিকেট ব'লে মনে করার কারণ নেই। কেন তাঁরা

ওভাবে হাত গুটিয়ে খেলছিলেন; এ-বাঁধার জট আজও খোলা সম্ভব নয়—যদি না মনে করা যায় তা-ই ছিলো অধিনায়কের নির্দেশ।

তারপর, লাঞ্চের পরে, শুরু হ'লো অঘটন। মানকড় অকস্মাৎ বেনোর বলে আনাড়ির মতো ব্যাট হাঁকড়ালেন, বলের লাইনে গেলেন না, মাথা নিচু রইলো না, তাড়ু আড়াআড়ি ব্যাটে তিনি যেন এক বলেই অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত ক'রে দেবেন—ফলে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ম্যাকডনাল্ড সহজেই হাসিমুখে তাঁকে লুফে নিলেন। পঙ্কজ রায়ও তাঁর বিশ্ববিখ্যাত জুটির অমন পতন দেখে তক্ষুণি স্লিপে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফিরে গেলেন। মনে হ'লো, উমরিগড় ও মঞ্জরেকার বুঝি অন্যভাবে খেলবেন। হা হতোস্মি! তেমনি হাত গোটানো শম্বুকগতিতে খেলা চললো। তারপর অকস্মাৎ উমরিগড়ও সজোরে ব্যাট হাঁকড়ালেন, মারটা তাঁর মতে পুল, কিন্তু ক্রেগ সেটা লুফতে কোনোই বেগ পেলেন না। ৯৭ রানে তিন উইকেট—তিনটি উইকেটই পেয়েছেন বেনো—আর তিনটি উইকেটই পড়েছে ব্যাটসম্যানের দোষে। তাঁর লেংথ ছিলো মাপা, ফ্লাইট বদলাচ্ছিলেন অনবরত, কব্জির তীব্র মোচড়ে বলেও মোচড় দিচ্ছিলেন—কিন্তু উইকেট থেকে কোনো সহায়তাই পাননি—আর টেস্টে খেলতে নেমে এটাও বা কী ক'রে আশা করা যায় যে বিপক্ষের বোলাররা প্রাণের সুখে হাঁকাবার জন্য লোপ্পা বল দেবেন, এবং লেংথ বজায় রাখবেন না। উইকেট যে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করছিলো না, তার প্রমাণ দিলেন অক্লান্ত ক্রফোর্ড, যখন তিনি পরপর রামচাঁদ আর অধিকারীর উইকেট দখল ক'রে নিলেন। বাকি সময়টুকু মঞ্জরেকার আর কৃপাল সিং উইকেট আগলেই কাটিয়ে দিলেন।

পরদিন যখন অবশেষে ধারণা জন্মাচ্ছে যে এই জুটিই ভারতীয় ব্যাটিং-এর আস্থা ফিরিয়ে আনবে, তখন খেলার সেরা বলে বেনো মঞ্জরেকারকে লেগ-বিফোর পেলেন। মঞ্জরেকার লেগব্রেক ভেবে খেলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু বলটি ছিলো টপস্পিনার। বলটা শনাক্ত করতে না-পেরে মঞ্জরেকার ব্যর্থ ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু একমাত্র তাঁর খেলাতেই ছিলো প্রতিরোধ, ছিলো বিচক্ষণতা—আর শুধু তিনিই চেষ্টা করছিলেন বোলারদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে। বিশেষত ব্যাকফুটে তিনি যেভাবে স্কোয়ারকাট ও কভারড্রাইভ করছিলেন তাতে বেনোর সঙ্গে তাঁর লড়াই অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হ'য়ে উঠছিলো। মঞ্জরেকার আউট হ'তেই তাশের কেল্লার মতো বাকি উইকেট-

গুলো হুড়মুড় ক'রে ধ্ব'সে পড়লো। বেনো পেলেন ৭২ রানে সাত উইকেট, আর ক্রফোর্ড ৩২ রানে তিন উইকেট।

ভারত : প্রথম দফা

বিনু মানকড়	ক. ম্যাকডনাল্ড	ব. বেনো	২৭
পঙ্কজ রায়		ব. বেনো	১৩
* পলি উমরিগড়	ক. ক্রেগ	ব. বেনো	৩১
বিজয় মঞ্জরেকার	লেগ-বিফোর	ব. বেনো	৪১
জি. এস. রামচাঁদ		ব. ক্রফোর্ড	০
হেমু অধিকারী	ক. বার্ক	ব. ক্রফোর্ড	৫
এ. জি. কৃপাল সিং	ক. হার্ভে	ব. ক্রফোর্ড	১৩
† নরেন তামানে	অপরাজিত		৯
জাশু প্যাটেল	ক. জনসন	ব. বেনো	৩
গুলাম আমেদ	ক. হার্ভে	ব. বেনো	১১
সুভাষ গুপ্তে	ক. ম্যাকডনাল্ড	ব. বেনো	৪
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৪)			৪
			১৬১

পতন : ৪১ (মানকড়); ৪৪ (পঙ্কজ রায়); ৯৭ (উমরিগড়); ৯৮ (রামচাঁদ); ১০৬ (অধিকারী); ১৩৪ (মঞ্জরেকার); ১৩৪ (কৃপাল সিং); ১৩৭ (প্যাটেল); ১৫১ (গুলাম আমেদ); ১৬১ (গুপ্তে)।

লিণ্ডওয়াল	৯	১	১৫	০
ক্রফোর্ড	২৬	৮	৩২	৩
বেনো	২৯·৩	১০	৭২	৭
ম্যাকাই	২০	৯	২৫	০
জনসন	১৫	১০	১৩	০

ভারতের হ'য়ে প্রথম আঘাত হানলেন গুপ্তে, যখন ১২ রানে তামানের হাতে ক্যাচ দিয়ে বার্ক প্রস্থান করলেন। অথচ রামচাঁদ ও উমরিগড় যখন নতুন বলের পালিশ নষ্ট করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, ততক্ষণ বার্ক বা ম্যাকডনাল্ড —কারু খেলাতেই কোনো অস্বস্তি দেখা যায়নি—কিন্তু যেই বোলার বদল হ'য়ে

একদিকে গুপ্তে আর অন্যদিকে গুলাম আমেদ তাঁদের লেগস্পিন আর অফস্পিন নিয়ে এলেন, অমনি অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আতঙ্ক জেগে উঠেছিলো। বার্ক আউট হ'তেই নামলেন নীল হার্ভে। আর বিশেষ ক'রে গুপ্তেকেই তিনি প্রবলবেগে আক্রমণ করলেন, যেন অস্ট্রেলিয়া পণ ক'রে বসেছে গুপ্তে তাদের ব্যাটসম্যানদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার আগেই গুপ্তের লেংথ ও নিশানা তারা নষ্ট ক'রে দেবে। সাটক্লিফ আর গাই কয়েক মাস আগেই দেখিয়ে গিয়েছিলেন যে ন্যাটা ব্যাটসম্যানদের কাছে গুপ্তের বল তেমন সফল হয় না। এবার ম্যাকডনাল্ড আর হার্ভে তাই আবার প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু তাঁদের পরিকল্পনা কাজে খাটাবার আগেই মানকড় প্রথমে ম্যাকডনাল্ডকে, আর তারপরে হার্ভেকে যখন আউট ক'রে দিলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার রান তিন উইকেট ৯৭। দিনের বাকি সময় দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট ক'রে ক্রেগ আর বার্জ বিপর্যয় এড়ালেন—দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেটে ১২০। কিন্তু রানের চেয়েও বড়ো কথা, গুপ্তেকে হার্ভে যেভাবে ঠেঙিয়েছিলেন, তারপর গুপ্তে আর শামলে উঠে ভালোভাবে বল করতে পারেননি। বরং গুলাম আমেদের বল অনেক ভালো হচ্ছিল। ফ্লাইটে বা গতিতে তিনি প্রায়ই ব্যাটসম্যানদের পরাস্ত করছিলেন, কিন্তু তবু তাঁর বলে কোনো উইকেটই পড়েনি।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের আগেই ক্রেগ, বার্জ আর ম্যাকাই আউট—আর লাঞ্চের পরে যখন লিণ্ডওয়াল আর বেনোও আউট হ'য়ে গেলেন, অস্ট্রেলিয়া আট উইকেটে ২০০। ইনিংসের উপসংহার আসন্ন; কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হবার আগেই ভারতীয় বোলিং-এর সংহারকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হ'লো। এতক্ষণ ভারতীয় ফিল্ডিং-এ চোখ ঝলশানো কোনো-কিছু ছিলো না সত্যি, কিন্তু ফিল্ডিং ছিলো আঁটোশাটো, শক্ত বাঁধুনির। এবার প্রথমেই ক্রফোর্ড কোনো রান করার আগে ক্যাচ তুলে অব্যাহতি পেলেন। আর গুপ্তে-মানকড়ের বল করার ভঙ্গিতে দেখা গেলো অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস—ফলে খাটো লেংথের শিথিল বলের ছড়াছড়ি প'ড়ে গেলো। ক্রফোর্ড শেষ পর্যন্ত ৩৪ ক'রে মানকড়কে ছক্কা মারতে গিয়ে স্টাম্পড হলেন। তার পরেই শেষ উইকেটে জনসন আর ল্যাংলি যোগ করলেন ৩২ রান। অধিনায়ক জনসন আউট হলেন সবার শেষে, যখন দলের রান ৩১৯, আর তাঁর নিজের রান ৭৩। জনসন ইংলণ্ডে গোটা সফরে কিছুই করতে পারেননি—না-করেছেন রান, না-পেয়েছেন উইকেট। ভারতের প্রথম ইনিংসেও তাঁর অফস্পিনে কোনো উইকেট পড়েনি। কিন্তু এখানে

৭৩ রান ক'রে তিনি যত উৎফুল্ল হলেন, তিন-চারটে উইকেট পেলেও বোধ করি তেমন হতেন না। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে মানকড় পেলেন ৯০ রানে চার উইকেট, আর গুপ্তে ৮৯ রানে তিন উইকেট। শেষ দু-উইকেটে যে ১১৯ রান উঠলো, তার জন্য জনসন ও ক্রফোর্ড প্রশংসা পাবেন সত্যিই, কিন্তু এ-কথা মানতেই হয় যে ভারতের আক্রমণে তখন না ছিলো কোনো পরিকল্পনা, না ছিলো কোনো চাপ। আর তাতেই পুরো খেলাটা ভারতের হাত ফশকে চ'লে গেলো।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস

কলিন ম্যাকডনাল্ড	স্টা. তামানে	ব. মানকড়	২৯
জিম বার্ক	ক. তামানে	ব গুপ্তে	১০
নীল হার্ভে		ব. মানকড়	৩৭
ইয়ান ক্রেগ	ক. রামচাঁদ	ব. মানকড়	৪০
পিটার বার্জ	লেগ-বিফোর	ব. প্যাটেল	৩৫
কেন ম্যাকাই	ক. তামানে	ব. গুলাম আমেদ	২৯
রিচি বেনো		ব. গুলাম আমেদ	৬
রে লিণ্ডওয়াল	ক. অধিকারী	ব. গুপ্তে	৮
* ইয়ান জনসন	ক. পঙ্কজ রায়	ব. গুপ্তে	৭৩
পিটার ক্রফোর্ড	স্টা. তামানে	ব. মানকড়	৩৪
† জি. আর ল্যাংলি	অপরাজিত		১০
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৩)			৮
			৩১৯

পতন : ১২ (বার্ক) ; ৫৮ (ম্যাকডনাল্ড) ; ৯৭ (হার্ভে) ; ১৫২ (ক্রেগ) ; ১৮৬ (বার্জ) ; ১৮৬ (ম্যাকাই) ; ১৯৮ (লিণ্ডওয়াল) ; ২০০ (বেনো) ; ২৮৭ (ক্রফোর্ড) ; ৩১৯ (জনসন)।

রামচাঁদ	৫	১	১২	০
উমরিগড়	৪	০	১৭	০
গুপ্তে	২৮·৩	৬	৮৯	৩
গুলাম আমেদ	৩৮	১৭	৬৭	২
মানকড়	৪৫	১৫	৯০	৪
প্যাটেল	১৪	৩	৩৬	১

১৫৮ রান পেছিয়ে থেকে ভারত দ্বিতীয় দফা শুরু করতে নামলো, আর সঙ্গে সঙ্গে লিণ্ডওয়াল ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করলেন। প্রথম দফায় অসুস্থ হ'য়ে তিনি বল করতে পারেননি, তাছাড়া সঙ্গে নেই দেশের কীথ মিলার—কিন্তু তাতে কী—তিনি একাই যথেষ্ট। ছন্দোময় তাঁর দৌড়ে আসার ভঙ্গি, স্বচ্ছন্দ আর অনায়াস, আর তাঁর পরাবর্তন যেন কোনো বলিষ্ঠ আর আদিম গ্রীকনাচের মতো সৌষ্ঠবে ভরা। দু-রকম সুয়িং তাঁর বলে, অবলীলাক্রমে অবহেলাভরে বল করার ছন্দ না-পালটে তিনি বলের গতি বদলে ফ্যালেন, আর ছানা খরগোশের মতো ভারতের ডাকশাঁইটে ব্যাটসম্যানেরা তাঁর সামনে প'ড়ে কম্পিত হ'তে লাগলেন। ব্যাট চললো দ্বিধাগ্রস্ত, ইতস্তত, সন্ত্রস্ত ও ভয়াতুর। কিন্তু মানকড় যথারীতি তাঁর 'পুরোনো বন্ধু'র বলে খোঁচা দিলেন, পঙ্কজ রায়ও তাই। মঞ্জরেকার শুরু করেছিলেন খরগোশের দলে ব্যাঘ্রশাবকের মতো—রান করেছিলেন মাত্র ১৬, কিন্তু প্রবল তাঁর ব্যাট করার ভঙ্গিই ছিলো বিশুদ্ধ ও পরিশীলিত, লালিত্যময় কিন্তু প্রবল। উমরিগড় তো সময়মতো দ্রুত ধাবমান বলের লাইন থেকে ব্যাটই সরাতে পারলেন না। কেউ ভাবেনি যে ইনিংসে হার অসম্ভব, বিশেষত চতুর্থ দিনের উইকেটে—যেখানে প্রথম তিনদিন সফল হয়েছে স্পিন বল—লিণ্ডওয়াল এমন তুলকালাম কাণ্ড করবেন। রামচাঁদ আর কৃপাল সিংএর জুটি একসময়ে অন্তত এই আশা দিয়েছিলো যে হয়তো একটা বড়ো যোগাযোগের সূচনা হ'লো। কিন্তু রামচাঁদের ব্যাটে লেগে বল লাগলো প্যাডে—তবু আম্পায়ার যখন আঙুল তুলে বললেন লেগ-বিফোর, তখন শেষ প্রতিরোধেরও অবসান হ'লো। লিণ্ডওয়াল অবশেষে গুপ্তেকে যখন বোল্ড ক'রে দিলেন তখন ভারত শোচনীয়ভাবে ব্যাখ্যাতীতভাবে ইনিংস ও ৫ রানে হেরে গিয়েছে, আর লিণ্ডওয়াল পেয়েছেন ৪৩ রানে সাত উইকেট।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	ক. হার্ভে	ব. লিণ্ডওয়াল	৯
বিনু মানকড়	ক. ল্যাংলি	ব. লিণ্ডওয়াল	১১
* পলি উমরিগড়	ক. ল্যাংলি	ব. লিণ্ডওয়াল	২৫
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. ক্রফোর্ড	১৬
জি. এস. রামচাঁদ	লেগ-বিফোর	ব. জনসন	২৮

এ. জি. কৃপাল সিং	অপরাজিত		২০
হেমু অধিকারী	লেগ-বিফোর	ব. লিণ্ডওয়াল	০
‡ নরেন তামানে	ক. ক্রফোর্ড	ব. বেনো	৫
জাশু প্যাটেল		ব. লিণ্ডওয়াল	০
গুলাম আমেদ	ক. বার্জ	ব. লিণ্ডওয়াল	১৩
সুভাষ গুপ্তে		ব. লিণ্ডওয়াল	৮
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ-বাই ৫, নো বল ৩)			১৮
			১৫৩

পতন : ১৮ (পঙ্কজ রায়) ; ২২ (মানকড়) ; ৩৯ (মঞ্জরেকার) ; ৬৩ (উমরিগড়) ; ৯৯ (রামচাঁদ) ; ১০০ (অধিকারী) ; ১১৩ (তামানে) ; ১১৯ (প্যাটেল) ; ১৪৩ (গুলাম আমেদ) ; ১৫৩ (গুপ্তে)।

লিণ্ডওয়াল	২২·৫	৯	৪৩	৭
ক্রফোর্ড	২২	৬	১৮	১
বেনো	২০	৫	৫৯	১
জনসন	৯	৫	১৫	১

দ্বিতীয় টেস্ট : বম্বাই ; অক্টোবর ২৬, ২৭, ২৯, ৩০ ও ৩১, ১৯৫৬

কিছুই নেই সাফল্যের মতো সঞ্জীবনী। মাদ্রাজে অপ্রত্যাশিতভাবে জয়লাভ ক'রে অস্ট্রেলিয়া এমনই মনোবল ফিরে পেলে যে টসে হেরেও ব্যাটসম্যানদের স্বর্গে ভারতকে তারা ২৫১ রানে নামিয়ে দিলে, শুধু তা-ই নয়, উত্তরে তারা করলে সাত উইকেটে ঘোষিত ৫২৩। শেষকালে যে ভারত কোনোমতে শোচনীয় হার থেকে নিজেকে বাঁচালে তা প্রধানত কেবল পঙ্কজ রায়, উমরিগড় আর মঞ্জরেকারের দৃঢ়তায়। খেলা যখন শেষ হ'লো ভারত তখন দ্বিতীয় দফায় পাঁচ উইকেটে ২৫০—তখনও অবশ্য ২২ রান পেছিয়ে।

ইয়ান জনসন অসুস্থ, কীথ মিলারও তা-ই। অতএব রে লিণ্ডওয়ালের উপর অস্ট্রেলিয়াকে পরিচালনা করার দায়িত্ব বর্তেছিলো। লিণ্ডওয়াল টসে হারলেন বটে, কিন্তু খেলা শুরু হ'তে না হ'তেই পুরোনো বন্ধু মানকড়কে তাঁর দুরন্ত আউটসুয়িঙ্গারে ঘায়েল ক'রে দিলেন। কোনো রান হবার আগেই ভারত প্রথম উইকেট খুইয়ে ব'সে আছে। তারপর ১৮ রান হ'তে না

হ'তেই উমরিগড় যখন ক্রফোর্ডের বলে উইকেট খুইয়ে ফিরে গেলেন, তখন ভারতীয় দল খেলার শুরুতেই কোনঠাশা। ব্যাটসম্যানদের কিছুতেই স্বস্তি মিলছিলো না— লিণ্ডওয়াল নিজে আর ক্রফোর্ড ও ডেভিডসন লাঞ্চ পর্যন্ত অবিশ্রাম বল ক'রে গেলেন। পঙ্কজ রায় আর মঞ্জরেকার দায়িত্বের সঙ্গে খেললেন, অফস্টাম্পের বাইরের বলের উস্কানিতে বা প্ররোচনায় ভুললেন না, দৃঢ়তার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে লাঞ্চ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখলেন। লাঞ্চের সময় ভারতের রান দু-উইকেটে ৫৪।

লাঞ্চের পরে ক্রফোর্ড যেন পুনর্জাগ্রত দৈত্য। তাঁর বলে লিণ্ডওয়াল বা ডেভিডসনের মতো কারিকুরি নেই—আছে ঝড়ের গতি। অন্তত লাঞ্চের পরে তিনি কয়েক ওভার এত জোরে বল করেছিলেন যে সেই ঝড়ের সামনে পঙ্কজ রায় ও ঘোরপাড়ের উইকেট কুটোর মতো উড়ে গেলো। ঘোরপাড়ের অবশ্য আঙুলও থেঁৎলে গিয়েছিলো—অতএব আউট হ'য়ে তিনি স্বস্তিই পেলেন। ৭৪ রানে চার উইকেট—অর্থাৎ ভারত যথারীতি ব্যাটসম্যানদের উইকেটে প্রথম ব্যাট করার সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারিয়ে ব'সে আছে। এই অবস্থায় রামচাঁদ এমন মেজাজে নামলেন যে মনে হ'লো প্যাভিলিয়নে ব'সেই তিনি ঠিক ক'রে এসেছেন এ-অবস্থায় কীভাবে খেলা উচিত। তাঁর খেলা হ'লো সংরক্ত, রগরগে, টগবগে—আধ ঘণ্টায় উঠলো তিরিশ রান, পঞ্চাশ মিনিটে ছাপ্পান্ন। কিন্তু ঠিক চায়ের আগে, মঞ্জরেকার—এতক্ষণ তিনি সহজশোভন পরিশীলিত ভঙ্গিতে খেলছিলেন—বেনোর বলে স্লিপে হার্ভেকে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন। ফাড়কার অবশ্য হাত জমবার আগেই বেনোর বলে নাকাল, কিন্তু অধিকারী দিনের শেষ অবধি অন্যদিকের উইকেট আগলে রাখলেন। দিনের শেষে ভারত ছ-উইকেটে ১৬৯, রামচাঁদ অপরাজিত ৬৫।

রামচাঁদ কোনো ইতস্তত না ক'রেই তাঁর সেঞ্চুরিতে পৌঁছুলেন, আর অবশেষে অধিকারীরও হাত খুলে গিয়েছিলো, অতএব লাঞ্চের আগে খেলা যুগপৎ প্রফুল্ল ও উত্তেজনাময়। যিনিই বল করুন না কেন, রামচাঁদের কোনো তোয়াক্কা নেই—পুরো লেংথের বলে প্রচণ্ড পরাবর্তনসংবলিত ড্রাইভ নেমে আসে, খাটো লেংথের বলে চাবুকের মতো ব্যাট। আবার মাঝে মাঝে এমন মারও আসে, কোনো ব্যাকরণ বইতে যার সমর্থন নেই। কিন্তু জুটির রান যখন ৯৫, তখন এক অবিশ্বাস্য ক্যাচে অধিকারীর প্রতিরোধের অবসান ঘটলো। ম্যাকাইয়ের বলে অধিকারী পুল করেছিলেন, তীব্র জোরালো

মার, কিন্তু ডেভিডসন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তিনবার ডিগবাজী খেয়ে যখন উঠে দাঁড়ালেন, হাতে বল। ডেভিডসনের নাম কেন যে দেয়া হয়েছিলো 'থাবা', তার এই দুর্ধর্ষ যুক্তিকে প্রত্যক্ষ ক'রে ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়াম তাজ্জব। 'ক্যাচই ম্যাচ জেতায়'—এই হ'লো ক্রিকেটের আর্যবচন। কিন্তু এ আর নতুন কী—ক্যাচ তো লোফবার জন্যই। কিন্তু যা ক্যাচ নয়, তাকেও ক্যাচ বানিয়ে নিতে পারলে হারের ভয় আর থাকে না। এই ক্যাচের প্রভাব এমনই হ'লো যে দেখতে-না-দেখতে শেষ তিনটি উইকেট মাত্র ১৬ রান যোগ ক'রে প'ড়ে গেলো। ভারত ২৫১ ; তার মধ্যে রামচাঁদ ২৪৫ মিনিটে ১৯টি চার সহযোগে করেছেন ১০৯, তাঁর খেলায় যে জোরালো মারই ছিলো, তা নয়—ছিলো মনের জোর, ছিলো একরোখা অসংবরণীয় জেদ।

ভারত : প্রথম দফা

বিনু মানকড়	ক. বার্জ	ব. লিণ্ডওয়াল	০
পঙ্কজ রায়	ক. বার্জ	ব. ক্রফোর্ড	৩১
* পলি উমরিগড়		ব. ক্রফোর্ড	৮
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. হার্ভে	ব. বেনো	৫৫
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে		ব. ক্রফোর্ড	০
জি. এস. রামচাঁদ	ক. বদলি	ব. ম্যাকাই	১০৯
দাত্তু ফাড়কার	ক. ম্যাডকস	ব. বেনো	১
হেমু অধিকারী	ক. ডেভিডসন	ব. ম্যাকাই	৩৩
† নরেন তামানে	ক. হার্ভে	ব. ডেভিডসন	৫
জাশু প্যাটেল	ক. ম্যাডকস	ব. ম্যাকাই	৬
সুভাষ গুপ্তে	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ১, নো-বল ২)			৩
			২৫১

পতন : ০ (মানকড়) ; ১৮ (উমরিগড়) ; ৭৪ (পঙ্কজ রায়) ; ৭৪ (ঘোরপাড়ে) ; ১৩০ (মঞ্জরেকার) ; ১৪০ (ফাড়কার) ; ২৩৫ (অধিকারী) ; ২৪০ (তামানে) ; ২৫১ (রামচাঁদ) ; ২৫১ (প্যাটেল) ।

লিণ্ডওয়াল	২২	৭	৬০	১
ক্রফোর্ড	১২	৩	১৮	৩
ডেভিডসন	৯	২	২৪	১
বেনো	২৫	৭	৫৪	২
ম্যাকাই	১৪·২	৫	২৭	৩
উইলসন	১৫	৬	৩৯	০
বার্ক	২	০	১২	০
রাদারফোর্ড	১	০	৪	০

ভারতের নতুন বলের আক্রমণ অতীব বিনীত, বাধ্য ও বশম্বদ। বার্ক ও রাদারফোর্ড প্রায় প্রতি বলেই রান নিচ্ছিলেন। কিন্তু ফাড়কার-রামচাঁদের জায়গায় প্যাটেল ও গুপ্তের নিয়োগ হ'তেই তাঁদের সুখের সময় ফুরিয়ে গেলো। খানিকক্ষণ অস্বস্তি ভোগ ক'রে রাদারফোর্ড শেষটায় গুপ্তের বলে খোঁচা দিয়ে তামানের দস্তানায় ধরা পড়লেন—অস্ট্রেলিয়া এক উইকেটে ৫৭। কিন্তু হার্ভে নামতেই গুপ্তের জারিজুরি সব খতম। মাদ্রাজে হার্ভে গুপ্তের সঙ্গে লড়াই জ'মে ওঠবার আগেই মানকড়ের বলে আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু মাদ্রাজের ক্ষণিক ইনিংসটিতেই ইঙ্গিত ছিলো গুপ্তের কপালে কী আছে। গুপ্তে সচরাচর ন্যাটা ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে বল করতে স্বস্তি পান না—কিন্তু হার্ভে কেবল নিছকই একজন ন্যাটা ব্যাটসম্যান নন—এক এবং অদ্বিতীয় নীল হার্ভে। কয়েক মাস আগে সাটক্লিফ দক্ষিণ গোলার্ধের এই দোসরেরই পূর্বাভাস দিয়ে গিয়েছিলেন। সাটক্লিফ হার্ভের চেহারাতেও সাদৃশ্য আছে—খর্বাকৃতি, কিন্তু সহাস্য। গুপ্তের হাত থেকে বল বেরোবার আগেই হার্ভে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। গুপ্তে কোনো লেংথ বজায় রেখে বলই করতে পারছিলেন না। তাঁর তাল কেটে গেলো, ছন্দ গেলো নষ্ট হ'য়ে। আর হার্ভের আশ্রয়ে থেকে ক্রমে বার্কের খেলাও খুলে গেলো। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া এক উইকেটে ১৩৪—কিন্তু যেহেতু গুপ্তেকে কাঁপিয়ে দেয়া গেছে, অতএব বড়ো রানের বুনিয়াদও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুদৃঢ়ভাবে।

বার্ক আর হার্ভে দু'জনেই সেঞ্চুরি করলেন। কিন্তু রানের অঙ্ক থেকে তাঁদের খেলা কিছুই বোঝা যাবে না। হার্ভের জীবনের অন্যতম সেরা ইনিংস এটা: অস্ট্রেলিয়ায় লক-লেকারের বলে ঘায়েল হবার পর কোনো সেরা স্পিনারের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রমাণ করা জরুরি ছিলো তাঁর কাছে। আর গুপ্তে-

মানকড় জুটির চেয়ে তাঁকে আর কোন জুটি এমন আত্মবিশ্বাস-ফেরানো খেলা খেলবার সুযোগ দিতে পারতো? এটাই হার্ভের গুণ যে তিনি দুঃসময় ব'লে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকেননি, উলটে, আক্রমণ করেছেন, উলটে জয় করেছেন প্রতিপক্ষকে। তাঁর ড্রাইভগুলো, তাঁর পুল, তীব্রগতি কাট—আর তাঁর নৃত্যচপল লঘুচরণের চলচ্ছন্দ—সেদিন ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিলো। বার্কের খেলার মূল ঝোঁক ছিলো রক্ষণাত্মক—কিন্তু তাঁরও ব্যাট থেকে অনর্গল নির্গত হয়েছিলো নানা ধরনের মার। উমরিগড় বেগতিক দেখে কয়েক ওভার পরেই গুপ্তেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন এই আপ্তবাক্য স্মরণ ক'রে যে সব-কিছুরই এক সময় অবসান হয়। জাশু প্যাটেলের বলে অবশেষে হার্ভে যখন থার্ডম্যানে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফিরে গেলেন, তখন দ্বিতীয় উইকেটে যোগ হয়েছে ২০৪ রান—তার মধ্যে তাঁর নিজেরই অবদান আঠারোটি ঝকঝকে চার সমেত ১৪০। হার্ভে যে চড়া পর্দায় খেলার সুর বেঁধে দিয়েছিলেন, পিটার বার্জ নেমে ছিমছাম সুঠাম মারে তাকে অব্যাহত রাখলেন। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া দু-উইকেটে ৩৮৬; বার্ক অপরাজিত ১৫৬ আর বার্জ অপরাজিত ৫২।

চতুর্থ দিন খেলা শুরু হ'তেই আর মাত্র ৫ রান যোগ ক'রে জিম বার্ক আউট হ'য়ে গেলেন—সবশুদ্ধ ৪৭৮ মিনিট ব্যাট করেছিলেন বার্ক, পনেরোটা বাউণ্ডারি হাঁকিয়ে রান করেছিলেন ১৬১। রানের বন্যা কিন্তু তাই ব'লে রোধ হ'লো না। এমন কি লিণ্ডওয়াল পর্য্যন্ত ২৫ মিনিটে হাঁকিয়েছিলেন অপরাজিত ৪৮ রান। অবশেষে সাত উইকেটে ৫২৩ রানে লিণ্ডওয়াল যখন অস্ট্রেলীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন, তখন ভারতীয় দলের মনোবল প্রায় পাতালস্পর্শী।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

জিম বার্ক	ক. উমরিগড়	ব. মানকড়	১৬১
জন রাদারফোর্ড	ক. তামানে	ব. গুপ্তে	৩০
নীল হার্ভে	ক. বদলি (নাদকার্নি)	ব. প্যাটেল	১৪০
পিটার বার্জ	ক. প্যাটেল	ব. গুপ্তে	৮৩
কেন ম্যাকাই	ক. পঙ্কজ রায়	ব. প্যাটেল	২৬
অ্যাস্লান ডেভিডসন	লেগ-বিফোর	ব. রামচাঁদ	১৬
রিচি বেনো	ক. বদলি (নাদকার্নি)	ব. গুপ্তে	২
* রে লিণ্ডওয়াল	অপরাজিত		৪৮

† লেন ম্যাডকস	অপরাজিত	৮
পিটার ক্রফোর্ড	ব্যাট করেননি	—
জে. উইলসন	ব্যাট করেননি	—
অতিরিক্ত		৯
	সাত উইকেটে ঘোষিত	৫২৩

পতন : ৫৭ (রাদারফোর্ড) ; ২৬১ (হার্ভে) ; ৩৯৮ (বার্ক) ; ৪৩২ (বার্জ) ; ৪৫৯ (ডেভিডসন) ; ৪৬২ (বেনো) ; ৪৭০ (ম্যাকাই)।

ফাড়কার	৩৯	৯	৯২	০
রামচাঁদ	১৮	২	৭৮	১
প্যাটেল	২৯	১০	১১১	২
গুপ্তে	৩৮	১৩	১১৫	৩
মানকড়	৪৬	৯	১১৮	১

২৭২ রান পেছিয়ে! মাদ্রাজে যেভাবে ১৫৩ রানে খেল খতম হয়েছিলো, তাতে সংশয় ছিলো ভারত ইনিংস পরাজয় বাঁচাতে পারবে কিনা। এই অবস্থায় দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে নেমে পঙ্কজ রায় ও মানকড় যেভাবে দায়িত্বের সঙ্গে খেলে নতুন বলের প্রাথমিক আক্রমণ ঠেকালেন, তাতে আশার সঞ্চার হ'তে-না-হ'তেই মানকড় তাঁর অর্ধমনস্ক দুর্বল ড্রাইভে সহজ ক্যাচ তুলে দিয়ে ফিরে গেলেন—ভারত এক উইকেটে ৩১—মানকড় ১৬। কোনো উইকেট পড়লেই অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণ ও ফিল্ডিং চিরকাল নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু পঙ্কজ রায় ও উমরিগড় অসীম দৃঢ়তা ও গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে খেলে দিনের শেষে স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন ৯২তে—আরো একটা আস্ত দিন বাকি খেলার।

শেষ দিন ভারত চার উইকেট খুইয়ে পুরো সময় ব্যাট করলো—খেলা যখন শেষ হ'লো ভারত পাঁচ উইকেটে ২৫০। সারাদিনে ১৫৮ রান—মন্থর খেলা সন্দেহ নেই—কিন্তু প্রথম দিনের খেলার ১৬৯ রানের মন্থরতার সঙ্গে এই দৃঢ় মন্থর খেলার তফাৎ আছে। এ-দিনের খেলায় ছিলো পরিকল্পনা, ছিলো খেলা বাঁচাবার সংকল্প, ছিলো জেদ, ছিলো লড়াই—প্রথম দিনের খেলায় যা ছিলো না—মাদ্রাজের কোনো ইনিংসেই যা ছিলো না। শম্বুক গতিতে রান উঠলেও এই খেলায় উত্তেজনার অভাব ছিলো না। যেহেতু ভারতীয় ব্যাটিং যে-কোনো

সময়ে বলা নেই কওয়া নেই তাশের ঘরের মতো ধ্ব'সে পড়ে, সেজন্য খেলা শেষ হবার আগে পর্যন্ত স্বস্তি ছিলো না—ছিলো না উত্তেজনারও অভাব। পঙ্কজ রায় ৭৯ রান ক'রে দলের ১২১ রাণে বিদায় নেবার পর উমরিগড়ের জুটি হয়েছিলেন মঞ্জরেকার। চায়ের বিরতির ঠিক পূর্বক্ষণে রাদারফোর্ডের বলে (!) মঞ্জরেকারের অভিনিবেশ ভাঙলো, আর বিরতির পরেই উমরিগড় লিণ্ডওয়ালের মন্থর বলে লোপ্পা ক্যাচ তুলে দিলেন। উমরিগড় সবশুদ্ধ ৩৫৯ মিনিট ব্যাট ক'রে ৭৮ রান করেছিলেন—কিন্তু তাঁর এই খেলা তাঁর কোনো-কোনো সেঞ্চুরির চেয়ে অনেক মূল্যবান। তখনও খেলা শেষ হ'তে ৮৮ মিনিট বাকি। রামচাঁদ আর অধিকারী দৃঢ়ভাবে উদ্দীপ্ত অস্ট্রেলীয়দের ঠেকিয়ে রাখলেন, কিন্তু খেলা শেষ হবার সাত মিনিট আগে রামচাঁদ উইলসনকে কাট করতে গিয়ে ম্যাডকসের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন। অধিকারী শেষ পর্যন্ত রইলেন অপরাজিত ২২, আর শেষ কয়েক মিনিটে ফাড়কার করলেন অপরাজিত ৩। মাদ্রাজের মারাত্মক হারের পর বম্বাইয়ের বিশিষ্ট প্রতিরোধ ভারতীয় দলের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিলো ব'লে যাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁরা অবশ্যই ভুল ক'রেছিলেন। আসলে বম্বাইয়ের ব্যাপারটা বোধ হয় ব্যতিক্রম ব'লেই অমন বিশিষ্ট।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	ক. ম্যাডকস	ব. বেনো	৭৯
বিনু মানকড়	ক. বার্ক	ব. বেনো	১৬
* পলি উমরিগড়		ক. ও ব. লিণ্ডওয়াল	৭৮
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. রাদারফোর্ড	৩০
জি. এস. রামচাঁদ	ক. ম্যাডকস	ব. উইলসন	১৬
হেমু অধিকারী	অপরাজিত		২২
দাত্তু ফাড়কার	অপরাজিত		৩
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ১, নো-বল ৪)			৬
		পাঁচ উইকেটে	২৫০

পতন : ৩১ (মানকড়); ১২১ (পঙ্কজ রায়); ১৯১ (মঞ্জরেকার); ২১৭ (উমরিগড়); ২৪২ (রামচাঁদ)।

লিণ্ডওয়াল	২২	৯	৪০	১
ক্রফোর্ড	১৩	৪	২৪	০
ডেভিডসন	১৪	৯	১৮	০
বেনো	৪২	১৫	৯৮	২
ম্যাকাই	১৭	৬	২২	০
উইলসন	২১	১১	২৫	১
বার্ক	২	০	৬	০
রাদারফোর্ড	৫	২	১১	১

তৃতীয় টেস্ট : কলকাতা ; নভেম্বর ২, ৩, ৫ ও ৬, ১৯৫৬

কলকাতায় তৃতীয় ও শেষ টেস্টে ভারতের জয়লাভ না করার কোনো পার্থিব কারণ ছিলো না, অথচ উলটে চার দিনেই ভারত ৯৪ রানে হেরে গেলো। অথচ চতুর্থ দিন লাঞ্চের সময় ভারতের হাতে ছিলো আট উইকেট, আর জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিলো মাত্র—হ্যাঁ, 'মাত্র' ১৫৭ রান। 'মাত্র' এই-জন্য যে ও-রান ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের আয়ত্তের অতীত ছিলো না। কিন্তু লাঞ্চের পরে মাত্র ৬২ রান যোগ ক'রে ভারতের বাকি উইকেটগুলো ঝুপঝুপ ক'রে প'ড়ে গেলো—আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কিংবা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে যে-প্রকাশভঙ্গিকেই মানানসই লাগুক না কেন, অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও ১৭ ওভার বল ক'রে মাত্র ৩৭ রান দিয়ে চারটে উইকেট নিয়েছিলেন জিম বার্ক! এমনকি যদি জনসনের অফস্পিনেও এ-উইকেটগুলো পড়তো তাহ'লে সান্ত্বনা থাকতো —অন্তত একজন যথার্থ বোলার উইকেটগুলো পেয়েছেন। কিন্তু জিম বার্ক!

অর্থাৎ, নিউ-জিলাণ্ডের ভারত সফরের পর ক্যাঙারুর এই তাজ্জব লম্ফপ্রদানকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায়—এক পা এগিয়ে দুই পা পিছোনো। অথচ এ-টেস্টে ভারতীয় দল গড়া হয়েছিলো অন্যভাবে। কনট্র্যাকটর দলে ঢুকলেন—প্রথম টেস্ট থেকেই তাঁর খেলবার কথা ছিলো—মাদ্রাজ টেস্টের আগের দিন পায়ে চোট পেয়ে তিনি খেলতে পারেননি। আর দলে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলেন প্যাটেলের জায়গায় গুলাম আমেদ, ফাড়কারের জায়গায় কৃপাল সিং। বম্বাইতে ভালো খেলেও অধিকারী বাদ পড়লেন, তাঁর শূন্য স্থানে ঢুকলেন প্রকাশ ভাণ্ডারী। ঘোরপাড়ের তো বম্বাইতে আঙুলটাই থেঁৎলে গিয়েছিলো। অস্ট্রেলীয় দলে এবার কীথ মিলার ঢুকলেন না। রোগমুক্ত

জনসন, ম্যাকডনাল্ড ও ল্যাংলি রাদারফোর্ড, ডেভিডসন ও ম্যাডকসের জায়গায় পুনর্বাহাল হলেন।

উমরিগড়ের মুদ্রাভাগ্য তৃতীয় বারও বজায় ছিলো, কিন্তু তিনি প্রথমেই সবাইকে তাজ্জব ক'রে দিলেন অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে। সত্যি-যে, কলকাতায় খেলার আগের দিন বৃষ্টি হয়েছিলো, আর উইকেট যদিও ঢাকা ছিলো তবু আবহাওয়া ছিলো আর্দ্র, আর উইকেট স্যাঁৎ সেঁতে। গুলাম আমেদের জন্য যেন বিশেষভাবে হুকুম দিয়ে বানানো—এ-কথা ভেবে কি উমরিগড় অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন? নাকি ভেবেছিলেন ও-উইকেট যখন শুকোতে থাকবে তখন বেনো-জনসনের বলের মুখোমুখি দাঁড়ানো তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে? সেই যুক্তিতে চতুর্থ ইংনিসে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি দাঁড়ানোও যে বিপজ্জনক হবে, তা নিশ্চয়ই উমরিগড় জানতেন। এবং জেনেশুনেও তিনি ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

প্রথম দিনের খেলায় নায়ক প্রত্যাবর্তিত গুলাম আমেদ। অস্ট্রেলিয়ার সবাই আউট হ'য়ে যান ১৭৭ রানে আর তার মধ্যে গুলাম আমেদ একাই পেয়েছেন ২০·৩ ওভার বল ক'রে ৪৯ রানে সাত উইকেট। অস্ট্রেলিয়া যে ভালো অফ-স্পিনের সামনে সকাতর ও মোহ্যমান, এটা তারই প্রমাণ। অথচ—বম্বাইতে গুলাম আমেদের বদলে খেলেছিলেন জাশু প্যাটেল!

গুলাম আমেদ বল করতে আসবার সঙ্গে-সঙ্গে ভেলকি শুরু হ'য়ে গেলো। ম্যাকডনাল্ডকে সরাসরি বোল্ড ক'রে তিনি শুরু করলেন, পরক্ষণে হার্ভেকে বাধ্য করলেন তাঁর ছোবল মারা বলে খোঁচা দিতে, তারপরে বার্কের উইকেটও দখল করলেন—অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেটে ২৫। ছোটো, কিন্তু সুদৃঢ় জুটি বেঁধে-ছিলেন ইয়ান ক্রেগ ও পিটার বার্জ, কিন্তু ঐ জুটি ভেঙে যেতেই এক বেনো ছাড়া আর কেউ গুলাম আমেদের বলের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেগের ৩৬ রান ও পিটার বার্জের ৪৮ রান অমূল্য ব'লে গণ্য হবে।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

কলিন ম্যাকডনাল্ড		ব. গুলাম আমেদ	৩
জিম বার্ক	ক. মঞ্জরেকার	ব. গুলাম আমেদ	১০
নীল হার্ভে	ক. তামানে	ব. গুলাম আমেদ	৭

ইয়ান ক্রেগ	ক. তামানে	ব. গুপ্তে	৩৬
পিটার বার্জ	ক. রামচাঁদ	ব. গুলাম আমেদ	৫৮
কেন ম্যাকাই	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	৫
রিচি বেনো		ব. গুলাম আমেদ	২৪
রে লিণ্ডওয়াল		ব. গুলাম আমেদ	৮
* ইয়ান জনসন	ক. গুলাম আমেদ	ব. মানকড়	১
পিটার ক্রফোর্ড	ক. কনট্র্যাকটর	ব. গুলাম আমেদ	১৮
† জি. আর. ল্যাংলি	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ৬)			৬
			১৭৭

পতন : ৬ (ম্যাকডনাল্ড) ; ২২ (হার্ভে) ; ২৫ (বার্ক) ; ৯৩ (ক্রেগ) ; ১০৬ (ম্যাকাই) ; ১৪১ (বেনো) ; ১৫২ (লিণ্ডওয়াল) ; ১৫৮ (জনসন) ; ১৬৩ (বার্জ) ; ১৭৭ (ক্রফোর্ড)।

রামচাঁদ	২	১	১	০
উমরিগড়	১৬	৩	৩০	০
গুলাম আমেদ	২০.৩	৬	৪৯	৭
গুপ্তে	২৩	১১	৩৫	১
মানকড়	২৫	৪	৫৬	২

সেদিন খেলা শেষ হবার আগে অল্প সময়ে পঙ্কজ রায় ও কনট্র্যাকটর ১৫ রান করেছিলেন। কিন্তু পরের দিন আবার রহস্যময় ভারতীয় ব্যাটিং—টিকিয়ে টিকিয়ে টিমে তেতালায়। সারা দিনে ভারত আট উইকেট খুইয়ে তুলেছিলো মাত্র ১২০ রান—অর্থাৎ বিনা উইকেটে ১৫ থেকে দিনের শেষে ভারতের রান গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো আট উইকেটে ১৩৫। খেলা হবার পনেরো মিনিটের মধ্যে লিণ্ডওয়ালের বলে ইয়র্কড হ'য়ে পঙ্কজ রায় ফিরে এসেছিলেন প্যাভিলিয়নে, আর তারপরেই জনসনের বলে ক্যাচ তুলে ফিরেছিলেন উমরিগড়। একমাত্র মঞ্জরেকার ছাড়া আর কোনো ব্যাটসম্যানই বেনোর উশখুশ-করা বলের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। কিন্তু মঞ্জরেকার যখন ৩৩ রান ক'রে স্লিপে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফিরে গেলেন, বাকি ব্যাটসম্যানেরা কিছুতেই বেনো-লিণ্ডওয়াল জুটির সামনে দাঁড়াতে পারেননি। তৃতীয় দিন সকালে মাত্র ১ রান যোগ ক'রে শেষ

দুটি উইকেট প'ড়ে গেলো—১৭৭ রানে ইনিংস শেষ ক'রে অস্ট্রেলিয়া কল্পনাও করেনি যে তারা ৪১ রানে এগিয়ে থাকতে পারবে।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়		ব. লিণ্ডওয়াল	১৩
নরি কনট্র্যাকটর	লেগ-বিফোর	ব. বেনো	২২
* পলি উমরিগড়	ক. বার্ক	ব. জনসন	৫
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. হার্ভে	ব. বেনো	৩৩
বিনু মানকড়	লেগ-বিফোর	ব. বেনো	৪
জি. এস. রামচাঁদ	স্টা. ল্যাংলি	ব. বেনো	২
এ. জি. কৃপাল সিং	ক. ম্যাকাই	ব. বেনো	১৪
প্রকাশ ভাণ্ডারী	লেগ-বিফোর	ব. লিণ্ডওয়াল	১৭
† নরেন তামানে		ব. বেনো	৫
গুলাম আমেদ	ক. ম্যাকাই	ব. লিণ্ডওয়াল	১০
সুভাষ গুপ্তে	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ৭, লেগ-বাই ১, নো-বল ২)			১০
			১৩৬

পতন : ১৫ (পঙ্কজ রায়) ; ২০ (উমরিগড়) ; ৭৬ (কনট্র্যাকটর) ; ৮০ (মানকড়) ; ৮২ (রামচাঁদ) ; ৯৮ (মঞ্জরেকার) ; ৯৯ (কৃপাল সিং) ; ১১৫ (তামানে) ; ১৩৫ (গুলাম আমেদ) ; ১৩৬ (ভাণ্ডারী)।

লিণ্ডওয়াল	২৫·২	১২	৩২	৩
ক্রফোর্ড	৩	৩	০	০
জনসন	১২	২	২৭	১
বেনো	২৯	১০	৫২	৬
হার্ভে	১	১	০	০
বার্ক	৮	৩	১৫	০

ঐ ফাউ ৪১ রান বাদে অস্ট্রেলিয়াকে প্রতিটি রানের জন্য যুঝতে হ'লো। গুলাম আমেদ আর মানকড়ের উদ্দীপ্ত বোলিং-এর বিরুদ্ধে উইকেট বাঁচানোই বিষম কর্ম হ'য়ে উঠেছিলো। এই অবস্থায় হার্ভে তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয়

ইনিংস খেললেন—অনেক সেঞ্চুরির চেয়েও মূল্যবান ইনিংস। বম্বাইয়ের খেলায় ছিলো মারের জাঁকজমক, চটক—কিন্তু এখানে তিনি একা ভারতীয় আক্রমণকে প্রতিহত ক'রে গেলেন। দারুণ তাঁর অভিনিবেশ, গভীর আত্ম-প্রত্যয়। তাঁর এই ৬৯ রান খেলা-বাঁচানো খেলা। তিন বছর পরে আবার হার্ভে কানপুরে ওভাবে খেলবেন—সেবার তাঁর সহযোগী হবেন ম্যাকডনাল্ড। বম্বাইয়ের সেঞ্চুরি সবাইকে মুগ্ধ করেছিলো, কিন্তু কলকাতার এই ৬৯ রান সম্মোহিত দর্শকদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলো। ম্যাকাই, বেনো, বার্জ, লিণ্ডওয়াল—প্রত্যেকেই বিনা লড়াইতে উইকেট ছেড়ে দেননি—অল্পবিস্তর রান করবারও চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু হার্ভের খেলার পাশে আর সব চেষ্টাই ম্লান হ'য়ে গিয়েছিলো। ল্যাংলি ব্যাট করবার মতো অবস্থায় না-থাকায় ন-উইকেটে ১৮৯ রানে জনসন ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। ৮১ রানে তিন উইকেট পেয়ে গুলাম আমেদ পুরো খেলায় দশ উইকেট অর্জন করলেন। আর মানকড় পেলেন ৪৯ রাণে চার উইকেট।

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

কলিন ম্যাকডনাল্ড	লেগ-বিফোর	ব. রামচাঁদ	০
জিম বার্ক	ক. কনট্র্যাকটর	ব. গুলাম আমেদ	২
নীল হার্ভে	ক. উমরিগড়	ব. মানকড়	৬৯
ইয়ান ক্রেগ		ব. গুলাম আমেদ	৬
পিটার বার্জ	ক. রামচাঁদ	ব. গুলাম আমেদ	২২
কেন ম্যাকাই	হিট-উইকেট	ব. মানকড়	২৭
রিচি বেনো		ব. গুপ্তে	২১
রে লিণ্ডওয়াল	ক. তামানে	ব. মানকড়	২৮
* ইয়ান জনসন	স্টা. তামানে	ব. মানকড়	৫
পিটার ক্রফোর্ড	অপরাজিত		১
† জি. আর. ল্যাংলি	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ২)			৮
		ন-উইকেটে ঘোষিত	১৮৯

পতন : ০ (ম্যাকডনাল্ড); ৯ (বার্ক); ২৭ (ক্রেগ); ৫৯ (বার্জ); ১২২ (ম্যাকাই); ১৪৯ (বেনো); ১৫৯ (হার্ভে); ১৮৮ (জনসন); ১৮৯ (লিণ্ডওয়াল)।

রামচাঁদ	২	১	৬	১
উমরিগড়	২০	৯	২১	০
গুলাম আমেদ	২৯	৫	৮১	৩
গুপ্তে	৭	১	২৪	১
মানকড়	৯.৪	১	৪৯	৪

তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হ'তে বাকি ছিলো ৪৮ মিনিট, পঙ্কজ রায় ও কনট্র্যাকটর ঐ সময়ে মাত্র ১২ রান করলেন বটে, কিন্তু এমন স্বচ্ছন্দে আস্থার সঙ্গে তাঁরা খেলছিলেন যে ভাবাই যায়নি জয়ের জন্য বাকি ২১৯ তুলতে ভারতকে বেগ পেতে হবে। চতুর্থ দিন সকালেও যখন প্রথম ঘণ্টায় রায়-কনট্র্যাকটর জুটি ভাঙলো না, তখন জয় সম্বন্ধে অতি দুরাশাবাদীও নিশ্চিত হ'য়ে উঠেছিলো। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ কনট্র্যাকটর জনসনের বল ড্রাইভ করতে গিয়ে বলের খেই হারিয়ে ফেললেন, ভারতের রান দাঁড়ালো এক উইকেটে ৪৪। ছ-রান পরেই বার্ক পঙ্কজ রায়কে পেলেন লেগ-বিফোর। লাঞ্চের সময় ভারতের রান ৭৪—ব্যাট করছেন উমরিগড় ও মঞ্জরেকার। জয়ের জন্য চাই আরো ১৫৭ রান। অন্তত তখনও কারু মাথায় আসেনি যে ভারতীয় ইনিংসের উপসংহার সন্নিকট। বার্ক আর বেনো হঠাৎ দাপটের সঙ্গে বল করতে লাগলেন—এবং মাত্র ৬২ রানে আটটি উইকেট প'ড়ে গেলো।

প'ড়ে-পাওয়া জয়,—মাদ্রাজেও তাই, কলকাতায় তো আরো। ভারতে পা দেবার আগে, ইংলণ্ড থেকে বিধ্বস্ত দলটি, পাকিস্তানে গিয়ে করাচিতে যখন ৮০ ও ১৮৭ রানে শোচনীয়ভাবে আউট হ'য়ে গিয়েছিলো, তখন কে ভেবেছিলো তারা ভারতকে দুটি টেস্টে হারাবে—ও আরেকটিতেও সময় পেলে হারিয়ে দিতো। অন্তত ভারতীয় খেলোয়াড়দের শক্তি ও সম্ভাবনায় যাদের আস্থা ছিলো, তাদের পক্ষে মনোবল ও চারিত্রিক দৃঢ়তার এই অভাব স্বীকার ক'রে নেয়া অতীব কষ্টকর। কিন্তু শোচনীয় দিনগুলোর সেটাই তো সবে শুরু!

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	লেগ-বিফোর	ব. বার্ক	২৪
নরি কনট্র্যাকটর		ব. জনসন	২০
* পলি উমরিগড়	ক. বার্ক	ব. বেনো	২৮
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. হার্ভে	ব. বেনো	২২

জি. এস. রামচাঁদ		ব. বার্ক	৩
এ. জি. কৃপাল সিং		ব. বেনো	০
বিনু মানকড়		ব. বেনো	২৪
প্রকাশ ভাণ্ডারী	ক. হার্ভে	ব. বার্ক	২
† নরেন তামানে		ব. বেনো	০
গুলাম আমেদ		ব. বার্ক	০
সুভাষ গুপ্তে	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৫, নো-বল ৩)			১৩
			১৩৬

পতন : ৪৪ (কনট্র্যাকটর) ; ৫০ (পঙ্কজ রায়) ; ৯৪ (উমরিগড়) ; ৯৯ (রামচাঁদ) ; ১০২ (কৃপাল সিং) ; ১২১ (মঞ্জরেকার) ; ১৩৪ (ভাণ্ডারী) ; ১৩৬ (মানকড়) ; ১৩৬ (গুলাম আমেদ) ; ১৩৬ (তামানে)।

লিণ্ডওয়াল	১২	৭	৯	০
ক্রফোর্ড	২	১	১	০
জনসন	১৪	৫	২৩	১
বেনো	২৪.২	৬	৫৩	৫
বার্ক	১৭	৪	৩৭	৪

চোদ্দ : ভারতে ওয়েস্ট-ইনডিজ ১৯৫৮-৫৯

অস্ট্রেলিয়ার কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে যাবার পর দু-বছর কোনো টেস্টা না খেলে ভারত তিক্ত স্মৃতি ভুলে যাবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। কারণ এই দু-বছরে উইকেটের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হ'লো না, দেখ দিলো না কোনো ফাস্টবোলার—যাঁরা তখন নতুন বলকে অপেক্ষাকৃত ভালো ভাবে ব্যবহার করছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্তত দু'জন চোখে পড়েছিলেন—বসন্ত রঞ্জানে, রমাকান্ত দেশাই। কিন্তু, ভারতের নির্দয় উইকেটে তাঁরা যতটুকু উঠেছিলেন, তা কেবল নিজের চেষ্টায়—ক্রিকেটের কর্মকর্তারা তাঁদের কোনো সাহায্যই করেননি। এই অবস্থায় অবশ্য দ্রুত বলে খেলতে অনভ্যস্ত ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকেও ভালো খেলা আশা করা অন্যায়। ১৯৫৮-৫৯ সালের শীতকালে যখন গেরি আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে এলো পরাক্রান্ত ওয়েস্ট-ইনডিজ দল, তখন পুরোনো ঘা থেকেই রক্ত ঝরলো অনর্গল। মাদ্রাজে ১৯৫৬ সালে লিণ্ডওয়াল দ্রুত বলের পক্ষে অনুপযোগী মরা পিচে ভারতীয় দলকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দু-ধরনের সুয়িঙে—এবার ওয়েস হল আর রয় গিলক্রিস্ট কেবল ঝড়ের গতিতেই ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কুটোর মতো হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন। ওয়েস হল তখনও অভিজ্ঞ ও পরিণত বোলার নন—তাঁর বলে কোনো কারিকুরি বা চাতুরী ছিলো না তখন—কিন্তু ছিলো ঝড়ের গতি। রয় গিলক্রিস্টের বলে সেই গতির সঙ্গে মেশানো ছিলো আরো-কিছু : তাঁর ক্রোধ, তাঁর হুংকার, ব্যাটসম্যানদের প্রতি তাঁর তীব্র দ্বেষ। আর এর ফলেই, একের পর এক খেলায় শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার ক'রে ভারতীয় ক্রিকেট যেন অনেক বছর পেছিয়ে গেলো। দেশের মাটিতে ভারতকে এর আগে বা পরে কখনোই এ-রকম শোচনীয়ভাবে নাজেহাল হ'তে হয়নি। বম্বাইতে প্রথম টেস্ট অমীমাংসিত শেষ হবার পর কানপুর, কলকাতা ও মাদ্রাজে পর-পর টেস্টগুলোয় প্রচণ্ডভাবে জয়লাভ করলে ওয়েস্ট-ইনডিজ—আর শেষ টেস্টে নতুন দিল্লিতে অনিবার্য হার থেকে ভারতকে বাঁচিয়ে দিলে সময়।

সত্যি-যে, ওয়েস্ট-ইনডিজ ছিলো প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং কোনো প্রবল প্রতিপক্ষের কাছে হারে লজ্জা নেই। কিন্তু গ্লানি ছিলো পরাজয়ের ধরনে—ভারত যেভাবে খেলাগুলোয় হারছিলো, তাতে লজ্জা রাখার কোনো জায়গা ছিলো না। গডার্ড বা স্টোলমেয়ারের দলের চেয়েও আলেকজাণ্ডারের দল অনেক শক্তিশালী ছিলো—খেলার সব বিভাগেই ছিলো তাদের প্রাধান্য। গডার্ড বা

স্টোলমেয়ারের দলে ছিলেন উইক্‌স, ওয়ালকট ও ওরেলের মতো ব্যাটসম্যান—কিন্তু তাঁদের দলে ভালো বোলার ছিলো না—স্টোলমেয়ারের দলে রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইন খেলেছিলেন সত্যি, কিন্তু তাঁরা ভারতের উপর সেভাবে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেননি। পক্ষান্তরে, আলেকজাণ্ডারের দলে উইক্‌স ও ওয়ালকটের শূন্য স্থান পূরণ করেছিলেন নতুন দুই তারা—সোবার্স ও কানহাই; আর দলের ঠিক মধ্যস্থলে গোমেজ-ক্রিস্টিয়ানির চেয়েও অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য ছিলেন বুচার ও সলোমন। আর ওরেলের অভাব পূরণ করেছিলেন কোলি স্মিথ। আর, আবারও বলা উচিত, ছিলেন হল ও গিলক্রিস্ট—জন ট্রিম, প্রায়র জোন্‌স, ফ্র্যাঙ্ক কিং-এর চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর। আসলে হয়তো পুরো সিরিজের খেলা জিতিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন হল-গিলক্রিস্ট: তাঁদের ঝাঁকানো বল, তীব্র আক্রমণাত্মক ভঙ্গি—এই সবই শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত কথা ব'লে গেলো। তাছাড়াও দলে ছিলেন সোবার্স—তিন রকম বল করতে পারেন, ছিলেন কোলি স্মিথ, রামাধীন, ভ্যালেণ্টাইন ও উদীয়মান গিবস। উপরন্তু, অধিনায়ক হিশেবে সাধুবাদ ছাড়াও চোখ-ঝলশানো উইকেটরক্ষণের জন্য কৃতিত্ব ও প্রশংসা প্রাপ্য ছিলো আলেকজাণ্ডারের। আর, এই প্রথম, ওয়েস্ট-ইনডিজের ফিল্ডিং হ'য়ে উঠেছিলো আক্রমণাত্মক—অন্যান্য বারের চেয়ে অনেক চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর।

কিন্তু সবকথা মেনে নেবার পরেও এটা বলা উচিত যে ভারতীয় দল সেবার হয়তো স্বদেশের মাঠে এমন শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হ'তো না, যদি না ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড ও নির্বাচক সমিতি পুরো দলের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে দিতেন। পাঁচটি টেস্টে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেছিলেন চার জন: উমরিগড় (প্রথম টেস্টে), গুলাম আমেদ (দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টে), বিনু মানকড় (চতুর্থ টেস্টে) ও হেমু অধিকারী (পঞ্চম টেস্টে)। নানা দলাদলি, অব্যবস্থা ও কেলেঙ্কারির দরুন এ-ব্যাপার নিয়ে এমনকি লোকসভাতেও কথা উঠেছিলো। মতভেদের ফলে গোড়াতেই নির্বাচক সমিতি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন এল. পি. জয়; পরে সি. রামস্বামীও সিরিজ শেষ হবার পর ইস্তফাপত্র দাখিল করেছিলেন।

প্রথমে পাঁচটি টেস্টের জন্য অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন গুলাম আমেদ—কিন্তু প্রথম টেস্টের ঠিক আগেই আমেদাবাদে খেলার সময় হাঁটুতে চোট পেয়ে চিকিৎসকের নির্দেশে তাঁকে বিশ্রাম নিতে হ'লো—তাঁর বদলে নেতৃত্বভার গ্রহণ

করলেন উমরিগড়। বম্বাইতে প্রথম টেস্ট শুরু হবার আগেই বোঝা গিয়েছিলো যে হল-গিলক্রিস্টই ভারতের সামনে বড়ো বাধা : কিন্তু টেস্টের আগে বিভিন্ন খেলায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা তাঁদের বিরুদ্ধে অনেক সময়েই সাড়া জাগানো ব্যাট করেছিলেন : সেনাদলের পক্ষে তরুণ সেনগুপ্ত চমৎকার খেলে হাঁকিয়েছিলেন অপরাজিত ১০০, প্রেসিডেন্ট একাদশের হ'য়ে খেলতে নেমে কনট্র্যাকটর করেছিলেন ১১০, মহারাষ্ট্রের পক্ষে রঘুনাথ নাদকার্নি করেছিলেন ৯৫, আর ক্রিকেট ক্লাব অভ ইণ্ডিয়ার পক্ষে মাধব আপ্তের ৭০ রানও হল-গিলক্রিস্টের বলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আস্থা ও শৈলীর পরিচয় দিয়েছিলো। সেনগুপ্ত, কনট্র্যাকটর নাদকার্নি ও আপ্তের খেলা দেখে এ-আশা করা অন্যায় ছিলো না যে অভিজ্ঞ ও পরিণত ব্যাটসম্যানেরা হল-গিলক্রিস্টের বলে আরো নিপুণভাবে খেলতে পারবেন—অন্তত ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের সহজ পিচে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। আর সত্যি বম্বাইতে প্রথম টেস্টে ভারতের খেলবার ধরন দেখে পরবর্তী টেস্টগুলোর বিপর্যস্ত দশা ঘুণাক্ষরেও কারু মনে স্থান পায়নি। যদিও এটা ঠিক যে প্রথম টেস্ট অমীমাংসিত শেষ হ'লেও ভারতকে অনেকক্ষণ পরাজয়ের আশঙ্কার মধ্যে লড়তে হয়েছিলো। কিন্তু ও-অবস্থায় হল-গিলক্রিস্টের লাফানো খাটো লেংথের বলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা যেভাবে লড়েছিলেন, শুধু সাহস বা দৃঢ়তাই নয়, শৈলীরও চিহ্ন ছিলো।

এটা ঠিক যে টসে হেরেও ভারত প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে ওয়েস্ট-ইনডিজকে ২২৭ রানে নামিয়ে দিয়েছিলে।—আর তার জন্য কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন স্থভাষ গুপ্তে। টেস্টের প্রথম দিনে ৮৬ রানে চার উইকেট মনে করিয়ে দিয়েছিলো ১৯৫৩ সালের ওয়েস্ট-ইনডিজ সফর। তাছাড়া এবার রামচাঁদ ও নাদকার্নি ছিলেন গুপ্তের সহায়। তাছাড়া গুলাম গার্ড তাঁর প্রথম টেস্টে যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে বল করছিলেন—গার্ড ন্যাটা বোলার, মাঝারি গতি ; কিন্তু বাঁহাতে বল করেন ব'লে বেশ সম্ভ্রম আদায় করেছিলেন। তাছাড়া মনোহর হার্দিকার টেস্টে তাঁর প্রথম ওভারেই পেয়েছিলেন রোহন কানহাইয়ের উইকেট! এটাই তাজ্জব যে পরে হার্দিকার, তৎসত্ত্বেও, টেস্ট খেলবেন মাত্র একবার।

মানতেই হয় যে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে ছিলো ভারতের জয়ধ্বনি! দিনের খেলা শেষ হবার আগেই শক্তিশালী ওয়েস্ট-ইনডিজ দল ২২৭ রানে সবাই

আউট। খেলা শুরু হবার এক ঘণ্টার মধ্যেই ওয়েস্ট-ইনডিজের দশা কোনঠাশা—হাণ্ট, হোল্ট আর সোবার্স আউট—আর দলের রান মাত্র ৫০। এই অবস্থাই যে-কোনো টেস্ট-সিরিজের গোড়ায় উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু কানহাই আর স্মিথ যেভাবে তারপর চমকপ্রদভাবে খেলে ৬৮ রান যোগ করলেন, তা স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে কেবল তাঁদের জেদি, একরোখা ও সপ্রতিভ ব্যাটিং-এর জন্য, তারপর থেকে কেবল সুভাষ গুপ্তেই একমাত্র ও অবিস্মরণীয়; একটানা প্রায় ৩৩ ওভার বল করলেন তিনি; তার মধ্যে ন-ওভার মেডেন; শুধু তাই নয়। তাঁর গুগলিতে ঠ'কে গেলেন বুচার ও অ্যাটকিনসন; তাঁর লেগ স্পিনে, ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে হার মানলেন আলেকজাণ্ডার, আর রামাধীন তাঁকে হাঁকাতে গিয়ে খোয়ালেন তাঁর উইকেট। তবু বলতেই হয় যে গোড়াতেই রামচাঁদ যদি স্মিথকে লুফতে গিয়ে না ফশকাতেন, তবে ওয়েস্ট-ইনডিজের দশা আরো কোনঠাশা হ'তো। স্মিথ যে তার ৬৩ রানের মধ্যে নানারকম রোমাঞ্চকর মার হাঁকিয়েছিলেন, তা নয়—একবার এমনকি গুপ্তেকেও লং-অনে ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। আর কানহাই ছিলেন সারক্ষণই একরোখা, উদ্ধত ও অদম্য।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

জে. কে. হোল্ট	ক. তামানে	ব. রামচাঁদ	১৬
কনরাড হাণ্ট	ক. গার্ড	ব. রামচাঁদ	০
গ্যারি সোবার্স		ক. ও ব. গার্ড	২৫
রোহন কানহাই	লেগ-বিফোর	ব. হার্দিকার	৬৬
কোলি স্মিথ	ক. রামচাঁদ	ব. নাদকার্নি	৬৩
ব্যাসিল বুচার	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	২৮
* † গেরি আলেকজাণ্ডার	স্টা. তামানে	ব. গুপ্তে	৫
এরিক অ্যাটকিনসন		ব. গুপ্তে	১
সোনি রামাধীন	ক. নাদকার্নি	ব. গুপ্তে	৯
ওয়েস হল	অপরাজিত		১২
রয় গিলক্রিস্ট		ব. নাদকার্নি	১
অতিরিক্ত (নো বল ১)			১
			২২৭

পতন : ২ (হাণ্ট) ; ৩৬ (হোল্ট) ; ৫০ (সোবার্স) ; ১১৮ (কানহাই) ; ১৭২ (স্মিথ) ; ২০০ (আলেকজাণ্ডার) ; ২০২ (অ্যাটকিনসন) ; ২০৬ (বুচার) ; ২২৬ (রামাধীন) ; ২২৭ (গিলক্রিস্ট)।

গার্ড	১৫	৭	১৯	১
রামচাঁদ	১২	২	৩১	২
উমরিগড়	৩	০	১২	০
গুপ্তে	৩৩	৯	৮৬	৪
বোরদে	১০	১	২৯	০
নাদকার্নি	২১'১	৭	৪০	২
হার্দিকার	৭	৫	৯	১

যদি প্রথম দিনে ভারতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে, তবে, বলতেই হয়, দ্বিতীয় দিন ছিলো ওয়েস্ট-ইনডিজের সম্পূর্ণ দখলে। ভারত কেবল যে ১৫২ রানে সবাই আউট, তা নয়, শেষ উইকেট পড়েছিলো দিনের খেলা শেষ হবার মাত্র তিন মিনিট আগে : অর্থাৎ ভারত যে সারাদিন আত্মরক্ষাতেই ব্যস্ত ছিলো তা নয়, উমরিগড়ের নেতৃত্বে এমনকি ব্যাট করছিলো অতীব মন্থর গতিতে।

গিলক্রিস্ট পেলেন ৩৯ রানে চার উইকেটে, আর হল ৩৫ রানে তিন। আর এই তথ্য থেকেই ভারতীয় ব্যাটিং-এর পুরো পরিচয় পাওয়া যাবে। অথচ বলতেই হয় এঁরা দু'জনে মিলে বল করেছিলেন মাত্র ৩৭'২ ওভার। এঁরা যে কেবল নিখুঁত নিশানায় সজোরে বল ক'রেই খেলাটাকে ওয়েস্ট-ইনডিজের কুক্ষিগত করেছিলেন, তা নয়—স্লিপে দাঁড়িয়ে যদি তরুণ সোবার্স চমকপ্রদ-ভাবে ক্যাচগুলি না-লুফতেন, তাহ'লে হল-গিলক্রিস্টের দুর্ধর্ষ বলেও কিছু হ'তো না, খেলা জেতায় আসলে ক্যাচ। আর কীভাবে স্লিপে ক্যাচ লুফতে হয়, তার চমকপ্রদ নিদর্শন, বারবেডোজের এই তরুণ খেলোয়াড়।

তাছাড়া, হল-গিলক্রিস্টের মতো দ্রুত বল করেন, এমন কাউকে খেলে ভারতীয় খেলোয়াড়রা অভ্যস্ত নয়—এই কথাটাও ভোলবার নয়। শুধু তাই নয় ; এই দলে তখন অনেকেই ছিলেন, যাঁরা কেবল ভয় পেয়েই উইকেট খুইয়েছিলেন। (এর পুনরাবৃত্তি দেখা যাবে পরবর্তী ইংলণ্ড সফরেও!) উমরিগড় (এই টেস্টে তিনি ছিলেন অধিনায়ক) করেছিলেন ৫৫, কিন্তু তাঁর দুর্বলতা ও ভয় দর্শকদের কারুই অগোচর ছিলো না। এই উমরিগড়ই ট্রুম্যানের

ভয়ে উইকেট ছেড়ে স্কোয়ার লেগে দাঁড়িয়েছিলেন, এ-কথা ভোলা চলবে না। কেবল রামচাঁদ করেছিলেন অকুতোভয় ৪৮ রান। বিশেষত ৪০ রানে চার উইকেট প'ড়ে যাবার পর উমরিগড়ের সঙ্গে জোট বেঁধে রামচাঁদ যোগ করেছিলেন ৮০ রান। আশ্চর্য এই যে, গিলক্রিস্টের বলে উইকেট খোয়াবার আগে উমরিগড় ব্যাট করেছিলেন সবসুদ্ধ ২৩০ মিনিট, আর হাঁকিয়েছিলেন মাত্র ছ-টি বাউণ্ডারি। রামচাঁদ, সাহসী রামচাঁদ, আউট হয়েছিলেন আলেকজাণ্ডারের চমকপ্রদ ক্যাচ লোফায়—আলকজাণ্ডার ক্যাচ লুফেছিলেন দু-বার ডিগবাজী খেয়ে।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়		ব. হল	১৮
নরিম্যান কণ্ট্র্যাকটর	ক. অ্যাটকিনসন	ব. হল	০
* পলি উমরিগড়		ব. গিলক্রিস্ট	৫৫
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. সোবার্স	ব. হল	০
রঘুনাথ নাদকার্নি		ব. অ্যাটকিনসন	২
জি. এস. রামচাঁদ	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. অ্যাটকিনসন	৪৮
মনোহর হার্দিকার	লেগ-বিফোর	ব. গিলক্রিস্ট	০
চান্দু বোরদে	রান-আউট		৭
† নরেন তামানে	অপরাজিত		৯
গুলাম গার্ড		ব. গিলক্রিস্ট	৪
সুভাষ গুপ্তে	ক. সোবার্স	ব. গিলক্রিস্ট	১
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ৫)			৮
			১৫২

পতন : ০ (কণ্ট্র্যাকটর); ৩৭ (পঙ্কজ রায়); ৩৭ (মঞ্জরেকার); ৪০ নাদকার্নি; ১২০ (উমরিগড়); ১২০ (হার্দিকার); ১৩২ (বোরদে); ১৩৮ (রামচাঁদ); ১৪৮ (গার্ড); ১৫২ (গুপ্তে)।

গিলক্রিস্ট	২৩.২	৮	৩৯	৪
হল	১৪	৪	৩৫	৩
অ্যাটকিনসন	১৯	১০	২১	২

রামাধীন	৯	০	৩০	০
সোবার্স	৩	০	১৯	০

প্রথম দফায় মাত্র ২২৭ রান ক'রে ওয়েস্ট-ইনডিজ যখন আউট হ'য়ে গিয়েছিলো, তখন কেউ ভাবেনি যে তারা ৭৫ রানে এগিয়ে থাকতে পারবে। এ-প্রায় প'ড়ে পাওয়া রান। কিন্তু আবারও তাদের সূচনা হ'লো নৈরাশ্যজনক। কানহাইসুদ্ধ প্রথম তিনটি উইকেট যখন প'ড়ে গেলো, তখন ওয়েস্ট-ইনডিজের রান মাত্র ৭০—হরে-দরে সে-রান অবশ্য ১৪৫, কিন্তু তবু বলতেই হয়, দ্বিতীয় দফায় সোবার্স ও কোলি স্মিথ যখন জুটি হয়েছিলেন, তখন ভারতীয় আক্রমণে চাপ ছিলো, উৎসাহ ছিলো, আর ওয়েস্ট-ইনডিজ ছিলো কিঞ্চিৎ কোনঠাশা। কিন্তু সোবার্স ও স্মিথ আক্রমণের উত্তরে পালটা আক্রমণ করলেন, চতুর্থ উইকেটে যোগ হ'লো রোমাঞ্চকর ১১৯ রান। ক্যারিবিয়নের ঝাঁঝালো নীল রোদের তাঁত ছিলো তাঁদের ব্যাট করার ভঙ্গিতে। জোরালো, অথচ অনায়াস ছিলো মারগুলি—সবই যে কেতাব মানা, তা নয়, সঙ্গে ছিলো সংরচিত মার—তাঁদেরই স্বকপোল-কল্পিত, সংরক্ত ও রগরগে মারগুলো বোলারদের হতাশ ক'রে দিচ্ছিলো। অথচ গুপ্তে যখন কানহাইয়ের উইকেট পেয়েছিলেন, তখন ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়াম উত্তেজনায় মুখর হ'য়ে উঠেছিলো। পঙ্কজ রায় যখন ডিপ-স্কোয়ার লেগে চমৎকার ভাবে ক্যাচটি লুফে নিয়েছিলেন, তখন তারা আবার এই প্রবল ওয়েস্ট-ইনডিজকে দেখেছিলো কোনঠাশা, আর কানহাইয়ের উইকেট নিয়ে গুপ্তে টেস্ট খেলায় শততম উইকেট অর্জন করেছিলেন। কিন্তু, গুপ্তে বাঁহাতি ব্যাটসম্যানদের সামনে স্বস্তি পান না—আর সোবার্স তখন প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা ভুলতে বদ্ধপরিকর—আর স্মিথও কখনোই রক্ষণমূলক খেলতে অভ্যস্ত নন। অতএব গুপ্তের উপরেই চোট পড়লো বেশি। অবশেষে পঙ্কজ রায় ও সুভাষ গুপ্তে স্মিথ জুটিকে বিদায় করলেন বটে, কিন্তু ততক্ষণে ওয়েস্ট-ইনডিজের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। দিনের খেলা যখন শেষ হ'লো ওয়েস্ট-ইনডিজ তখন চার উইকেটে ২৫৩ ; সোবার্স অপরাজিত ৯৫, আর বুচার ৪১ রান ক'রেও হার মানেননি। দিনের খেলা শেষ হবার আগেই সোবার্স আর বুচার—দু'জনেরই পেশিতে টান লেগেছিলো, ফলে দু'জনেই 'রানার' নিয়ে খেলছিলেন, বিশ্বক্রিকেটে ও-দৃশ্যের বোধহয় আর-কোনো সমান্তর নেই। গিলক্রিস্ট পরে তাঁর স্মৃতিকথায় এই প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে মন্তব্য করেছেন যে তৎসত্ত্বেও সোবার্স ও বুচার এমনভাবে ভারতীয় আক্রমণ ছিন্নভিন্ন ক'রে

দিয়েছিলেন যে ভারতীয়দের নিশ্চয়ই মনে হচ্ছিলো একসঙ্গে চারজনে তখন আট হাতে ব্যাট করছেন। গিলক্রিস্টের মন্তব্যের ভিতরকার অহমিকা ও দম্ভকে আজ ভালো না-লাগতে পারে, তাঁর কথার সারবত্তাটুকু অনুধাবন করতে দেরি হয় না। পরদিন সোবার্স-বুচার জুটি আরো ৭০ রান যোগ করবার পর চার উইকেটে ৩২৩ রানে আলেকজাণ্ডার ওয়েস্ট-ইনডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে দিলেন। সোবার্স ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবে রইলেন ১৪২ অপরাজিত। একটি ছক্কা ও আটটি চার সহযোগে অর্জিত এই ১৪২ রানে তারুণ্যের উপচীয়মান সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হচ্ছিলো। বিশেষত তাঁর অন ড্রাইভ ছিলো বিশেষ জোরালো। বুচারও অপরাজিত ৬৪ রান করেছিলেন নিখুঁত খেলে—ব্যাট করেছিলেন আহত অবস্থায়, কিন্তু তবু তাঁর মারগুলোর মধ্যে ছিলো যথেষ্ট সৌষ্ঠব আর বলিষ্ঠতা।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

কনরাড হাণ্ট	ক. নাদকার্নি	ব. গার্ড	১০
জে. কে. হোল্ট	ক. হার্দিকার	ব. গার্ড	২৪
গ্যারি সোবার্স	অপরাজিত		১৪২
রোহন কানহাই	ক. পঙ্কজ রায়	ব. গুপ্তে	২২
কোলি স্মিথ	ক. পঙ্কজ রায়	ব. গুপ্তে	৫৮
ব্যাসিল বুচার	অপরাজিত		৬৪
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৩)			৩
		চার-উইকেটে ঘোষিত	৩২৩

পতন : ২৭ (হাণ্ট); ৩৭ (হোল্ট); ৭০ (কানহাই); ১৮৯ (স্মিথ)।

গার্ড	১৭	২	৬৯	২
রামচাঁদ	১০	৩	২২	০
উমরিগড়	৯	০	২২	০
গুপ্তে	৩৫	৪	১১১	২
বোরদে	১৬	৩	৩১	০
নাদকার্নি	১৫	৩	২৯	০
হার্দিকার	১০	২	৩৬	০

৫৭০ মিনিটে ভারতকে ৩৯৯ রান করতে আহ্বান ক'রে আলেকজাণ্ডার তাঁর পরিহাস বোধের পরিচয় দিলেন। শেষ ইনিংসে খেলায় সবচেয়ে বেশি রান করতে আহ্বান করা হ'লো ভারতকে—ব্যাপারটাকে এভাবে বর্ণনা না ক'রে অবশ্য অন্যভাবেও উপস্থাপিত করা যায়—৫৭০ মিনিট হল-গিলক্রিস্টের বলের বিরুদ্ধে ভারত টিকে থাকতে পারে কি না, সেটাই ছিলো আলেকজাণ্ডারের দ্রষ্টব্য। পিচ অবশ্য ব্যাটসম্যানদের অনুকূল, কিন্তু প্রথম ইনিংসের ও-রকম ব্যর্থতার পর এবার ভারত কতক্ষণ যুঝতে পারবে? বিশেষ ক'রে ইনিংসের সূচনাতেই কনট্র্যাকটর যখন হঠাৎ রান আউট হ'য়ে গেলেন, তখন ভারত পরাজয় এড়াতে পারবে কি না, সেটাই সবচেয়ে আলোচ্য হ'য়ে উঠলো।

এখানে উল্লেখ করা জরুরি, পুরো সিরিজটা গিলক্রিস্ট-হলের খাটো লেংথের ঠোকা বলে আতঙ্ক জাগানো। বাম্পারের উত্তরে বাম্পার নিক্ষেপ করার ক্ষমতা যদি ভারতের থাকতো, তা হ'লে খেলার ধারাটাই অন্য রকম হ'য়ে যেতো—হল-গিলক্রিস্ট ওভাবে ঠুকে ঠুকে বল করতেন কি না, সন্দেহ। প্রায় সাইট-স্ক্রিনের কাছ থেকে দৌড়ে এসে খাটো লেংথে বল নিক্ষেপ ও আতঙ্কিত ব্যাটসম্যানদের আত্মরক্ষার চেষ্টা—এটাই ছিলো ভারতীয় ইনিংসের চেহারা। ফলে ভারত যথেষ্ট রান তোলবার আগেই পঁচাত্তর ওভার বল হ'য়ে যেতো এবং গিলক্রিস্ট ও হল পুনর্বার নতুন বল হাতে পেতেন। উপরন্তু ছিলো গিলক্রিস্টের অশোভন ও অশালীন আচরণ, যে-কারণে দ্বিতীয় টেস্টে তাঁকে খেলতে দেয়া হবে না। এবং ভারত সফর শেষে তাঁকে পাকিস্তানে না নিয়ে গিয়ে দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হবে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের গিলক্রিস্ট যেন শত্রুজ্ঞান করতেন—তাঁর আত্মজীবনীতেও এ-কথা পাওয়া যাবে। কেননা ভারতেই তাঁর উত্থান—এবং পতন।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার বিচার করতে হবে। এই কথাগুলো মনে রাখলে পরেই বোঝা যাবে দ্বিতীয় ইনিংসে কী অসামান্য মনোবল ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন পঙ্কজ রায়—কীভাবে তাঁর অসাধারণ ব্যাটিং দান্তের নরক থেকে ভারতীয় দলকে উদ্ধার ক'রে এনেছিলো। দলে তখন আস্থার কোনো চিহ্ন ছিলো না, কিন্তু দৃঢ়তার প্রতিমূর্তি পঙ্কজ রায় দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে হল-গিলক্রিস্টের যাবতীয় বাম্পার ঠেকিয়েছিলেন। 'পাঁকে পড়লেই পঙ্কজ'—এই প্রবচন মিথ্যেমিথ্যে তৈরি হয়নি। 'রায়ই রুখবেন'—আর সত্যিই সূচনা থেকেই পঙ্কজ রায়ের ব্যাট সমগ্র ভারতীয় ইনিংসের ঢাল হ'য়ে উঠেছিলো।

সেই জন্যেই চতুর্থ দিনের খেলা যখন শেষ হ'লো, ভারত তখন দু-উইকেটে ১১৭, আর পঙ্কজ রায় আছেন অপরাজিত ৫৪। উমরিগড় কিছুক্ষণ ঠেকাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গিলক্রিস্টের বল তাঁকে প্রথম ইনিংসের মতোই তীব্র গতিতে পরাস্ত করেছিলো। এই ইনিংসেই টেস্টে ব্যক্তিগত দু-হাজার রান অর্জন করেছিলেন উমরিগড় ; টেস্টক্রিকেটে তাঁর আবির্ভাব ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট-ইনডিজেরই বিরুদ্ধে, ফলে ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধেই টেস্টে তাঁর ব্যক্তিগত দু-হাজার রান পেরিয়ে যাওয়া একদিক থেকে খুব মানিয়েছিলো।

পঞ্চম দিন সকালে নতুন উদ্যমে আক্রমণ শুরু করেছিলেন গিলক্রিস্ট ও হল—বাম্পার ছিলো অগুনতি, কখনও-কখনও মাটিতে না প'ড়েই সোজা ব্যাটস-ম্যানকে লক্ষ্য ক'রেও বল ছুটে গিয়েছে; কিন্তু তারই মধ্যে পঙ্কজ রায়, মঞ্জরেকার, রামচাঁদ ও হার্দিকার গভীর অভিনিবেশ ও অবিস্মরণীয় দৃঢ়তার দ্বারা ভারতকে হার থেকে বাঁচালেন। পঙ্কজ রায়ের খেলার কোনো তুলনা হয় না। সবশুদ্ধ, ৪৪৪ মিনিট ঐ ঝড়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন পঙ্কজ রায়, ব্যাটটি ক্রমশ বড়ো হ'তে-হ'তে উইকেটের চেয়েও চওড়া হ'য়ে গিয়েছিলো, আর তারই মধ্যে তিনি উপার্জন করেছিলেন শিল্পিতায় ভরা ৯০ রান—বহু সেঞ্চুরির চেয়েও যা মূল্যবান। বাকি দশ রান তাঁর প্রাপ্য ছিলো—হলের বলে মুহূর্তের জন্য তাঁর প্রতিরোধ ভেঙে না গেলে বীরের সম্মান পেতেন তিনি, যেভাবে এগিয়ে-পেছিয়ে—পেছিয়েই বেশি—তিনি ও-ইনিংসে খেলেছিলেন, তা আদর্শ হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য।

এরই মধ্যে একবার মাটিতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সোবার্সের বল আটকাতে গিয়ে আলেকজাণ্ডারকে আহত হ'য়ে চ'লে যেতে হ'লো—তারপর থেকে উইকেট রক্ষা করেছিলেন রোহন কানহাই।

৪৪৪ মিনিট খেলে পঙ্কজ রায় হঠাৎ আউট হ'য়ে যেতেই ভারতের পরাজয়ের আশঙ্কা আবার প্রবল হ'য়ে উঠেছিলো—তখনও খেলা শেষ হ'তে দু-ঘণ্টা বাকি, আর ঐ দু-ঘণ্টায় বাকি পাঁচ উইকেট প'ড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সে-সময় রামচাঁদের জুটি হলেন নবাগত হার্দিকার—অসমাপ্ত ষষ্ঠ উইকেটে ১২৬ মিনিটে তাঁরা যোগ করেছিলেন ৮৫ রান, কিন্তু রানের চেয়েও বেশি—তাঁরা এই ঝড়কে আটকে ছিলেন। এটা ঠিক যে রামচাঁদ অনবরত ভাগ্যকে নিয়ে খেলা করেছেন, কিন্তু ঐ বিপজ্জনক অবস্থাতেও উলটে আক্রমণ করতে তিনি ছাড়েননি। এটাই তাঁর খেলার বৈশিষ্ট্য—নিজের সীমা তিনি জানেন—তিনি জানেন তিনি পঙ্কজ রায় বা মঞ্জরেকার নন, কিন্তু তাঁর ব্যাটিং-এর সমস্ত দুর্বলতাকে ছাপিয়ে যায় তাঁর

সাহস। হার্দিকার ছিলেন দৃঢ়তায় অনমনীয়, তাঁর ব্যাট করার ভঙ্গিও শাস্ত্রসম্মত। আর খেলা যখন শেষ হ'লো তখন রামচাঁদ-হার্দিকার জুটি যে অপরাজিত আছেন, তা নয়; ভারতের রান দাঁড়িয়েছে পাঁচ উইকেটে ২৮৯, প্রথম ইনিংসের শোচনীয় ব্যর্থতার পর ভারতের পক্ষে যে রান তোলা কখনও সম্ভবপর ব'লে মনে হয়নি।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়		ক. ও ব. হল	৯০
নরি কনট্র্যাকটর	রান-আউট		৬
† পলি উমরিগড়		ব. গিলক্রিস্ট	৩৬
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. কানহাই	ব. গিলক্রিস্ট	২৩
রঘুনাথ নাদকার্নি	ক. কানহাই	ব. অ্যাটকিনসন	৭
জি. এস. রামচাঁদ	অপরাজিত		৬৭
মনোহর হার্দিকার	অপরাজিত		৩২
অতিরিক্ত (বাই ১৯, লেগ-বাই ২, নো-বল ৭)			২৮
		পাঁচ উইকেটে	২৮৯

পতন : ২৭ (কনট্র্যাকটর) ; ৮৮ (উমরিগড়) ; ১৩৬ (মঞ্জরেকার) ; ১৫৯ (নাদকার্নি) ; ২০৪ (পঙ্কজ রায়)।

গিলক্রিস্ট	৪১	১৩	৭৫	২
হল	৩০	১০	৭২	১
অ্যাটকিনসন	২৯	১১	৫৬	১
রামাধীন	১১	৪	২০	০
স্মিথ	১৮	৪	৩০	০
সোবার্স	৩	০	৮	০

দ্বিতীয় টেস্ট : কানপুর

ডিসেম্বর ১২, ১৩, ১৪, ১৬ ও ১৭, ১৯৫৮

কানপুর টেস্টের আগে গুলাম আমেদ সেরে উঠলেন, অতএব স্থগিত দায়িত্ব এবার তাঁর উপরে এসেই বর্তালো। এমন নয় যে গুলাম আমেদের নেতৃত্বের জন্য ভারতীয় দলের খেলায় বা দৃষ্টিকোণে বিশেষ বদল ঘটেছিলো—বম্বাইয়ের

মতো এ-টেস্টও অমীমাংসিত হ'লে ফলাফল অনেক যুক্তিযুক্ত হ'তো। কিন্তু ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে, শেষ দিনে লাঞ্চের পর, হল প্রেরণার বশবর্তী হ'য়ে বল করেছিলেন—এবং তাঁর সেই দুর্দান্ত বলের সামনে এক ঘণ্টায় ভারতীয় ব্যাটিং তাশের ঘরের মতো ধ্ব'সে পড়েছিলো। অথচ লাঞ্চের সময় ভারতের রান ছিলো দু-উইকেটে ১২৮—তখনও পর্যন্ত ভাবী বিপর্যয়ের কোনো আভাসই ছিলো না। ওয়েস্ট-ইনডিজ ২০৩ রানে জিতে কেবল যে হলের দ্রুত বলের বিজয়বার্তাই ঘোষণা করলে, তা নয়—ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাসকেও প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেলো।

গুলাম আমেদ ছাড়া দলে ঢুকলেন সুয়িং বোলার বসন্ত রঞ্জানে—গুলাম গার্ডের জায়গায়। পরে, পুরো সিরিজের খেলা শেষ হবার পর, জানা গিয়েছিলো ভারতীয় সুয়িং বোলারদের মধ্যে একমাত্র রঞ্জানেই ওয়েস্ট-ইনডিজের সম্ভ্রমের উদ্রেক করেছিলেন, আর সেইজন্যেই তাঁরা টেস্টের আগে থেকেই সুপরিকল্পিত ভাবে তাঁকে ঠেঙাবার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে মনে হয় রঞ্জানের বল মোটেই কাজের নয়। ক্রিকেটে এ-রকম কৌশল ও চাতুরী সব সময়েই খাটানো হয়। বসন্ত রঞ্জানেও ঐ কানপুর টেস্টে ছাড়া আর-কোনো টেস্টে স্থান পাবেন না—এবং ওয়েস্ট-ইনডিজের ধাপ্পায় ভারতীয় নির্বাচকেরা ভুলে যাবেন। এমনকি ও-টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁকে দিয়ে বলই করানো হবে না—নতুন বলে আক্রমণ রচনার দায়িত্ব বর্তাবে উমরিগড়ের উপর।

ওয়েস্ট-ইনডিজ দলে বদল হ'লো তিনটি: এরিক অ্যাটকিনসন, সোনি রামাধীন ও রয় গিলক্রিস্টের জায়গায় দলে এলেন জো সলোমন, ল্যান্স গিবস ও জাসউইক টেলর। পরে জানা যাবে গিলক্রিস্টকে ও-টেস্টে তাঁর অভদ্রতা ও অশালীনতার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিশেবে বাদ দেয়া হয়েছিলো। গিলক্রিস্টের অনুপস্থিতিতে ওয়েস্ট-ইনডিজের আক্রমণের ধার অনেকটা ক'মে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু সলোমনের আবির্ভাব দলের মাঝারি পর্যায়ের ব্যাটিংকে আরো সুদৃঢ় ক'রে তুললো। জব্বলপুরে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে অর্জিত চমৎকার ৫৪ রানের জন্য তিনি দলে স্থান পেয়েছিলেন। ল্যান্স গিবসের আবির্ভাব দলের স্পিনবলের চাতুরী ও কুটিলতাকে অনেক বর্ধিত করেছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর বলে কোনো উইকেট পড়েনি—তিনি শুধু মাপা লেংথে বল ক'রে রান আটকে রেখেছিলেন।

ভারতীয়দের কাছে কানপুরের স্মৃতি মোটেই সুখের ছিলো না। এখানেই

১৯৫১ সালে নাইজেল হাওয়ার্ডের নড়বোড়ে ইংলণ্ড দল মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে ভারতকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দিয়েছিলো। তৃণহীন সেই উইকেটের মালিরা জানিয়েছিলেন যে উইকেট এমনকি পাঁচ দিনের বেশিও টিকবে, কিন্তু সেখানে প্রথম বল থেকেই ধুলো উড়েছিলো আর বল ঘুরেছিলো। এবার সেই জায়গায় বিছানো ছিলো পাটের মাদুর, আর আশা ছিলো যে উইকেটে স্পিন নেবে। উইকেট যদি সাড়া দেয়, তাহলে ভারতীয়দেরই জয়ের সম্ভাবনা বেশি।

কিন্তু প্রথম ধাক্কা এলো যখন ভারত টসে হারলো। অর্থাৎ ভারতকে ব্যাট করতে হবে শেষ ইনিংসে। পরে অবশ্য—স্পিনে নয়, দ্রুত বলেই—ভারত কাৎ হ'য়ে যাবে। তবু বম্বাইয়ের মতোই কানপুরেও যখন একদিনের মধ্যে ওয়েস্ট-ইনডিজকে মাত্র ২২২ রানে নামিয়ে দিয়ে কোনো উইকেট না-খুইয়ে ভারত ২৪ রান তুলে নিয়েছিলো, তখন ভারতীয় শিবিরে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হয়েছিলো। প্রথম দিনে ওয়েস্ট-ইনডিজের ইনিংস ফুঁড়ে বেরিয়েছিলেন স্নুভাষ গুপ্তে—মাখনের মধ্যে ছুরির মতো। শুধু তাই নয়, রৌদ্রজ্বলা প্রথম দিনের খেলায়, ব্যাটসম্যানদের অনুকূল মাদুরপাতা উইকেটে ৩৪.৩ ওভারে ১০২ রান দিয়ে ন-উইকেট পেয়ে আবার তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে তিনিই তখন জগতের সেরা লেগব্রেক ও গুগলি বোলার। ১৯৫৬ সালে জিম লেকার তাঁর অফস্পিনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ধুলোওড়া ভাঙন ধরা উইকেটে ১০ ও ৯ উইকেট নিয়েছিলেন, কিন্তু গুপ্তেকে বল করতে হয়েছিলো নির্দয় উইকেটে, পিচ তাঁকে কোনো ভাবে সাহায্য করেনি। পর-পর সাতটি উইকেট নিয়েছিলেন গুপ্তে; অষ্টম উইকেটটি ছিলো নাছোড়বান্দা গিবসের—সেটি দখল করেছিলেন রঞ্জানে।

অথচ ওয়েস্ট-ইনডিজের গোড়াপত্তন কিন্তু মোটেই মন্দ হয়নি। প্রথম উইকেটে হোল্ট আর হান্ট সাবলীল ভঙ্গিতে ব্যাট ক'রে ৫৫ রান তুলেছিলেন—তারপরেই হান্ট গুপ্তেকে ঠেলে সরাতে গেলেন, মিউ-অনে সহজেই লুফে নিলেন বোরদে। দলের রান যখন ৬৩, তখন সোবার্স একটি খাটো লেংথের লেগব্রেকে—তাঁর অফব্রেক—সজোরে হাঁকড়ালেন, কিন্তু হার্দিকার অবলীলাক্রমে কঠিন ক্যাচটি লুফে নিলেন। তারপর থেকেই ওয়েস্ট-ইনডিজ গুপ্তের বলে জুজু দেখতে লাগলো। কানহাই ফিরে গেলেন শূন্য রানে, বুচার করলেন মাত্র ২, স্মিথ ধরা পড়লেন ২০ ক'রে, হোল্ট ৩১ রানে লেগ-বিফোর। ৮৮ রানে ওয়েস্ট-ইনডিজের ছ-উইকেট প'ড়ে গেলো। কিন্তু সেই অবস্থায় অধিনায়ক আলেকজাণ্ডার মরিয়া ভঙ্গিতে বেপরোয়াভাবে উলটে আক্রমণ

করলেন—আর সলোমন ও গিবস উইকেট আগলে রেখে তাঁকে সহায়তা ক'রে গেলেন। তাঁর আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা আরেকটু টিকে গেলেই গুপ্তের লেংথ ও নিশানা নষ্ট হ'য়ে যেতো। আলেকজাণ্ডারের এই ৭০ রান দলের হৃত মনোবল ফিরিয়ে দিয়েছিলো। তাঁর দৃষ্টান্ত দেখেই দ্বিতীয় ইনিংসে সবাই সবেগে গুপ্তেকে আক্রমণ করেছিলেন—বিশেষত সোবার্স গুপ্তেকে যেভাবে হাঁকিয়েছিলেন, তাতে গুপ্তেকে শামলে উঠতে বিস্তর বেগ পেতে হয়েছিলো। সেদিক থেকে আলেকজাণ্ডারের এই ৭০ রান জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো ব'লেই মূল্যবান।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

জে. কে. হোল্ট	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	৩১
কনরাড হান্ট	ক. বোরদে	ব. গুপ্তে	২৯
গ্যারি সোবার্স	ক. হার্দিকার	ব. গুপ্তে	৪
রোহন কানহাই	হিট-উইকেট	ব. গুপ্তে	০
কোলি স্মিথ		ক.ও ব. গুপ্তে	২০
ব্যাসিল বুচার		ব. গুপ্তে	২
জো সলোমন	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	৪৫
*† গেরি আলেকজাণ্ডার	ক. হার্দিকার	ব. গুপ্তে	৭০
ল্যান্স গিবস		ব. রঞ্জানে	১৬
ওয়েস হল	ক. তামানে	ব. গুপ্তে	০
জাসউইক টেলর	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ২, নো-বল ২)			৫
			২২২

পতন : ৫৫ (হান্ট); ৬৩ (সোবার্স); ৬৫ (কানহাই); ৭৪ (হোল্ট); ৭৬ (বুচার); ৮৮ (স্মিথ); ১৮৮ (সলোমন); ২২০ (গিবস); ২২২ (আলেকজাণ্ডার); ২২২ (হল)।

রঞ্জানে	১৮	৬	৩৫	১
রামচাঁদ	১০	৩	২২	০
গুপ্তে	৩৪·৩	১১	১০২	৯

গুলাম আমেদ	১০	৩	২৯	০
বোরদে	১৩	৪	২৯	০

প্রথম দিন বিকেলবেলায় অল্প সময়টুকুর মধ্যে পঙ্কজ রায় ও কনট্র্যাকটর ২৪ রান তুলে অপরাজিত ছিলেন। পরের দিন সকালবেলাতেও তাঁরা এমন আস্থার সঙ্গে খেলছিলেন যে ভাবী বিপর্যয়ের আভাস মাত্র পাওয়া যায়নি। জুটির রান পেরিয়ে গেলো ৫০, তারপর ৭৫, তারপর ৯০, ক্রমে লাঞ্চ এগিয়ে এলো কাছে। পঙ্কজ রায়ের ব্যাট করার ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছিলো অপরিসীম আস্থা, ছিলো শৈলী ও আভিজাত্য; আর ন্যাটা কনট্র্যাকটরের মুচমুচে মারগুলিতে অল্প আয়াসে বেশি ফল পাওয়া যাচ্ছিলো—ছিমছাম সপ্রতিভ সম্ভ্রম জাগানো তাঁর ব্যাট করার ভঙ্গি। কিন্তু লাঞ্চের ঠিক আগে, জুটির রান যখন ৯৩, কনট্র্যাকটর সোবার্সের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন। আমপায়ারের এ-সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক, কারণ কনট্র্যাকটরের ব্যাটে লেগেছিলো বল, তারপর প্যাডে। লাঞ্চের পরে পঙ্কজ রায়ও সোবার্সের বলে লেগ-বিফোর।

কিন্তু উমরিগড় আর মঞ্জরেকার নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রতিরোধ মিশিয়ে ওয়েস্ট-ইনডিজের আক্রমণ ঠেকালেন—চায়ের সময় ভারতের রান দু-উইকেটে ১৮২; কিন্তু রানের চেয়েও বড়ো কথা—ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যাট করার ভঙ্গিতে ছিলো স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মবিশ্বাস। তবু চায়ের পরে ৯০ মিনিটে যোগ হ'লো মাত্র ২৭ রান, আর উইকেট পড়লো তিনটে—এবং তিনটি উইকেটই পেলেন হল। এই পর্যায়ে মাত্র ১ রান দিয়ে হল পেলেন উমরিগড়, রামচাঁদ ও বোরদেকে, আর তারপরেই হলের বীমার এসে লাগলো হার্দিকারের মাথায়। ভূমিশায়ী হার্দিকার অবশ্য কিঞ্চিৎ শুশ্রূষার পর উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু দলের অবস্থা তখন সঙিন ও কোনঠাশা, মাঠের আবহাওয়া চকিত ও বিদ্যুৎগর্ভ। আহত হার্দিকার কিন্তু দৃঢ়তা দেখালেন—মঞ্জরেকারের সঙ্গে বাকি সময়টা তিনি উইকেট আগলে কাটিয়ে দিলেন, ভারতের রান পাঁচ উইকেটে ২০৯।

কে ভেবেছিলো আর মাত্র ১৩ রানের মধ্যে ঝুপঝুপ ক'রে বাকি পাঁচটা উইকেট প'ড়ে যাবে? ওর মধ্যে হল পেলেন আরো তিনটে উইকেটে, টেলর দুটো। প্রথম দফায় দু-দলেরই রান সমান—২২২। ফলে সমস্ত অভিনিবেশ গিয়ে পড়লো দ্বিতীয় ইনিংসের উপর; আর দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনাতেই হৈ-হৈ কাণ্ড!

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	লেগ-বিফোর	ব. সোবার্স	৪৬
নরি কনট্র্যাকটর	লেগ-বিফোর	ব. সোবার্স	৪১
পলি উমরিগড়	ক. হোল্ট	ব. হল	৫৭
বিজয় মঞ্জরেকার	লেগ-বিফোর	ব. টেলর	৩০
বোরদে	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. হল	০
জি. এস. রামচাঁদ	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. হল	৪
মনোহর হার্দিকার		ব. হল	১৩
† নরেন তামানে	ক. হোল্ট	ব. হল	০
বসন্ত রঞ্জানে		ব. টেলর	৩
* গুলাম আমেদ	অপরাজিত		০
সুভাষ গুপ্তে		ব. হল	০
অতিরিক্ত (নো-বল ১৭, লেগ-বাই ১১)			২৮
			২২২

পতন : ৯৩ (কনট্র্যাকটর); ১১৮ (পঙ্কজ রায়); ১৮২ (উমরিগড়); ১৮৪ (বোরদে); ১৯১ (রামচাঁদ); ২১০ (মঞ্জরেকার); ২১১ (তামানে); ২২২ (রঞ্জানে); ২২২ (হার্দিকার); ২২২ (গুপ্তে)।

হল	২৮·৪	৪	৫০	৬
টেলর	১৮	৭	৩৮	২
গিবস	২১	৮	২৮	০
সোবার্স	২৪	৪	৬২	২
স্মিথ	৮	১	১৪	০
সলোমন	২	১	২	০

প্রথম দফার খেলায় কোনো দলই এগিয়ে নেই, টেস্টখেলায় এ-ঘটনা দুর্লভ। ভারত পর-পর তিনটে উইকেট খুইয়েছিলো দুশো বাইশে ; হয়তো এই ঘটনাতেই ভবিষ্যতের ব্রিসবেন টেস্টের ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিলো। কিন্তু এটা ভারতের পক্ষে প্রায় অন্ধ কুসংস্কারের স্‌চনা করেছিলো—পর-পর তেইশটি টেস্টে ভারত এমনকি প্রথম দফাতেও ওয়েস্ট-ইনডিজের রান পেরুতে পারেনি, তাকে হারানো তো দূরের কথা।

কিন্তু কানপুর টেস্টের তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট-ইনডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনাতেই হুলুস্থুল। উমরিগড়ের বলে হান্ট আর রামচাঁদের বলে হোল্ট যখন আউট হ'য়ে গেলেন, তখন ওয়েস্ট-ইনডিজ দু-উইকেটে ০। প্রথম দফায় রান সমান সমান, স্কোরবোর্ডে কোনো রান নেই—অথচ দু-উইকেট প'ড়ে গিয়েছে, দর্শকরা অধীর ও উত্তেজিত—আর সেই শোরগোলের মধ্যে কানহাইয়ের ব্যাট থেকে পর-পর বেরিয়ে এলো স্কোয়ারকাট ও কভারড্রাইভ—দুটি অবিস্মরণীয় মার। আর ঐ দুটি বৈদ্যুতিক চারেই যেন মেঘ কেটে গেলো।

'যেন'—কারণ অল্পক্ষণের মধ্যেই সোবার্স ও কানহাই দু'জনেই একাধিক ক্যাচ দিয়ে অব্যাহতি পেলেন—এবং পুরো খেলাটা ভারতের দখল থেকে বেরিয়ে গেলো। আরো আশ্চর্য, এ-অবস্থায় একবারও বসন্ত রঞ্জানেকে বল করতে ডাকা হ'লো না; যেখানে সকালবেলায় হল ও টেলর তুলকালাম কাজ করেছেন, ভারতীয় ইনিংস নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন, যেখানে এমনকি রামচাঁদ ও উমরিগড়ের বলে উইকেট পড়েছে এবং সোবার্স ও কানহাই ক্যাচ তুলে পার পেয়ে গেছেন, সেখানে ভারতীয় দলের একমাত্র সুয়িং বোলারটিকে একবারও বল করতে দেয়া হ'লো না। হয়তো এই অদ্ভুত কাণ্ড চোখেই পড়তো না যদি সোবার্স ও কানহাই যে সুযোগগুলি দিয়েছিলেন, সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা যেতো। কিন্তু প্রাথমিক বিচ্যুতিগুলোর পর ওয়েস্ট-ইনডিজের এই উদীয়মান প্রতিভারা এমনভাবে খেলতে লাগলেন যে মনেই হ'লো না এঁদের কোনোক্রমে আউট করা যাবে। তবু, ওয়েস্ট-ইনডিজের রান যখন ৭৩, তখন গুপ্তের বলে কানহাই তামানের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন, আর তার দশ রান পরেই স্মিথ রান-আউট। আরেকটি উইকেট পড়লেই ওয়েস্ট-ইনডিজকে কেবল টিকে থাকার জন্য লড়াই করতে হ'তো। কিন্তু সোবার্স সেসময় স্থির করলেন গুপ্তেকে আর সম্মান করা মানে পরাজয় মেনে নেয়া—অতএব তিনি এক মরিয়া, বেপরোয়া, এস্পার-ওস্পার করা ইনিংস খেলতে আরম্ভ করলেন। অপর প্রান্তে বুচার প্রাণপণে ঝাঁটা চালাচ্ছেন, আর নয়তো পা বাড়িয়ে প্রায় শুয়ে প'ড়ে ঠেকাচ্ছেন ঘোরানো বলগুলি, এমন সময়ে, যখন বুচার মাত্র ১৬ করেছেন, আবারও তামানে গুপ্তের বলে ক্যাচ ফশকালেন। এটা যেন শেষ সংকেত—এরপর সোবার্স উইকেটের চারপাশে তুবড়ি ছোটালেন; চায়ের বিরাতির সময় ওয়েস্ট্-ইনডিজের রান চার উইকেটে ১৬০। বিরতির পর, আর ৩৭ রান যোগ হবার পর অবশেষে বুচার প্রস্থান করলেন। সেদিন-কার খেলা যখন শেষ হ'লো, ওয়েস্ট-ইনডিজ পাঁচ উইকেটে ২৬১, সোবার্স

অপরাজিত ১৩৬, আর সলোমন ১৩ ক'রে টিকে আছেন। চায়ের পরে ৯০ মিনিটে যোগ হয়েছে ১০১ রান, বলাই বাহুল্য তার সিংহভাগ সোবার্সের।

চতুর্থ দিন সকালে যখন সাত উইকেটে ৪৪৩ রান উঠলো, আলেকজাণ্ডার ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। ১৯৮ রান ক'রে অপ্রত্যাশিত ভাবে রান-আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন সোবার্স—সবশুদ্ধ উইকেটে ছিলেন ৩৪০ মিনিট, বাউণ্ডারি হাঁকিয়েছিলেন ২৮টি, ষষ্ঠ উইকেটে সলোমনের সঙ্গে যোগ করেছিলেন ১৬৩। তারপর সলোমন ও আলেকজাণ্ডার যোগ করেছেন আরো ৮৩ রান, শেষটায় ৮৬ রান ক'রে সলোমনও রান-আউট হ'য়ে যাওয়ায় আলেকজাণ্ডার ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে দিলেন—নিজে রইলেন অপরাজিত ৪৫। অথচ আগের দিনে সোবার্স, কানহাই ও বুচারের সুযোগগুলি যথাসময় 'হস্তগত' করলে পুরো খেলাটাই হ'তো অন্য রকম।

তার বদলে এখন ওয়েস্ট-ইনডিজই পুরো খেলা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো, ভারতকে বলা হ'লো খেলার শেষ ইনিংসে আট ঘণ্টায় ৪৪৪ রান তুলতে। সে-অবস্থায় জয়ের চেষ্টা করার প্রশ্নই ওঠে না, খেলার শেষ ইনিংসে চারশোর উপর রান ক'রে একবারই জিতেছিলো ব্র্যাডম্যানের অস্ট্রেলিয়া—ব্র্যাডম্যান একাই সে-খেলায় একদিনে তিনশো রান তুলেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় দলে ব্র্যাডম্যানও নেই, সেই মনের জোরও নেই—অতএব খেলা অমীমাংসিত রাখাই যথেষ্ট বাহাদুরি। এই কথা মনে রেখেই ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নেমেছিলেন পঙ্কজ রায় ও কনট্র্যাকটর।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

কনরাড হাণ্ট		ক. ও ব. উমরিগড়	০
জে. কে. হোল্ট	ক. বোরদে	ব. রামচাঁদ	০
গ্যারি সোবার্স	রান-আউট		১৯৮
রোহন কানহাই	ক. তামানে	ব. গুপ্তে	৪১
কোলি স্মিথ	রান-আউট		৭
ব্যাসিল বুচার	ক. তামানে	ব. রামচাঁদ	৬০
জো সলোমন	রান-আউট		৮৬
*† গেরি আলেকজাণ্ডার	অপরাজিত		৪৫
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৬)			৬
		সাত উইকেট ঘোষিত	৪৪৩

পতন : ০ (হাণ্ট); ০ (হোল্ট); ১৩ (কানহাই); ৮৩ (স্মিথ); ১৯৭ (বুচার); ৩৬০ (সোবার্স); ৪৪৩ (সলোমন)।

রামচাঁদ	৪০	৬	১১৪	২
উমরিগড়	২৮	৪	৯৬	১
গুপ্তে	২৩	২	১২১	১
গুলাম আমেদ	৩০	৮	৮১	০
বোরদে	৫	০	১৫	০
হার্দিকার	১	০	১০	০

খেলা অমীমাংসিত রাখাটাই যথেষ্ট—এ-কথা মনে রেখেই পঙ্কজ রায় ও কনট্র্যাকটর ঠুক-ঠুক ক'রে ব্যাট করতে লাগলেন। তাড়াহুড়োর কোনো চেষ্টাই করলেন না, কেননা তার কোনো মানে হ'তো না। সেদিনকার বাকি সময়টুকু—অর্থাৎ ১৫০ মিনিট-ব্যাট ক'রে তাঁরা রান তুললেন মাত্র ৭৬। দু'জনেরই ব্যাট করার ভঙ্গি নিখুঁত, রক্ষণাত্মক ব্যাটিং-এর আদর্শ ব'লে গণ্য হ'তে পারে। কিন্তু রক্ষণমূলক না খেলে তাঁদের কোনো উপায়ও ছিলো না। বোরদে ও হার্দিকার নতুন ঢুকেছেন দলে, আর তামানে, রঞ্জানে, গুলাম আমেদ বা গুপ্তের কাছ থেকে কোনো রান আশা করারই মানে হয় না। অতএব তাঁদের উপর দায়িত্ব আরো বেশি।

পঞ্চম দিন সকালেও যখন তাঁরা সাবলীল ভঙ্গিতে আবার ওয়েস্ট-ইনডিজের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হ'লেন, তখন সবাই ভেবেছিলো এ-টেস্টও বুঝি বম্বাই টেস্টের মতো অমীমাংসিত থেকে যাবে। দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ, আর মধ্যে মধ্যে সুঠাম সুন্দর একেকটি মার—এই দিয়েই রায় আর কনট্র্যাকটরের ইনিংস গ'ড়ে উঠেছিলো। কিন্তু জুটির রান যখন ৯৯, তখন জাসউইক টেলরের একটি হঠাৎ মোচড় খাওয়া বলে কনট্র্যাকটরের মিডল স্ট্যাম্প উড়ে গেলো। তারও চেয়ে অপ্রত্যাশিত আউট হ'লেন পঙ্কজ রায়—যখন কভার থেকে কানহাইয়ের এক ঝটকায় ফেরৎ পাঠানো বল তাঁর উইকেট ভেঙে ফেলে তাঁকে রান-আউট ক'রে দিলে।

এই দুই অঘটনে যে সন্ত্রাস জেগেছিলো, উমরিগড় ও মঞ্জরেকারের প্রতিরোধে তা কেটে গেলো; লাঞ্চের সময় ভারতের রান দু-উইকেটে ১২৮, খেলা শেষ হ'তে বাকি মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা, আর উমরিগড় ও মঞ্জরেকার

ব্যাট করছেন অবলীলাক্রমে, পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। কিন্তু লাঞ্চের পরেই ঘটলো তুলকালাম ব্যাপার—ওয়েস হলের তীব্র ও উদ্দীপ্ত বোলিং-এর সামনে ভারত দাঁড়াতে পারলো না—২০৩ রানে জয়লাভ ক'রে ওয়েস্ট-ইনডিজ তাদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করলে।

বিপর্যয়ের শুরু আবারও রান-আউট দিয়ে। এবং এই রান-আউটের জন্যও দায়ী উমরিগড়। অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে উমরিগড় ও মঞ্জরেকার যুগপৎ আত্মরক্ষা ও আক্রমণ করছিলেন—সোবার্স আর গিবসের বলে আস্তে আস্তে রান উঠছিলো। কিন্তু আবার ৪ রান নেবার সময় ভুল বোঝাবুঝির ফলে মঞ্জরেকার রান-আউট হ'য়ে গেলেন, আবারও কানহাই-এর চমকপ্রদ টিপ, উইকেট ভেঙে দিয়েছিলো—দলের রান তখন ১৭৩। মঞ্জরেকার বিশেষত আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে খেলেছিলেন—তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা ইনিংস ব'লে এটা গণ্য হ'তে পারে। সহজ আয়াসহীন ভঙ্গি, লঘু চরণ, সময় জ্ঞান, আর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ইনিংসটি থেকে হীরকদ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো। অতএব তাঁর অপ্রত্যাশিত বিদায়ে যে-ধাক্কা লাগলো, আলেকজাণ্ডার তক্ষুণি তার সুযোগ নিলেন। নতুন বল নিয়ে তিনি মনস্তাত্বিক চাপ দিলেন। এবং হল অবিলম্বে তাঁর ব্যক্তিত্বের শীলমোহর ক'রে দিলেন খেলায়। উমরিগড়কে তিনি বাধ্য করলেন ভুল করতে এবং কোলি স্মিথ কোনোই ভুল করলেন না। তারপরেই শুরু হ'লো ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের শোকযাত্রা—এবং চায়ের পরেই গোরস্থানে পৌঁছে যাওয়া গেলো। হল পেলেন ৭৬ রানে পাঁচ উইকেট, প্রথম দফায় পেয়েছিলেন ৫০ রানে ছ-উইকেট। সোবার্স যেমন ব্যাটিংএ, হলও তেমনি বোলিংএ বারবেডোজ তথা ওয়েস্ট-ইনডিজের বিজয়বার্তা ঘোষণা করলেন। মাঝে মাঝে বল ঠুকে দিয়েছেন তিনি, কখনো-কখনো গুড লেংথ থেকেও বল লাফিয়েছে—কিন্তু তাই ব'লে এটা ভাবলে ভুল করা হবে যে তাঁর বাম্পারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো ব্যাটসম্যান। আসলে 'বাম্পার' ফাস্টবোলারেরই তূণের একটি বাণ; যখন ভারতের ছিলেন অমর সিং ও মহম্মদ নিসার, তখন ভারতও বাম্পারের উত্তরে বাম্পার দিতে পারতো। হলের বল আসলে এটাই প্রমাণ করলে যে যুদ্ধোত্তর ভারতীয় ক্রিকেটে দ্রুত বলের সম্মুখীন হবার মতো খেলোয়াড় খুব একটা নেই। তাঁদের দোষও নেই—অনভ্যস্ত ব্যাটসম্যানদের কেবল টেস্টেই বিদেশী ফাস্টবোলারদের সম্মুখীন হ'তে হ'লে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। টেস্টে ইনিংস শুরু করতে নেমে

অনেক শূন্য করেছেন বটে পঙ্কজ রায়, তবু পঙ্কজ রায়ই হয়তো দ্রুত বলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভালো খেলতে পারেন। অফস্টাম্পের বাইরের বলের সঙ্গে তাঁর গভীর প্রণয়—এই নালিশ সত্য, কিন্তু তবু তাঁর সাহস, দৃঢ়তা এবং খেলার ভঙ্গির তারিফ না ক'রে উপায় নেই। অন্তত বিজয় মার্চেন্টের এই অভিমতের বিরুদ্ধতা করার মতো সংগতি অন্য কোনো ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আমরা দেখিনি—কেবল কনট্র্যাকটর ও মঞ্জরেকার অন্য ধাতুতে গড়া।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

নরি কনট্র্যাকটর		ব. টেলর	৫০
পঙ্কজ রায়	রান-আউট		৪৫
পলি উমরিগড়	ক. স্মিথ	ব. হল	৩৪
বিজয় মঞ্জরেকার	রান-আউট		৩১
বোরদে	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. টেলর	১৩
জি. এস. রামচাঁদ		ব. হল	০
মনোহর হার্দিকার		ব. হল	১১
† নরেন তামানে	ক. সলোমন	ব. হল	২০
বসন্ত রঞ্জানে		ব. টেলর	১২
* গুলাম আমেদ		ব. হল	০
সুভাষ গুপ্তে	অপরাজিত		৮
অতিরিক্ত (নো-বল ১১, লেগ-বাই ১, বাই ৪)			১৬
			২৪০

পতন : ৯৯ (কনট্র্যাকটর) ; ১০৭ (পঙ্কজ রায়) ; ১৭৩ (মঞ্জরেকার) ; ১৭৮ (উমরিগড়) ; ১৮২ (রামচাঁদ) ; ১৯৪ (বোরদে) ; ২০৪ (হার্দিকার) ; ২২৭ (তামানে) ; ২২৭ (গুলাম আমেদ) ; ২৪০ (রঞ্জানে)।

হল	৩২	১২	৭৬	৫
টেলর	৩০·১	১১	৬৮	৩
গিবস	৯	৪	৩৩	০
সোবার্স	২১	১০	২৯	০
স্মিথ	৬	০	১২	০
সলোমন	৩	২	৬	০

তৃতীয় টেস্ট : কলকাতা

ডিসেম্বর ৩১, ১৯৫৮ ও জানুয়ারী ১, ৩, ৪, ১৯৫৯

কলকাতায় নববর্ষ টেস্ট শেষ হ'লো চারদিনে—ভারত ইনিংস ও ৩৩৬ রানে পরাজিত। নতুন বছরের শুভারম্ভ, বলতেই হয়! দুই ইনিংসেই ভারতীয় ব্যাটিংকে নিয়ে ছিনিমিনি খেললেন হল ও গিলক্রিস্ট। অথচ দৃঢ় ব্যাটিং উইকেট, মসৃণ ও সবুজ আউটফিল্ড আর রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনগুলি এই বিপর্যয়ের কোনো ইঙ্গিতই দেয়নি। বিশেষ ক'রে ওয়েস্ট-ইনডিজ যখন টসে জিতে পাঁচ উইকেটে ৬১৪ রান তুলেছিলো, তখন এটাই মনে হয়েছিলো এই ব্যাটিং উইকেটে অত রান না-ই তুলুক, ভারতের পক্ষে খেলা বাঁচানো অসম্ভব হবে না। অন্তত উইকেট কোনো অপ্রত্যাশিত অসদাচরণ করেনি—উইকেটে বলের ব্যবহার দেখে সেই বিপর্যয়ের কোনো ইঙ্গিতই পাওয়া যায়নি। অথচ পুরো সিরিজের মধ্যে কলকাতাতেই সবচেয়ে শোচনীয়ভাবে ব্যাট করেছিলো ভারত। একটা কারণ অবশ্য অনুসন্ধান না- করেই পাওয়া যায়। ওয়েস্ট-ইনডিজ তখন সাফল্যের শীর্ষে, আর সফলতার চেয়ে, বড়ো মদিরা বড়ো উদ্দীপক আর কী আছে? কলকাতায় আসার আগে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় ও বিহার রাজ্যপালের একাদশ নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন হল ও গিলক্রিস্ট ; ভারতীয় শিবিরে হতাশ ও অনাস্থা। হল-গিলক্রিস্ট বল যা করেছেন, করেছেন—কিন্তু ঢাক পেটানো হয়েছে আরো বেশি। তাছাড়া কানপুরের পরাজয়ের ফলে ভারতীয় দলেও সূচিত হয়েছে চারটি পরিবর্তন—হার্দিকার (জখম), বোরদে, রামচাঁদ ও রঞ্জানের জায়গায় দলে ঢুকেছেন ঘোর-পাড়ে, রামনাথ কেনি (এটাই তাঁর প্রথম টেস্ট—নাকি অগ্নিপরীক্ষা ?) দাত্তু ফাড়কার ও সুরেন্দ্রনাথ (তাঁরও এটা প্রথম টেস্ট)। পক্ষান্তরে টেলর ও গিবসের জায়গায় পুনর্বার ওয়েস্ট-ইনডিজ দলে অধিষ্ঠিত হয়েছেন গিলক্রিস্ট ও রামাধীন—ফলে কানপুরের চেয়েও শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে তাদের দল, অনেক বেশি সামঞ্জস্যভরা সংহতিময়।

উপর্যুপরি তৃতীয়বার টসে জিতে আলেকজাণ্ডার যখন হাণ্ট ও হোল্টকে ব্যাট করতে পাঠালেন এবং সুরেন্দ্রনাথের ইনসুয়িঙ্গারে সূচনাতেই হোল্ট যখন ব্যাকওয়ার্ড শর্টলেগে কনট্র্যাকটরের হস্তগত হলেন, তখন মনে হয়েছিলো এবারও বুঝি আগেকার টেস্ট দুটির মতো প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট-ইনডিজকে অল্প রানেই নামিয়ে দেয়া যাবে। পরক্ষণেই হাণ্টকে ফশকালেন তামানে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও

হাণ্ট বেশিক্ষণ টিকলেন না। ফাড়কার আর সুরিন্দরনাথ তখন যেভাবে হাওয়ায় বলকে মোচড় খাওয়াচ্ছেন, তাতে আশান্বিত হবার সত্যি কারণ ছিলো। কিন্তু ফাড়কার-সুরেন্দ্রনাথ তো নয়ই, পরে গুপ্তে বা গুলাম আমেদও খেলায় এতটুকু দাগ কাটতে পারলেন না—তার কারণ অবশ্য তাঁদের দোষ নয়, ও-খেলায় কানহাই, এবং পরে বুচার, সোবার্স ও সলোমন—যে অনবদ্য নৈপুণ্য ও শিল্পিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে যে-কোনো আক্রমণকেই তাঁরা হতাশ, উদ্দেশ্যভ্রষ্ট ও খাটো ক'রে দিতে পারতেন।

কানহাইয়ের ব্যাট যেন মন্ত্রঃপূত হ'য়ে উঠেছিলো : যেভাবে পেছিয়ে গিয়ে তিনি কাট, পুল, হুক ও ড্রাইভ সহযোগে অনর্গল রান তুলছিলেন, তা ছিলো যুগপৎ রমণীয় ও রোমাঞ্চকর, সংরক্ত ও বিস্ময়কর, তারুণ্যদৃপ্ত ও মহীয়ান। ৮০ মিনিটের মধ্যেই দশটি চার সহযোগে ৫০ রান তুলেছিলেন তিনি, তাঁর সেঞ্চুরি হয়েছিলো ১৩২ মিনিটে ১৯টি বাউণ্ডারি সহযোগে, তাঁর দুশো উঠেছিলো চৌত্রিশটি বাউণ্ডারি সমেত ২৮৬ মিনিটে। সবশুদ্ধ ৩৯০ মিনিট ছিলেন তিনি উইকেটে, বাউণ্ডারি হাঁকিয়েছিলেন ৪২টি—এবং এটা যে টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি, তা নয়—আজও কেউ ভারতের বিরুদ্ধে কোনো টেস্ট ইনিংসে অত রান তুলতে পারেননি। এ-রকম ঘটেছিল সোবার্সের বেলাতেও, জ্যামেকার কিংসটনে, স্যাবিনা পার্কে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সোবার্স হাঁকিয়েছিলেন অপরাজিত ৩৬৫, টেস্টে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্বরেকর্ড এবং তাঁরও সেটাই ছিলো প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি।

কানহাই কিছুক্ষণ উইকেটে থাকলেই যা-যা হয়, সব তালিকামাফিক ছিলো এই ইনিংসে—একেবারে স্টাম্পের উপর থেকে বলকে হঠাৎ শেষ মুহূর্তে ঘুরিয়ে দেয়া, প'ড়ে যেতে-যেতে বলকে স্কোয়ারলেগ দিয়ে হাঁকানো, পরাবর্তন শেষ করতে গিয়ে হঠাৎ প'ড়ে যাওয়া—ইত্যাদি যাবতীয় বিশিষ্টতা দিয়ে ভরা ছিলো তাঁর ২৫৬ রান, আর আগাগোড়া এই ঘোষণা ছিলো তিনি এক এবং অদ্বিতীয়—তাঁর কোনো সমান্তর বিশ্বক্রিকেটে নেই। এমন অনেক মার ছিলো, যার নজির ক্রিকেট শাস্ত্রের কোথাও নেই। এমন অনেক ভঙ্গিতে ব্যাট হাঁকানো হচ্ছিলো, যা সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত, স্বতোৎসারিত ও প্রাণবেগে উপচীয়মান—যা এমনকি স্বয়ং কানহাইও হয়তো দ্বিতীয়বার আর তাঁর তূণ থেকে বার করতে পারবেন না। আর তাঁর সব মারের মধ্যেই ছিলো খুশি আর প্রাণের সাড়া—যা এমনকি বিধ্বস্ত বোলারদের মধ্যেও সংক্রমিত হ'য়ে যাচ্ছিলো। অথচ এরই সঙ্গে

মেশানো ছিলো দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ—এম. সি. সি.-র ক্রিকেট শেখানোর বইতে যার ছবি আদর্শ হিশেবে মুদ্রিত হ'তে পারতো। ব্যাটিং-এর মৌলিক সত্যগুলি তাঁর খেলায় অপ্রমাণ হয়নি—বলের লাইনে যাওয়া, মারের সময় মাথা নিচু, চোখ বলের শেলাইতে ন্যস্ত ক'রে রাখা—কিছুতেই ভুল হচ্ছিলো না। অথচ তিনি পুরোনো পুথিকেই বেদবাক্য ব'লে মানেননি, তাঁর ছিলো সত্তরচিত মারের বিস্তার ও কৃতিত্ব—তাঁর অনেক মার ছিলো, যা বর্ণনা করা যায় এই ব'লে: প্রতিভাবানের খামখেয়াল। ছন্দ জানলেই ভাঙা যায় ছন্দ, জ্যামিতির সত্য জানলেই রেখার ভাঙচুর করা সম্ভব, রাগে-রাগিনীতে সাধনালব্ধ অধিকার জন্মালেই হঠাৎ ভাবা তানের উল্লাসে ফেটে পড়া যায়। কানহাই-এর এই খেলা সেই সাধনারই পরিণাম। তাঁর পাশে বুচারের নিরেট সেঞ্চুরি কিংবা সোবার্সের তৃতীয় শতরান মলিন প্রতিভাত হচ্ছিলো। কেবল কোলি স্মিথের ব্যাটের ফুর্তি উল্লাসে পাওয়া যাচ্ছিলো কানহাইয়ের প্রোজ্জ্বল প্রদর্শনীর প্রতিচ্ছবি। বুচার বা সোবার্সের খেলায় বোলারদের কোনো আশা ছিলো না—কিন্তু কানহাইয়ের খেলায় প্রতি বলেই বোলারদের আশা ছিলো। তৎসত্ত্বেও ক্রমেই উধাও হ'লো ফাড়কারের শক্তি ও সুইং (এটাই তাঁর শেষ টেস্ট); যে-গুপ্তের বল ডাইনির মতো ভয় দেখিয়ে এসেছিলো গত দু-টেস্টে, তা যেন মধ্য যুগের কুয়াশা থেকে অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হ'লো বিংশ শতাব্দীর দিবালোকে; গুলাম আমেদ আঙুলে চোট খেয়ে মাঠ পরিত্যাগ করলেন। হাণ্ট ও বুচার গোড়ায় যে-সব ক্যাচ দিয়েছিলেন, সেগুলো লুফে নিতে পারলে হয়তো ভারতীয় বোলিং-এর মনোবল এমনভাবে বিধ্বস্ত হ'তো না। কিন্তু পাঠক লক্ষ্য করবেন এই বাক্যের 'হয়তো' কি-রকম রুগ্ন ও দুর্বল।

নববর্ষের দিন অপরাহ্ণে আলেকজাণ্ডার যখন পাঁচ উইকেটে ৬১৪ রানে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন, তখন ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত ভারতীয় দল প্রায় যেন হেরেই ব'সে আছে। উপরন্তু রয়েছে হল ও গিলক্রিস্টের একটানা গোলাবর্ষণ। ফলে সেদিনকার খেলা যখন শেষ হ'লো প্যাভিলিয়ন তখন গিলে খেয়েছে রায় ও কনট্র্যাকটরকে—ভারতের রান দু-উইকেটে ২৯।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

জে. কে. হোল্ট	ক. কনট্র্যাকটর	ব. সুরেন্দ্রনাথ	৫
কনরাড হান্ট	ক. সুরেন্দ্রনাথ	ব. গুপ্তে	২৩
রোহন কানহাই	ক. উমরিগড়	ব. সুরেন্দ্রনাথ	২৫৬
কোলি স্মিথ		ব. উমরিগড়	৩৪
ব্যাসিল বুচার	লেগ-বিফোর	ব. গুলাম আমেদ	১০৩
গ্যারি সোবার্স	অপরাজিত		১০৬
জো সলোমন	অপরাজিত		৬৯
*† গেরি আলেকজাণ্ডার	ব্যাট করেননি		—
সোনি রামাধীন	ব্যাট করেননি		—
রয় গিলক্রিস্ট	ব্যাট করেননি		—
ওয়েস হল	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ১৩, নো-বল ১)			১৮
		পাঁচ উইকেটে ঘোষিত	৬১৪

পতন : ১৩ (হোল্ট) ; ৭৩ (হান্ট) ; ১৮০ (স্মিথ) ; ৩৯৭ (বুচার) ; ৪৫৪ (কানহাই)।

ফাড়কার	৪৩	৬	১৭৩	০
সুরেন্দ্রনাথ	৪৬	৮	১৬৮	২
গুপ্তে	৩৯	৮	১১৯	১
গুলাম আমেদ	১৬.১	১	৫২	১
উমরিগড়	১৬	১	৬২	১
ঘোরপাড়ে	২	০	২২	০

নববর্ষের দিন অপরাহ্ণেই রায় ও কনট্র্যাটকর মাত্র ২৬ রানের মধ্যে বিদায় নিয়েছিলেন। তৃতীয় দিনে অবস্থা হ'লো আরো শোচনীয় ; কারণ মাত্র ১২৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৪ রানে হারিয়েছিলো পাঁচটি উইকেট—দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে রান উঠেছিলো পাঁচ উইকেটে ৬৯। ওয়েস্ট-ইনডিজের ঐ দীপ্ত মহিমার পাশে এই ব্যাট করার ভঙ্গি প্রায় কাঙালের মতো। হল আর গিলক্রিস্ট একের পর এক উইকেট পেয়েছেন— শু উমরিগড় প্রথম দফায় তাঁদের ঠেকাবার চেষ্টা করেছিলেন, শেষ

পর্যন্ত তিনি ছিলেন অপরাজিত ৪৪। স্লিপে সোবার্সের ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্য, আলেকজাণ্ডারের দুঃসাহসী উইকেট রক্ষণ এবং হল ও গিলক্রিস্টের অফুরান প্রাণশক্তির সাক্ষী স্বরূপ অনর্গল দ্রুত বল—এর পাশে ভারতীয় দল অত্যন্ত দীন মূর্তিতে দেখা দিলে। বিশেষত আলেকজাণ্ডার যেভাবে ঝাঁপ খেয়ে কেনিকে লুফেছিলেন আর সোবার্স যেভাবে তামানেকে, তাতে বোঝা গিয়েছিলো যে এইদল সত্যি বিজয়ীর সম্মান দাবি করতে পারে।

চতুর্থ দিন সকালে লাঞ্চের ১৬ মিনিট আগে ইনিংস ও ৩৩৬ রানে আলেকজাণ্ডারের দল জয়লাভ করলে। মাত্র ১৫৪ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে গিয়েছিলো। ৪৪ রানে যখন পাঁচ উইকেট পড়েছিলো, তখন অবশ্য কল্পনাও করা যায়নি ভারত অত রান তুলতে পারবে। বিজয় মঞ্জরেকার আহত অবস্থায় যেভাবে সেদিন খেলেছিলেন, একমাত্র তাই ছিলো সমস্ত লজ্জার মধ্যে পরম সান্ত্বনা। আর দাত্তু ফাড়কার তাঁকে দীর্ঘ সময় জোট বেঁধে সুযোগ দিয়ে গিয়েছিলেন। ফাড়কারের এই শেষ টেস্ট ইনিংস তাঁর মনোবল ও সাহসের সাক্ষী। কিন্তু মঞ্জরেকারের নৈপুণ্য আর দৃঢ়তা, ফাড়কারের জেদ আর সাহস অন্যদের মধ্যে যদি কিঞ্চিন্মাত্র দেখা যেতো, তাহ'লে ফলাফল এমন শোচনীয় হ'তো না। মঞ্জরেকার করেছিলেন অপরাজিত ৫৮ রান—অনেক সেঞ্চুরির চেয়েও গৌরবময়। লারয়ুড ও ভোসের বলের বিরুদ্ধে ১৯৩২-এর অস্ট্রেলিয়া এ-রকম জেদি একরোখা দুঃসাহসী নৈপুণ্য দেখালে 'বডিলাইন' সফরের ইতিহাসও হয়তো অন্যভাবে লেখা হ'তো। পঙ্কজ রায় ও কনট্র্যাকটর এ-টেস্টে রান করতে পারেননি—আর তাতেই সব ভেস্তে গেলো। এতে আবারও প্রমাণ হ'লো ভারতীয় দলে রায়-কনট্র্যাকটরের মূল্য কতখানি।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	ক. সলোমন	ব. গিলক্রিস্ট	১১
নরি কনট্র্যাকটর	লেগ-বিফোর	ব. রামাধীন	৪
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. গিলক্রিস্ট	৭
রামনাথ কেনি	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. হল	১৬
পলি উমরিগড়	অপরাজিত		৪৪
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. হল	০
দাত্তু ফাড়কার	ক. সোবার্স	ব. গিলক্রিস্ট	৩

T নরেন তামানে	ক. সোবার্স	ব. হল	০
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ	রান-আউট		৮
* গুলাম আমেদ	লেগ-বিফোর	ব. সোবার্স	৪
সুভাষ গুপ্তে		ব. রামাধীন	১২
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৮, নো-বল ৪, ওয়াইড ১)			১৫
			১২৪

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. হল	০
নরি কনট্র্যাকটর		ব. গিলক্রিস্ট	৬
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে		ব. সোবার্স	১৬
রামনাথ কেনি		ব. হল	০
পলি উমরিগড়	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. হল	২
বিজয় মঞ্জরেকার	অপরাজিত		৫৮
দাত্তু ফাড়কার		ব. গিলক্রিস্ট	৩৫
† নরেন তামানে		ব. গিলক্রিস্ট	০
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. গিলক্রিস্ট	৩
* গুলাম আমেদ		ব. গিলক্রিস্ট	০
সুভাষ গুপ্তে		ব. গিলক্রিস্ট	১৫
অতিরিক্ত (বাই ৩, নো-বল ১৬)			১৯
			১৫৪

পতন : প্রথম দফা—২৪ (পঙ্কজ রায়) ; ২৬ (কনট্র্যাকটর) ; ৫২ (ঘোরপাড়ে) ; ৫২ (কেনি) ; ৫২ (মঞ্জরেকার) ; ৫৭ (ফাড়কার) ; ৫৮ (তামানে) ; ৮৯ (সুরিন্দরনাথ) ; ৯৯ (গুলাম আমেদ) ; ১২৪ (গুপ্তে)। দ্বিতীয় দফা—৫ (পঙ্কজ রায়) ; ৭ (কনট্র্যাকটর) ; ১০ (কেনি) ; ১৭ (উমরিগড়) ; ৪৪ (ঘোরপাড়ে) ; ১১৫ (ফাড়কার) ; ১৩১ (সুরিন্দরনাথ) ; ১৩১ (তামানে) ; ১৩১ (গুলাম আমেদ) ; ১৫৪ (গুপ্তে)।

গিলক্রিস্ট	২৫	১৩	১৮	৩	২১	৭	৫৫	৬
হল	১৫	৬	৩১	৩	১৮	৩	৫৫	৩

রামাধীন	১৬·৫	৮	২৭	২	৮	৩	১৪	০
স্মিথ	২	১	১	০	—	—	—	—
সোবার্স	৬	০	৩২	১	২	০	১১	১

চতুর্থ টেস্ট : মাদ্রাজ

জানুয়ারি ২১, ২২, ২৪, ২৫ ও ২৬, ১৯৫৯

ক্রিকেটে অপ্রত্যাশিতের অবকাশ অনেক, তবু তৃতীয় টেস্টের পরেই ওয়েস্ট-ইনডিজ, নিশ্চিত জেনে গেলো যে 'রাবার' তাদের হস্তগত : একটি টেস্ট অমীমাংসিত ও দুটিতে পরাক্রান্ত জয়, উপরন্তু এই জ্ঞান যে ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা প্রায় কেউই নির্ভরযোগ্যরূপে দ্রুত বলের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন না। তবু চতুর্থ টেস্ট শেষ হবার আগে সরকারিভাবে জয়োল্লাস প্রকাশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কাজেই তারা মাদ্রাজে চতুর্থ টেস্টে একফোঁটাও চাপ কমালে না। পক্ষান্তরে ভারতীয় দলের মনোবল তখন সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ। নানা বিরূপ সমালোচনা ও বিষোদ্গার সহ্য ক'রেও গুলাম আমেদ ভেবেছিলেন অন্তত এই সিরিজটি তিনি শেষ পর্যন্ত খেলবেন, কিন্তু চতুর্থ টেস্টের আগের দিন, ২০ জানুয়ারী তিনি ভারতীয় দলের নেতৃত্ব প্রত্যাখান করলেন—শুধু যে অধিনায়কের পদেই ইস্তফাপত্র দাখিল করলেন, তা নয়, এটাও তিনি ঘোষণা করলেন যে টেস্ট ক্রিকেট থেকে এবার তিনি অবসর গ্রহণ করতে চান। নানা দলাদলির ফলে অবস্থা এতই জটিল হ'য়ে উঠেছিলো যে এ-ভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে স'রে দাঁড়ানো ছাড়া তাঁর সামনে আর কোনো রাস্তা ছিলো না। নানা সুতো টানাটানির পর নেতৃত্ব অর্পণ করা হ'লো উমরিগড়ের উপর—কিন্তু উমরিগড় অধিনায়ক হ'য়েই দাবি করলেন যে সেনা-দলের ঊনবিংশ বর্ষীয় যুবা অরুণ সেনগুপ্তকে তিনি দলে চান, এবং অফস্পিনার জাশু প্যাটেলকে দল থেকে বাদ দিয়ে করতে হবে দ্বাদশব্যক্তি—এবং কর্তৃপক্ষ এই দাবি মান্য না-করলে তিনি নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করবেন, তবে নির্বাচিত হ'লে খেলতে তাঁর আপত্তি থাকবে না। কিন্তু বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত রতিলাল প্যাটেল জাশু প্যাটেলকে দলে ঢোকাবার জন্য ধনুর্ভঙ্গ পণ ক'রে ব'সে আছেন ; সুতরাং তিনি উমরিগড়ের ইস্তফাপত্র গ্রহণ ক'রে বিনু মানকড়কে অধিনায়ক নির্বাচিত করলেন। মানকড় অবশ্য অধিনায়ক হ'য়েই জাশু প্যাটেলের বদলে অরুণ সেনগুক্তকে দলে চাইলেন। এবার বাধ্য হ'য়ে সেনগুপ্তকে দলে ঢোকানো

হ'লো, কিন্তু সেটা আগে করলে গুলাম আমেদকেও ইস্তফা দিতে হ'তো না, উমরিগড়কেও পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে হ'তো না—এবং সেনগুপ্তকেও অহেতুক ও অনিচ্ছুকভাবে এত বিতর্ক ও দলাদলির কারণ হ'তে হ'তো না। জীবনের প্রথম টেস্টের আগের রাতেই কোনো খেলোয়াড়কে নিয়ে এভাবে টানা-হেঁচড়া করা হ'লে তাঁর কাছ থেকে ভালো খেলা আশা করে চলে না—এমমাত্র গল্পের বইতেই এ-রকম অবস্থায় বীর নায়ক দুশো-তিনশো রান হাঁকান। উমরিগড় বা মানকড় সেনগুপ্তকে দলে চাচ্ছিলেন এই জন্য যে আহত মঞ্জরেকারের বদলে ব্যাটসম্যানকেই দলে অন্তর্ভূ'ত করা উচিত—অতিরিক্ত কোনো বোলার দিয়ে কী হবে, বিশেষত যেখানে ব্যাটসম্যানরাই বার-বার বিপর্যস্ত হচ্ছেন, সেখানে আবার ইচ্ছে ক'রে অহেতুক ব্যাটিং শক্তি খর্ব করার কোনো মানে হয় না। মানকড় ও সেনগুপ্ত ছাড়া দলে এলেন উইকেটরক্ষক জোশি আর কৃপাল সিং—এবং চান্দু বোরদে পুনর্বার টেস্টে প্রত্যাবর্তন করলেন। ওয়েস্ট-ইনডিজ পক্ষান্তরে কেবলমাত্র রামাধীনের বদলে এরিক অ্যাটকিনসনকে দলে নিলে।

টসে জিতলেন আবার আলেকজাণ্ডার। মানকড় যখন সদলবলে মাঠে নামলেন তখন মনেই হ'লো না টেস্ট খেলার প্রথম দিন—দর্শকদের কারু মুখে রা নেই, সবাই হতভম্ব : গুলাম আমেদের ইস্তফাদান, উমরিগড়ের পদত্যাগ—এ-সব তথ্য ততক্ষণে দেশশুদ্ধু লোক জেনে গিয়েছে। খেলা শুরু হ'লো ; হোণ্ট আর হাণ্ট প্রথম উইকেটে রান তুললেন ৬১, এতাবৎকালের মধ্যে এই জুটির সর্বোচ্চ রান। তারপরে কোলি স্মিথ ছাড়া—স্মিথ কোনো রান না-ক'রেই মানকড়ের বলে আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন—সকল ব্যাটসম্যানই দর্শকদের মনোরঞ্জন করলেন। কানহাই এমনভাবে খেলতে শুরু করলেন, মনে হ'লো যেন কলকাতার ইনিংসেরই সম্প্রসারণ ; তেমনি মুচমুচে হঠাৎ-তৈরি-করা মার, তেমনি হাঁকাতে গিয়ে টাল না-শামলে প'ড়ে যাওয়া, আর প'ড়ে যেতে-যেতে তীব্রবেগে লেগে বল ঘুরিয়ে দেয়া—ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস, যা রোহন কানহাইয়ের দ্বারাই সর্বস্বত্বসংরক্ষিত—তা সবই পর-পর এ-ইনিংসেও দেখা গেলো। তাঁকে বল করাই মুশকিল : একেবারে উইকেটের উপর থেকে শেষ মুহূর্তে বল মেরে লেংথ খাটো ক'রে দেন তিনি, নয়তো ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এসে বলকে বানিয়ে নেন হাফভলি বা ফুলটস—আর তার ফলে কাঁহাতক লেংথ ব'লে কোনো জিনিস বজায় থাকে বোলারদের! হোল্ট-এর খেলাও উপভোগ্য হ'লো ; সোবার্স রান বেশি করলেন না বটে, কিন্তু তাঁর ছোটো ইনিংসটি বেপরোয়া তোয়াক্কাহীন মারের

বহরে ঝলশে উঠলো। খেলাটিকে তীব্র সুরে বেঁধে দিয়েছিলেন কানহাই-ই—কিন্তু নিরেনব্বুইয়ের ফাঁড়া কাটাতে পারলেন না—এক ঝটকায় অরুণ সেনগুপ্ত বল ছুঁড়ে উইকেট ভেঙে দিয়েছিলেন। কানহাই রান-আউট হবার আগে পর্যন্ত রান উঠছিলো অতি দ্রুত বেগে। কিন্তু তাঁর প্রস্থানের পরেই খেলার গতি মন্থর হ'য়ে এলো : শেষ এক ঘণ্টায় রান উঠলো মাত্র ৩৫—বুচার আর সলোমন কেবল নিজেদের উইকেট অটুট রেখেই খুশি রইলেন। প্রথম দিনে রান উঠলো পাঁচ উইকেটে ২৮৩। সারা দিনে বেশির ভাগ সময় বল করেছিলেন মানকড় আর গুপ্তে—আগের মতোই। মানকড় আগের মতোই ঝুলিয়ে বল দিচ্ছিলেন, ব্যাটসম্যানকে আহ্বান করছিলেন, বার ক'রে আনছিলেন, অস্বস্তিতে ফেলছিলেন ; কানহাইয়ের সঙ্গে তাঁর লড়াই ছিলো সর্বোস্তরের ক্রিকেটের নিদর্শন। পক্ষান্তরে, গুপ্তের বল থেকে সমস্ত জাদুই যেন উধাও হ'য়ে গিয়েছিলো—তিনি না-পারছিলেন ব্যাটসম্যানদের বেঁধে রাখতে, না পারছিলেন তাঁদের মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি করতে। যেমনভাবে পিটার মে ও কলিন কাউড্রে মরিয়াভাবে রামাধীনের উপর চড়াও হ'য়ে বার্মিংহামে ৪১১ রান তুলে রামাধীনকে একেবারে সামান্য বালকে পরিণত করেছিলেন, সোবার্স আর কানহাই গত টেস্টগুলোয় গুপ্তকে সেই ভাবেই আক্রমণ ক'রে তাঁর আত্মবিশ্বাসকে তুলো ধুনে দিয়েছিলেন।

পরের দিন ওয়েস্ট-ইনডিজ সব উইকেট খুইয়ে রান তুললো ৫০০। বুচার অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে খেলছিলেন : তাঁর নৈপুণ্য ছিলো ড্রাইভ আর পুল এ—প্রায় সব মারই ব্যাকফুটে ; আবারও, তিনশো পঁয়ত্রিশ মিনিটে, তিনি সেঞ্চুরি করলেন—সব মিলিয়ে রান করেছিলেন ১৪২, তার তাতে ছিলো দশটা চার। অবশ্য বুচারেরই এই সেঞ্চুরি সম্ভব হয়েছিলো আলেকজাণ্ডারেরই জন্য : একটি অসম্ভব চতুর্থ রান নেবার চেষ্টা ক'রে বুচার যখন তাঁর ক্রিজে এসে পৌঁছেছিলেন, বল তখন ফিল্ডসম্যানের হাতে—আলেকজাণ্ডার সত্যিকার খেলোয়াড়ের মতো নিজেই ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে রান-আউট হ'য়ে গেলেন। এর আগে সলোমনের খেলা উত্তরোত্তর খুলছিলো—ষষ্ঠ উইকেটে বুচারের সঙ্গে তিনি যেভাবে ১০১ রান যোগ করেছিলেন, তাতে বোঝা যাচ্ছিলো যে ওয়েস্ট-ইনডিজ দলে তাঁর আসন পাকা। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে কেবল মানকড়ই সম্ভ্রম আদায় করেছিলেন ; ৫০০ রানের অতবড়ো একটা ইনিংসে মাত্র ৯৫ রান রান দিয়ে চারটি উইকেট নিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে 'ইচ্ছে করলে' এখনো তিনি ভেলকি দেখাতে পারেন।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

কনরাড হাণ্ট		ব. মানকড়	৩২
জে. কে. হোল্ট	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	৬৩
রোহন কানহাই	রান-আউট		৯৯
গ্যারি সোবার্স	ক. গুপ্তে	ব. মানকড়	২৯
কোলি স্মিথ		ব. মানকড়	০
ব্যাসিল বুচার		ব. রামচাঁদ	১৪২
জো সলোমন	লেগ-বিফোর	ব. বোরদে	৪৩
*† গেরি আলেকজাণ্ডার	রান-আউট		১১
এরিক অ্যাটকিনসন	অপরাজিত		২৯
ওয়েস হল	লেগ-বিফোর	ব. মানকড়	২৫
রয় গিলক্রিস্ট	ক. পঙ্কজ রায়	ব. বোরদে	৭
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ১১, নো-বল ১)			২০
			৫০০

পতন : ৬১ (হাণ্ট) ; ১৫২ (হোল্ট) ; ২০৬ (সোবার্স) ; ২০৬ (স্মিথ) ; ২৪৮ (কানহাই) ; ৩৪৯ (সলোমন) ; ৩৮৪ (আলেকজাণ্ডার) ; ৪৫৩ (বুচার) ; ৪৮৯ (হল) ; ৫০০ (গিলক্রিস্ট)।

রামচাঁদ	২২	৫	৪৫	১
সুরেন্দ্রনাথ	২৬	৫	৭৭	০
উমরিগড়	৮	২	১৬	০
গুপ্তে	৫৮	১৫	১৬৬	১
মানকড়	৩৮	৬	৯৫	৪
বোরদে	২৭	২	৮০	২
কৃপাল সিং	২	১	১	০

কলকাতায় যেমন একটা পাহাড়প্রতিম রানসংখ্যার সামনে দাঁড়িয়ে ভারতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে হয়েছিলো রায় ও কনট্র্যাকটরকে, এখানেও তাই। আর এখানে পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে ইনিংসের সূচনা করতে নামলেন ভারতীয় দলের নানা গণ্ডগোলের নায়ক উনিশ বছরের অরুণ সেগুপ্ত। মনস্তাত্ত্বিক চাপ এলো পর-পর বাম্পারের আকারে—এবং অবশেষে হলের আউট সুয়িঙ্গার

সেনগুপ্তের ব্যাটের কানা ছুঁয়ে গিয়ে স্লিপে সোজা সোবার্সে উৎসুক হাতের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো এক উইকেট খুইয়ে সাতাশ।

বিরতির দিনটা হল-গিলক্রিস্টকে আরো সতেজ ক'রে তুলেছিলো সন্দেহ নেই, কারণ তৃতীয় দিন খেলা শুরু হ'তে-না-হ'তেই তাঁরা প্রবল বিক্রমে আক্রমণ রচনা করলেন ও ঝড়ের মুখে কুটোর মতো ভারতীয় ইনিংস উড়ে বেরিয়ে গেলো। পঙ্কজ রায় অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে ৪৯ রান ক'রে আবারও প্রমাণ করলেন দ্রুত বলে খেলবার যোগ্যতা তাঁরই সবচেয়ে বেশি। এ-ছাড়া কনট্র্যাকটর, রামচাঁদ ও নিজের মাঠে কৃপাল সিংও পতন রোধ করবার জন্য দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়াই করেছেন। কিন্তু শেষ তিনটি উইকেট পড়েছিলো ১ রানে। মানকড় গিলক্রিস্টের প্রথম বলেই চমৎকার বাউণ্ডারি হাঁকিয়েছিলেন, স্পর্ধায়ভরা বিদ্যুৎগতি হুকটা হারানো দিনকে মনে পড়িয়ে দিয়েছিলো—কিন্তু পরের বলে, সাইটস্ক্রিনের কাছ থেকে, বন্য বরাহের মতো গিলক্রিস্টের ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, প্রচণ্ড ছুটে আসা দেখে বীমারের ভয়ে তিনি পাশে স'রে গিয়েছিলেন, আর গিলক্রিস্টও ফাঁকা উইকেট ভেঙে ফেলতে মুহূর্ত দেরি করেননি। ভয় পাওয়াটা অস্বাভাবিক ছিলো না, কারণ রামচাঁদ হলের বলে মাথায় চোট পেয়ে তখন হাসপাতালের উদ্দেশে পা বাড়িয়েছিলেন। এই অবস্থাতেই কৃপাল সিং প্রবেশ করেছিলেন অকুস্থলে, তারপরে হুড়মুড় ক'রে উইকেট পড়তে থাকায় হাসপাতালে না গিয়ে রামচাঁদকে আবার মাঠে নামতে হ'লো; আর রামচাঁদের সঙ্গে কৃপাল সিং সাত উইকেটে ১৪৭ থেকে স্কোরকে ২২১ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। সোবার্সের বলে হল তাঁকে স্লিপে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে লুফে না-নিলে কৃপাল সিং হয়তো খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতেন। কারণ পুরো ইনিংসের মধ্যে ঐ একটি সময়েই দেখা গিয়েছিলো যে ব্যাটসম্যানেরা বোলারদের হুকুম দিচ্ছেন, কৃপাল সিং-এর জন্যই হল-গিলক্রিস্টকে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন আলেকজাণ্ডার। কৃপাল সিং-এর অন্তর্ধানের পরেই সোবার্স চটপট ভারতীয় ইনিংস গুটিয়ে ফেললেন: ২৬ রানে চার উইকেট পেয়েছিলেন তিনি, ভারত করেছিলো মাত্র ২২২। বোরদে আবারও ব্যর্থ হলেন—এবার করলেন গোল্লা।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়		ব. সোবার্স	৪৯
অরুণ সেনগুপ্ত	ক. সোবার্স	ব. হল	১
† পি. জি. জোশি	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. গিলক্রিস্ট	১৭
নরি কনট্র্যাকটর	রান-আউট		২২
পলি উমরিগড়	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. হল	৪
জি. এস. রামচাঁদ	ক. গিলক্রিস্ট	ব. অ্যাটকিনসন	৩০
কৃপাল সিং	ক. হল	ব. সোবার্স	৫৩
* বিনু মানকড়		ব. গিলক্রিস্ট	৪
চান্দু বোরদে	ক. স্মিথ	ব. সোবার্স	০
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ	লেগ-বিফোর	ব. সোবার্স	০
সুভাষ গুপ্তে	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ১৪, লেগ-বাই ৫, নো বল ২৩)			৪২
			২২২

পতন : ১১ (সেনগুপ্ত); ৬০ (জোশি); ১০২ (কনট্র্যাকটর); ১২১ (উমরিগড়); ১৩১ (পঙ্কজ রায়); ১৩৫ (মানকড়); ১৪৭ (বোরদে); ২২১ (কৃপাল সিং); ২২২ (রামচাঁদ); ২২২ (সুরেন্দ্রনাথ)।

গিলক্রিস্ট	১৮	৯	৪৪	২
হল	২২	৭	৫৭	২
অ্যাটকিনসন	১৫	৬	৩১	১
সোবার্স	১৮·১	৮	২৬	৪
স্মিথ	৫	০	২২	০

অনায়াসেই ভারতকে ফলো-অন করতে বলতে পারতেন আলেকজাণ্ডার, কিন্তু তার বদলে আবার ব্যাট করাই তিনি শ্রেয় বিবেচনা করলেন। এক, তাতে বোলাররা বিশ্রাম পাবে ; আর দুই, ভারত যদি দ্বিতীয় দফায় অনেক রান তুলে ফ্যালে, তাহ'লে শেষ ইনিংসে গুপ্তে মানকড়ের বল তাঁর দলের পক্ষে শামলানো কঠিন হ'তে পারে। তিনি 'রাবার' নিঃসংশয়ে জিততে চান। অতএব কোনো ঝুঁকি নয়, ভারতকে চতুর্থ ইনিংসে আবারও বড়ো রানের মুখোমুখি ফেলে

মনস্তাত্ত্বিক চাপ বজায় রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। সেদিন খেলার শেষে কোনো উইকেটে না খুইয়ে ওয়েস্ট-ইনডিজ ৮ রান তুললো! পরদিন ১৯৫ মিনিট ব্যাট ক'রে আরো ১৬০ রান যোগ করলো তারা পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে—তারপর আলেকজাণ্ডার চায়ের বিরতির পৌনে একঘণ্টা আগে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। অর্থাৎ ওয়েস্ট-ইনডিজ সবশুদ্ধ এগিয়ে রইলো ৪৪৬ রানে, খেলার বাকি তখনও পৌনে আধঘণ্টা।

ওয়েস্ট-ইনডিজের এই দ্বিতীয় ইনিংসে হোল্ট সুন্দরভাবে অপরাজিত ৮১ রান ক'রে একদিকের উইকেট আগলে রেখেছিলেন—অন্যদিকে গুপ্তের বলে আবার পরিকল্পনা ও চাতুরী ফিরে এসেছিলো। মানকড় দ্বিতীয় ইনিংসে আর বলই করেননি—কেননা আগের দিন রাতে তিনি অসুখ বাঁধিয়ে বসেছেন। হয়তো অন্য দিক থেকে মানকড় বল ক'রে গেলে ওয়েস্ট-ইনডিজকে দ্রুত রান তুলতে গিয়ে আরো মুশকিলে পড়তে হ'তো! কিন্তু ওয়েস্ট-ইনডিজ দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করছিলো কেবল হল-গিলক্রিস্টকে বিশ্রাম দেবার জন্য ঃ রানের জন্য তাদের তেমন মাথা ব্যথা ছিলো না। যদি সব উইকেট খুইয়ে তারা দেড়শো রানও তুলতো, তা'হলেও তারা অনেক রানে এগিয়ে থাকতো। ৪৫০ মিনিটে ভারতকে ৪৪৭ রান তুলতে আহ্বান ক'রে আলেকজাণ্ডার আবারও তাঁর নিষ্ঠুর পরিহাস-বোধেরই পরিচয় দিলেন।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

জে. কে. হোল্ট	অপরাজিত		৮১
কনরাড হাণ্ট	ক. সুরেন্দ্রনাথ	ব. গুপ্তে	৩০
রোহন কানহাই	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	১৪
গ্যারি সোবার্স	ক. জোশি	ব. বোরদে	৯
কোলি স্মিথ	ক. জোশি	ব. গুপ্তে	৫
ব্যাসিল বুচার	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	১৬
জো সলোমন	অপরাজিত		৮
অতিরিক্ত (বাই ৫)			৫
		পাঁচ উইকেটে ঘোষিত	১৬৮

পতন : ৭০ (হাণ্ট) ; ১০৮ (কানহাই) ; ১২৩ (সোবার্স) ; ১৩০ (স্মিথ) ; ১৫০ (বুচার)।

রামচাঁদ	৬	২	১৩	০
সুরেন্দ্রনাথ	৭	৩	১৩	০
উমরিগড়	১১	৩	২৫	০
গুপ্তে	৩০	৬	৭৮	৪
বোরদে	২২	১১	৩৪	১

আরেকটি বৃহৎ পরাজয় যে সুনিশ্চিত, তা সেদিনকার বাকি দু-ঘণ্টা খেলাতেই স্পষ্ট বোঝা গেলো। ৪৮ রানে গেছে তিন উইকেট, ব্যাট করছেন উমরিগড় ও বোরদে। পরদিন তাঁরা কেমন ব্যাট করেন তারই উপর সব নির্ভর করছে—পঙ্কজ রায় বা কনট্র্যাকটর থাকলেও একটু আশা থাকতো—তাঁরা একদিকের উইকেট আগলে রাখতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের অবর্তমানে নির্ভর করা যায়, এমন ব্যাটসম্যান কে আছেন ?

উমরিগড় ও বোরদে অনেকক্ষণ দুর্গ আগলেছিলেন, কিন্তু ৯৭ রানে উমরিগড় সোবার্সের বলে আউট হ'য়ে যেতেই খোলামকুচির মতো উইকেট পড়তে লাগলো ; ১৫১ রানেই সবাই আউট ! এই অবস্থায় বোরদে ব্যাট করেছিলেন ২১৩ মিনিট, রান করেছিলেন ৫৬, কিন্তু তাঁর ইনিংসটিতে ছিলো ইস্পাতের মতো বলিষ্ঠতা – পর পর চার ইনিংস তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, এটাই ছিলো নিজেকে প্রমাণ করবার শেষ সুযোগ – আর এই নির্ভীক ইনিংসটিতেই ইঙ্গিত পাওয়া গেলো তিনি কোন ধাতুতে গড়া ; এরপর অনেক বারই তাঁকে দলের বিপর্যয়ের সময় অমন জেদি, একরোখা ও স্পর্ধিত ভঙ্গিতে দেখা যাবে।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	ক. কানহাই	ব. হল	১৬
অরুণ সেনগুপ্ত	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. গিলক্রিস্ট	৮
নরি কনট্র্যাকটর	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. গিলক্রিস্ট	৩
পলি উমরিগড়		ব. সোবার্স	২৯
চান্দু বোরদে	ক. বুচার	ব. সোবার্স	৫৬
জি. এস. রামচাঁদ		ব. গিলক্রিস্ট	১
কৃপাল সিং	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. হল	৯
‡ পি. জি. জোশি	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. হল	৩

আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ	ক. হাণ্ট	ব. স্মিথ	৮
সুভাষ গুপ্তে	অপরাজিত		২
* বিনু মানকড়	অসুস্থ ; ব্যাট করেননি		—
	অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৪, নো-বল ৭)		১৬
			১৫১

পতন : ১১ (সেনগুপ্ত) ; ১৯ (কনট্র্যাকটর) ; ৪৫ (পঙ্কজ রায়) ; ৯৭ (উমরিগড়) ; ৯৮ (রামচাঁদ) ; ১১৪ (কৃপাল সিং) ; ১১৮ (জোশি) ; ১৪৯ (সুরেন্দ্রনাথ) ; ১৫১ (বোরদে) ।

হল	২৩	৮	৪৯	৩
গিলক্রিস্ট	১৭	৯	৩৬	৩
অ্যাটকিনসন	৯	৫	৭	০
সোবার্স	১৮	৮	৩৯	২
স্মিথ	৩	১	৪	১

পঞ্চম টেস্ট : নতুন দিল্লী ; নভেম্বর ৬, ৭, ৮, ১০ ও ১১, ১৯৫৯

পর-পর তিনটি টেস্টে দারুণভাবে হেরে যাবার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেলো —আর অন্তত 'রাবারের' ঝামেলা নেই—তার ফয়সালা হ'য়ে গেছে। এখন বরং মে মাসে কারা-কারা যাবেন ইংলণ্ড সফরে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে দল গড়া যাবে। সেখানেও অবশ্য অপেক্ষা করছেন টুম্যান ও স্ট্যাথাম, এবং ইংলণ্ডের বিখ্যাত আবহাওয়া ; কিন্তু যদি ওয়েস্ট-ইনডিজকে শেষ টেস্টে ঠেকিয়ে হারানো মনোবল খানিকটা ফিরে পাওয়া যায়, তবে তাই বা কম কী। হয়তো এ-সব সাত পাঁচ ভেবেই সেবারকার নির্বাচকেরা তুরুপের তাশটি খুলে দেখালেন—শেষ টেস্টে নেতৃত্ব অর্পণ করা হ'লো হেমু অধিকারীকে।

অধিকারী অনেক কিছু করলেন। ফিরিয়ে আনলেন ভারতের মুদ্রাভাগ্য। দু-ইনিংসে রান করলেন ৬৩ ও ৪০, উইকেট পেলেন ৬৮ রানে তিনটি, দারুণ ফিল্ডিং করলেন, একটি ক্যাচও লুফলেন। শুধু তা-ই নয়, ভারতকে হার থেকেও বাঁচালেন। কিন্তু আরো মজা আছে : এ-খেলার পর, কেউ যদি ভেবে থাকেন, পুনরাগত অধিকারীই ইংলণ্ড সফরে ভারতের নেতৃত্ব দেবেন, তাহ'লে

তিনি তখনও ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডকে চিনে উঠতে পারেননি। সেখানে কিন্তু অধিনায়ক হ'য়ে যাবেন দাত্তু গায়কোয়াড়।

এমন যদি হ'তো, যে ক্রিকেটের কর্তাব্যক্তিদের নামোল্লেখ না ক'রে ভারতীয় টেস্টের কাহিনী শোনানো যেতো! কিন্তু ভারতে তো কেবল মাঠেই ক্রিকেট খেলা হয় না, খেলা হয় আড়ালে আবডালে বন্ধ ঘরে। দাঁতের ফাঁকে মাছের কাঁটা আটকালে যেমন জিভ বারে বারে তারদিকেই চ'লে যায়, তেমনিভাবে এই হর্তাকর্তাদের কথাও আমাদের অবিরাম মনে পড়ে।

এবার দলে ফিরে এলেন মঞ্জরেকার, জোশির জায়গায় উইকেটরক্ষক হিশেবে প্রত্যাবর্তন করলেন তামানে, আর আহত কৃপাল সিং-এর জায়গায় দলে ঢুকলেন দাত্তু গায়কোয়াড়। আর সুরেন্দ্রনাথকে বসিয়ে দিয়ে দলে আনা হ'লো এক ক্ষুদে বিস্ফোরককে—রমাকান্ত দেশাই। রামচাঁদের জখম তখনও সারেনি।

টসে জিতেই অধিকারী ভারতের মনের জোর অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। নতুন দিল্লীর চমৎকার উইকেটে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পেয়ে ভারতীয়রা যে যথেষ্ট উৎফুল্ল হয়েছেন, এটা তাঁদের ব্যাট করবার ভঙ্গিতেই বোঝা গেলো। ইনিংসের সূচনাতেই পঙ্কজ রায় যদিও আকস্মিকভাবে মাত্র ১ রান ক'রেই গিলক্রিস্টের বলে সলোমনের হাতে ধরা পড়েছিলেন, তবু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দল ৪১৫ রান তুলে এটাই প্রমাণ করলে যে অন্য খেলাগুলোয় টসে জিতলে খেলার ধারা হয়তো অন্যরকম হ'তো।

পঙ্কজ রায় যখন আউট হ'য়ে গেলেন কনট্র্যাকটর তখন অসীম আস্থার সঙ্গে খেলছিলেন। তাঁর খেলার চাল বনেদি—ভালো অর্থে। হাতে আছে সুঠাম মার—প্রায় সকল ভারতীয় ব্যাটসম্যানের মতোই ব্যাকফুটে খেলেন প্রধানত—কিন্তু পা বাড়িয়ে খেলতেও অস্বস্তি নেই, পরিচ্ছন্ন ছিমছাম খেলার ভঙ্গি, দায়িত্ববান, সাহসী, চারিত্র্যময়। পঙ্কজ রায় আউট হ'য়ে যাওয়ায় এক দিকের উইকেট আগলে রাখার দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। উমরিগড় নেমেই চুম্বকের মতো বেরিয়ে-যাওয়া বলের প্রতি ধাবিত হলেন, সফরে এই প্রথম বার আলেকজাণ্ডারের ক্যাচ ফশকালো। কিন্তু উমরিগড় এবার মরিয়া ভঙ্গিতে নেমেছেন—যেভাবে পূর্ণ তেজে তিনি সিরিজে প্রথমবার হল-গিলক্রিস্টকে অক্রমণ করলেন, তাতে ১৯৫৩ সালের সেই রৌদ্রোজ্জ্বল ক্যারিবিয়ান সফরের ঝাঁঝ ফুটে উঠলো। তেমনি দৃপ্ত ব্যাট করার ভঙ্গি, তেমনি স্পর্ধায় উল্লসিত, তেমনি উৎসাহে টৈ-টুম্বুর। যে হল-গিলক্রিস্টের বলে এত

দিন ভারতীয় ব্যাটিং আতঙ্কিতভাবে সন্ত্রস্ত ভাবে খেলেছে, সেই হল-গিলক্রিস্টই এবার কি-রকম যেন সাধারণ বোলারে পরিণত হ'য়ে গেলেন। উমরিগড়ের সেই এস্পার-ওস্পার খেলা সশব্দ ও সংরক্ত হ'তে পারে, কিন্তু মানতেই হয় কনট্র্যাকটরের ঐ আভিজাত্য ভরা দৃঢ় বুনিয়াদ ছাড়া উমরিগড়ের ঐ বলিষ্ঠ ইনিংস সম্ভব হ'তো না। লাঞ্চের সময় ভারতের রান ছিলো এক উইকেটে ৬২, লাঞ্চের পরে একশো মিনিটে যোগ হ'লো ৮১ রান—হল-গিলক্রিস্টের ওভার শেষ করতে সময় লাগে পাঁচ মিনিট, এ-কথা মনে রাখলে এই রানের হার পূর্ণ প্রভায় বিকশিত হবে। উমরিগড়ের সেঞ্চুরির আশায় যখন দর্শকরা রান গুনছে, তখন হলের অপ্রত্যাশিত মন্থর বল তাঁর দ্রুত ব্যাটের পাশ দিয়ে উইকেটে ঢুকে পড়লো—উমরিগড় ৭৬ রান ক'রে বিদায় নিলেন।

চায়ের সময় রান ছিলো দু-উইকেটে ১৫৪, কিন্তু খেলা শেষ হবার আগে মঞ্জরেকার হলের একটা ঠুকে দেয়া প্রচণ্ড বল হুক করতে গিয়ে বিষম চোট পেলেন—বুড়ো আঙুলে লেগে, আঙুল থেঁৎলে দিয়ে, বলটা লাফিয়ে উঠলো—মঞ্জরেকার কেবল আহতই হলেন না, আউটও হলেন। অতঃপর কনট্র্যাকটরের শতপূর্তির যখন মাত্র আট রান বাকি, তখন হঠাৎ বলের লাইন হারিয়ে ফেলে হলের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে এলেন। দিনের শেষে বোরদে আর গায়কোয়াড় স্বচ্ছন্দভাবে খেলে রান তুললেন চার উইকেটে ২৩৬।

দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হ'তে-না-হ'তেই গিলক্রিস্টের প্রথম বলের মুখোমুখি হবামাত্র গায়কোয়াড় প্রস্থান করলেন। আবার বিপর্যয়ের আশঙ্কা ঘনিয়ে উঠলো, কিন্তু তখন মাঠে নেমেছেন অধিকারী—আস্থায় ভরা ব্যাট তাঁর, আর বুকে আছে সাহস। বোরদে তখন বেপরোয়া ভঙ্গিতে ব্যাট করছেন: স্কোয়ারকাট, হুক, পুল আর অনড্রাইভ—সতেজ মারগুলি পর-পর বেরিয়ে আসছে তাঁর ব্যাট থেকে। আর, একটা মার আছে তাঁর, যা কোনো বইয়ে নেই—পেছিয়ে গিয়ে জায়গা ক'রে নিয়ে কোদাল চালাবার মতন ক'রে অফস্টাম্পের বাইরের বলগুলো হাঁকাচ্ছেন, আর মিড অফ দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে বল ছুটে যাচ্ছে। লাঞ্চের সময় ভারতের রান পাঁচ উইকেটে ৩০৭, বোরদে অপরাজিত ৭৫, ও অধিকারী অপরাজিত ২৬।

কোলি স্মিথের বলে—অবশেষে—আলেকজাণ্ডারের দস্তানায় বন্দী হবার আগে বোরদে এই বিপর্যস্ত সিরিজে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের লুপ্ত মহিমা পুনরুদ্ধার করলেন: ২৫৫ মিনিটে ষোলোটি চার সমেত ১০৯ করলেন তিনি—

তাঁর পাঁচটি টেস্ট সেঞ্চুরির প্রথমটি এলো হল-গিলক্রিস্ট সোবার্সের বলে। অধিকারীর সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটে তিনি যে কেবল ১৩৪ রানই যোগ করেছিলেন, তা নয়—ভারতের হৃতসম্মানও অনেকটা ফিরিয়ে এনেছিলেন। বোরদে আউট হ'য়ে যাবার পরক্ষণেই অধিকারীও নিজের ৬৩ রানে বিদায় নিলেন—তারপরেই বাকি উইকেটগুলি হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেলো। শেষ চারটি উইকেট পড়েছিলো মাত্র ১৬ রানে।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	ক. সলোমান	ব. গিলক্রিস্ট	১
নরি কনট্র্যাকটর	লেগ-বিফোর	ব. হল	৯২
পলি উমরিগড়		ব. হল	৭৬
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. হল	৬
চান্দু বোরদে	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. স্মিথ	১০৯
দাত্তু গায়কোয়াড়	ক. হোল্ট	ব. গিলক্রিস্ট	৬
* হেমু অধিকারী	ক. আলেকজাণ্ডার	ব. স্মিথ	৬৩
বিন্নু মানকড়	ক. বদলি	ব. গিলক্রিস্ট	২১
† নরেন তামানে	ক. গিলক্রিস্ট	ব. স্মিথ	৩
সুভাষ গুপ্তে		ব. হল	৫
রমাকান্ত দেশাই	অপরাজিত		২
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ১৫, নো-বল ১০)			৩১
			৪১৫

পতন : ৬ (পঙ্কজ রায়) ; ১৪৩ (উমরিগড়) ; ১৭০ (মঞ্জরেকার) ; ২০৮ (কনট্র্যাকটর) ; ২৪২ (গায়কোয়াড়) ; ৩৭৬ (বোরদে) ; ৩৯৯ (অধিকারী) ; ৪০৭ (তামানে) ; ৪১৩ (গুপ্তে) ; ৪১৫ (মানকড়)।

গিলক্রিস্ট	৩০·৩	৮	৯০	৩
হল	২৬	৪	৬৬	৪
অ্যাটকিনসন	১৪	৪	৪৪	০
স্মিথ	৪০	৭	৯৪	৩
সোবার্স	২৪	৩	৬৬	০
সলোমন	৭	২	২৪	০

ভারতীয় দল যখন মাঠে নামলে, তখন দেখা গেলো মঞ্জরেকার ও উমরিগড়ের বদলে দু'জন বদলি খেলোয়াড় মাঠে নেমেছেন, কেননা দু'জনেরই হাতে মস্ত ব্যাণ্ডেজ—ব্যাট করার সময় দু'জনেই চোট পেয়েছেন।

ওয়েস্ট-ইনডিজের পক্ষ থেকে হাণ্ট ও হোল্ট ব্যাট করতে নেমেই দেশাইয়ের বলে অপ্রস্তুত; ক্যাচ উঠলো, ক্যাচ ফশকালো—তারপর দিনের শেষে হাণ্ট আর হোল্ট ৬৪ রান ক'রে অপরাজিত রইলেন: তৃতীয় দিনে প্রথম উইকেটে তাঁরা আরো ৯৫ যোগ করবেন। ভারতীয় দলের পক্ষে কনট্র্যাকটর যেমন আট রানের জন্য সেঞ্চুরি করতে পারেননি, ওয়েস্ট-ইনডিজের পক্ষে কনরাড হাণ্টেরও সেই দুর্ভাগ্য হ'লো: তিনিও ঠিক ৯২ রানেই অধিকারীর বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু তারপরেই শুরু হ'লো ভারতীয় বোলিং-এর ধ্বংস-ক্রিয়া—তাণ্ডব। হোল্ট করলেন ১২৩, কানহাই ঝড়ের বেগে উন্মাদক ৪৩, বুচার ৭১, আর তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হবার সময় কোলি স্মিথ রইলেন অপরাজিত ৭০—আর ওয়েস্ট-ইনডিজের রান উঠলো চার উইকেটে ৪০৮।

রানের হার দেখেই আন্দাজ করা যাবে উইকেট ব্যাটসম্যানের কতটা অনুকূল ছিলো। এ-অবস্থায় খুদে মানুষ রমাকান্ত দেশাই প্রথম টেস্টেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। হালকা ও খুদে মাপের মানুষটির বলে অপ্রত্যাশিত গতি—আর আছে দু-রকম সুয়িং, আর এমনকি গুডলেংথ থেকেও ঠুকে বল তুলছিলেন তিনি। আগের দিনে তাঁর বলে ক্যাচ না-ফশকালে হোল্ট আর হাণ্ট দু'জনেরই উইকেট পেতেন তিনি। এ-দিনও তাঁর বলে ক্যাচ ফশকালো। কানহাই দেশাইয়ের বলে লেগ-বিফোর হবার আগে তাঁর অপ্রত্যাশিত বাম্পারে ক্যাচ তুলেছিলেন, বুচারও গোড়ায় তাঁকে সহজে শামলাতে পারেননি। কিন্তু তবু তৃতীয় দিনে দেশাই পেলেন মাত্র দুটিই উইকেট: হোল্ট ও কানহাই।

আরো-একটা দীর্ঘ দিন কাটলো মাঠে, আর ক্যাচ ফশকালো: অবশেষে আট উইকেটে ৬৪৪ রান তুলে আলেকজাণ্ডার দান ছেড়ে দিলেন। কোলি স্মিথ তাঁর উন্মাদক সেঞ্চুরিতে সকলের মনোরঞ্জন করেছিলেন, সলোমনও উপহার দিয়েছিলেন একটি নিরেট শতরান, আর সোবার্স, আলেকজাণ্ডার ও অ্যাটকিনসনও নেহাৎ কম রান করেননি। ১৬৯ রানে চার উইকেট দখল ক'রে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে দেশাইই সবচেয়ে ছাপ ফেললেন। সোবার্সকে তাঁর বাম্পারে আউট করার আগে তাঁকে আরো-একবার তিনি ক্যাচ তুলতে বাধ্য করেছিলেন, কোলি স্মিথের উইকেটও পেয়েছিলেন ঠোকা বলেই। হল-

গিলক্রিস্টের তুলনায় দেশাইয়ের বল মন্থর ব'লেই গণ্য হবে—কিন্তু তবু মাঝে-মাঝে তিনি যখন গুডলেংথ থেকে বল ঠুকে বল তুলছিলেন, তখন প্রবল বাউন্সারগুলো প্রমাণ ক'রে দিচ্ছিলো যে, তাঁর সঙ্গে যদি আরেকজন থাকতেন জুটি, তাহ'লে ভারতীয় বোলিং-এর তীব্রতা ও চাপ অনেক বৃদ্ধি পেতো। হল-গিলক্রিস্ট লাগে না, দেশাই আর তাঁর মতো আরেকজন হ'লেও হ'তো—বিশেষত ফিরোজ শাহ্ কোটলার অমন মসৃণ নির্দয় পিচেও তিনি ব্যাটসম্যানদের ভাবাচ্ছিলেন, অস্বস্তিতে ফেলছিলেন, বুঝতে দেননি কখন কী-রকম বল আসবে—আর তাঁর বলে অনবরত ক্যাচগুলো না-ফশকালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর অভ্যুদয় হ'তো আরো সাড়া-জাগানো, আরো রগরগে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই কোলি স্মিথের সেঞ্চুরিটিকে মনে রাখতে হবে। পরে দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি পাঁচটি উইকেট নিয়ে একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও পাঁচ উইকেট পাবার বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হবেন। স্মিথের কাছ থেকে একটি সেঞ্চুরি অবশ্যম্ভাবী ছিলো। তাঁর খেলার ধরন কানহাই বা সোবার্সের মতোই রগরগে ও সংরক্ত, প্রায় সব বাঘা-বাঘা ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ানদের মতোই তাঁরও প্রধান মারগুলো ব্যাকফুটেই সম্পন্ন হ'তো—তাঁর খেলার বাঁধুনি নিখুঁত, দ্রুতবেগে যেভাবে মুহূর্তে বলের লাইনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন, তা অবাক ক'রে দেবার মতো। আর কখনোই বোলারকে প্রাধান্য বিস্তার করতে দিতে তিনি রাজি নন—মারের বদলা মার, এটাই তাঁর উত্তর। ফলে বোলারদের হয়তো আশা থাকে সব সময়, কিন্তু সেটাও তাঁর খেলার ধরন—বোলারদের উশকে দেয়া, টিপ্পনীর মতো জুতসই মার, প্রফুল্ল ও সহাস্য আক্রমণ—তাঁর খেলাকে স্বাতন্ত্র্যে ও ব্যক্তিত্বে উদ্ভাসিত ক'রে দিচ্ছিলো।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

কনরাড হান্ট	লেগ-বিফোর	ব. অধিকারী	৯২
জে. কে. হোল্ট	ক. পঙ্কজ রায়	ব. দেশাই	১২৩
রোহন কানহাই	লেগ-বিফোর	ব. দেশাই	৪০
ব্যাসিল বুচার	লেগ-বিফোর	ব. অধিকারী	৭১
কোলি স্মিথ	ক. তামানে	ব. দেশাই	১০০
জো সলোমন	অপরাজিত		১০০
গ্যারি সোবার্স	ক. তামানে	ব. দেশাই	৪৪

*† গেরি আলেকজাণ্ডার	রান-আউট		২৫
এরিক অ্যাটকিনসন		ক. ও ব. অধিকারী	৩৭
ওয়েস হল	অপরাজিত		০
রয় গিলক্রিস্ট	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৮, ওয়াইড ১, নো-বল ১)			১২
		আট উইকেটে ঘোষিত	৬৪৪

পতন : ১৫৯ (হাণ্ট) ; ২৪৪ (কানহাই) ; ২৬৩ (হোল্ট) ; ৩৯০ (বুচার) ; ৪৫৫ (স্মিথ) ; ৫২৪ (সোবার্স) ; ৫৬৫ (আলেকজাণ্ডার) ; ৬৩৫ (অ্যাটকিনসন)।

দেশাই	৪৯	১০	১৬৯	৪
মানকড়	৫৫	১২	১৬৭	০
গুপ্তে	৬০	১৬	১৪৪	০
অধিকারী	২৬	২	৬৮	৩
কনট্র্যাকটর	৪	১	১১	০
বোরদে	১৭	৩	৫৩	০
পঙ্কজ রায়	২	০	১২	০
গায়কোয়াড়	১	০	৮	০

চতুর্থ দিন অপরাহ্ণে অপ্রত্যাশিতভাবে কনট্র্যাকটর রান-আউট হ'য়ে যাওয়ায় ভারতের রান উঠলো এক উইকেটে ৩১। খেলা বাঁচাতে গেলে শেষ দিন সারা সময় ব্যাট করতে হবে ভারতকে—অথচ উমরিগড় ও মঞ্জরেকার আহত, এবং কনট্র্যাকটর প্যাভিলিয়নে প্রত্যাগত—পুরো ব্যাপারটাই তাই শঙ্কাতুর। কেবল আশার কথা এই যে, উইকেট থেকে বোলাররা কোনো সাহায্যই পাচ্ছেন না। শেষ দিন সকালে পঙ্কজ রায় ও গায়কোয়াড় এমন ভঙ্গিতে ব্যাট করছিলেন, যেন তারাই সারা দিন ওয়েস্ট-ইনডিজকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন। পঙ্কজ রায় আবারও প্রমাণ করলেন যে 'পাঁকে পড়লেই পঙ্কজ'—এই ধ্বনি কেবল তাঁর অনুরক্তদের আজগুবি কল্পনা নয়। পঙ্কজ রায়ের হাতে ক্রিকেটের দুঃসাধ্য মারগুলোও রমণীয়ভাবে সম্পন্ন করার ক্ষমতা ছিলো। তাঁর লেটকাট কি লেগগ্লান্স, কেবল যে আভিজাত্যেরই পরিচয়, তা নয়—সুঠাম কমনীয়তায় তা সে-সময় ভারতীয় ব্যাটিং-এর পরম রমণীয় অভিজ্ঞতা। এটা

ঠিক যে অফ-স্টাম্পের বাইরের বেরিয়ে যেতে-থাকা বলের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দুর্বার—আর এই অবৈধ প্রণয়ই তাঁর অপ্রত্যাশিত পতনগুলোর কারণ। অপ্রত্যাশিত এই জন্য যে, যতক্ষণ তিনি থাকেন, ততক্ষণ থাকে আস্থা, থাকে শিক্ষিত শিল্পিতা—কাজেই তাঁর উইকেট যখন পড়ে, তখন সবসময়েই অবাক লাগে। এটা ঠিক যে পঙ্কজ রায় রগরগে খেলেন না, তাঁর খেলা নয় সংরক্ত বা রোমাঞ্চকর—তাঁর খেলার ধরন আলাদা, ধ্রূপদী, চিরায়ত, শাস্ত্রসম্মত। সেজন্যই ১৯৫২ তে ইংলণ্ডে তাঁর ব্যর্থতা সবাইকে অবাক করেছিলো।

৫৮ রান ক'রে পঙ্কজ রায় যখন হঠাৎ আউট হ'য়ে গেলেন, তখন দলের রান ৯৮, আর হল-গিলক্রিস্টের বলের ধার অপসৃত। চান্দু বোরদে নেমেই প্রথম অনড্রাইভটিতেই বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর এ-ইনিংসটি আসলে প্রথম ইনিংসেরই সম্প্রসারণ। কিন্তু গায়কোয়াড়—বোরদে জুটি জ'মে যাবার আগেই দলের ১৩৫ রানে গায়কোয়াড় বিদায় নিলেন—তাঁর এবারকার উপার্জন ৫২। পুনর্বার সংকটমোচনের জন্য একত্র হলেন বোরদে ও অধিকারী। আবার জুটির রান ক্রমে পেরিয়ে গেলো ১০০, আবার তাঁরা ভারতীয় ব্যাটিং-এর ধরনে আনলেন আস্থা ও সাহসের ছাপ; অধিকারী এবার এমনকি হাত খুলে স্মিথের পর-পর দু-বলে হাঁকালেন ছক্কা ও চার—এতক্ষণ তিনি নিজের উইকেট আগলে রেখে বোরদেকেই আক্রমণ করবার সুযোগ ক'রে দিচ্ছিলেন। কিন্তু জুটির রান যখন ১০৮, অধিকারী স্মিথের বলে পুনর্বার ছক্কা হাঁকাবার লোভ শামলাতে পারলেন না—একেবারে সীমানার কাছে ক্যাচ তুলে ফিরে গেলেন—ভারত চার উইকেটে ২৪৩। কিন্তু উমরিগড় ও মঞ্জরেকার যেহেতু ব্যাট করতে পারবেন না, বাস্তব ক্ষেত্রে তা আসলে ছ-উইকেটে ২৪৩। ভারত ওয়েস্ট-ইনডিজ থেকে মাত্র ১৪ রান এগিয়ে। খেলা শেষ হ'তে বাকি ৪০ মিনিট।

অধিকারী প্রস্থান করতেই ভারতীয় শিবিরে বিপর্যয় দেখা দিলো—মাত্র ৩২ রানে বাকি উইকেটগুলো প'ড়ে গেলো। শেষ উইকেট পড়লো খেলার শেষ ওভারে—বোরদের। খেলা তখন চরম উত্তেজনায় সংঘটিত হচ্ছিলো। বোরদে ক্রমশ ধাবিত হচ্ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরির দিকে—একই খেলার দু-ইনিংসে কেবল একজন ভারতীয়ই আগে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন, তিনি বিজয় হাজারে—অস্ট্রেলিয়ায়। ওয়েস্ট-ইনডিজের পক্ষেও অবস্থাটা ক্রমেই অস্থির ও বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছিলো—অল্প রান করলেই তারা জিতে যায়, কিন্তু বোরদে যতই সেঞ্চুরির দিকে ধাবিত হচ্ছেন, ততই জয়ের সম্ভাবনা অপসৃত হচ্ছে—সময় চ'লে যাচ্ছে,

রানের ব্যবধানও বর্ধমান। দেশাইয়ের উইকেট যখন পড়লো, তখন বোরদে সেঞ্চুরির মুখোমুখি। সেইজন্যই আহত অবস্থায় মঞ্জরেকার নামলেন—শেষ ওভার খেলবেন বোরদে, তাঁর রান ৯৬, বল করছেন গিলক্রিস্ট। একটি ভয়াল ও প্রচণ্ড বাম্পার ছুটে এলো বোরদেকে লক্ষ্য ক'রে : পেছিয়ে গিয়ে হুক করতে চাইলেন নির্ভীক বোরদে, বল যখন বাউণ্ডারির দিকে ধাবমান, তখন বোরদের উইকেটও ভগ্ন—পরাবর্তন শামলাতে পারেননি, তাঁর নিজের ব্যাট নিজের উইকেট ভেঙে দিয়েছে। খেলার দু-ইনিংসে সেঞ্চুরি করার বিরল গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেন বোরদে, কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হার থেকে বাঁচিয়েছেন দলকে, প্রমাণ করেছেন তিনি কোন ধাতুতে গড়া, আর এ-কথাও ঘোষণা করেছেন যে ভারতীয় ক্রিকেটে তিনি থাকতেই এসেছেন—সাময়িক অবসর বিনোদনের জন্য আসেননি।

এই সিরিজের প্রথম বলটি ছিলো বিপজ্জনক, আতঙ্কজাগানো, ঠুকে দেয়া; সিরিজের শেষ বলটিও তাই। আর এরই মধ্যে কম্পমান ও সন্ত্রস্ত ভারত 'রাবার' খুইয়েছে, মনোবল হারিয়েছে, ইংলণ্ড যাবার পূর্বক্ষণে কেবল বোরদে ছাড়া আর-কোনো নতুন প্রতিভাকে আবিষ্কার করতে পারেনি। আর এই সিরিজেই শেষ খেললেন ফাড়কার, গুলাম আমেদ, মানকড়, আর অধিকারী —একটা যুগের অবসান হ'লো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

নরি কনট্র্যাকটর	রান-আউট		৪
পঙ্কজ রায়	ক. হোল্ট	ব. স্মিথ	৫৮
দাত্তু গায়কোয়াড়	ক. হান্ট	ব. স্মিথ	৫২
চান্দু বোরদে	হিট-উইকেট	ব. গিলক্রিস্ট	৯৬
* হেমু অধিকারী	ক. বদলি	ব. স্মিথ	৪০
বিনু মানকড়		ব. স্মিথ	০
† নরেন তামানে	হিট-উইকেট	ব. স্মিথ	৫
সুভাষ গুপ্তে		ব. গিলক্রিস্ট	০
রমাকান্ত দেশাই		ব. গিলক্রিস্ট	৫
বিজয় মঞ্জরেকার	অপরাজিত		০

পলি উমরিগড়	আহত ; ব্যাট করেননি	—
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৬, নো-বল ৭)		১৫
		২৭৫

পতন : ৫ (কনট্র্যাকটর) ; ৯৮ (পঙ্কজ রায়) ; ১৩৫ (গায়কোয়াড়) ; ২৪৩ (অধিকারী) ; ২৪৭ (মানকড়) ; ২৬০ (তামানে) ; ২৬৪ (গুপ্তে) ; ২৭৪ (দেশাই) ; ২৭৫ (বোরদে)।

গিলক্রিস্ট	২৪.২	৬	৬২	৩
হল	১৩	৫	৩৯	০
অ্যাটকিনসন	১	০	৪	০
স্মিথ	৪২	১৯	৯০	৫
সলোমন	২১	৯	৪৪	০
বুচার	৬	১	১৭	০
হাণ্ট	৪	২	৪	০

পনেরো ; ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ ১৯৫৯

শেষ টেস্ট অমীমাংসিত হয়েছিলো বটে, কিন্তু সবাই জানতো আর কুড়ি-পঁচিশ মিনিট সময় পেলেই জয়ের জন্য ঐ ৪৭ তুলে দেয়া ওয়েস্ট-ইনডিজের পক্ষে অসম্ভব হ'তো না। অতএব শেষ টেস্টে অপেক্ষাকৃত ভালো খেলায় যাঁরা ভারতীয় ক্রিকেট সম্বন্ধে পুনর্বার আশান্বিত হ'য়ে উঠেছিলেন, তাঁদের বাস্তবতার বোধ কতটুকু, সে-বিষয়ে সন্দেহ জাগে। অন্তত তিন মাস পরে ভারত যখন ইংলণ্ড গেলো, তখন কারু সন্দেহই ছিলো না এ-দল কেমন খেলবে। এই প্রথম—এবং তারপরে আর কখনও নয়—ইংলণ্ডে পাঁচটি টেস্ট খেললো ভারত—এবং পাঁচটিতেই শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করলো। ইংলণ্ড কখনও এর আগে বা পরে পর-পর পাঁচটি টেস্টে কোনো দলকে হারাতে পারেনি—না-দক্ষিণ আফ্রিকাকে, না এমনকি নিউ-জিলাণ্ডকে। অথচ ইংলণ্ডের মনোবলও তখন পাতাল স্পর্শ করেছিলো। ভারত যখন হল-গিলক্রিস্টের বলে সন্ত্রস্ত ও সকম্পিত, অস্ট্রেলিয়ায় তখন পিটার মে-র শক্তিশালী—ক্রিকেটের পণ্ডিতদের মতে সবচেয়ে শক্তিশালী—ইংলণ্ডদল চারটি টেস্টে শোচনীয় ভাবে হার স্বীকার করেছে। দু-বছর আগেই তারা ইংলণ্ডে অস্ট্রেলিয়াকে নাস্তানাবুদ ক'রে দিয়েছিলো—অথচ এবার বেনোর দলের কাছে তারাই খেলা বাঁচাতে গিয়ে বিপর্যস্ত। ভারত না-হ'য়ে অন্য যে কোনো দল হ'লে—এমনকি পাকিস্তান হ'লেও—এই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার সুযোগ নিতো। কারণ ভারত থেকে দেশে ফেরবার পথে আলেকজাণ্ডারের এই দুর্ধর্ষ দলই পাকিস্তানের কাছে ২-১ খেলায় হার স্বীকার ক'রে 'রাবার' খুইয়েছিলো। কিন্তু তখন ভারতের মনোবলই বা কোন সপ্তম স্বর্গে? তাছাড়া যে-দলটি ইংলণ্ডে খেলতে গেলো, তাতে অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের সংখ্যা ছিলো এগারো—এই অর্থে অনভিজ্ঞ যে তাঁরা কেউ আগে দেশের বাইরে খেলতে যাননি। ১৯৫২ সালে ইংলণ্ডে যাঁরা টেস্ট খেলেছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে এবার খেলতে গেলেন মাত্র চারজন—পঙ্কজ রায়, পলি উমরিগড়, বিজয় মঞ্জরেকার ও দাত্তু গায়কোয়াড়—গায়কোয়াড় এবার অধিনায়ক। ১৯৫২ সালের সফরে ৭ ইনিংসে মঞ্জরেকার রান করেছিলেন ১৬২, উমরিগড় ৪৩, পঙ্কজ রায় ৫৪, এবং দু-ইনিংসে গায়কোয়াড় করেছিলেন মাত্র ৯ রান। অর্থাৎ অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের স্মৃতি মোটেই সুখের নয়, আর যাঁরা প্রথম বার ইংলণ্ডে খেলতে গেলেন, তাঁদের খেলায় যদি কোনো সমস্যা বা ত্রুটি

দেখা দেয়, তবে তাঁদের পরামর্শ দেবার যোগ্যতাও হয়তো সেই অর্থে কারুই ছিলো না। পুরো সফরের প্রতিবেদন লক্ষ্য করার আগে, তাই, এই কথাগুলো সব সময় মনে রাখা উচিত।

নাটিংহামের ট্রেন্টব্রিজে প্রথম টেস্টে খেলতে যাবার আগে বিভিন্ন কাউন্টির সঙ্গে ভারতীয় দলের খেলার নমুনা দেখেও আশান্বিত হবার কোনো কারণ ছিলো না। টেস্টের আগে ন-টা প্রথম শ্রেণীর খেলায় ভারত জিতেছিলো কেবল কেম্ব্রিজ আর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। য়ুরস্টারশিয়র, লিস্টারশিয়র, সারে, এসেক্স ও সমারসেটের সঙ্গে খেলা শেষ হয়েছিলো অমীমাংসিত, আর ভারতকে হারতে হয়েছিলো গ্ল্যামারগান ও এম. সি. সি. র কাছে, দলের মনোবল বাড়াবার মতো অবস্থা নয়, বলাই বাহুল্য। এ-সব খেলার মধ্যে কেবল উমরিগড় আর মঞ্জরেকারের ব্যাটিং আর গুপ্তের লেগস্পিনই চোখে পড়েছিলো। উমরিগড় এমনকি তেরো ইনিংসে মে মাসেই হাঁকিয়েছিলেন ৮২৩ রান, এক সময়ে ব্যারিংটন আর উমরিগড়—কে মে মাসে হাজার রান করেন, এ নিয়ে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিলো। উমরিগড় কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধে হাঁকিয়েছিলেন ২৫২—ইংলণ্ডে কোনো ভারতীয় দলের খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ রান, তারপর টেস্টের ঠিক আগেই সমারসেটের বিরুদ্ধে তিনি করেছিলেন ২০৩। মঞ্জরেকার ওভালে সারের বিরুদ্ধে চোখঝলশানো ভঙ্গিতে খেলে করেছিলেন ১৪৮; ঐ খেলাতেই গুপ্তে পেয়েছিলেন ৭৭ রানে ছ-উইকেট। অতএব টেস্টে স্বভাবতই ভারত এই তিনজনের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছিলো—বাকি সবাই যখন আস্থা ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার চেষ্টা করছে, তখন এঁদের খেলা চমৎকার ভাবে ক্রমশ খুলছিলো।

সে-বছর আবহাওয়া ছিলো অপ্রত্যাশিত ভাবে শুকনো, রৌদ্রোজ্জ্বল। অতএব অন্যদের ব্যর্থতার জন্য আবহাওয়াকে দায়ী করা সংগত হবে না। কিন্তু দল যেখানে দুর্বল, অধিকাংশ খেলোয়াড়কেই যেখানে নিজের-নিজের খেলার ছন্দ ও ধারা খুঁজে নেবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করতে হচ্ছে—সেখানে খেলার আরেকদিকে ভারতীয় দলের জঘন্য খেলার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। সেটা হচ্ছে ফিল্ডিং—ক্যাচ ফশকানো তো আছেই, অবিরাম ও অনবরত—তা ছাড়া বল কুড়োনো, মার আটকানো, উইকেটরক্ষকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া—সবদিকেই এ-দল এত খারাপ ফিল্ডিং করছিলো যে লজ্জা হচ্ছিলো। যে-দল দুর্বল, বিশেষত তাদের এই খারাপ ফিল্ডিং-এর বিলাসিতা পোষায় না, এমনকি

শক্তিশালী দলও ফিল্ডিং-এর জন্য হেরে যায়, দুর্বল দলের তো কথাই নেই। সময় খারাপ যাচ্ছে, যা-ই করছেন তাতেই ভুল—এ-রকম অবস্থা আসে এমনকি সেরা জাতের ব্যাটসম্যানেরও, বোলারদেরও বল কাজে আসছে না—এ-রকম তাৎক্ষণিক দুঃসময় যায়, নামজাদা সব বোলারদেরও। কালক্রমে এই পাকচক্র থেকে অবিরাম লড়াই ক'রে-ক'রে তাঁরা বেরিয়ে আসেন। কিন্তু খারাপ ফিল্ডিং-এর কোনো কৈফিয়ৎ নেই। এ তো পাড়ার খেলা নয়, স্কুলের ছোটো ছেলেদের হাত পাকাবার জায়গা নয়—এঁরা টেস্ট খেলছেন, দেশের বাছাই-করা সেরা খেলোয়াড়—অন্তত নির্বাচক সমিতির মতে তাই—অথচ ফিল্ডিং দেখে মনে হবার জো নেই এঁদের ক্রিকেটে কখনো হাতে খড়ি হয়েছে। পরে টেস্টে এঁদের খেলা দেখে বোঝা যাবে, এই দলই যদি সুষ্ঠুভাবে ফিল্ডিং করতো, তাহ'লে পাঁচটি টেস্টেই শোচনীয়ভাবে হারতে হ'তো না—ইংলণ্ডকেও এঁদের হাতে নাকাল হ'তে হ'তো। আসলে, কোনো সাফাই না-গেয়ে, এই তিক্ত সত্যটি মেনে নেয়া ভালো : এ-দল জঘন্য খেলেছিলো ইংলণ্ডে—সেইজন্যেই লর্ডসে কনট্র্যাকটরের পাঁজর ভাঙা অবস্থায় ৮১ রান, নটিংহামে পঙ্কজ রায়ের ব্যাটিং, লর্ডসে দেশাইয়ের ৮৯ রানে পাঁচ উইকেট, ম্যানচেসটারে টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই আব্বাস আলি বেগের সেঞ্চুরি, ঐ খেলায় উমরিগড়েরও সেঞ্চুরি, ওভালে নাদকার্নির ব্যাটে-বলে-ফিল্ডিংএ চমৎকার খেলা, পুরো সিরিজে সুরেন্দ্রনাথের ক্লান্তিহীন বোলিং, পুরো সফরে একা ঘোরপাড়ের দুর্দান্ত ফিল্ডিং—এ-সব দৃষ্টান্তগুলো তাই প্রোজ্জ্বল হ'য়ে আছে।

প্রথম টেস্ট : ট্রেন্টব্রিজ, নটিংহাম ; জুন ৪, ৫, ৬ ও ৮, ১৯৫৯

ইংলণ্ড দলে সাত বছর পর এই প্রথম লক-লেকার জুটি ছিলো অনুপস্থিত : সাতজন ছিলেন পাকা টেস্ট খেলোয়াড় : * পিটার মে, কলিন কাউড্রে, † গডফ্রে ইভান্স, ব্রায়ান স্ট্যাথাম, ফ্রেডি ট্রুম্যান, আর্থার মিলটন, আর এ. ই. মস ; চার জন নবাগত : কেন টেলর, কেন ব্যারিংটন, মাইক হরটন আর টি. গ্রীনহাফ।

ট্রেন্টব্রিজের চমৎকার ব্যাটিং উইকেটে টসে জিতেই অধিনায়ক পিটার মে কাজ অনেকখানি এগিয়ে রাখলেন। দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান যে ছ-উইকেটে ৩৫৮ দাঁড়িয়েছিলো, তাতেই আন্দাজ করা যাবে পিটার মে-র মুদ্রাভাগ্য খেলার উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিলো। অথচ লাঞ্চের আগে পর্যন্ত খেলা

ছিলো সুরেন্দ্রনাথের দখলে। ধারালো আচম্বিত সুয়িং ছিলো তাঁর বলে—কেউই তাঁর বলে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমেই আঘাত হানলেন মিলটনকে সরাসরি বোল্ড ক'রে, তারপর কাউড্রেকে অনবরত অস্বস্তির মধ্যে ফেলে শেষে তাঁকে ভুল করতে বাধ্য করলেন। তারপর টেলর যখন গুপ্তের গুগলি শনাক্ত করতে না-পেরে লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন, তখন ইংলণ্ডের রান তিন উইকেটে ৬০।

জগৎসুদ্ধ লোক জানতো বেনোর বলে অস্ট্রেলিয়ায় পিটার মে-র অস্বস্তি। অতএব গুপ্তে বল করতে আসা মাত্র খেলায় একটা নতুন আয়তন, একটা নতুন উত্তেজনা যোগ হ'লো। মে আর ব্যারিংটন আস্তে খেললেন, সাবধানে, মন্থরভাবে ; মাঝে-মাঝেই গুপ্তের দ্রুত লেগস্পিন বা অতর্কিত গুগলি তাঁদের জিজ্ঞাসু ব্যাট এড়িয়ে চ'লে যাচ্ছে ; সুরেন্দ্রনাথের আউটসুয়িঙ্গার মাঝে-মাঝেই এক চুলের জন্য এড়িয়ে যাচ্ছে, তাঁদের অপ্রস্তুত ব্যাট—লাঞ্চের সময়, তবু, আর কোনো উইকেট না-খুইয়ে, ইংলণ্ডের রান, তিন উইকেটে ৯৩।

লাঞ্চের পরেও জুটি কতক্ষণ টেকে, এ-জল্পনার অবসান হ'লো না, বিশেষত যখন তাঁদের সাবধানি খেলাকে আরো মন্থর ক'রে দিলে। কিন্তু উইকেট ক্রমশই প্রাতঃকালীন আর্দ্রতা হারালো, হারালো সজীবতা, ক্রমশই হ'য়ে উঠলো ব্যাটসম্যানের অনুকূল—আর দীর্ঘ সময় সরেজমিন তদন্তের পর পিটার মে হাত খুলতে লাগলেন, ক্রমশ অনর্গল নির্গত হ'তে থাকলো তাঁর প্রভুত্বছড়ানো মারগুলো। সম্পূর্ণ দু-ধরনের খেলা খেললেন মে—প্রথমটা ছিলেন অনুসন্ধিৎসু, অপ্রস্তুত, এবং সাবধানি—কিন্তু প্রাথমিক অস্বস্তি ও দ্বিধা কেটে যাবার পর এমনভাবে তিনি ভারতীয় বোলিংকে আক্রমণ করলেন যে এ যে একই ব্যক্তির খেলা তাই অনুমান করা শক্ত হ'য়ে উঠলো। উইকেটে ছিলেন তিনি ২২০ মিনিট, রান করেছিলেন ১০৬, গুপ্তের বলে অবশেষে জোশির হাতে ক্যাচ দেবার আগে তাঁর ত্রয়োদশ টেস্ট সেঞ্চুরি অর্জিত হ'লো আঠারোটি চমৎকার বাউণ্ডারি সমেত, চতুর্থ উইকেটে নবাগত ব্যারিংটনের সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন ১২৫ রান। ইংলণ্ডের সব জল্পনা ও অস্বস্তির অবসান হ'লো, কারণ মে দ্রুত লেগস্পিন সম্বন্ধে দুর্বলতা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন—পক্ষান্তরে ভারতের পক্ষে মে-র এই ইনিংস ভারী বিপদের ইঙ্গিত। অথচ, বলতেই হয়, ঠিকমতো ফিল্ড সাজানো হ'লে, বা ফিল্ডিং ভালো হ'লে মে-র খেলার শেষাংশ অমন স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও অনায়াস হ'তো না। ব্যারিংটনের ইনিংস আগা-

গোড়াই ছিলো নিরেট ও কর্মঠ—পিটার মে-র হাত খুলে যাবার পর এই নবাগত খেলোয়াড়ের খেলা নিষ্প্রভ ঠেকতে পারে, নাদকার্নির বল কাট করতে গিয়ে আউট হবার আগে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ইচ্ছে করলে তিনিও দুর্দান্ত খেলতে পারেন—বিশেষত গুপ্তের পর-পর দু-বলে যখন তিনি স্বচ্ছন্দে ও অবলীলাক্রমে ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন,—এ ছাড়া তাঁর ৫৬ রানের মধ্যে ছ-টি চমৎকার চার ছিলো—তখনই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর আবির্ভাব নিশ্চিন্তভাবে ঘোষিত হ'লো।

২২১ রানে পাঁচ উইকেট গেছে, মে আউট—এ-অবস্থায় কোথায় ভারতীয় আক্রমণের চাপ বাড়বে, না, বরং উলটে হরটন আর ইভান্সই ছেলেখেলার মতো ক'রে হাঁকাতে শুরু করলেন। লর্ডসে ১৯৫২ সালে ইভান্সের সেই তুলকালাম সেঞ্চুরির কথা কোনো ভারতীয়ের পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়—এবার তিনি ৭৩ বলে ৭৩ রান করলেন—যদিও তিনি ভাগ্যকে নিয়ে বহুবার খেলা করেছেন, তবু তাঁর সেই প্রবল আক্রমণের সামনে প'ড়ে অসহায় ও আস্থাহীন ভারতীয় ফিল্ডিং একেবারে ছত্রখান হ'য়ে গেলো। অথচ কোনো রান করার আগেই তিনি ক্যাচ তুলেছিলেন, পরে ৭ রান ক'রে আবারও ক্যাচ দিয়েছিলেন—প্রথম বার ফেললেন জোশি, দ্বিতীয়বার ফশকালো মঞ্জরেকার। ফলে হরটনের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তিনি ১০৬ রান যোগ ক'রে নাদকার্নির বলে উমরিগড়ের হাতে ক্যাচ তুলে যখন ফিরে গেলেন, তখন ভারতীয় দলের মনোবল ব'লে কিছু নেই। ইভান্স আউট হ'য়ে যাবার পর সেদিন হরটন আর ট্রুম্যানেরা অসমাপ্ত জুটি যোগ করেছিলো আরো ৩১ রান।

পরদিন এক ঘণ্টায় আরো ৬৪ রান যোগ ক'রে সবাই আউট হ'য়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত গুপ্তেই হলেন সবচেয়ে সফল বোলার—যদিও দেশাই-সুরেন্দ্রনাথ ইভান্সের আগমন পর্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে বল ক'রে গিয়েছিলেন। তাঁদের বলে লেংথ ছিলো, নিশানা ছিলো, পরিকল্পনা ছিলো—অনেক সময় শেষ মুহূর্তে সুয়িং করেছে তাঁদের বল, আউট সুয়িঙ্গারের সঙ্গে অতর্কিতে মেশানো ছিলো ইনসুয়িঙ্গারও। দেশাই এমনকি গুডলেংথ থেকেও ঐ ব্যাটিং উইকেটে বল ঠুকে তোলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, কে না জানে, বিশ্বের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ বোলারকেও নির্ভর করতে হয় ফিল্ডসম্যানদের সহায়তার উপর। ক্রিকেট একার খেলা নয়—দলের খেলা। কিন্তু দেশাই-সুরেন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য তাঁরা ভারতীয় দলের হ'য়ে খেলছিলেন, যে-দলের প্রায় কারুই এমনকি পাড়ার খেলাতেও ফিল্ড করার যোগ্যতা ছিলো কি না সন্দেহ।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

আর্থার মিলটন		ব. সুরেন্দ্রনাথ	৯
কেন টেলর	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	২৪
কলিন কাউড্রে	ক. বোরদে	ব. সুরেন্দ্রনাথ	৫
* পিটার মে	ক. জোশি	ব. গুপ্তে	১০৬
কেন ব্যারিংটন		ব. নাদকার্নি	৫৬
মাইক হরটন	ক. নাদকার্নি	ব. দেশাই	৫৮
† গডফ্রে ইভান্স	ক. উমরিগড়	ব. নাদকার্নি	৭৩
ফ্রেডি ট্রুম্যান		ব. বোরদে	২৮
ব্রায়ান স্ট্যাথাম	অপরাজিত		২৯
টি. গ্রীনহাফ	ক. গায়কোয়াড়	ব. গুপ্তে	০
এ. ই. মস	ক. পঙ্কজ রায়	ব. গুপ্তে	১১
অতিরিক্ত (বাই ১৫, লেগ-বাই ৭, ওয়াইড ১)			২৩
			৪২২

পতন : ১৭ (মিলটন); ২৯ (কাউড্রে); ৬০ (টেলর); ১৮৫ (ব্যারিংটন); ২২১ (মে); ৩২৭ (ইভান্স); ৩৫৮ (হরটন); ৩৮৯ (ট্রুম্যান); ৩৯০ (গ্রীনহাফ); ৪২২ (মস)।

দেশাই	৩৩	৭	১২৭	১
সুরেন্দ্রনাথ	২৪	৮	৫৯	২
গুপ্তে	৩৮·১	১১	১০২	৪
নাদকার্নি	২৮	১৬	৪৮	২
বোরদে	২০	৪	৬৩	১

ভারত খেলতে নামবার আগে একপশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেলো, দশ মিনিট খেলা বন্ধ। তারপর পঙ্কজ রায় ও কনট্র্যাকটর ব্যাট করতে নেমে দেখলেন পরিচিত দৃশ্য: স্ট্যাথাম আর ট্রুম্যানের বলে তিনটি স্লিপ, একটি গালি, তিনটি ব্যাকওয়ার্ড শর্টলেগ ওৎ পেতে দাঁড়ানো। কিন্তু লাঞ্চের আগেকার সেই চল্লিশ মিনিট ব্যাপী ঝড় তাঁরা বীরের মতো সহ্য ক'রে গেলেন। অঘটন ঘটলো লাঞ্চের পর, যখন গ্রীনহাফ বল করতে এসেই তাঁর মন্থর বলে কনট্র্যাকটরের উইকেট দখল ক'রে নিলেন। পঙ্কজ রায় আবার প্রমাণ করলেন ইচ্ছে করলে,

জেদ ধরলে পৃথিবীর দ্রুততম জুটিকেও তিনি শামাল দিতে পারেন, কিন্তু ট্রুম্যানের বলে উমরিগড়ের মস্ত ব্যাকলিফ্ট কাল হ'লো—অনায়াসেই ট্রুম্যান উমরিগড়কে ইয়র্কড ক'রে দিলেন। পঙ্কজ রায় নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিলেন, ইংলণ্ডের মাঠে টেস্টে এই প্রথমবার তিনি পঞ্চাশ পেরোলেন, কিন্তু প্রশংসার গুঞ্জন থামবার আগেই ট্রুম্যানের বলে তাঁর লেগস্টাম্প উড়ে গেলো—ভারত তিন উইকেটে ৯৫। এখানে মনে-রাখা উচিত, পঙ্কজ রায় কোনোদিনই খোলামেলা ভঙ্গিতে ব্যাট করতে পারেননি, কারণ তাঁর উপর সব সময়েই দলের খুঁটি হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবার ভার দেয়া হ'তো। তাঁর পর আর-কেউ নেই, যিনি দ্রুত বলে ভালো খেলেন—এ-জ্ঞান যদি কোনো খেলোয়াড়ের থাকে, তবে তাঁর কাছ থেকে রগরগে ইনিংসের প্রত্যাশা করা বৃথা। এমন নয় যে মঞ্জরেকার—বা কখনো-কখনো উমরিগড়—দ্রুত বলে ভালো খেলেন না—বা খেলেননি। কিন্তু নির্ভর করা যায়, এমন-কেউ যে তখন ছিলেন না, এ-তথ্যটিকে আমরা বিস্মৃত হ'লে আমরা কোনোদিনই বুঝতে পারবো না পঙ্কজ রায়ের মতো নিপুণ খেলোয়াড়—যাঁর হাতে এমনকি ছিলো লেটকাট বা লেগ-গ্লান্সের সূক্ষ্ম, পরিশীলিত ও রমণীয় মার—সহজে হাত খুলতে চাইতেন না।

মঞ্জরেকার আর বোরদে সেদিন দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ ক'রে কাটিয়ে দিলেন, কিন্তু শনিবার সকালেই অঘটন ঘটলো যখন ট্রুম্যানের ঠোকা বলের বিরুদ্ধে হুক করতে গিয়ে বোরদের আঙুল থেঁৎলে ভেঙে রক্তারক্তি কাণ্ড হ'লো। আহত হলেন নাদকার্নিও। মঞ্জরেকার এরই মধ্যে বীরের মতো খেলছিলেন, কিন্তু ট্রুম্যানের বল পেছিয়ে খেলতে গিয়ে তিনি লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে যেতেই ২০৬ রানে ভারতীয় ব্যাটিং-এর সংহার সমাধি করলেন ট্রুম্যান, স্ট্যাথাম ও মস।

২১৬ রান পেছিয়ে থেকে ভারত যখন, অনুসরণ ক'রে, দ্বিতীয় বার ব্যাট করতে নামলো, তখন সূচনাতেই কনট্র্যাকটর স্ট্যাথামের বলে স্লিপে কাউড্রের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে এলেন। পঙ্কজ রায় আগের মতোই খেলছেন, আস্থায় ভরা, নিপুণ, সাহসী ও নিরেট। উমরিগড়ও ঠেকাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এবার স্ট্যাথামের বলে উমরিগড়ের অফস্টাম্প যখন ছিটকে গেলো, তখন দলের রান মাত্র ৫২। পঙ্কজ রায় তবু স্থির, ধীর, অকম্পিত—যেন গর্ডনের স্তম্ভ। মঞ্জরেকার অন্যদিকে প্রথম থেকেই উলটে আক্রমণ শুরু ক'রে দিলেন। রায়-মঞ্জরেকারের অনেক বৃহৎ ও স্মরণীয় জুটির মতো আরেকটি যোগাযোগের প্রত্যাশায় যখন ভারতীয় শিবিরে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হচ্ছে, তখন খেলার

দ্বিতীয় পঞ্চাশ রান করতে যখন মাত্র এক বাকি, গ্রীনহাফের বলে পঙ্কজ রায় ক্যাচ তুলে দিলেন। এই পঙ্কজ রায়, ১৯৫২র অনভিজ্ঞ তরুণ নয়—সাহসী, নির্ভরযোগ্য, দৃঢ়তার প্রতিমূর্তি। অতএব পঙ্কজ রায়ের এই আকস্মিক পতন দলকে বিষম ধাক্কা দিয়ে গেলো। তবু দিনের বাকি সময়টা মঞ্জরেকার ও গায়কোয়াড় দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ ক'রে কাটিয়ে দিলেন। দিনের শেষে ভারতের দ্বিতীয় দফায় রান উঠলো তিন উইকেটে ৯৬।

বোরদে ব্যাট করতে পারবেন না, যদিও নাদকার্নি জখম অবস্থায় খেলতে নামবেন—এ-অবস্থায় খেলার ফলাফল সম্বন্ধে কোনো সংশয়ই ছিলো না। মঞ্জরেকার এ-অবস্থায় ঝকঝকে খেলছিলেন, পরিচ্ছন্ন আয়াসহীন মার, বিশেষত ট্রুম্যানের বলে তাঁর বিদ্যুৎগতি হুকগুলো যখন পিটার মেকে ভাবিয়ে তুলছে, তখন গ্রীনহাফের লোপ্পা বল পুল করতে গিয়ে মঞ্জরেকার বলের লাইন হারিয়ে ফেললেন—লেগ-বিফোর হ'য়ে যখন ফিরে এলেন দলের রান চার উইকেটে ১২৪। তারপরে মাত্র ৩৩ রানে বাকি উইকেটগুলো হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেলো। লাঞ্চের পরে স্ট্যাথাম যখন দ্বিতীয় নতুন বলে ভারতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ত্বরান্বিত করলেন, তখন উইকেট রাতের বৃষ্টির ফলে অনেক সজীব হ'য়ে উঠেছিলো সন্দেহ নেই—কিন্তু তবু তাঁর ৩১ রানে পাঁচ উইকেট এই কথাই প্রমাণ ক'রে দিলে যে যদিও তাঁর বলে তাঁর ইয়র্কশিয়রি দোসরের মতো তীব্র গতি নেই বা তাঁর হাবেভাবে নেই তরুণ বৃক্ষের মদমত্ততা, তবু অনেকে যে বলেন তিনি ট্রুম্যানের চেয়েও ভালো বল করেন, এ-কথা মোটেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাঁর নিশানা ও লেংথ কিংবদন্তির মতো—আর হয়তো তার দরুনই তাঁর উইকেটের সংখ্যা বিভ্রান্তিকর ট্রুম্যানের চেয়ে যৎসামান্য কম। আসলে শিল্পিতা তাঁর রক্তে, তাঁর নাড়িতে—তাই ইচ্ছে করলেও তিনি হয়তো ট্রুম্যানের মতন এদিক-ওদিক এলোমেলো বল করতে পারতেন না।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়		ব. ট্রুম্যান	৫৪
নরি কনট্রাক্টর	ক. ব্যারিংটন	ব. গ্রীনহাফ	১৫
পলি উমরিগড়		ব. ট্রুম্যান	২১
বিজয় মঞ্জরেকার	লেগ-বিফোর	ব. ট্রুম্যান	১৭
চান্দু বোরদে	আহত ; অবসৃত		১৫

* দাত্তু গায়কোয়াড়	ক. ইভান্স	ব. স্ট্যাথাম	৩৩
রঘুনাথ নাদকার্নি	লেগ-বিফোর	ব. ট্রুম্যান	১৫
† পি. জি. জোশি	লেগ-বিফোর	ব. মস	২১
সুভাষ গুপ্তে	ক. টেলর	ব. মস	২
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ	অপরাজিত		৪
রমাকান্ত দেশাই		ব. স্ট্যাথাম	০
অতিরিক্ত (বাই ৫, নো-বল ৪)			৯
			২০৬

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	ক. ট্রুম্যান	ব. গ্রীনহাফ	৪৯
নরি কনট্র্যাকটর	ক. কাউড্রে	ব. স্ট্যাথাম	০
পলি উমরিগড়		ব. স্ট্যাথাম	২০
বিজয় মঞ্জরেকার	লেগ-বিফোর	ব. গ্রীনহাফ	৪৪
চান্দু বোরদে	আহত ; অনুপস্থিত		—
* দাত্তু গায়কোয়াড়	ক. হরটন	ব. স্ট্যাথাম	৩১
রঘুনাথ নাদকার্নি		ব. স্ট্যাথাম	১
† পি. জি. জোশি	লেগ-বিফোর	ব. ট্রুম্যান	১
সুভাষ গুপ্তে	ক. মে	ব. স্ট্যাথাম	৮
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ	অপরাজিত		১
রমাকান্ত দেশাই	লেগ-বিফোর	ব. ট্রুম্যান	১
(নো-বল ১)			১
			১৫৭

পতন : প্রথম দফা :—৩৪ (কনট্র্যাকটর) ; ৮৫ (উমরিগড়) ; ৯৫ (পঙ্কজ রায়) ; ১২৬ (মঞ্জরেকার) ; ১৫৮ (নাদকার্নি) ; ১৯০ (গায়কোয়াড়) ; ১৯৮ (গুপ্তে) ; ২০৬ (জোশি) ; ২০৬ (দেশাই)। দ্বিতীয় দফা :—৮ (কনট্র্যাকটর) ; ৫২ (উমরিগড়) ; ৮৫ (পঙ্কজ রায়) ; ১২৪ (মঞ্জরেকার) ; ১৪০ (নাদকার্নি) ; ১৪৩ (জোশি) ; ১৪৭ (গায়কোয়াড়) ১৫৬ (গুপ্তে) ; ১৫৭ (দেশাই)।

স্ট্যাথাম	২৩'৫	১১	৪৬	২	২১	১০	৩১	৫
ট্রুম্যান	২৪	৯	৪৫	৪	২২'৩	১০	৪৪	২
মস	২৪	১১	৩৩	২	১২	৭	১৩	০
গ্রীনহাফ	২৬	৭	৫৮	১	২৩	৫	৪৮	২
হরটন	৫	০	১৫	০	১৯	১১	২০	০

দ্বিতীয় টেস্ট : লর্ডস ; জুন ১৮, ১৯ ও ২০, ১৯৫৯

দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবার আগে ভারত যখন নর্থহ্যামটনশিয়রকে ইনিংসে পরাস্ত করলো, তখন ভারতীয় দলের মনোবল পাতাল স্পর্শ করেছিলো— কেননা আগের খেলাতেই ভারত হেরেছে মাইনর কাউন্টির কাছে—কলিন মিলবার্ন ব'লে এক স্থূলকায় ও সদাপ্রফুল্ল তরুণ যুবা ভারতীয় আক্রমণকে নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন। গায়কোয়াড় অসুস্থ, বোরদের আঙ্গুল ভাঙ্গা, নাদকার্নিও জখম। একমাত্র ভরসার কথা এই যে, নর্থহ্যামটনের বিরুদ্ধে উমরিগড় আবার অপরাজিত ২০২ রান ক'রে দেখিয়েছেন যে তাঁর আঙ্গিক চমৎকার, সময়ও ভালো যাচ্ছে—কবে তাঁর রান এ-সফরে হাজার পেরিয়ে গেছে! গায়কোয়াড় অসুস্থ ব'লে নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়লো পঙ্কজ রায়ের উপর—তিনজন অসুস্থ খেলোয়াড়ের জায়গায় দলে ঢুকলেন কৃপাল সিং, ঘোরপাড়ে ও নবাগত এম. এল. জয়সীমা।

অধিনায়ক পঙ্কজ রায় ভারতের মুদ্রাভাগ্য ফিরিয়ে আনলেন বটে, কিন্তু বিপর্যয়ের প্রথম বলি হলেন তিনি স্বয়ং, যখন দলের ৩২ রানে স্ট্যাথামের বহির্গামী বলের প্রণয়ে মুগ্ধ ও সম্মোহিত ভাবে ব্যাট বাড়িয়ে দিয়ে সম্ভাষণ করতে চাইলেন। ভারতীয় দলের মেরুদণ্ডই যেন ভেঙ্গে গেলো। উমরিগড়—দলের তিনি সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান—পুনর্বার সরাসরি বোল্ড হলেন মাত্র ১ রান ক'রে। মঞ্জরেকার চমৎকার শুরু ক'রে পুনর্বার লেগ-বিফোর। পরের ইনিংসেই তিনি লেগ-বিফোর হ'য়ে আউট হবেন। ভারত তিন উইকেটে ৬১—টসে জিতে যে-সুযোগ জুটেছিলো, তা লাঞ্চের আগেই বিলকুল বরবাদ হ'য়ে গিয়েছে।

এ-অবস্থায় ঘোরপাড়ে রুখে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ কনট্র্যাকটর দারুণ খেলছিলেন—কি দ্রুত বল, কি গ্রীনহাফের স্পিন—কিছুতেই তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিলো না। শুধু তাই নয়, ও-অবস্থাতেও তিনি হাত খুলে পুরো পরাবর্তন সমেত বল মারতে দ্বিধা করছিলেন না। কিন্তু দলের রান যখন ১৪৪, তখন ঘোরপাড়ের রগরগে ইনিংসটির অবসান হ'লো—গ্রীনহাফের বলে ঘোরপাড়েও

লেগ-বিফোর। আর ঘোরপাড়ের পরেই ভারতীয় ইনিংস সম্পূর্ণ ধ্ব'সে পড়লো —এবং ভারতীয় ইনিংসের এই বিপর্যয়ের জন্য এবার দায়ী নন ট্রুম্যান ও স্ট্যাথাম—৩১ বলে মাত্র ১২ রান দিয়ে গ্রীনহাফ পেলেন পাঁচ উইকেট। আসলে ট্রুম্যান, স্ট্যাথাম বা মসের দুরন্ত বলের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ব্যাটসম্যানদের অভিনিবেশ সম্ভবত ভেঙ্গে গিয়ে থাকবে, আর গ্রীনহাফ তার সুযোগ নিতে মোটেই দ্বিধা করেননি।

১৬৮ রানে সবাই আউট, তার মধ্যে কনট্র্যাকটরের অবদান ৮১। কিন্তু এ-কথা বললেও কনট্র্যাকটরের সেদিনকার খেলা সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। খেলার সূচনাতেই স্ট্যাথামের ঠোকা বল এসে লেগেছিলো কনট্র্যাকটরের পাঁজরে —পরে এক্স-রে ক'রে জানা গিয়েছিলো তাঁর পাঁজর ভেঙ্গে গিয়েছে। তবু সেদিন ঐ অবস্থায় কনট্র্যাকটর ব্যাট করেছিলেন ২৫৫ মিনিট, তাঁর ৮১ রানের মধ্যে ছিলো একটি ছক্কা ও সাতটি চার। আউট হয়েছিলেন গ্রীনহাফের বল সুইপ করতে গিয়ে—ঐ একটাই পুরোদস্তুর আড়াআড়ি মারের চেষ্টা করেছিলেন তিনি, নইলে আগাগোড়া তিনি বলের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর ঝকঝকে কভারড্রাইভ এমনকি ট্রুম্যান-স্ট্যাথামের বলকেও ছেড়ে কথা কয়নি। তাঁর সাহস, তাঁর দৃঢ়তা অভিনিশ্চল—সমস্তই স্মরণীয়, কিন্তু আরো স্মরণীয় তাঁর জ্বলজ্বলে মারগুলো—সবগুলো মার যেন বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে। সঠিক সুঠাম মার, তাতে আছে বিদ্যুৎ দীপ্তি, আছে অনায়াস নৈপুণ্য, আছে বীরের অনমনীয় তেজ। যখন তিনি ১৬৩ রানে সপ্তম আউট হ'য়ে চ'লে গেলেন, লর্ডসের দর্শকরা একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে, তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে ছিলো। নেভিল কারডাস লিখেছিলেন : 'কনট্র্যাকটরই তাঁর সহযোগীদের কাছে প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন যে এই দ্রুত উইকেটে ইংলণ্ডের দ্রুত বোলারদের যে কেবল ঠেকানোই যায়, তা নয়—তাঁদের বলে চমৎকারভাবে মেরে রানও তোলা যায়।'

ভারত : প্রথম দফা

* পঙ্কজ রায়	ক. ইভান্স	ব. স্ট্যাথাম	১৫
নরি কনট্র্যাকটর		ব. গ্রীনহাফ	৮১
পলি উমরিগড়		ব. স্ট্যাথাম	১
বিজয় মঞ্জরেকার	লেগ-বিফোর	ব. ট্রুম্যান	১২

জয়ন্ত ঘোরপাড়ে	লেগ-বিফোর	ব. গ্রীনহাফ	৪১
এ. জি. কৃপাল সিং		ব. গ্রীনহাফ	০
এম. এল. জয়সীমা	লেগ-বিফোর	ব. গ্রীনহাফ	১
† পি. জি. জোশি		ব. হরটন	৪
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ		ব. গ্রীনহাফ	০
সুভাষ গুপ্তে	ক. মে	ব. হরটন	০
রমাকান্ত দেশাই	অপরাজিত		২
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ১১)			১১
			১৬৮

পতন : ৩২ (পঙ্কজ রায়); ৪০ (উমরিগড়) ; ৬১ (মঞ্জরেকার); ১৪৪ (ঘোরপাড়ে) ; ১৫২ (কৃপাল সিং) ; ১৫৮ (জয়সীমা) ; ১৬৩ (কনট্র্যাকটর) ; ১৬৩ (সুরেন্দ্রনাথ) ; ১৬৪ (গুপ্তে) ; ১৬৮ (জোশি)।

ট্রুম্যান	১৬	৪	৪০	১
স্ট্যাথাম	১৬	৬	২৭	২
মস	১৪	৫	৩১	০
গ্রীনহাফ	১৬	৪	৩৫	৫
হরটন	১৫'৪	৭	২৪	২

ভারতকে ১৬৮ রানে নামিয়ে দিয়ে ইংলণ্ড ব্যাট করতে যাবামাত্র খেলা যেন এক সজোর ধাকায় আচ্ছন্ন একঘেয়েমি থেকে জেগে উঠলো—ইংলণ্ডের বিজয়-অভিযান মোটেই একতরফা ও অনায়াস হ'লো না, যখন দেশাই-এর বলে টেলর ও মিলটন পর-পর আউট হ'য়ে গেলেন। তারপরে সুরেন্দ্রনাথের অপ্রত্যাশিত ইনসুয়িঙ্গার যখন মে-র উইকেট ভেঙ্গে দিয়ে গেলো, তখন ইংলণ্ডের রান তিন উইকেটে ৩৫। কাউড্রে আর ব্যারিংটন মাথা গুঁজে বাকি সময়টা কাটিয়ে দিলেন—দিনের শেষে ইংলণ্ড তিন উইকেটে ৫০।

পরদিন সকালে ইংলণ্ডের পুরো ইনিংসটাই কেঁপে উঠলো যখন দেশাইয়ের দুরন্ত আউট সুয়িঙ্গারটি কাউড্রের ব্যাটের কানা ছুঁয়ে জোশির দস্তানায় ঢুকে পড়লো। তারপরেই দেশাই দখল করলেন হরটনের উইকেট, আর সুরেন্দ্রনাথের বলে ইভান্স কোনো রান করবারই অবসর পেলেন না—ইংলণ্ড ছ-উইকেটে ৮০। ট্রুম্যানও যখন তার পর গুপ্তের বলে অন্তর্হিত হলেন, তখন ইংলণ্ডের রান সাত

উইকেটে ১০০—স্বীকৃত ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কেবল ব্যারিংটন আছেন, কিন্তু এটা তাঁর জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট—আর আছেন স্ট্যাথাম, মস ও গ্রীনহাফ। ইংলণ্ড কোনঠাশা, আর দেশাই-সুরেন্দ্রনাথ বল করছেন যেন অধিকৃত, উজ্জীবন্ত।

কিন্তু এই অবস্থা থেকেও ভারতের হাত গ'লে খেলা বেরিয়ে গেলো। ব্যারিংটন ও স্ট্যাথাম অষ্টম উইকেটে যোগ করলেন ৮৪ রান, তারপর নবম উইকেটে ব্যারিংটন ও মস যোগ করলেন আরো ৪২ রান। কী ক'রে যে খেলাটি ভারতের হাত ফশকে বেরিয়ে গেলো, এই বিস্ময়ের সমাধান হয়নি, কিন্তু ব্যারিংটন যেভাবে দশটি চার মেরে ৮০ রান তুলেছিলেন, ২২৫ মিনিট ধ'রে আগলে রেখেছিলেন তাঁর উইকেট, তাতে তাঁর অভিনিবেশ আর নিখুঁত খেলার ভঙ্গির তারিফ না-ক'রে উপায় থাকে না। অবশেষে ইংলণ্ড যখন ২২৬ রানে সবাই আউট হ'লো, তখন দেশাই—শীর্ণ বেঁটেখাটো দেশাই—দখল করেছেন ৮৯ রানে পাঁচ উইকেট, আর সুরেন্দ্রনাথ ৪৬ রানে তিন উইকেট। ইংলণ্ড মাত্র ৬০ রান এগিয়ে।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

আর্থার মিলটন	ক. সুরেন্দ্রনাথ	ব. দেশাই	১৪
কেন টেলর	ক. গুপ্তে	ব. দেশাই	৬
কলিন কাউড্রে	ক. জোশি	ব. দেশাই	৩৪
* পিটার মে		ব. সুরেন্দ্রনাথ	৩৫
কেন ব্যারিংটন	ক. বদলি	ব. দেশাই	৮০
মাইক হরটন		ব. দেশাই	২
† গডফ্রে ইভান্স		ব. সুরেন্দ্রনাথ	০
ফ্রেডি ট্রুম্যান	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	৭
ব্রায়ান স্ট্যাথাম	ক. সুরেন্দ্রনাথ	ব. গুপ্তে	৩৮
এ. ই. মস		ব. সুরেন্দ্রনাথ	২৬
টি. গ্রীনহাফ	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৪, ওয়াইড ১)			১০
			২২৬

পতন : ৯ (টেলর) ; ২৬ (মিলটন) ; ৩৫ (মে) ; ৬৯ (কাউড্রে) ; ৭৯

(হরটন) ; ৮০ (ইভান্স) ; ১০০ (ট্রুম্যান) ; ১৮৪ (স্ট্যাথাম) ; ২২৬ (মস) ২২৬ (ব্যারিংটন)।

দেশাই	৩১·৪	৮	৮৯	৫
সুরেন্দ্রনাথ	৩০	১৭	৪৬	৩
উমরিগড়	১	১	০	০
গুপ্তে	১৯	২	৬২	২
কৃপাল সিং	৩	০	১৯	০

ভারত আবার ব্যাট করতে নামবার সঙ্গে-সঙ্গে ইংলণ্ডের স্লিপের লোক-জনদের খাটুনি বিষম বেড়ে গেলো। কনট্র্যাকটর আহত, অতএব পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে ভারতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামলেন জয়সীমা। কিন্তু ট্রুম্যানের বলে মে-র হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে পঙ্কজ রায় যখন চ'লে গেলেন, তখন ভারতের রান শূন্য। পরের বলেই গালিতে হরটনের হাতে ক্যাচ দিয়ে অপসৃত হলেন উমরিগড়—শূন্য রানে দু-উইকেট! এ কি লিডসের পুনরাবৃত্তি! কিন্তু না, এবার জয়সীমা ও ঘোরপাড়ে ঠেকালেন—তাঁদের প্রতিরোধ যখন আবার ভারতীয় শিবিরে আশার সঞ্চার করছে, তখন হঠাৎ মস-এর বলে জয়সীমা দ্বিতীয়বার লেগ-বিফোর। ভারত তখনও ইংলণ্ড থেকে ৩৮ রান পেছিয়ে, তিন উইকেট গেছে, কনট্র্যাকটরকে ডাক্তার ব্যাট করতে বারণ করেছেন। ঘোরপাড়ে নেমে প্রথম দফার মতোই উলটে আক্রমণ করছেন, কিন্তু দলের রান যখন ৪২, তখন স্ট্যাথামের অল্প মোচড় খাওয়া বহির্গামী বলটি ঘোরপাড়ের ব্যাটের কানা ছুঁয়ে চ'লে গেলো।

কিন্তু মঞ্জরেকার ব্যাট করছেন নির্ভীকভাবে: কোনো আলগা বল পেলে মারতে দ্বিধা করছেন না, আর তাঁর আক্রমণাত্মক মার মানেই ঝকঝকে, পরিশীলিত, নিপুণ। কৃপাল সিংও আত্মরক্ষার সঙ্গে মিশিয়েছিলেন আক্রমণ: প্রতি মিনিটে রান উঠছে, দিনের শেষে ভারতের রান চার উইকেটে ১০৮, মঞ্জরেকার অপরাজিত ৪৬, কৃপাল সিং অপরাজিত ২৮। তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্য আর সাবলীল ভঙ্গি পুরো খেলার ধরনই পালটে দিয়েছিলো।

অথচ তৃতীয় দিন সকালে, পর-পর চতুর্থবার, মঞ্জরেকার লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে গেলেন—তাঁর আগে পঞ্চম উইকেটে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কৃপাল সিং-এর সঙ্গে তিনি সবচেয়ে বেশি রান তুলেছেন—৮৯। পরের ওভারে স্ট্যাথাম দখল

করলেন কৃপাল সিংএরও উইকেট। কনট্র্যাকটর নামলেন, ভাঙা পাঁজরের উপরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কিন্তু ভারতীয় দলের বিপর্যয় তাঁর একার পক্ষে ঠেকানো সম্ভব হ'লো না। শেষ পর্যন্ত তিনি রইলেন অপরাজিত ১১—দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের রান ১৬৫—অর্থাৎ জয়ের জন্য ইংলণ্ডের চাই মাত্র ১০৮ রান।

এই অল্প রান তুলতে গিয়েই ১২ রানের মধ্যে ইংলণ্ড মিলটন ও টেলরকে হারিয়ে বসলো। কিন্তু কাউড্রে আর মে আর কোনো অঘটন ঘটতে দিলেন না। ইংলণ্ড অনায়াসেই আট উইকেটে জিতে গেলো। পরে জর্জ ডাকওয়ার্থ এ টেস্ট সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'ভারত হেরেছে বটে, তবু সান্ত্বনা এই যে নটিংহাম টেস্টের চেয়ে অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভালো খেলেছে। তাদের খেলায় যে-উন্নতি ঘটেছিলো, তাতে ইংলণ্ডকে প্রথম থেকে লড়তে হয়েছে—এমনকি কখনো-কখনো মনে হয়েছিলো ভারতের পক্ষে জিতে যাওয়াও অসম্ভব নয়।' সবচেয়ে উন্নতি হয়েছিলো ফিল্ডিংএ—বিশেষত কভারে ঘোরপাড়ের ফিল্ডিং লাল সিং-গুল মহম্মদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

* পঙ্কজ রায়	ক. মে	ব. ট্রুম্যান	০
এম. এল. জয়সীমা	লেগ-বিফোর	ব. মস	৮
পলি উমরিগড়	ক. হরটন	ব. ট্রুম্যান	০
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে	ক. ইভান্স	ব. স্ট্যাথাম	২২
বিজয় মঞ্জরেকার	লেগ-বিফোর	ব. স্ট্যাথাম	৬১
এ. জি. কৃপাল সিং		ব. স্ট্যাথাম	৪১
† পি. জি. জোশি		ব. মস	৬
নরি কনট্র্যাকটর	অপরাজিত		১১
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ	রান-আউট		০
সুভাষ গুপ্তে	স্টা. ইভান্স	ব. গ্রীনহাফ	৭
রমাকান্ত দেশাই		ব. গ্রীনহাফ	৫
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৪)			৪
			১৬৫

পতন : ০ (পঙ্কজ রায়) ; ০ (উমরিগড়) ; ২২ (জয়সীমা) ; ৪২

(ঘোরপাড়ে) ; ১৩১ (মঞ্জরেকার) ; ১৪০ (কৃপাল সিং) ; ১৪৭ (জোশি) ; ১৪৭ (সুরেন্দ্রনাথ) ; ১৫৯ (গুপ্তে) ; ১৬৫ (দেশাই)।

ট্রুম্যান	২১	৩	৫৫	২
স্ট্যাথাম	১৭	৭	৪৫	৩
মস	২৩	১০	৩০	২
গ্রীনহাফ	১৮	৮	৩১	২

ইংল্যাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

কেন টেলর	লেগ-বিফোর	ব. সুরেন্দ্রনাথ	৩
আর্থার মিলটন	ক. জোশি	ব. দেশাই	৩
কলিন কাউড্রে	অপরাজিত		৬৩
* পিটার মে	অপরাজিত		৩৩
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ১)			৬
		দু-উইকেটে	১০৮

পতন : ৮ (মিলটন) ; ১২ (টলর)।

দেশাই	৭	১	২৯	১
সুরেন্দ্রনাথ	১১	২	৩২	১
উমরিগড়	১	০	৮	০
জয়সীমা	১	০	৮	০
গুপ্তে	৬	২	২১	০
কৃপাল সিং	১	১	০	০
পঙ্কজ রায়	০·২	০	৪	০

তৃতীয় টেস্ট : হেডিঙলে, লিড্স ; ২, ৩ ও ৪, ১৯৫৯

লর্ডসে ভারত হেরেছিলো সত্যি, কিন্তু লড়েছিলো। দেশাই-সুরেন্দ্রনাথের বল, আহত অবস্থায় কনট্র্যাকটরের ব্যাট করার ভঙ্গি, কভারে ঘোরপাড়ের ফিল্ডিং ও দু-ইনিংসেই তাঁর বিপর্যয় রোধ করার চেষ্টা, মঞ্জরেকারের নিখুঁত শৈলী—অন্তত এ সব থেকে এই আশাই জেগেছিলো যে লিড্সে তৃতীয় টেস্টে ভারত নিশ্চয়ই আরো আস্থার সঙ্গে খেলবে। কিন্তু উলটে তিন দিনেই ভারত

ইনিংস ও ১৭৩ রান হেরে গেলো—আর হারের চেয়েও বড়ো কথা, যেভাবে হারলো এমনকি গত সফরেও লিড্সে শূন্য রনে চার উইকেট প'ড়ে যাবার পরও তার নজির দেখা যায়নি।

সত্যি-যে ভারত এই সফরে কখনও বাঞ্ছিত দলটিকে টেস্টে নামাতে পারেনি। কনট্র্যাকটরের পাঁজর ভাঙা, মঞ্জরেকারের হাঁটুর মালাইচাকি খুলে গিয়েছে—এ-সব তথ্য মোটেই ভারতের মনোবল বাড়িয়ে দেয়নি। দলে ফিরলেন গায়কোয়াড়, বোরদে ও নাদকার্নি। বাদ পড়লেন কৃপাল ও জয়সীমা। আর ঢুকলেন জোশির জায়গায় তামানে ও কনট্র্যাকটরের জায়গায় মাধব আপ্তের ভ্রাতা অরবিন্দ আপ্তে।

ইংলণ্ড দলেও বিস্তর অদলবদল হ'লো। পুলার, পার্কহাউস, ক্লোজ, মর্টিমোর ও সুয়েটম্যান দলে ঢুকলেন, বাদ পড়লেন মিলটন, টেলর, গ্রীনহাফ, হরটন ও ইভান্স। ইভান্সকে বসিয়ে দেয়াটা অবশ্য অপ্রত্যাশিত ও সাড়া-জাগানো। কে জানতো লর্ডস টেস্টই তাঁর শেষ টেস্ট হবে—তাঁর ৯১তম টেস্ট! খেলার আগের দিন অবশ্য স্ট্যাথাম পুরো সুস্থ নন ব'লে দলে ঢুকলেন হ্যারল্ড রোড্স! রোড্স ছুঁড়ে বল করেন ব'লে পরে নানা গণ্ডগোল হয়েছিলো, যে-রকম এক সময় প্রমাণ হয়েছিলো যে লকও ছুঁড়ে বল করেন। আম্পায়ার লী ও ফিলিপসন কোনো উচ্চবাচ্য করেননি—ভারতের প্রথম দফায় রোড্সের শিকার পঙ্কজ রায় ২, চান্দু বোরদে ০, গায়কোয়াড় ২৫ ও নাদকার্নি ২৭। এ-বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

টসে জিতেছিলেন গায়কোয়াড়, কিন্তু তাতে কী। ইয়র্কশিয়রের চমৎকার ব্যাটিং উইকেটে স্ট্যাথামবিহীন ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে দুশো মিনিটে মাত্র ১৬১ রান ক'রে ভারত নাকাল হ'য়ে ফিরে এলো—উইকেটগুলো ভাগবাঁটোয়ারা ক'রে নিলেন ট্রুম্যান, মস ও রোড্স।

রোড্স যে তাঁর প্রথম টেস্টে কেবল চারটে উইকেট পেয়েছিলেন, তা নয়—আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর প্রথম ওভারেই উইকেট পেয়েছিলেন, যখন সুয়েটম্যান পঙ্কজ রায়কে উইকেটের পিছনে লুফে নিলেন। খেলায় সুয়েটম্যান যে-পাঁচটি দুর্দান্ত ক্যাচ লুফেছিলেন, এটি তারই প্রথমটি। ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে আপ্তে দলে ঢুকেছিলেন, কিন্তু তিনি-যে উমরিগড়েরই দুর্বল সংস্করণ, যত প্রতাপ সাধারণ কাউন্টি দলের বিরুদ্ধে, তার প্রমাণ পেতে দেরী হ'লো না যখন মস তাঁকে সহজেই বোল্ড ক'রে দিলেন। এক রান পরেই

রোডসের বলে বোরদে সুয়েটম্যানের হাতে ক্যাচ তুলে ফিরে এলেন—১১ রানে তিন উইকেট। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়—দলের রান যখন ২৩, তখন ঘোরপাড়েও সুয়েটম্যানের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে এলেন।

অতএব বিপর্যয় রোধ করবার দায়িত্ব এসে পড়লো উমরিগড় ও গায়কোয়াড়ের পর। ইংলণ্ডে উমরিগড়ের এটি সপ্তম টেস্ট—এর আগে ছ-টি টেস্টে সবশুদ্ধ, তিনি রান করেছেন ৮৫, এগারো ইনিংসে ৮৫। এবার তিনি ব্যাট করতে এসেছেন পাঁচ নম্বরে, যদি তাতে কিছু সুফল ফলে—কিন্তু মস-এর বলে অন্ধের মতো পা বাড়িয়ে ব্যাট পেতে হাৎড়ে উমরিগড় যখন লেগ স্লিপে ক্যাচ তুলে দিলেন, তখন তাঁর নিজের রান ২৯, ও দলের ছ-উইকেটে ৭৫। কেননা আগের মহূর্তে রোড্সের বলে ঐ ৭৫ রানেই গায়কোয়াড় আউট হয়েছেন পঞ্চম। নাদকার্নি ও-অবস্থায় যতই কেন না চেষ্টা করলেন, শেষ অবধি ১৬১ রানে ভারতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেলো—তবু তো শেষ চার উইকেটে রান উঠেছিলো ৮৬—দলের প্রতাপাদিত্যদের কীর্তির চেয়ে অনেক ভালো।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	ক. সুয়েটম্যান	ব. রোড্স	২
অরবিন্দ আপ্তে		ব. মস	৮
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে	ক. সুয়েটম্যান	ব. ট্রুম্যান	৮
চান্দু বোরদে	ক. সুয়েটম্যান	ব. রোড্স	০
পলি উমরিগড়	ক. ট্রুম্যান	ব. মস	২৯
* দাত্তু গায়কোয়াড়	ক. কাউড্রে	ব. রোড্স	২৫
রঘুনাথ নাদকার্নি	ক. পার্কহাউস	ব. রোড্স	২৭
* নরেন তামানে	ক. মস	ব. ট্রুম্যান	২০
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ	ক. ক্লোজ	ব. ট্রুম্যান	৫
সুভাষ গুপ্তে	ক. সুয়েটম্যান	ব. ক্লোজ	২১
রমাকান্ত দেশাই	অপরাজিত		৭
অতিরিক্ত (বাই ৪, নো-বল ৫)			৯
			১৬১

পতন : ১০ (পঙ্কজ রায়) ; ১০ (আপ্তে) ; ১১ (বোরদে); ২৩ (ঘোরপাড়ে) ; ৭৫ (গায়কোয়াড়) ; ৭৫ (উমরিগড়) ; ১০৩ (তামানে) ; ১১২ (সুরেন্দ্রনাথ) ১৪১ (গুপ্তে); ১৬১ (নাদকার্নি)।

ট্রুম্যান	১৫	৬	৩০	৩
মস	২২	১১	৩০	২
রোডস	১৮'৫	৩	৫০	৪
মর্টিমোর	৮	৩	২৪	০
ক্লোজ	৫	১	১৮	১

দিনের বাকি সময়টুকু ইংলণ্ডের নতুন ওপেনিং জুটি পুলার আর পার্কহাউস কেবল যে আস্থার সঙ্গে খেললেন, তা নয়—রানও তুলেছিলেন ৬১। অতএব দ্বিতীয় দিন যখন খেলা শুরু হ'লো, ইংলণ্ড মাত্র ১০০ রান পেছিয়ে—অটুট আছে সবগুলো উইকেট।

পুলার আর পার্কহাউস প্রথম উইকেটে রান তুললেন ১৪৬। গত ১৯টি টেস্টে ইংলণ্ডের প্রথম উইকেটে কখনও শত রান ওঠেনি—অতএব তাঁদের যোগাযোগ ও সাফল্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যি-যে, তাঁরা ব্যাট করেছিলেন, আস্তে, শামুকের মতো গতি—প্রথম দিনে দু-ঘণ্টায় মাত্র ৬১, দ্বিতীয় দিন সকালে এক ঘণ্টায় মাত্র ৩০—আর এই দু-মিনিটে এক রান—এই হারের বিশেষ বদল হয়নি কখনোই। এই জুটি কবে ভাঙবে, সে-বিষয়ে যখন লোকে জল্পনা করাও ছেড়ে দিয়েছে, তখন স্কোয়ারলেগে পুলারকে চমৎকারভাবে লুফে নিলেন বোরদে। অথচ পুলারের খেলাই ছিলো অনেক আস্থায় ভরা, ত্রুটিহীন ; পার্কহাউস বরং গুপ্তের বলে প্রথম থেকেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। পার্কহাউসকে অবশেষে পেলেন অবশ্য দেশাই—গুপ্তে নন—যখন দেশাই দ্বিতীয় নতুন বলে প্রেরণার বশবর্তী হ'য়ে বল করছিলেন। ইংলণ্ড দু-উইকেটে ১৮০, ব্যাট করছেন কাউড্রে আর মে। এই তথ্য পৃথিবীর যে-কোনো দলকেই কাতর ক'রে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ছ-রান পরেই দেশাইয়ের তীব্র ইনসুয়িঙ্গারটি পিটার মে-র অফস্টাম্প উড়িয়ে দিলো।

আরেকটা উইকেট পড়লেই খেলার ধরন পালটে যাবে, কারণ ইংলণ্ড দলে আছেন অনেক অনভিজ্ঞ খেলোয়াড় যাঁরা এই প্রথম টেস্টে খেলছেন। সুরেন্দ্রনাথের বলে কাউড্রের অনুসন্ধিৎসু ব্যাট অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছিলো

তখন, আর দেশাইয়ের বলে ব্যারিংটন মোহ্যমান। এমন সময় ব্যাকওয়ার্ড শর্টলেগে নাদকার্নি কাউড্রের তোলা ক্যাচটি ফেলে দিলেন—দুর্ভাগ্য বোলার সুরেন্দ্রনাথ।

আস্তে-আস্তে কাউড্রের খেলায় আস্থা ফিরে এলো। আস্থা, আর শৈলী। চায়ের সময় ইংলণ্ডের রান ছিলো তিন উইকেটে ২৪৫। চায়ের পরে কাউড্রে একেবারে অন্য খেলোয়াড়—যেভাবে অনায়াসে অবলীলাক্রমে তিনি ভারতীয় বোলিংকে ছত্রখান ক'রে দিলেন, তাঁর তুলনা বিশ্বক্রিকেটে বিরল। সত্যি-যে, আরো দুটি সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন—৩৩ এ, ৩৭ এ, কিন্তু চায়ের পরে ১১০ মিনিটে ব্যারিংটনের সঙ্গে মিলে যোগ করেছিলেন ১৬৩ রান। ব্যারিংটন ৮০ রান ক'রে নাদকার্নির বলে যখন আউট হ'য়ে ফিরে গেলেন, দলের রান চার উইকেটে ৩৭৯। দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান চার উইকেটে ৪০৮—কাউড্রে অপরাজিত ১৪৮, ক্লোজ ১২।

পরদিন সকালে ইংলণ্ড ৭০ মিনিটে ৭৫ রান তুলতেই মে আট উইকেটে ৪৮৩ রানে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। কাউড্রে আউট হয়েছিলেন ২৮০ মিনিটে ১৬০ রান ক'রে—তাতে ছিলো চোদ্দটি চার ও চারটে বিপুল ছক্কা। উইকেটের চারধারে মেরে রান করেছিলেন কাউড্রে, ছিলো লেগ-গ্লান্সের মতো সূক্ষ্ম রমণীয় ও স্পর্শাতুর মার, ছিলো লেটকাটও—কিন্তু তবু পা বাড়িয়ে যেভাবে তিনি পর-পর ড্রাইভ ক'রে যাচ্ছিলেন, তার সৌষ্ঠব অবিস্মরণীয়। তার ড্রাইভে কোনো প্রচণ্ড জান্তব শক্তির প্রকাশ ছিলো না—ছিলো নিখুঁত সময়জ্ঞানের পরিশীলিত উদ্ভাস। সেদিন সকালে সবগুলো উইকেটই দখল করেছিলেন গুপ্তে। তাঁর বলে ছিলো কৌশল, ছিলো চিন্তা, ছিলো বুদ্ধির ছাপ।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

পার্কহাউস	ক. তামানে	ব. দেশাই	৭৮
জিওফ পুলার	ক. বোরদে	ব. নাদকার্নি	৭৫
কলিন কাউড্রে	ক. ঘোরপাড়ে	ব. গুপ্তে	১৬০
* পিটার মে		ব. দেশাই	২
কেন ব্যারিংটন	ক. তামানে	ব. নাদকার্নি	৮০
ব্রায়ান ক্লোজ		ব. গুপ্তে	২৭
জন মর্টিমোর		ব. গুপ্তে	৭

* রয় স্যুয়েটম্যান	অপরাজিত		১৯
ফ্রেডি ট্রুম্যান	ক. দেশাই	ব. গুপ্তে	১৭
এ. ই. মস	ব্যাট করেননি		—
হ্যারল্ড রোড্স	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ১৩, লেগ-বাই ৫)			১৮
	আট উইকেটে ঘোষিত		৪৮৩

পতন : ১৪৬ (পুলার) ; ১৮০ (পার্কহাউস) ; ১৮৬ (মে) ; ৩৭৯ (ব্যারিংটন) ; ৪৩২ (কাউড্রে) ; ৪৩৯ (মর্টিমোর) ; ৪৫৩ (ক্লোজ) ; ৪৮৩ (ট্রুম্যান)।

দেশাই	৩৮	১০	১১১	২
সুরেন্দ্রনাথ	৩২	১১	৮৪	০
গুপ্তে	৪৪·৩	১৩	১১১	৪
উমরিগড়	২৪	৮	৪৪	০
বোরদে	১৪	১	৫১	০
নাদকার্নি	২২	২	৬৪	২

ইনিংস পরাজয় এড়াতে হ'লে ভারতকে ৩২২ রান করতে হবে, কিন্তু মস-এর বলে আপ্তে যখন আউট হলেন তখন দলের রান ১৬। তারপরেই ট্রুম্যান পর-পর পেলেন পঙ্কজ রায় ও ঘোরপাড়েকে—ভারত তিন উইকেটে ৩৮। অতএব ইনিংস পরাজয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। এবার প্রশ্ন হ'লো, ভারত খেলাটাকে অন্তত চতুর্থ দিনেও টেনে নিয়ে যেতে পারবে কি না। বোরদে আর উমরিগড় খানিকক্ষণ ঠেকালেন, কিন্তু ক্লোজের বলে বোরদে মিড-অনে লোপ্পা ক্যাচ তুলে দেবার পর দেখতে-না-দেখতে ১৪৯ রানে ভারত আউট হ'য়ে গেলো। এবার উইকেটগুলো ভাগাভাগি ক'রে নিলেন প্রধানত ক্লোজ আর মর্টিমোর—এমন নয় যে ট্রুম্যানের ভয়ংকর বাম্পারে সবাই আতঙ্কে উইকেট খুইয়ে ফিরে এলেন। এবং এমন নয় যে ক্লোজ-মর্টিমোর জুটি লক-লেকার, রামাধীন-ভ্যালেন্টাইন বা বেনো-জনসন জুটির মতো আহামরি কিছু।

ইংলণ্ডের প্রাক্তন ফাস্টবোলার বিল বাওয়েস তো সোজাসুজি ব'লেই দিলেন ভারত যে পাঁচ দিনের টেস্ট খেলবার যোগ্য হয়নি, এ-কথা ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। তাছাড়া পাঁচটি টেস্টের ব্যবস্থা করাও ঠিক হয়নি—এ-রকম কোনো দলকে বার-বার হারিয়েও তৃপ্তি বা গৌরব—কিছুই নেই।

খেলার মাঠে এই মন্তব্যের বিরোধিতা কবে করবে ভারত ?

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	ক. সুয়েটম্যান	ব. ট্রুম্যান	২০
অরবিন্দ আপ্তে	ক. ক্লোজ	ব. মস	৭
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে	লেগ-বিফোর	ব. ট্রুম্যান	০
চান্দু বোরদে	ক. মে	ব. ক্লোজ	৪১
পলি উমরিগড়	ক. ট্রুম্যান	ব. মর্টিমোর	৩৯
* দাত্তু গায়কোয়াড়		ক. ও ব. ক্লোজ	৮
রঘুনাথ নাদকার্নি	ক. ব্যারিংটন	ব. ক্লোজ	১১
* নরেন তামানে	অপরাজিত		৯
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ	ক. কাউড্রে	ব. মর্টিমোর	১
সুভাষ গুপ্তে		ক. ও ব. ক্লোজ	১
রমাকান্ত দেশাই	ক. কাউড্রে	ব. মর্টিমোর	৮
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৪)			৪
			১৪৯

পতন : ১৬ (আপ্তে) ; ১৯ (ঘোরপাড়ে) ; ৩৮ (পঙ্কজ রায়) ; ১০৭ (বোরদে) ; ১১৫ (গায়কোয়াড়) ; ১২১ (উমরিগড়) ; ১৩৮ (নাদকার্নি) ; ১৩৯ (সুরেন্দ্রনাথ) ; ১৪০ (গুপ্তে) ; ১৪৯ (দেশাই)।

ট্রুম্যান	১০	১	২৯	২
রোডস	১০	২	৩৫	০
মস	৬	৩	১০	১
মর্টিমোর	১৮·৪	৬	৩৬	৩
ক্লোজ	১১	০	৩৫	৪

চতুর্থ টেস্ট : ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ম্যানচেসটার
জুলাই ২৩, ২৪, ২৫, ২৭ ও ২৮, ১৯৫৯

ইতিমধ্যে মঞ্জরেকারের পায়ের হাড়ে অস্ত্রোপচারের ফলে সে-সফরে তাঁর আর খেলবার সম্ভাবনা ছিলো না। অতএব পরিত্রাহি আহ্বান গেলো অক্স-ফোর্ডে—আবাস আলি বেগ নামক হায়দ্রাবাদের এক বিংশতিবর্ষীয় যুবার কাছে। বেগ ভারতের হ'য়ে প্রথম খেললেন লর্ডসে, মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে—এবং প্রথম খেলাতেই সেঞ্চুরি হাঁকালেন। জাতের তফাৎ সেখানেই স্পষ্ট চেনা গেলো—বিশেষত দ্রুত ঠোকা বলের বিরুদ্ধে তাঁর দুর্ধর্ষ হুকগুলো অন্তত দলের তথাকথিত নামজাদাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো—কীভাবে বলের লাইনে গিয়ে নাকের ডগা থেকে এ-মার সম্পন্ন করতে হয়। পঙ্কজ রায়, কনট্র্যাকটর বা মঞ্জরেকার আর যাই করুন, খেলার রীতি তাঁদের শুদ্ধ ছিলো, নির্ভুল ছিলো—তাঁরা অন্তত বলের লাইনে যেতেন ; কিন্তু আরো যে-সব নাম-জাদারা দলকে অলংকৃত করেছিলেন, তাঁদের বেগের কাছে যথেষ্ট শেখবার ছিলো। বেগ তারপর টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই ম্যানচেস্টারে চমকপ্রদ ও রগরগে সেঞ্চুরি ক'রে ইতিহাস রচনা করলেন—১৮৯৬ সালে রনজি ইংলণ্ডের হ'য়ে খেলতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই ম্যানচেসটারেই তাঁর প্রথম টেস্টে অপরাজিত ১৫৪ রান করেছিলেন।

অমরনাথ, দীপক শোধন, কৃপাল সিং-এর পর আব্বাস আলি বেগই চতুর্থ ভারতীয় ক্রিকেটার, যিনি ভারতের হ'য়ে খেলতে নেমে, প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। বেগের এই সেঞ্চুরির পর কীথ মিলার তাঁকে 'ডান হাতি নীল হার্ভে,' ব'লে বিবৃত করেছিলেন—কেননা বেগও হার্ভের মতোই সুদর্শন, কিন্তু খর্বাকৃতি।

কাঁধের পেশিতে টান পড়ায় মে ইংলণ্ড দল থেকে ছুটি নিলেন, নেতৃত্বের ভার পড়লো কলিন কাউড্রের উপর, যাঁর জন্ম মহীশূরের বাঙ্গালুরে। মে, ক্লোজ আর মস-এর জায়গায় ইংলণ্ড দলে নির্বাচিত হলেন মাইক স্মিথ, টেড ডেক্সটার ও রে ইলিঙওয়ার্থ।

অধিনায়ক কাউড্রে টসে জিতলেন, আর সারা দিন ব্যাট ক'রে ইংলণ্ড করলো তিন উইকেটে ৩০৪। দেশাই-সুরেন্দ্রনাথ নাগাড়ে চমৎকার বল করেছিলেন, কিন্তু অনূ্যন ছ-টি লোপ্পা ক্যাচ পড়েছিলো তাঁদের বলে। পুলার ক্যাচ তুলেছিলেন গোড়ায়, পরে করলেন ১৩১; কাউড্রে কোনো রান

করার আগেই ক্যাচ দিয়েছিলেন—পরে করেছিলেন ৬৭। পুলার-কাউড্রের জুটিতে যোগ হয়েছিলো ১৩১ রান। অতএব এই সমূহ দুর্দশার জন্য ভারত নিজেই দায়ী।—বাজে ফিল্ডিং-এর কোনো কৈফিয়ৎ নেই।

পার্কহাউস আউট হয়েছিলেন ৩৩এ, তারপরের উইকেট পড়েছিলো ১৬৪তে। গোড়ায় একাধিক সুযোগ দিয়ে কাউড্রে পরে যখন হাত খুললেন, তখন দেখতে-না-দেখতে দশটি চার ও একটি ছক্কা সমেত তাঁর ৬৭ রান উঠে গেলো। পুলার চায়ের পরে তাঁর সেঞ্চুরি করলেন—কোনো ল্যাঙ্কশিয়রি ব্যাটসম্যানের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে এই প্রথম সেঞ্চুরি। মাইক স্মিথ তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট শুরু করেছিলেন আস্তে, কিন্তু শড়গড় হ'য়ে যাবার পর তাঁর ঝকমকে মারগুলো পর-পর ঝলসে উঠলো। জুটির রান যখন ৯৮, আর ইংলণ্ডের রান ২৬২, তখন পুলার সুরেন্দ্রনাথের বলে উইকেটের পিছনে ক্যাচ তুলে প্রস্থান করলেন। তিনশো তিরিশ মিনিট উইকেটে ছিলেন পুলার, ১৩১ রানের মধ্যে হাঁকিয়েছিলেন চোদ্দটি চার। দিনের শেষে মাইক স্মিথ ৫৫, আর ব্যারিংটন ২২ রান ক'রে অপরাজিত রইলেন।

প্রথম টেস্টেই ভারতের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করলেন মাইক স্মিথ, ব্যারিংটন পর-পর টেস্টে রান করলেন ৫৬, ৮০, ৮০ এবং ৮৭। চতুর্থ উইকেটে মাইক স্মিথের সঙ্গে ব্যারিংটন যোগ করেছিলেন ১০৯ রান, স্মিথ যখন বাউণ্ডারির কাছে ক্যাচ তুলে বিদায় নিলেন, বোঝা গেলো কাউড্রের নির্দেশ সবাইকে তাড়াতাড়ি রান তুলতে হবে। অতএব বাউণ্ডারি ও উইকেটের লুঠ প'ড়ে গেলো—৪৯০ রানে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো। সুরেন্দ্রনাথ সবশুদ্ধু পেলেন পাঁচ উইকেট, আর দেশাই মাত্র এক। কিন্তু, যদিও জল্পনা ক'রে লাভ নেই, দেশাই-সুরেন্দ্রনাথের বলে প্রথম দিনে-ও-ভাবে পর-পর ক্যাচগুলো না-ফশকালে খেলার গতিই অন্য রকম হ'তো—তাঁদের বল করার খতিয়ান হ'তো অনেক ভালো।

কিন্তু এই তো ভারতীয় দল—অতএব ও নিয়ে আপশোশ ক'রে আর কী হবে?

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

পার্কহাউস	ক. পঙ্কজ রায়	ব. সুরেন্দ্রনাথ	১৭
জিওফ পুলার	ক. জোশি	ব. সুরেন্দ্রনাথ	১৩১
* কলিন কাউড্রে	ক. জোশি	ব. নাদকার্নি	৬৭

মাইক স্মিথ	ক. দেশাই	ব. বোরদে	১০০
কেন ব্যারিংটন	লেগ-বিফোর	ব. সুরেন্দ্রনাথ	৮৭
টেড ডেক্সটার	ক. পঙ্কজ রায়	ব. সুরেন্দ্রনাথ	১৩
রে ইলিঙওয়ার্থ	ক. গায়কোয়াড়	ব. দেশাই	২১
জন মর্টিমোর	ক. কনট্র্যাকটর	ব. গুপ্তে	২৯
* রয় সুয়েটম্যান	ক. জোশি	ব. গুপ্তে	৯
ফ্রেডি ট্রুম্যান		ব. সুরেন্দ্রনাথ	০
হ্যারল্ড রোড্স	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৭, লেগ-বাই ৭, ওয়াইড ২)			১৬
			৪৯০

পতন : ৩৩ (পার্ক হাউস) ; ১৬৪ (কাউড্রে) ; ২৬২ (পুলার) ; ৩৭১ (ব্যারিংটন) ; ৪১৭ (ডেক্সটার) ; ৪৪০ (স্মিথ) ; ৪৫৪ (ইলিঙওয়ার্থ) ; ৪৯০ (মর্টিমোর) ; ৪৯০ (সুয়েটম্যান) ; ৪৯০ (ট্রুম্যান)।

দেশাই	৩৯	৭	১২৯	২
সুরেন্দ্রনাথ	৪৭.১	১৭	১১৫	৫
উমরিগড়	১৯	৩	৪৭	০
গুপ্তে	২৮	৮	৯৮	২
নাদকার্নি	২৮	১৪	৪৭	১
বোরদে	১৩	১	৩৮	১

ইংলণ্ডের এই ৪৯০ রানের পাশে ভারতের ব্যাটিংএর কী দশা ? দিনের শেষে ছ-উইকেটে ১২৭ রান উধাও। আবারও ট্রুম্যান আর রোডসের দ্রুত বলই পতনের কারণ। মাইক স্মিথ ব্যাকওয়ার্ড শর্টলেগে দুর্দান্তভাবে পঙ্কজ রায়ের হুকটা লুফে নেবার পর বেগ এসেই দ্রুত বোলারদের উইকেটের সামনে ও পিছনে চমৎকার ভঙ্গিতে হাঁকাচ্ছিলেন, কিন্তু দলের রান যখন ৫৪, কনট্র্যাকটর একটা বাজে বল পুল করতে গিয়ে সুয়েটম্যানের হাতে ক্যাচ দিলেন। পরক্ষণেই গায়কোয়াড় ট্রুম্যানের বলে লেগ-বিফোর, এবং বেগ কাউড্রের হাতে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে উধাও। উমরিগড়ের এবারকার রান ২, রোডসের বলে অতি পরিছন্নভাবে বোল্ড—পাঁচ উইকেটে ৭৮। ছোটো একটা জুটি হ'লো বোরদে- নাদকার্নির—কিন্তু শেষটায় ১২৪ রানে, ব্যারিংটনের বলে, নাদকার্নি

সরাসরি পরাস্ত। ভাগ্যিস, সেটাই ছিলো দিনের শেষ ওভার। বোরদে রইলেন ২২ রান ক'রে অপরাজিত।

পরদিন বোরদে প্রধানত অনড্রাইভ আর পুল দিয়েই তাঁর রান ৭৫ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। তাঁর ঐ ৭৫ রানে ছিলো ন-টি বাউণ্ডারি, কিন্তু অবশেষে ব্যারিংটনের লেগ-ব্রেক তাঁকে ঠকালো—অপেক্ষাকৃত মন্থর বলে ব্যারিংটনকে ক্যাচ দিয়েই তিনি বিদায় নিলেন। তারপরেই ২০৮ রানে ভারতের প্রথম ইনিং শেষ।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	ক. স্মিথ	ব. রোড্স	১৫
নরি কনট্র্যাকটর	ক. সুয়েটম্যান	ব. রোড্স	২৩
আব্বাস আলি বেগ	ক. কাউড্রে	ব. ইলিঙওয়ার্থ	২৬
* দাত্তু গায়কোয়াড়	লেগ-বিফোর	ব. ট্রুম্যান	৫
পলি উমরিগড়		ব. রোড্স	২
চান্দু বোরদে		ক ও ব. ব্যারিংটন	৭৫
রঘুনাথ নাদকার্নি		ব. ব্যারিংটন	৩১
† পি. জি. জোশি	রান-আউট		৫
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ		ব. ইলিঙওয়ার্থ	১১
সুভাষ গুপ্তে	অপরাজিত		৪
রমাকান্ত দেশাই		ব. ব্যারিংটন	৫
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৪, ওয়াইড ১, নো-বল ১)			৬
			২০৮

পতন : ২৩ (পঙ্কজ রায়); ৫৪ (কনট্র্যাকটর); ৭০ (বেগ); ৭২ (গায়কোয়াড়); ৭৮ (উমরিগড়); ১২৪ (নাদকার্নি); ১৫৪ (জোশি); ১৯৯ (সুরেন্দ্রনাথ); ১৯৯ (বোরদে); ২০৮ (দেশাই)।

ট্রুম্যান	১৫	৪	২৯	১
রোড্স	১৮	৩	৭২	৩
ডেক্সটার	৩	০	৩	০
ইলিঙওয়ার্থ	১৬	১০	১৬	২
মর্টিমোর	১৩	৬	৪৬	০
ব্যারিংটন	১৪	৩	৩৬	৩

২৮২ রান পেছিয়ে আছে ভারত, ইচ্ছে করলেই কাউড্রে ফলো-অন করতে বলতে পারতেন, কিন্তু কাউড্রে বললেন শনিবারে মাঠসুদ্ধ লোক ভালো ক্রিকেট দেখবার জন্য এসেছে, তাদের পুনর্বার এই একঘেয়ে ভারতীয় ব্যাটিং বিপর্যয় দেখিয়ে বিরক্ত করার দরকার কী। কিন্তু তাঁর ফিরে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত খেলাটার সংবাদমূল্য বাড়িয়ে দিলো—পণ্ডিতেরা বিবাদ করলেন এটা তাঁর ঠিক হয়েছে কি না তা-ই নিয়ে। অন্তত পুলার আর পার্কহাউস এই বাহাড়ম্বরের যে-লঘুকমিটি সম্পন্ন করলেন তাতে শনিবারের দর্শকদের যে বিশেষ মনোরঞ্জন হয়েছিলো তা নয়। ৮০ মিনিটে তাঁরা করলেন ৪৪ রান, যথেষ্ট টিটকিরি ও টিপ্পনী সইতে হ'লো। পরে অবশ্য ডেক্সটার আর ব্যারিংটনের খোলামেলা খেলার ধরন শনিবারের বিকেলবেলাকে সত্যি হাসিখুশি ক'রে দিলো। পরবর্তী ব্যাটসম্যানেরা যেহেতু তাড়াতাড়ি রান তোলবার চেষ্টা করেছিলেন, তাই উইকেটও পড়ছিলো চটপট। দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান দাঁড়ালো আট উইকেটে ২৬৫—বিশেষত ডেক্সটার, ব্যারিংটন ও ইলিঙওয়ার্থের খেলায় ছিলো প্রদর্শনী ক্রিকেটের প্রফুল্লতা। তাছাড়া গুপ্তে ও বোরদের লেগস্পিন আর নাদকার্নির বাঁহাতি স্পিন বল ইংলণ্ডের মিডিয়াম পেস বলের একঘেয়েমির মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিলো—ফলে দর্শকদের কাছে বিকেলবেলাটি অত্যন্ত প্রীতিকর ঠেকেছিলো।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

জিওফ পুলার	ক. জোশি	ব. গুপ্তে	১৪
পার্কহাউস	ক. কনট্রাকটর	ব. নাদকার্নি	৪৯
টেড ডেক্সটার	ক. উমরিগড়	ব. গুপ্তে	৪৫
* কলিন কাউড্রে	ক. বোরদে	ব. গুপ্তে	৯
মাইক স্মিথ	ক. দেশাই	ব. গুপ্তে	৯
কেন ব্যারিংটন	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	৪৬
জন মর্টিমোর	ক. নাদকার্নি	ব. বোরদে	৭
রে ইলিঙওয়ার্থ	অপরাজিত		৪৭
ফ্রেডি ট্রুম্যান	ক. বেগ	ব. বোরদে	৮
† রয় সুয়েটম্যান	অপরাজিত		২১
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেগ-বাই ১)			১০
		আট উইকেটে ঘোষিত	২৬৫

পতন : ৪৪ (পুলার) ; ১০০ (ডেক্সটার) ; ১১৭ (কাউড্রে) ; ১৩২ (স্মিথ) ; ১৩৬ (পার্কহাউস) ; ১৯৬ (মর্টিমোর) ; ২০৯ (ব্যারিংটন) ; ২১৯ (ট্রুম্যান)।

সুরেন্দ্রনাথ	৮	৫	১৫	০
দেশাই	৮	২	১৪	০
উমরিগড়	৭	৩	৪	০
গুপ্তে	২৬	৬	৭৬	৪
নাদকার্নি	৩০	৬	৯৩	২
বোরদে	১১	১	৫৩	২

ম্যানচেসটারের বিখ্যাত বৃষ্টি কয়েক পশলা পড়েছিলো রোববার—আকাশ তারপরেও ছিলো মেঘলা। অতএব কাউড্রে আট উইকেটে ২৬৫ রানেই ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। খেলার বাকি পুরো হু-দিন—ইংলণ্ড ৫৪৭ রান এগিয়ে। অতএব ভারতের খেলা বাঁচাবার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না—জয়ের প্রশ্ন তো ও'ঠেই না। এক যদি বৃষ্টি নামে আবার। কিন্তু ভারত কি এবার বিনা যুদ্ধেই সব খোয়াবে ?

পঙ্কজ রায় ও কনট্র্যাকটর সাবধানে ইনিংসের গোড়াপত্তন করলেন, কিন্তু দলের রান যখন ৩৫, তখন ডেক্সটারের বহির্গামী বল পঙ্কজ রায়ের রক্ষণাত্মক ব্যাটের কানা ছুঁয়ে চ'লে গেলো—গালিতে ইলিঙওয়ার্থ ঝাঁপ খেয়ে ধ'রে ফেললেন। বেগ আরম্ভ করলেন সাবধানে, কিন্তু প্রাথমিক আলাপ শেষ হ'য়ে যেতেই উল্‌টে আক্রমণ করলেন বোলারদের—বিশেষত তাঁর কাট ও হুকগুলো যেমন রগরগে তেমনি সংরক্ত। কনট্র্যাকটরও তাঁর চমৎকার মারগুলো এতক্ষণ যক্ষের ধনের মতো আড়াল ক'রে রেখেছিলেন—এবার তিনিও সব উজাড় ক'রে দিলেন। এই প্রথম এই সফরে ভারতীয় ব্যাটিং নিজের পায়ে দাঁড়ালো। ১০৯ রান যোগ হবার পর আবার অঘটন—রোডসের বলে খোঁচা লেগে কনট্র্যাকটর স্লিপে ধরা পড়লেন। সূর্যের তেজ ক্রমেই বাড়ছে, উইকেটের আর্দ্রতা অপসৃত, উইকেটও অনেক দ্রুত হ'য়ে উঠছে। গায়কোয়াড় অতএব টিকলেন না।

উমরিগড় নেমেই খোঁচা দিলেন—উৎক্ষিপ্ত বলটি স্লিপের হাত এড়িয়ে চ'লে গেলো। বেগ তখনও হুর্দান্ত ল'ড়ে যাচ্ছেন ; কিন্তু যখন তাঁর রান ৮৫, রোডসের বাম্পারের ঘা খেয়ে তাঁকে অবসৃত হ'তে হ'লো। উমরিগড় আর

নাদকার্নি কৃপণের মতো উইকেট আগলে রাখলেন—দিনের শেষে ভারতের রান চার উইকেটে ২৩৬। ভারত যে এ-অবস্থায় পৌঁছুতে পেরেছে, কনট্র্যাকটর সত্ত্বেও তার সবটা তারিফ বেগেরই প্রাপ্য। তিনিই দ্রুত বোলারদের কোনো রকম রেয়াৎ করেননি, বেপরোয়া হাঁকিয়েছেন, কিন্তু আগাগোড়া যাচ্ছিলেন বলের পিছনে, শাস্ত্রকে অবহেলা করেননি—তাঁর জখম হওয়ার কারণও এটা—বলের লাইনে গিয়ে দাঁড়ানো।

শেষদিনে খেলা শুরু হ'তেই নাদকার্নি আউট। আবার বেগ গিয়ে উমরিগড়ের সঙ্গী হলেন। কাউড্রে বিস্তর চেষ্টা করলেন, অনেকবার বদল করলেন ফিল্ড, অনবরত বদল করলেন বোলার, কিন্তু জুটি ভাঙবার কোনো সম্ভাবনাই দেখা গেলো না—এমন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল তাঁদের খেলার ধরন। বেগের রান যখন ৯৬, কাউড্রে চারপাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ধরলেন। আস্তে-আস্তে সময় চ'লে যেতে লাগলো। আধঘণ্টারও উপর বেগ ঐ ৯৮-তেই দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে রোডসের বলে সুইপ ক'রে তিনি যখন তাঁর প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি করলেন, তখন দর্শকদের করতালি ও প্রশংসাধ্বনি নেহাৎ কম হ'লো না। কিন্তু দলের রান যখন ৩২১, বেগের নিজের রান ১১২, বেগ হঠাৎ রান-আউট হ'য়ে গেলেন—একটু দ্বিধা করেছিলেন উমরিগড়, ব্যস, বেগ তাঁর স্মরণীয় নজির প্রতিষ্ঠা ক'রে বিদায় নিলেন।

উমরিগড়ও অবিলম্বেই সেঞ্চুরিতে পৌঁছুলেন। ইংলণ্ডের মাঠে টেস্টে এটা তাঁর পঞ্চদশ ইনিংস—এবং একমাত্র বড়ো রান। কিন্তু সেঞ্চুরির পরেই উমরিগড় হুমদাম ক'রে মেরে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন। বেগ সবশুদ্ধু উইকেটে ছিলেন দুশো ষাট মিনিট, উমরিগড়ও তাই। বেগ হাঁকিয়েছিলেন বারোটা চার, উমরিগড় তেরোটা। এরই মধ্যে বেগ জখম হয়েছেন, ৯৮-এর ধাক্কায় প'ড়ে সময় কাটিয়েছেন আধঘণ্টা। তবু তাঁর খেলার ভঙ্গি উমরিগড়ের চেয়ে পৃথক। উমরিগড় খেলেন জোরালো, সশব্দ ক্রিকেট—এত অভিজ্ঞ, তবু অনেক সময়েই বলের লাইনে যান না। বেগ ধ্রুপদী, অথচ সংরক্ত। সমস্ত মার তাঁর শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু যান্ত্রিক নয়, লালিত্যময়, দুঃসাহসী, সুঠাম সুন্দর।

এত সত্ত্বেও খেলা বাঁচানো গেলো না। নেভিল কারডাস অবশ্যি লিখলেন, 'বেগ আর উমরিগড়েরই সমস্ত সম্মান প্রাপ্য, তাঁরা ব্যাট করেছেন প্রভুর মতো, সেঞ্চুরি করেছেন সাবলীলভাবে, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলারদের তাঁরা এমন ঠেঙিয়েছেন যে এতে ওভাল টেস্টের আগে ভারতীয়

দলের মধ্যে নতুন আস্থার সঞ্চার হওয়া উচিত।' জন আরলট বেগ, কনট্র্যাকটর আর উমরিগড়ের প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠেছিলেন। আর কীথ মিলার বেগের অভ্যুদয়কে 'ডানহাতি নীল হার্ভের আবির্ভাব' ব'লে বিবৃত করেছিলেন। সত্যি-সত্যি লড়াই করলে হারলে লজ্জার বা অগৌরবের কিছু নেই!

ভারত : দ্বিতীয় দফা

নরি কনট্র্যাকটর	ক. ব্যারিংটন	ব. রোড্স	৫৬
পঙ্কজ রায়	ইলিংওয়ার্থ	ব. ডেক্সটার	২১
আবাস আলি বেগ	রান-আউট		১১২
* দাত্তু গায়কোয়াড়	ক. ইলিংওয়ার্থ	ব. রোড্স	০
পলি উমরিগড়	ক. ইলিংওয়ার্থ	ব. ব্যারিংটন	১১৮
চান্দু বোরদে	ক. স্বুয়েটম্যান	ব. মর্টিমোর	৩
রঘুনাথ নাদকার্নি	লেগ-বিফোর	ব. ট্রুম্যান	২৮
* পি. জি. জোশি		ব. ইলিংওয়ার্থ	৫
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ	ক. ট্রুম্যান	ব. ব্যারিংটন	৪
সুভাষ গুপ্তে		ব. ট্রুম্যান	৮
রমাকান্ত দেশাই	অপরাজিত		৭
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ৫, নো-বল ১)			১৪
			৩৭৬

পতন : ৩৫ (পঙ্কজ রায়) ; ১৪৪ (কনট্র্যাকটর) ; ১৪৬ (গায়কোয়াড়) ; ১৮০ (বোরদে) ; ২৪৩ (নাদকার্নি) ; ৩২১ (বেগ) ; ৩৩৪ (জোশি) ; ৩৫৮ (উমরিগড়) ; ৩৬১ (সুরেন্দ্রনাথ) ; ৩৭৬ (দেশাই)।

ট্রুম্যান	২৩'১	৬	৭৫	২
রোড্স	২৮	২	৮৭	২
ডেক্সটার	১২	২	৩৩	১
ইলিংওয়ার্থ	৩৯	১৩	৬৩	১
মর্টিমোর	১৬	৬	২৯	১
ব্যারিংটন	২৭	৪	৭৫	২

পঞ্চম টেস্ট : ওভাল ; আগষ্ট ২০, ২১, ২২ ও ২৪, ১৯৫৯

ম্যানচেসটারের ঐ আস্থা ফেরানো সেঞ্চুরির পর ওভালে সারের বিরুদ্ধে ৫৬ করেছিলেন উমরিগড়, তাছাড়া নটিংহামশিয়র আর গ্লস্টারশিয়রের বিরুদ্ধে হাঁকিয়েছিলেন চমৎকার দুটি ৮০ : পুরো বিলিতি গ্রীষ্ম জুড়ে কাউন্টি খেলায় তাঁর খেলার ধরন ছিলো তর্কাতিত। কিন্তু ওভাল টেস্টের আগের দিন নেট প্রাকটিসের সময় তাঁর আঙ্গুলে চোট লাগলো—তাঁর জায়গায় দলে এলেন ঘোরপাড়ে। জোশির জায়গায় আবার দলে ঢুকলেন তামানে। ইংলণ্ড দলে পরিবর্তন তিনটি : পার্কহাউস, মর্টিমোর ও রোডসের জায়গায় দলে এলেন রমন স্থুবারাও, গ্রীনহাফ ও স্ট্যাথাম।

চতুর্থ দিন বেলা একটাতেই ইংলণ্ড ইনিংসে ও ২৭ রানে ভারতকে হারিয়ে দিয়ে এই প্রথমবার কোনো সিরিজের পাঁচটি টেস্টেই জয়লাভের গৌরব পেলে। খেলার সব বিভাগেই ভারত হীনম্মন্যতার পরিচয় দিলে—কেবল সুরেন্দ্রনাথের নাগাড় আক্রমণাত্মক বল আর দ্বিতীয় দফায় নাদকার্নির জেদি, সাহসী ও সুদৃঢ় প্রতিরোধ এই দুর্দশার মধ্যে মাত্র দুটি উৎসাহব্যঞ্জক নজির স্থাপন করেছিলো।

টসে জিতে চমৎকার আবহাওয়ায় ভালো উইকেটে প্রথম ব্যাট করতে পারার সুযোগ আবার হেলায় হারালো ভারত। চায়ের পরেই ১৪০ রানে দলশুদ্ধ্‌ সবাই আউট। ৪৫ মিনিট ধ'রে যুঝে পঙ্কজ রায় করেছিলেন মাত্র ৩ রান, তারপর স্ট্যাথামের বলে তাঁর অফস্টাম্পটিই উড়ে গেলো। কনট্র্যাকটর লাঞ্চের আগে দু-ঘণ্টায় রান করেছিলেন ১৫, দশ থেকে ষোলতে পৌঁছতে তার লেগেছিলো নব্বুই মিনিট—আর মোটমাট ২০০ মিনিটে তিনি করেছিলেন মাত্র ২২ রান। অথচ, কে না জানে, এই বিবরণ থেকে যে-ব্যাটসম্যান বেরিয়ে আসেন, কনট্র্যাকটর সে-রকম নন—তাঁর খেলা কেতাবি, হাতে নানা ধরনের মার, আর সেটা খেলার প্রথম দিনের সকালবেলা! বেগ নেমেই উইকেটের দু-ধারে দ্রুত বোলারদের তাচ্ছিল্যভরে প্রেরণ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু ট্রু্‌ম্যানের শেষ মুহূর্তে মোচড়-খাওয়া বলটি যখন তাঁকে আউট ক'রে দিলে তখন ভারতের রান দু-উইকেটে ৪৩। লাঞ্চের সময়, দু-উইকেটে ৪৭।

লাঞ্চের পরে পনেরো মিনিটে নাদকার্নি ও বোরদে প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন। নাদকার্নি অবশ্য আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হননি, কিন্তু তাতে কী। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত নিরপেক্ষ আম্পায়ারেরা রোডসের বলে কোনো দোষ দ্যাখেননি, অনবরত লেগ-বিফোর হয়েছেন ভারতীয়

খেলোয়াড়েরা, আস্ত টেস্ট-সিরিজে ভারতীয় দলের পনেরোজন আউট হয়েছেন লেগ-বিফোর, ইংলণ্ডের পাঁচজন! অথচ প্যাড দিয়ে ক্রিকেট খেলার চটা কোথায় শুরু, কে না জানে!

গায়কোয়াড় একটুক্ষণ কনট্র্যাকটরের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন, কিন্তু তিনিও অচিরেই ডেক্সটারের বলে স্লিপে ক্যাচ তুলে প্রস্থান করলেন—ভারত পাঁচ উইকেটে ৬৭।

এ আর কী অচেনা দৃশ্য। ভারতীয় ব্যাটিংএর এই পরিচয়েই সবাই তখন অভ্যস্ত। অবশেষে কনট্র্যাকটরও দুশো মিনিট পর কভারে লোপ্পা ক্যাচ তুলে দিয়ে প্রস্থান করলেন। তিনি যে একদিক এভাবে আগলে রেখেছিলেন, তার পিছনে অধিনায়কের নির্দেশ ছিলো। আর ধৈর্য আর অভিনিবেশ বিস্ময়কর। কিন্তু এটা তাঁর খেলার ধরন নয়—যদিও তিনি ওভাবে না-খেললে ভারত হয়তো আরো কম রানেই আউট হ'য়ে যেতো!

তামানে আর সুরেন্দ্রনাথ অতঃপর খেলায় চাঞ্চল্য ও সাড়া আনলেন। তাঁরা যে ৭৪ থেকে ১৩২ পর্যন্ত স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন, তাই নয়, তাঁদের খেলায় বুদ্ধি আর পরিকল্পনার ছাপ ছিলো। সুরেন্দ্রনাথ আগলে ছিলেন তাঁর উইকেট, আর তামানে হাঁকাচ্ছিলেন। তাঁরা যেহেতু কেতাবি ব্যাটসম্যান ব'লে পরিচিত নন, অতএব ভুলভাল মারে তাঁদের কিছুমাত্র এসে যাচ্ছিলো না। তাঁরাই খেলাকে চায়ের পরেও টেনে নিয়ে গেলেন। ৭০ মিনিটে ৫০ রান উঠলো। অতঃপর কাউড্রে যেই নতুন বল নিলেন, অমনি টুম্যানের বলে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিরোধ শেষ!

দেখতে-না-দেখতে স্ট্যাথাম তারপর ইনিংস গুটিয়ে ফেললেন। টুম্যান পেলেন ২৪ রানে চার উইকেট. আর স্ট্যাথাম, গ্রীনহাফ ও ডেক্সটার—তিন জনেই দুটি ক'রে উইকেট নিয়ে নিজেদের মধ্যে লুঠ ভাগবাঁটোয়ারা ক'রে নিলেন।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়		ব. স্ট্যাথাম	৩
নরি কনট্র্যাকটর	ক. ইলিঙওয়ার্থ	ব. ডেক্সটার	২২
আব্বাস আলি বেগ	ক. কাউড্রে	ব. টুম্যান	২৩
রঘুনাথ নাদকার্নি	ক. সুয়েটম্যান	ব. টুম্যান	৬
চান্দু বোরদে		ব. গ্রীনহাফ	০

* দাত্তু গায়কোয়াড়	ক. ব্যারিংটন	ব. ডেক্সটার	১১
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে		ব. গ্রীনহাফ	৫
* নরেন তামানে	ক. স্বুয়েটম্যান	ব. স্ট্যাথাম	৩২
আর. বি. স্বুরেন্দ্রনাথ	ক. ইলিঙওয়ার্থ	ব. ট্রুম্যান	২৭
স্বুভাষ গুপ্তে		ব. ট্রুম্যান	২
রমাকান্ত দেশাই	অপরাজিত		৬
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৪, নো বল ১)			৬
			১৪০

পতন : ১২ (পঙ্কজ রায়) ; ৪৩ (আব্বাস আলি বেগ) ; ৪৯ (নাদকার্নি) ; ৫০ (বোরদে) ; ৬৭ (গায়কোয়াড়) ; ৭২ (ঘোরপাড়ে) ; ৭৪ (কনট্র্যাকটর) ; ১৩২ (স্বুরেন্দ্রনাথ) ; ১৩৪ (গুপ্তে) ; ১৪০ (তামানে) ।

ট্রুম্যান	১৭	৬	২৪	৪
স্ট্যাথাম	১৬·৩	৬	২৪	২
গ্রীনহাফ	২৯	১১	৩৬	২
ডেক্সটার	১৬	৭	২৪	২
ইলিঙওয়ার্থ	১	০	২	০
ব্যারিংটন	৬	০	২৪	০

প্রথম দিন খেলা ভাঙবার আগে ইংলণ্ড বিনা উইকেটে ৩৫ রান তুলেছিলো, দ্বিতীয় দিনের শেষে তাদের রান দাঁড়ালো ছ-উইকেটে ২৮৯।

ভারত দ্বিতীয় দিন শুরু করেছিলো ভালোই। তিন রান যোগ হ'তেই স্বুরেন্দ্রনাথ পুলারকে পেয়েছিলেন, তারপর ৫২তে স্বুরেন্দ্রনাথই দখল করেছিলেন কাউড্রের উইকেট। কিন্তু স্বুবারাও আর মাইক স্মিথ শান্তভাবে খেলে খেলায় ক্রমেই তাঁদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করলেন। ৫০ রান করলেই মাইক স্মিথের রান সে-বছর ৩০০০ পেরিয়ে যায়, অতএব তিনি গোড়ায় কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি। কিন্তু ক্রমেই তাঁর আস্থা বাড়তে লাগলো, আর তাঁর মারের ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত হ'লো। স্বুব্বারাওয়ের খেলায় ছিলো আশ্চর্য বিচারবুদ্ধি—তাঁর মারগুলোতে বিদ্যুৎদীপ্তি, কিন্তু তিনি প্রতিরোধেও সবল। ক্রমে জুটির রান পেরিয়ে গেলো ১১০, তারপর পেরোলো ১৯৩৬ সালে হ্যামণ্ড আর ওয়ার্দিংটনের প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ১২৮, অবশেষে জুটির রান যখন ১৬৯, মাইক স্মিথের নিজের

রান ২০০ মিনিটে অর্জিত ৯৮, দেশাইয়ের বলে তিনি বোল্ড হ'য়ে গেলেন। স্থুব্বারাও ও তারপর অচিরেই দেশাইয়ের বলে তামানের হাতে ক্যাচ দিয়ে বিদায় নিলেন—তাঁর নিজের রান তখন ৯৪। মাইক স্মিথের ৯৮তে ছিলো চোদ্দটা চার, আর স্থুব্বারাওয়ের ৯৪এ এগারোটি চার। স্থুব্বারাও সবশুদ্ধ ব্যাট করেছিলেন তিনশো মিনিট—১৭ রান করতে তাঁর লেগেছিলো ৪৫ মিনিট। ডেক্সটার আর ব্যারিংটন বেশিক্ষণ টেকেননি, কিন্তু ইলিঙওয়ার্থ আর সুয়েটম্যান ছ-উইকেটে ২৩৫ থেকে ২৮৯ পর্যন্ত স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন। তাঁদের ব্যাট করার ভঙ্গি ছিলো খোলামেলা, মারতে পেছ-পা নন (শ্লেষ ইচ্ছাকৃত)। পরদিন তাঁরা সপ্তম উইকেটে ১০২ রান ক'রে নজির স্থাপন করলেন—১৯৫২ সালে ইভান্স আর জেনকিন্স করেছিলেন ৭৯। কিন্তু এ-জুটি ভেঙ্গে যেতেই ৩৬১ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো। ৫১·৩ ওভার বল ক'রে ৭৫ রান দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ পেলেন পাঁচ উইকেট।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

জিওফ পুলার	ক. তামানে	ব. সুরেন্দ্রনাথ	২২
রমন স্থুব্বারাও	ক. তামানে	ব. দেশাই	৯৪
* কলিন কাউড্রে	ক. বোরদে	ব. সুরেন্দ্রনাথ	৬
মাইক স্মিথ		ব. দেশাই	৯৮
কেন ব্যারিংটন	ক. বদলি	ব. গুপ্তে	৮
টেড ডেক্সটার	ক. তামানে	ব. সুরেন্দ্রনাথ	০
রে ইলিঙওয়ার্থ	ক. গায়কোয়াড়	ব. নাদকার্নি	৫০
† রয় সুয়েটম্যান	ক. বেগ	ব. সুরেন্দ্রনাথ	৬৫
ফ্রেডি ট্রুম্যান	স্টা. তামানে	ব. নাদকার্নি	১
ব্রায়ান স্ট্যাথাম	অপরাজিত		৩
টি. গ্রীনহাফ	ক. কনট্র্যাকটর	ব. সুরেন্দ্রনাথ	২
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ৮, ওয়াইড ১)			১২
			৩৬১

পতন: ৩৮ (পুলার); ৫২ (কাউড্রে); ২২১ (স্মিথ); ২৩২ (সুব্বারাও); ২৩৩ (ডেক্সটার); ২৩৫ (ব্যারিংটন); ৩৩৭ (ইলিঙওয়ার্থ); ৩৪৭ (ট্রুম্যান); ৩৫৮ (সুয়েটম্যান); ৩৬১ (গ্রীনহাফ)।

দেশাই	৩৩	৫	১০৩	২
সুরেন্দ্রনাথ	৫১.৩	২৫	৭৫	৫
গুপ্তে	৩৮	৯	১১৯	১
নাদকার্নি	২৬	১১	৫২	২

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনাতেই ব্রায়ান স্ট্যাথামের বলে পুরো দলের ভিৎ ধ্ব'সে পড়লো। প্রথমেই স্ট্যাথাম পঙ্কজ রায়কে পেলেন লেগ-বিফোর, তারপর বেগের কাট থেকে স্লিপে ডেক্সটারের হাতে লেগে বল প'ড়ে যাচ্ছিলো —কাউড্রে লুফে নিলেন। তারপর কনট্র্যাকটরও যখন স্ট্যাথামের শিকার হলেন, তখন দলের রান তিন উইকেটে ৪৪।

নাদকার্নি-বোরদে জুটি নড়বোড়ে ইনিংসটিকে আবার যখন দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন, এমন সময় অতর্কিতে বোরদে ব্যারিংটনের বিদ্যুৎদীপ্ত ফিল্ডিংএ রান-আউট। গায়কোয়াড় আর নাদকার্নি সাবধানে খেলে ১০৬ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন স্কোর, তারপর গায়কোয়াড় খোঁচা দিয়ে ধরা পড়লেন। দিনের শেষে ভারতের রান পাঁচ উইকেটে ১৪৬, তার মধ্যে নাদকার্নি একাই অপরাজিত ৬৯।

আক্ষরিক অর্থে ঝড়ের মধ্যে আহত অবস্থায় ব্যাট করেছেন নাদকার্নি এবং বাজ-বিদ্যুৎসহযোগে বৃহৎ ঝঞ্ঝাবাতে সেদিনকার খেলা যখন শেষ হ'লো, নির্ধারিত সময়ের আগেই, তখনও ইনিংস পরাজয় এড়াতে হ'লে আরো ৭৫ রান চাই—হাতে আছে পাঁচ উইকেট।

পরদিন ৯০ মিনিটে ৪৮ রান যোগ ক'রে ভারত বাকি পাঁচটা উইকেট খুইয়ে বসলো। আর 'উইসডেন' মন্তব্য করলো, 'এটা তর্কাতীত যে ১৯৫৯ সালের ভারতীয় দলের সফর তাদের কাছে তো বটেই, ইংলণ্ডের দর্শকদের কাছেও অতীব হতাশাসূচক। স্মরণাতীত কালের মধ্যে এমন চমৎকার (শুকনো) গ্রীষ্মকাল যেহেতু ইংলণ্ডে দেখা যায়নি, অতএব তাদের এভাবে খেলার জন্য কোনো কৈফিয়ৎই নেই।' আর জর্জ ডাকওয়ার্থ লিখলেন, 'মার্চেন্ট বা মানকড়ের মতো আরেকজন খেলোয়াড় ভীষণভাবে চাই ভারতের, তাতে খেলায় যে রং লাগবে তাই নয়, তার আগে ভারত পাঁচ দিনের টেস্ট খেলার যোগ্য হবে ব'লেও আমার মনে হয় না।'

অথচ সফরকারী অধিকাংশ খেলোয়াড়ের সম্ভাবনা বা প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে দেশের লোকের কি কোনো সন্দেহ ছিলো? কেন তবে তাঁরা অমন খেললেন?

ভারত : দ্বিতীয় দফা

নরি কনট্র্যাকটর	ক. ট্রুম্যান	ব. স্ট্যাথাম	২৫
পঙ্কজ রায়	লেগ-বিফোর	ব. স্ট্যাথাম	০
আব্বাস আলি বেগ	ক. কাউড্রে	ব. স্ট্যাথাম	৪
রঘুনাথ নাদকার্নি	লেগ-বিফোর	ব. ইলিঙওয়ার্থ	৭৬
চান্দু বোরদে	রান-আউট		৬
* দাত্তু গায়কোয়াড়	ক. সুয়েটম্যান	ব. গ্রীনহাফ	১৫
জয়সিংহরাও ঘোরপাড়ে		ব. গ্রীনহাফ	২৪
† নরেন তামানে		ব. ট্রুম্যান	৯
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ	অপরাজিত		১৭
সুভাষ গুপ্তে	ক. গ্রীনহাফ	ব. ট্রুম্যান	৫
রমাকান্ত দেশাই	ক. সুয়েটম্যান	ব. ট্রুম্যান	০
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৬, নো-বল ৩)			১৩
			১৯৪

পতন : ৫ (পঙ্কজ রায়); ১৭ (বেগ); ৪৪ (কনট্র্যাকটর); ৭০ (বোরদে); ১০৬ (গায়কোয়াড়); ১৫৯ (ঘোরপাড়ে); ১৬৩ (নাদকার্নি); ১৭৩ (তামানে); ১৮৮ (গুপ্তে); ১৯৪ (দেশাই)।

স্ট্যাথাম	১৮	৪	৫০	৩
ট্রুম্যান	১৪	৪	৩০	৩
গ্রীনহাফ	২৭	১২	৪৭	২
ডেক্সটার	৭	১	১১	০
ইলিঙওয়ার্থ	২৯	১০	৪৩	১

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

MATCH v. INNINGS OF

ORDER OF GOING-IN	TIME IN	TIME OUT	TIME FOR 50 / 100	TIME FOR 150 / 200	BATSMAN'S NAME	RUNS AS
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

FALL OF WICKET	1	2	3	4	5	6
RUNS						

BOWLER		BOWLING ANAL[Y] 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OVER No/RUNS											
	OVER No/RUNS											
	OVER No/RUNS											
	OVER No/RUNS											
	OVER No/RUNS											
	OVER No/RUNS											

	PLAYED AT	ON	19

ORED	HOW OUT	BOWLER'S NAME	Total runs

7	8	9	10	EXTRAS	TOTAL for wkts:

IS

13	14	15	16	17	18	19	20	Overs	Maidens	Runs	Wickets	Wides	No Balls	TOTAL